আধুনিক বিজ্ঞান

(হাওলাসহ)

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

হাদীসের নূর
ও
আধুনিক বিজ্ঞান
(হাওলাসহ)

মুঃ আইয়ুব আলী

বাড কম্প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন্স ❑ ঢাকা
www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ❑ জানুয়ারী-২০০২

প্রকাশক ❑ মুঃ আইয়ুব আলী বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১১৯৯৩ কম্পিউটার সেটিং ❑ ন্যাশনাল কম্পিউটার, বি.এল. কলেজ রোড, দৌলতপুর, খুলনা মুদ্রণে ❑ মদিনা প্রিন্টিং প্রেস, তাঁতীবাজার, ঢাকা প্রচ্ছদ ❑ ফারুখ, বাড কম্পিউটার গ্রাফিকস গ্রন্থস্বত্ব ❑ প্রকাশক

মূল্য ❑ ১২০.০০ টাকা মাত্র US $ 5.00

www.pathagar.com

হাদীসের নূর
ও
আধুনিক বিজ্ঞান
(হাওলাসহ)

সুন্নাত কতটা বিজ্ঞানভিত্তিক?
সুন্নাতী যিন্দেগী হাসিল কি মেহনতভিত্তিক?

এই কিতাবটি

১। যারা সুন্নাতভক্ত কিতাটি তাদের জন্য।
২। যারা সুন্নাতকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরের যাচাই করে নিতে চান তাদের জন্য।
৩। যারা সুন্নাত বিরোধী তাদের জন্য।
৪। যারা সুন্নাতকে মানব রচিত মনে করেন তাদের জন্য।
৫। যারা সুন্নাতের অনুকরণ অনুসরণের মধ্যে দু'জাহানের কামিয়াবী মনে করেন তাদের জন্য।
৬। যারা প্রতিটি সুন্নাতের হাওলা খোঁজ করেন তাদের জন্য।

www.pathagar.com

লেখকের মন্তব্য

بسم الله الرحمن الرّحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد

আল্লাহ্ শরীআতের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তনে একক ও অদ্বিতীয়। যিনি হিদায়েতের পথের অন্তরায় প্রস্তরখন্ড অপসারিত করে উন্মোচন করেছেন ইসলামের রশ্মি। 'বাল্লিগু আন্নী ওয়ালাও আয়াহ্' অর্থাৎ আমার তরফ থেকে একটি বাক্য হলেও তা পৌঁছে দাও। রাসূলের এ নির্দেশ পালনের জন্যই আমার এ প্রচেষ্টা।

কুরআন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে এবং হাদীস উহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের কর্মপন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপস্তম্ভ আর হাদীস হচ্ছে তার বিচ্ছুরিত আলো যা শরীয়াতে ইলাহির প্রতিবিম্ব। হাদীসের অনুকরণ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে ইহকাল ও পরকালের শান্তি, মুক্তি, কল্যাণ ও নাযাতের নিশ্চয়তা।

প্রতি ওয়াক্ত নামাযে কোটি কোটি মুসলমানেরা যে নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করে তাঁর জীবনাদর্শ নিয়ে বহু মুসলমান বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করছে সেখানে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সাগর সেচে মুক্তা আনার অনুরূপ। রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতের সুফলতা যতই প্রকাশ করা হোক না কেন তা নবীজী (সাঃ) এর চারিত্রিক মহাসাগরের বুকে কতিপয় তরঙ্গ মাত্র। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে ইসলামী জীবনের যে আদর্শ বিশ্ববাসীর সামনে স্থাপন করে গেছেন তা আজও আধুনিক জীবনের বিচিত্র সমস্যা-সংকুল পথে একমাত্র আলোকবর্তিকার কাজ করে যাচ্ছে।

একাবিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আজ বিজ্ঞানমনস্ক। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা চরমভাবে বিকশিত। মানুষ পুরানো ধ্যান-ধারণা পাল্টাচ্ছে। বস্তুবাদ, জড়বাদ ও গাঁজাখুরী রূপকথা আজ ধর্মজ্ঞানীদের নিকট বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কেনো বিষয় বিজ্ঞানের মানদন্ডে যাচাই করে নিতে মানুষ আজ সিদ্ধহস্ত কারণ ধর্মের হুকুম-আহকাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে পরখ না করে নিলে মানব শরীরের ৩৬০টি জোড়ার বাদশাহ্ দিল বা অন্তর সেটাকে সন্তুষ্টচিত্রে মেনে নেয় না। এখন মানুষ আর আবেগময় ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি অভ্যস্ত নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ ইসলামের বহু বক্তব্যে চমকিত হয়েছেন। ইসলাম ম্লান করে দিয়েছে তাদের গর্ব।। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর গলগ্যাস্ট দুঃখ করে বলেছিলেন, এতদিন আমরা যা বলেছি তা অধিকাংশ ভুল, এখন দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণী এড়িয়ে বিজ্ঞান চর্চাই ভুলের কারণ। এজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারের বৈজ্ঞানিক সুফল প্রকাশের প্রয়াস পেলাম।

ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্মগ্রন্থের নাম। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তর বাণী কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। কুরআন তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী কিতাব। কুরআনে অল্প কথায় ব্যাপক বিষয় আলোচিত হয়েছে। এজন্য এর অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে কুরআনের প্রয়োগিক বিশ্লেষণ হাদীস জানা জরুরী। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে সুন্নাতের অন্তর্নিহিত বিস্ময়কর দিকগুলো ততই ফুটে উঠেছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে এর মর্ম উপলব্ধি হয়ে উঠেছে সহজ

www.pathagar.com

থেকে সহজতর। ৬ষ্ট শতাব্দীতে আরববাসীর অজ্ঞানতা সভ্য মানুষের শরীরে শিহরণ জাগায়। একাবিংশ শতাব্দীতে প্রতিদিন টেকনোলজি কি পরিমাণ Development হচ্ছে তা বিশ্ববাসীর অজানা নয়। সে সময় ইসলামের শাশ্বত বিধান চাহিদা মাফিক এমন সূক্ষ্ম ও নিঁখুত তথ্য ও সূত্র দিয়েছে যা দেখে একাবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের মাথা নতো হয়ে যায়।

হাদীসের গহীন সাগরে ডুব দিয়ে মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনো দিনই আমার হয়ে উঠেনি, তবুও আমি কখনও আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি। নবীজী (সাঃ) এর সুন্নাতের দাওয়াতভিত্তিক সুফল প্রকাশ করতে পেরেছি আল্লহ্ তা'আলার এ অনুগ্রহ প্রকাশের ভাষা আমার নেই। আমার শ্রম সার্থক হবে যদি এটা আমার পরকালের মুক্তির পাথেয় হয়। যুগ যুগ ধরে কুরআন হাদীসের বাণী বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসেছে। এই পুস্তকের তথ্যাদি নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কিতাবাদি, পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন করা হয়েছে। যারা ইসলাম ধর্মের হুকুম-আহকাম হাদীসের কিতাবের দলীল ব্যতীত আমল করতে দ্বীধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন আশা করি হাওলা সম্বলিত কিতাবটি তাদের সে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করবে এবং সুন্নাতের বৈজ্ঞানিক সুফলাদি তাদেরকে সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারে উৎসাহিত করবেন।

যাঁরা পুস্তকটি প্রকাশের জন্য মেধা ও শ্রম দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁদের এ উত্তম কাজের পুরস্কার আল্লহ্ তা আলা ইবাদত হিসাবে কবুল করুন। যাঁদের পান্ডিত্য ও মেধাক্ষয়ের ফসল বঙ্গানুবাদিত কিতাবাদির হাওলা দ্বারা গ্রন্থখানি জীবন্ত করে তুলেছি তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। গ্রন্থখানি নিঁখুত ও নির্ভুলভাবে মুদ্রণের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি তবুও আমার জ্ঞানগত দৈন্যতা, ভুলভ্রান্তি ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞমহলের কাছে আমার আবেদন থাকবে, রাসূলের সুন্নাতকে জীবন্ত করে এমন কোনো হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল বাদ গিয়ে থাকলে এবং মুদ্রণজনিত ও হাওলাজনিত ত্রুটি থাকলে তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা পরিমার্জনের ব্যবস্থা করব ইনশা আল্লাহ্।

বিনীত আরোজ গুজার
মুঃ আইয়ুব আলী

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১ম অধ্যায় : চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও আধুনিক বিজ্ঞান

কুষ্ঠরোগ, প্লেগ ও সংক্রামণ ব্যাধির চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষ্য ... ১
ছোয়াচে রোগ চিকিৎসার হাদীস ... ৪
জ্বর চিকিৎসার হাদীস ও জ্বরকে পানি দিয়ে ঠান্ডা করার বৈজ্ঞানিক সুফল ... ৪
দুঃখ প্রশমনে 'তালবীনা' সম্পর্কিত হাদীস ... ৫
যায়তুন তেল সম্পর্কিত হাদীস ও যায়তুন তেলের বৈজ্ঞানিক সুফল ... ৬
কালিজির সম্পর্কিত হাদীস ও কালিজিরা খাওয়ার সুফল ... ৭
মধু দ্বারা চিকিৎসা করার ব্যাপারে কুরআনের বাণী ও হাদীস; মধুর বৈজ্ঞানিক সুফল ... ৮
সিরকা, লবণ ও পানি দ্বারা চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস ও উহার বৈজ্ঞানিক সুফল ... ৯
অস্ত্রপচার করা ও শিঙ্গা লাগানো সম্পর্কিত হাদীস ও উহার বৈজ্ঞানিক সুফল ... ১০
আগুনের দাগ দেয়া মাকরূহ সম্পর্কিত হাদীস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষ্য ... ১১
চোখের চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস ... ১২
নজর লাগা বা কুদৃষ্টি সম্পর্কিত হাদীস ও কুদৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ... ১২
বার্ধক্যের চিহ্ন পরিবর্তনের চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস ... ১৪
নিউমোনিয়া, গলাফুলা, জখমের চিকিৎসার হাদীস ... ১৪
মোটা হওয়ার চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস ... ১৫
বিষের প্রতিক্রিয়া নাশের চিকিৎসায় ও হার্টের চিকিৎসায় আজওয়া খেজুর সম্পর্কিত হাদীস ১৫
অশ্বরোগ ও গেটেবাত রোগের চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস ... ১৬
উদ্‌হিন্দী নাকের মধ্য দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় প্রবেশ করানোর মাধ্যমে চিকিৎসা ... ১৬
রোগীর খাদ্যগ্রহণে সর্তকতা সম্পর্কিত হাদীস ... ১৬
মদের মাধ্যমে চিকিৎসা নিষেধ সম্পর্কিত হাদীস ... ১৭
ডাক্তার না হয়ে চিকিৎসা না করা সম্পর্কিত হাদীস ... ১৭
নারীর মাসিক চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীদ ... ১৭
দারিদ্রতা দূর করনের চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস, শারীরিক সুস্থতার চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস ১৮

২য় অধ্যায় : ইস্তিঞ্জা ও আধুনিক বিজ্ঞান

ইস্তিঞ্জা সম্পর্কিত হাদীসের সারমর্ম ... ১৯
ঘুম থেকে জেগে আগে হাত ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবানোর হাদীস ও উহার বৈজ্ঞানিক সুফল ২১
ইস্তিঞ্জায় খালিপায়ে না যাওয়ার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ... ২১
বসে প্রসাব করার হাদীসদ্বয়, ওজর বশতঃ দাঁড়িয়ে প্রসাব করার হাদীসদ্বয় ... ২২
ফাতওয়া হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলের কাজ কর্মের শেষোক্ত আমলটিই চূড়ান্ত দলীল .. ২২
বসে প্রসাব করার বৈজ্ঞানিক সুফল ... ২৩
ইস্তিঞ্জাকালে ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে না বসার হাদীস সমূহ ও নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল ..২৩
গোসলখানায় প্রসাব না করার হাদীস ও নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল ... ২৪
নরম মাটিতে প্রসাব করা ও প্রসাবের ছিটাফোঁটা থেকে সতর্ক থাকার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ২৪
প্রসাবের ছিটাফোঁটা থেকে সতর্ক থাকার হাদীসদ্বয় ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ... ২৫
বাতাসের দিকে মুখ করে প্রসাব না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ... ২৬
গর্তে প্রসাব না করার হাদীস ও নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল ... ২৬

www.pathagar.com

বদ্ধ পানিতে প্রসাব না করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ২৭
বদ্ধ পানিতে জানাবাত অবস্থায় গোসল না করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ২৭
বদ্ধ পানিতে গোসলের ধরন সম্পর্কিত হাদীস ২৮
চলাফেরার পথে ও ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় ইস্তিঞ্জা না করার হাদীস ও হাদীসের সুফল ২৮
গোবর, হাড় ও কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করার হাদীস সমূহ ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল . ২৮
ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করার হাদীস, বাম হাত ব্যবহারের হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল
ইস্তিঞ্জাকালে কথাবার্তা বলা মাকরূহ সম্পর্কিত হাদীস ও নিষেধাজ্ঞা মানার সুফল ৩০
ইস্তিঞ্জাকালে সালাম না দেয়া সম্পর্কিত হাদীসদ্বয় ও নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল ৩০
পায়খানার সময় বাম পায়ে চাপ দিয়ে ডান পা খাড়া রাখার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৩১
ইস্তিঞ্জার প্রয়োজনে অনেক দূরে যাওয়ার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল.....৩১
ইস্তিঞ্জায় তিনটি ঢিলা ব্যবহার করার হাদীস ও ইস্তিঞ্জার পরে ঢিলা ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক সুফল৩২
প্রসাবের পর আড়ালে কুলুক নিয়ে হাঁটাচলা করার দলীল ও হাঁটাচলা করার বৈজ্ঞানিক সুফল ৩৪
পানির সাহায্যে শৌচক্রিয়া সম্পাদন করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৩৫
ইস্তিঞ্জার পর মাটিতে হাত ঘষা ও উযূ করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৩৫
ইকামত হয়ে যাওয়ার পরও ইস্তিঞ্জার বেগ চেপে না রাখার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৩৬
প্রসাব পরিপূর্ণ না হলে প্রসাব বন্ধ না করার হাদীস ও নিষেধাজ্ঞা না মানার কুফল ৩৭
ইস্তিঞ্জা সম্পর্কিত বিবিধ হাদীস ৩৭

৩য় অধ্যায় ঃ পাক-পবিত্রতা ও আধুনিক বিজ্ঞান

মিস্ওয়াক করা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ, যায়তুনের মিস্ওয়াকের সুফল ৩৯-৪০
আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রহঃ) এক যুদ্ধে স্বপ্নে রাসূল (সাঃ) থেকে উযূর পূর্বে মিস্ওয়াক করতে আদিষ্ট হলেন ৪১
উযূ সম্পর্কিত হাদীসের মূলবাণী ৪৩
উযূ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস, তায়াম্মুম সম্পর্কিত আয়াত ও উযূর বৈজ্ঞানিক সুফল ৪৪
উযূর শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ বলার হাদীসদ্বয়,ডান অঙ্গ আগে ধোয়ার হিকমত ৪৫
প্রথমে হাত ধোয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল, কুলির বৈজ্ঞানিক সুফল ৪৫
উযূতে নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়ার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল..... ৪৬
উযূতে নাক ঝাড়তে বামহাত ব্যবহার করার হাদীস ও বামহাতে নাক ঝাড়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ৪৭
সমস্ত মুখ মন্ডল ধৌত করার বৈজ্ঞানিক সুফল, পর্যায়ক্রমে ৪র্থ ধাপে মুখমন্ডল ধোয়ার কারণ ৪৭
উযূতে দাড়ি খিলাল করার হাদীস সমূহ ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৪৭
উযূতে মাথা মাসেহ্ করার হাদীসদ্বয় ও হাদীসের সুফল..... ৪৮
উযূতে গর্দান মাসেহ্ করার হাদীস ও গর্দান মাসেহ্ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ৪৯
উযূতে দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধোয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল..... ৫০
উযূতে দুই পা গোড়ালীসহ ধোয়ার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৫০
উযূতে হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার হাদীস সমূহ ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৫০
উযূতে চামড়ার মোজার উপর মাসহ্ করার হাদীসদ্বয় ও হাদীসের সুফল ৫১
মুসাফির ও মুকীম অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ্ করার সময় নির্ধারণ সম্পর্কিত হাদীস ৫১
গোসলের পর উযূ না করার হাদীস, ফরয গোসল সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ৫২
নারীর বীর্যপাত হওয়া সম্পর্কিত হাদীস ৫৩
ভূমিষ্ট সন্তান পিতা নাকি মাতার আকৃতি নেবে এ সম্পর্কিত হাদীস ৫৩
প্রতি চল্লিশ দিন অন্তর মানবশিশু রূপান্তরের ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত হাদীস ৫৩
ফরয গোসলে নাকে পানি দেয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল, ফরয গোসলের বৈজ্ঞানিক সুফল ৫৪

www.pathagar.com

বদ্ধ পানিতে পেশাব ও তাতে গোসল না করা সম্পর্কিত হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৫৫
বদ্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসল না করা সম্পর্কিত হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৫৫
ছোট মেয়ের পেশাব ধুতে হবে, ছোট ছেলের পেশাবে পানি ছিটাতে হবে সম্পর্কিত হাদীস ৫৫
ঋতুবতী মহিলা ও জানাবাতওয়ালা কুরআন তেলাওয়াত করবে না সম্পর্কিত হাদীস ৫৬
পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও পরিচ্ছন্ন পোশাকের বৈজ্ঞানিক সুফল ৫৬
শরীরের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সুফল ৫৭
দাঁতের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ৫৮
গৃহের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কিত হাদীস ৫৯
নাক ঝেড়ে বাম পা দ্বারা নাক সিকনি মলে ফেলার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ... ৫৯
আতর ও সুগন্ধি ব্যবহারের হাদীস সমূহ ও আতর ও সুগন্ধির বৈজ্ঞানিক সুফল ৫৯
সমুদ্রের পানি পাক হওয়ার হাদীস, প্রবাহিত পানিতে নাপাকী পতিত হওয়া সত্ত্বেও তা পাক হওয়ার কারণ ৬০

৪র্থ অধ্যায় ঃ নামায ও আধুনিক বিজ্ঞান

নামায সম্পর্কিত আলোচনা, নামাযে শেফা রয়েছে সম্পর্কিত হাদীস ৬১
ইতিক্বাফ সম্পর্কিত হাদীস ও ইতিক্বাফের সুফল ৬২
নামাযের বৈজ্ঞানিক সুফল, নামাযের খুশু-খুযুর বৈজ্ঞানিক সুফল ৬২
ফরয নামায মাসজিদে আদায় করার হাদীস ও ফরয নামায মাসজিদে পড়ার সুফল..... ৬৩
ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামায দ্বারা গৃহ আবাদ করার হাদীস ৬৩
তাকবীর তাহরীমা বলার সময় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানোর হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল . ৬৪
বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নামায আদায়ের হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল .. ৬৪
পুরুষের নাভীর নীচে হাত বাঁধার ৫টি হাদীস ও নাভীর নীচে হাত বাঁধার বৈজ্ঞানিক সুফল ৬৫
নামাযে মহিলাদের বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল ও বুকের উপর হাত বাঁধার বৈজ্ঞানিক সুফল ৬৫
ইমামের পিছে মুক্তাদীর ক্বিরআত পাঠ না করার ১৬টি হাদীস ৬৬
আমীন বলার ৬টি হাদীস ৬৯
রুকূ সিজদায় রুকে ইয়াদাইন না করার ১৪টি হাদীস ৭০
ইলমুল ফিকহ্‌র আলোপ্রকাশ ৭৫
হানাফী ফিকহ্‌র আলোপ্রকাশ ৭৬
দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার হাদীস সমূহ ও দাড়িয়ে নামায আদায়ের বৈজ্ঞানিক সুফল ... ৭৮
রুকূ, সিজদার হাদীস সমূহ ও সিজদার বৈজ্ঞানিক সুফল ৮০
সালাম ফিরানোর বৈজ্ঞানিস সুফল ৮১
দৌড়াতে দৌড়াতে নামাযের জন্য মাসজিদে না আসার হাদীস ও হাদীসের সুফল ৮১
জামাআতের কাতারে মিশে মিশে দাঁড়ানোর হাদীস ৮২
ফযরের নামাযের বৈজ্ঞানিক সুফল, ফযরের নামায দু'রাকাআত হবার বৈজ্ঞানিক সুফল ... ৮২
যুহরের নামাযের বৈজ্ঞানিক সুফল, ঈশার নামাযের বৈজ্ঞানিক সুফল ৮৩
তাহাজ্জুদের নামযের বৈজ্ঞানিক সুফল, জুমুআর জামাআত ৮৩
ছয় তাকবীরের সহিত ঈদের জামাআতের হাদীস ৮৪
জানাযার নামাযের হাদীস, হজ্জ ৮৪
নামাযীর সম্মুখে ছুতরা রেখে যাতায়াতের হাদীস সমূহ ৮৫
তারাবী নামায বিশ রাকাআত হবার হাদীস সমূহ ৮৫
ইমামকে সিজদারত অবস্থায় পেলে তাই করবে ৮৫

www.pathagar.com

উযূ করে নামাযের জন্য বের হলে আঙ্গুল একটির ফাঁকে অন্যটি প্রবেশ না করার হাদীস ...৮৬
সাওম সম্পর্কে কুরআনের বাণী ও হাদীস, চাঁদ দেখে সাওম পালন সম্পর্কিত হাদীস ৮৬
প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার হাদীসদ্বয় ও রোযা রাখার বৈজ্ঞানিক সুফল.....৮৭

৫ম অধ্যায় ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ ও আধুনিক বিজ্ঞান

পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কিত হাদীসের সারমর্ম.....৯০
সাদা রঙ্গের পোশাক পরিধানের হাদীস সমূহ ও সাদা রঙ্গের পোশাক পরিধানের বৈজ্ঞানিক সুফল ...৯২
সবুজ রঙ্গের পোশাক পরিধানের হাদীসদ্বয় ও সবুজ পোশাক পরিধানের বৈজ্ঞানিক সুফল ..৯৩
পুরুষের জন্য লাল রঙ্গের কাপড় পরিধানে নিষেধাজ্ঞার হাদীস সমূহ ও নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল ৯৩
পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও সোনার আংটি পরিধান হারাম কিন্তু মেয়েদের জন্য হালাল হবার হাদীস ৯৪
পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও সোনার আংটি পরিধান নিষিদ্ধ কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুমতির সুফল ও কারণ ৯৪
সুতী পোশাক পরিধানের হাদীস ও সুতী পোশাক পরিধানের বৈজ্ঞানিক সুফল ৯৬
রেশমের পোশাক পরিধান না করার হাদীস ৯৭
কুষ্ঠ রোগীদের রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ৯৭
ঢিলাঢালা পোশাক পরিধানের হাদীস সমূহ ও ঢিলাঢালা পোশাকের সুফল ৯৮
নবীজীর জুব্বা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ৯৯
রাসূলের কামিস সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ১০০
কামিস ও জুতা ডানদিক থেকে পরা ও বামদিক থেকে খোলার হাদীস সমূহ ১০০
আংটি সম্পর্কিত বিবিধ হাদীস ১০১
টুপি সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও টুপি পরিধানের বৈজ্ঞানিক সুফল ১০১
পাগড়ী সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও পাগড়ী ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক সুফল ১০২
পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে না পরার হাদীস সমূহ ও নিষেধাজ্ঞা মানার সুফল.....১০৪
নবীজীর পাদুকা সম্পর্কিত হাদীস ১০৫
এক জুতা পায়ে দিয়ে না চলার হাদীস সমূহ ও হাদীসের নিষেধাজ্ঞা মানার সুফল ১০৫
দাঁড়িয়ে জুতা না পরার হাদীস, ডানদিক থেকে জুতা পরা ও বামদিক থেকে খোলার হাদীস ১০৬
জুতা-মোজা ঝেড়ে পায়ে দেয়ার হাদীস ও হাদীসের সুফল ১০৬
জুতা মোজা ঝেড়ে পায়ে না দেয়ার অপকারীতা সম্পর্কিত একটি ঘটনা ১০৬
নবীজীর বিছানা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও আরামদায়ক বিছানা পরিহারের বৈজ্ঞানিক সুফল ১০৭
নবীজীর চাদর সম্পর্কিত হাদীস ১০৭
রাসূলের বুলেট প্রুভ ড্রেস ও হেলমেট সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ১০৮
শরীরের কিছুঅংশ রোদে ও কিছুঅংশ ছায়ার মধ্যে না বসার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১০৮
কাপড়ে তালি লাগানো না পর্যন্ত তা পরিত্যাগ না করার হাদীস সমূহ ১০৯

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ চুল, মোচ, দাড়ি ও নখ কাটার সুন্নাতসমূহ

দাড়ি রাখার সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও দাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক সুফল ১১০
নখ কাটার হাদীস, নখ কাটার তরতীব ও নখ কাটার সুফল ১১৩
নবীজীর চুল, চুলের আকৃতি, ও মাথা মুন্ডন সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ১১৩
মাথায় তেল ব্যাবহার ও দাড়ি আঁচড়ানোর হাদীস ও হাদীসের সুফল..... ১১৪
মোচ ছাঁটার হাদীস সমূহ ও মোচ ছাঁটার সুফল বৈজ্ঞানিক সুফল ১১৫
নভির নীচের পশম চল্লিশ দিনের মধ্যে কাটা ও কালের লোম উপড়ে ফেলার হাদীস সমূহ ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১১৬
নখ ও চুল মাটিতে পুতে রাখার হাদীস ১১৭

www.pathagar.com

৭ম অধ্যায় ঃ খানাপিনা ও আধুনিক বিজ্ঞান

খানাপিনা সম্পর্কিত হাদীসের মূলবাণী ১১৮
খানার পূর্বে হাত ধোয়া ও কুলি করার হাদীস সমূহ ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১২২
খানার পূর্বে হাত না ধোয়া সম্পর্কিত একটি শিক্ষানীয় ঘটনা ১২২
খানার শুরুতে লবণ মুখে দেয়ার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১২২
দস্তরখান মেঝেতে বিছিয়ে খানা খাওয়ার হাদীসদ্বয় ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১২৩
সুন্নাত তরিকায় বসে খানা খাওয়ার হাদীস সমূহ ও হাদীসের সুফল ১২৪
তিন আঙ্গুলে খানা খাওয়ার হাদীসদ্বয় ১২৫
খানার মাঝখান থেকে না খাওয়ার হাদীস ১২৫
ডানপার্শ্ব থেকে খানা শুরু করার হাদীস ১২৬
বাম হাতে আহার না করার হাদীসদ্বয় ও নিষেধাজ্ঞা না মানার কুফল ১২৬
ডান হাতে আহার করার হাদীস সমূহ ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১২৭
খানা খাওয়ার সময় মাথায় টুপি রাখা ও শরীরে কাপড় রাখার হাদীস ও হাদীসের সুফল .. ১২৮
খানার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ বলার বরকত সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও বিস্‌মিল্লাহ্ বলার সুফল ১২৮
পানীয়দ্রব্য পান করার সময় পাত্রের মধ্যে মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১২৯
একাধিক সাথী এক প্লেটে খাওয়ার হাদীসদ্বয় ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৩০
জুতা খুলে খানা খাওয়ার হাদীস ১৩১
খানার পর আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়া ও প্লেট মুছে খাওয়ার হাদীস সমূহ ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৩১
খানার পর আল্লহ্ তা'আলার শোকর আদায় করার হাদীসদ্বয় ও শোকর আদায়ের সুফল .. ১৩২
খানার পর হাত ধোয়ার হাদীসদ্বয় ও হাদীসের সুফল ১৩৩
খানার পর কুলি করার হাদীস, রাত্রে খানার পর মিস্‌ওয়াক করার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৩৩
ঘুমের পূর্বে মিস্‌ওয়াক করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৩৪
আহারের পরপরই পানি পান না করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৩৪
খাদ্য খেয়েই শয়ন না করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৩৫
দুপুরের খাওয়ার পর কায়লুল্লাহ্ করার হাদীস ও রাত্রে খানার পর চল্লিশ কদম হাঁটাহাটির বৈজ্ঞানিক সুফল ১৩৫
দাঁত খিলাল করে বের হওয়া দ্রব্য ফেলে দেয়া এবং জিহ্বা দ্বারা মথিত দ্রব্য গিলে ফেলার হাদীস ও হাদীসের সুফল ১৩৬
খানার পর দাঁত পরিষ্কার করার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৩৭
খাদ্যদ্রব্য খেয়ে কুলি করে নামাযে দাঁড়ানোর হাদীস ও হাদীসের সুফল ১৩৮
আহারে লোকিকতা পরিহার করা ১৩৮
নিজের সম্মুখস্থল থেকে খানা খাওয়ার হাদীস ১৩৮
কদু, শাকসব্জি, ছারীদ, খেজুর খাওয়ার হাদীস সমূহ ১৩৮
ইঁদুর জমাট ঘিতে পড়ে গেলে করণীয় সম্পর্কিত হাদীস ১৪০
জাল্লালা এর গোস্ত ও দুধ পান না করার হাদীস ও হাদীসের সুফল ১৪১
অতিরিক্ত সঙ্গীর দাওয়াতের অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত হাদীস ১৪১
খাদ্যবস্তু সম্পর্কে খারাব উক্তি না করার হাদীস ১৪১
একত্রে খানার আদব সম্পর্কিত হাদীস ১৪১
পেটের এক তৃতীয়াংশ খানার জন্য এ সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ১৪২
অধিক খানার অপকারিতা, পারস্যরাজ কর্তৃক মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুচরদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক প্রেরণ ১৪৩
অধিক খানার অপকারিতা রোগ-ব্যাধিসমূহ ১৪৪
খানার পর হাত মুখের উপর মালিশ করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৪৫

www.pathagar.com

হাত দিয়ে খানা খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৪৫
অধিক ঠান্ডা বা গরম খানা না খাওয়ার হাদীস ও হাদীসের নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৪৬
এক জাতীয় খানা শুধুমাত্র সামনে থেকে কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় খাবার সব জায়গা থেকে খাওয়ার হাদীস ১৪৬
হাই আসলে বাম হাত দিয়ে তা বন্ধ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৪৭
হালাল উপার্জন সম্পর্কিত হাদীস, হারাম থেকে নিবৃত থাকা সর্বোত্তম ইবাদতকারী ১৪৭
হালাল উপার্জনের ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ১৪৮
বিধবা ও মিসকীনদের জন্য উপার্জনের ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীস ১৪৮
হালাল মালে বরকত, হারাম খানার অপকারিতা, হারাম খাদ্যে প্রতিটি মাংসপিন্ড জাহান্নামের যোগ্য১৪৮
হালাল হারাম নির্ধারণ সম্পর্কিত হাদীস ও কুরআনের আয়াত ১৫০
হিংস্র প্রাণী কর্তৃক দংশনজনিত জীবের গোস্ত হারাম হওয়ার আয়াত ও উহার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৫১
হিংস্র প্রাণীর গোস্ত হারাম হওয়ার আয়াত ও হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৫১
রক্ত পানের নিষেধাজ্ঞা মানার সুফল, মৃত জীব-জন্তুর গোস্ত না খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ...১৫১
কুকুর হত্যার হাদীসত্রয় ও কুকুর হারাম হওয়ার বৈজ্ঞনিক সুফল, শুকর হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৫২
হালাল জীবজন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত করার হিকমত ১৫৪
মোরগের গোস্ত আহার সম্পর্কিত হাদীস ও হাঁস-মুরগীর গোস্ত হালাল হবার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৫৪
সুন্নাত তরিকায় যবেহ্ করার হাদীস ও হালাল প্রাণী সুন্নাত তরিকায় যবেহ্ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৫৪
কুকুর চাটা পাত্র মাটি দ্বারা ঘষে ধোয়ার হাদীসত্রয় ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৫৫
যব ও মোটা মোটা আটার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৫৬
খেজুরের বৈজ্ঞানিক সুফল, গর্ভবতী নারীদেরকে গর্ভাবস্থায় খেজুর খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৫৬
তরল খাদ্যদ্রব্যে মাছি পড়লে ডুবিয়ে ফেলে দেয়ার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৫৭
নবীজীর খানা সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার হাদীস ১৫৮
পানীয় ঃ পানীয় সম্পর্কিত হাদীসের মূলবাণী.....১৫৯
সোনা রূপার পাত্রে পানীয় পান না করার হাদীসত্রয় ও নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল..১৬০
ফিল্টারিং করা পানি পান করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৬০
মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করার হাদীসদ্বয় ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৬১
পানিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার হাদীস ও নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৬১
পানির পাত্রে ফুঁক দেয়া ও শ্বাস না ফেলার হাদীস সমূহ ও নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল ১৬২
উটের মতো পানীয় পান না করার হাদীসদ্বয় ও নিষেধাজ্ঞা মানার বৈজ্ঞানিক সুফল.....১৬৩
তিন শ্বাসে পানি পান করার হাদীসত্রয় ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৬৩
পানি দেখে পান করার হাদীস ও হাদীসের সুফল..... ১৬৪
ঠান্ডা ও মিষ্টি শরবত পানের হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল..... ১৬৫
মশকের পানি পান করা সম্পর্কিত হাদীস ও মশকের পানি অধিক ঠান্ডা হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ১৬৫
মিঠাবস্তু এবং মধু পানের হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল..... ১৬৫
নবীজীর পেয়ালা সম্পর্কিত হাদীস ১৬৬
পাত্রের ভাঙ্গা অংশের দিক থেকে পানীয় পান না করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৬৬
খুরমা ভিজানো পানীয় পানের হাদীস ১৬৬
বকরীর দুধ পানের হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল, ... ১৬৬
গাভীর দুধের বৈজ্ঞানিক সুফল, মায়ের দুধের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৬৭
নেশা হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও কুরআনের আয়াত ১৬৭
মদের মাধ্যমে চিকিৎসা একটি রোগ সম্পর্কিত হাদীস, মদের খারাবী সম্পর্কিত একটি ঘটনা ১৬৯

www.pathagar.com

৮ম অধ্যায় ঃ রাত্রের সুন্নাত ও আধুনিক বিজ্ঞান

রাত্রের সুন্নাত সম্পর্কিত হাদীস সমূহের সারমর্ম ১৭২
উপুড় হয়ে না শোয়ার হাদীস ও নিষেধাজ্ঞার উপর আমল করা বৈজ্ঞানিক সুফল ১৭৩
চামড়ার তৈরী বিছানায় শয়ন করার হাদীস ও চামড়ার বিছানায় শয়নের বৈজ্ঞানিক সুফল.. ১৭৪
আসরের সালাতের পর ও ঈশার সালাতের পূর্বে শয়ন না করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৭৪
শয়নের পূর্বে পরিহিত কাপড় পরিবর্তন করার হাদীস ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৭৫
শয়নকালে বিছানা ও আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র ঝেড়ে নেয়ার হাদীস ও হাদীসের সুফল ১৭৫
ঘুমের পূর্বে উযূ করার হাদীস ও হাদীসের সুফল ১৭৬
শয়নকারে পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা, মশকের মুখ বন্ধ রাখার হাদীস ও হাদীসের সুফল ১৭৬
শয়নকালে সুরমা ব্যবহার করার হাদীস ও শয়নকালে সুরমা ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক সুফল .. ১৭৭

৯ম অধ্যায় ঃ কবর, পর্দা ও মাস্‌জিদ

কবর ঃ কবরে রূহ না থাকা সত্ত্বেও কবরে শাস্তির স্বরূপ ১৭৮
কবরের আযাব সম্পর্কিত হাদীস, আলমে বরযখে পাশাপাশি সুখ-দুঃখ হবার স্বরূপ..... ১৭৮
কবরের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার স্বরূপ, কবরে ফিরিশ্‌তা গমণের স্বরূপ ১৭৯
পর্দা ঃ দৃষ্টি হেফাজতের হাদীস সমূহ ও দৃষ্টি হেফাজতের বৈজ্ঞানিক সুফল ১৮০
নজর লাগার হাদীস, কুদৃষ্টির হাদীস সম্পর্কিত হাদীস ও কুদৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ১৮২
পর্দা করা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও পর্দা করার বৈজ্ঞানিক সুফল, ব্যভিচারের কুফল ১৮২
মাস্‌জিদ ঃ মাস্‌জিদে ঢোকা ও বের হওয়ার হাদীসের মূলবাণী ১৮৫
উযূ করে মাস্‌জিদের উদ্দেশ্যে বের হলে হাতের আঙ্গুল একটির ফাঁকে অন্যটি প্রবেশ না করানো ১৮৬
কাঁচা রসূন, পিয়াজ ও কুরাছ আহার করে মাস্‌জিদের নিকটে না আসা সম্পর্কিত হাদীস .. ১৮৬
মাস্‌জিদের হারানো বস্তু উচ্চস্বরে তালাশ না করা ১৮৭
পায়ে হেঁটে মাস্‌জিদে যাওয়ার হাদীস পায়ে হেঁটে চলাচলের সুফল ১৮৭
মাস্‌জিদে পানাহারের হাদীস, মাস্‌জিদে শয়নের হাদীস ১৮৭

১০ম অধ্যায় ঃ ইবলীসের ধোকা

ইবলীসের ধোকা সম্পর্কিত কুরআনের বাণীসমূহ ১৮৮
প্রত্যেক মানুষের সাথে শয়তান রয়েছে সম্পর্কিত হাদীস ১৯১
ইবলীস কর্তৃক বনী ইসরাঈলের জনৈক সন্ন্যাসীকে যেনায় লিপ্ত করার কাহিনী..... ১৯১
ইবলীস কর্তৃক বনী ইসরাঈল গোত্রের জনৈক পাদ্রীকে যেনায় লিপ্ত করার কাহিনী ১৯২
ইবলীস কর্তৃক আহলে কিতাবের জনৈক আবিদের দ্বারা বিদ্‌আত চালুর অভিনব পন্থা ১৯৩
জনৈক খৃস্টান সন্ন্যাসী কর্তৃক মানুষকে প্রতারিত করে করব পূজা আরম্ভের কাহিনী ১৯৪
মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর ব্যাপারে ফিরিশ্‌তাদের অস্বীকৃতির কারণে হারূত মারূত ফিরিশ্‌তাকে পরীক্ষার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ ১৯৫
ফিরিশ্‌তারা আদম সন্তানের বিপুল পাপরাশি আকাশে চলে যাওয়া দেখে তারা তাদেরকে তিরস্কার করল ১৯৭
ইবলীস কর্তৃক সুলায়মানী যাদুর সূচনা ১৯৮
ইবলীস কর্তৃক সুলায়মানী যাদুর পুস্তক রচনার কাহিনী ১৯৯
ইবলীস কর্তৃক অগ্নিপূজার সূচনা ২০০
ইবলীস বনী ইসরাঈলের জনৈক বুযুর্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় ২০১
ইবলীস কর্তৃক ইমাম শাফেঈ (রহঃ)কে ধোকা দেয়ার চেষ্টা ২০২
ইবলীস কর্তৃক জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ)কে ধোকা দেয়ার চেষ্টা ২০৩

www.pathagar.com

যাকারিয়া নামক জনৈক বুজুর্গের মৃত্যু শয্যায় কালিমার তালক্বীন করা কালে ইবলীসের ধোকা২০৩
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মৃত্যুকালে ইবলীসের ধোকা ২০৪
ইবলীস কর্তৃক ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহঃ)কে ধোকার প্রচেষ্টা ২০৪
মদ্যপান সমস্ত দুষ্কর্ম ও অশ্লীলতার মূল সম্পর্কিত হাদীস ২০৫
জুয়া সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও জুয়ার খারাবী ২০৬
ইবলীস কর্তৃক মূর্তিপূজা আরম্ভের কাহিনী ২০৮
ইবলীস কর্তৃক বনী আদম শিকারের বস্তু প্রকাশ.....২০৮
হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)কে প্ররোচিত করে জান্নাত থেকে বের করার কাহিনী .২০৯
ইবলীস কর্তৃক পুং মৈথুন সূচনার কাহিনী ২১১
ইবলীস তওবা করতে চায়.....২১১
সরল সঠিক রাস্তার দু'পার্শ্বে দু'টি দেওয়াল যার বহু দরজায় পর্দা ঝুলানো ২১৩
দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে ইবলীসের ধোকা, জিহাদের ময়দানে ইবলীসের ধোকা ২১৩

১১তম অধ্যায় ঃ নবীজীর কতিপয় বরকতময় সুন্নাত ও আধুনিক বিজ্ঞান

ভূমিষ্ঠ শিশুর কানে আযান দেয়ার হাদীস ও আজান দেয়ার হিকমত ২১৫
আক্বীকা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ২১৬
খাতনা সম্পর্কিত হাদীসদ্বয় ও খাতনার বৈজ্ঞানিক সুফল ২১৬
ছবি প্রস্তুতে নিষেধাত্মক হাদীসদ্বয়, ছবি থেকে মূর্তি পূজার সূচনা ২১৬
সন্দেহ পরিহার করা সম্পর্কিত হাদীস ও দুশ্চিন্তা না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ২১৭
কৃত্রিম চুল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার হাদীস ও নিষেধাজ্ঞার কারণ ২১৮
নবীজী (সাঃ) এর দেহাবয়ব সম্পর্কিত হাদীস ২১৯
রাসূল (সাঃ) সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটার হাদীসত্রয় ২২০
সকালে খালি পায়ে পায়চারী করার হাদীস সমূহ ও খালি পায়ে পায়চারী করার বৈজ্ঞানিক সুফল ২২০
বৃক্ষ রোপন করার হাদীস ২২২
নবীজীর কথোপকথনের ভঙ্গি সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ২২২
দুই ব্যক্তি যেন ৩য় সাথীকে ছেড়ে কোনরূপ কানাঘুষা না করার হাদীসদ্বয় ২২৩
মিথ্যা কথার দুর্গন্ধ, মিথ্যা বলার অনুমতি, সত্যবাদীতার হাদীস সমূহ ২২৪
নবীজীর আয়না দর্শন সম্পর্কিত হাদীস ২২৫
নবীজীর ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, তরবারী, বর্ম ও উটনীর নাম সম্পর্কিত হাদীস ২২৫
নবীজীর রসিকতা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ২২৫
যুদ্ধের সংকেত কোডওয়ার্ড এর হাদীস সমূহ, গুপ্তচর প্রেরণের হাদীস ২২৬
নবীজীর দর্শনলাভ সত্ত্বেও কিয়াম না করার হাদীসত্রয় ২২৭
নবীজীর পারিবারিক জিন্দেগীর হাদীসত্রয় ২২৭
রাসূল (সাঃ) সকলের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে থাকা অপছন্দ করতেন এবং আল্লহ্ তাআলাও এটা পছন্দ করেন না ২২৮
রাসূলের মুচকি হাসির হাদীস ও মুচকি হাসির বৈজ্ঞানিক সুফল ২২৯
মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হস্ত ও জিহ্বা হতে মুসলমান নিরাপদ থাকে ২২৯
নবীজীর মোসাফা সম্পর্কিত হাদীসত্রয়, মোসাফার ফযীলাত ২২৯
'মুআনাকা' সম্পর্কিত হাদীস ২৩০
গালিগালাজ না করার হাদীস ২৩০
যিকির অজিফার বৈজ্ঞানিক সুফল ২৩১

www.pathagar.com

দাওয়াতের কাজের বৈজ্ঞানিক সুফল..... ২৩১
সফর আযাবের একটি অংশ বিশেষ সম্পর্কিত হাদীস ২৩৪
নবীর যমানায় এক দশমাংশ ছাড়লে ধ্বংস হবে এমন যমানা আসবে যখন এক দশমাংশে নাযাত ২৩৫
লোভ না করার হাদীস সমূহ, অল্পে তুষ্টির হাদীস সমূহ ২৩৫
হাসিখুশি থাকার হাদীস সমূহ, অহংকার না করার হাদীস ২৩৭
ক্রোধ দমন করার হাদীস সমূহ, ক্রোধ দমনের ফাযীলাত ২৩৮
ক্রোধের সময় উযূ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ২৩৯
ক্রোধাবস্থায় বিচারের রায় প্রদান না করার হাদীস, ক্রোধের বৈজ্ঞানিক কুফল ২৪০
রাস্তা প্রতিষ্ঠায় মতবিরোধের ক্ষেত্রে নূন্যতম প্রস্ত সাতহাত ২৪১
রাসূলের কাছে কোনো ব্যক্তি প্রয়োজন নিয়ে এলে তিনি তার সঙ্গীদের বলতেন, তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো ২৪১
গানবাদ্য শুনে উমার (রাযিঃ) কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেন ২৪১
বাদ্যযন্ত্র না বাজানো ও দাবা না খেলার হাদীসদ্বয় ২৪২
রাসূল (সাঃ)কে গানবাদ্য মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, গানবাজনার ব্রত গ্রহণ করার শাস্তি২৪২
মৃত্যুর আলোচনা সম্পর্কিত হাদীস ২৪২
জাহান্নামের লঘু শাস্তিভোগীর সহিত আল্লাহ্‌র কথোপকথন সম্পর্কিত হাদীস ২৪২
রাসূল (সাঃ) বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, প্রতিপালকের ওয়াদা কি সঠিক পাওনি ?২৪৩
কিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীস ২৪৩
রাসূল (সাঃ)কে দাফনকার্য শেষ করতেই সাহাবাদের ঈমানের জোর কমে যাওয়া সম্পর্কিত হাদীস ২৪৪
নারীর নেতৃত্ব নিষিদ্ধ সম্পর্কিত হাদীস ২৪৪
হাঁচি দেয়া সম্পর্কিত হাদীস, হাই প্রতিরোধ সম্পর্কিত হাদীস ও হাঁচির সুফল ২৪৪
সুদ না খাওয়া সম্পর্কে কুরআনের বাণী ও হাদীস সমূহ, সুদ হারাম হওয়ার কারণ ২৪৫
শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন সাদ্‌কা রয়েছে ২৪৬
নাক কানের পশম সম্পর্কিত হাদীস হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ২৪৬
যমযম কূপ সম্পর্কিত হাদীস, যমযমের কূপের পানির উপকারীতা ২৪৭
রাসূলের হাতের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিজা ও এ সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ২৪৮
নসব-নামা শিক্ষা করার হাদীস ২৪৮
গণকের নিকট যেয়ে তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে চল্লিশ রাত তার কোন সালাত কবুল হয়না ২৪৯

১২তম অধ্যায় ঃ বিবাহ-শাদী ও আধুনিক বিজ্ঞান

দাম্পাত্য জীবনের সুফল বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া সম্পর্কিত হাদীস ২৫০
দ্বীনদার মহিলা বিয়ে করা সম্পর্কিত হাদীস ২৫১
স্ত্রী-সহবাস পর্বের গোপনীয়তা ফাঁস না করার হাদীস ২৫২
স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করা সত্ত্বেও না আসলে ফিরিশ্‌তাদের লানত সম্পর্কিত হাদীস২৫৩
দেন মাহর সম্পর্কিত হাদীস ২৫৩
স্ত্রীলোক সামনে আসে শয়তান বেশে এবং ফিরে যায় শয়তান বেশে..... ২৫৪
আবূ হানীফা (রহঃ)কে প্রশ্ন করা হলো ঃ নারীকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি না দেয়ার কারণ কি ? ২৫৫
সমকামীতা না করার হাদীস, কুরআনে হস্তমৈথুন হারাম হওয়ার ইঙ্গিত ২৫৬

www.pathagar.com

১ম অধ্যায়

চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও আধুনিক বিজ্ঞান

بسم الله الرحمن الرحيم

📖 হারুন ইবনে মারূফ আবূ তাহির ও আহমাদ ইবনে ঈসা (রহঃ) ---- জাবির (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে। সুতরাং রোগে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে রোগ নিরাময় হয়। *(মুসলিম শরীফ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বঙ্গঃ প্রকাশকাল ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ২৯৬পৃঃ ৫৫৫৩নং হাদীস/অনুরূপ আজিজুল হক বঙ্গঃ বুখারী ৬ষ্ঠ খন্ড ৩১৪পৃঃ ২২০৯নং হাদীস)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে উবাদা (রহঃ) ----- আবূ দারদা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, মহান আল্লাহ্ রোগ ও ঔষধ নাযিল করেছেন। আর তিনি প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। তাই তোমরা ঔষধ ব্যবহার করবে। তবে হারাম জিনিস দিয়ে তৈরী ঔষধ ব্যবহার করবে না। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৩১-৩২পৃঃ ৩৮৩০নং হাদীস)*

কুষ্ঠ রোগ ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, কোনো ব্যাধি ছোঁয়াচে বা সংক্রামক শ্রেণীর নেই, কোনো রোগ সম্পর্কে ঐরূপ আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করবে না। অশুভ লক্ষণ বা অমঙ্গলের চিহ্নরূপেও কিছু নেই, ঐরূপ আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করবে না। পেঁচা সম্পর্কে যেসব অলীক ধারণা প্রচলিত রয়েছে উহার কোনো বাস্তবতা নেই। সফর মাসকে অশুভ মনে করা এর কোনো ভিত্তি নেই। অবশ্য কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকো যেরূপ বাঘ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে থাকো। *(বুখারী ২:৮৫০ ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ২৩৪পৃঃ ২২৮৯নং হাদীস)*

✍ জ্ঞানীগণ জড় বস্তুর নড়াচড়ার পিছনে কার্যরত শক্তির অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারেন যে, এ নড়াচড়া মূলতঃ এসবের নিজস্ব ক্ষমতাবলে নয় বরং এর অন্তরালে কর্তার শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। তেমনিভবে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে বিনা গবেষণায় এসব চুলচেড়া বৈজ্ঞানিক তথ্য যিনি অকপটে বলে দিয়েছেন, বিজ্ঞান আজ সে জ্ঞানের কাছে অবনত মস্তকে স্বীকার করছে ইহা কোনো মানবীয় জ্ঞান নয় বরং আসমানী ওহীর জ্ঞান, যা আসমানী ওহীর সর্বশেষ অবতরণস্থল হিসাবে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আখেরী নবুওয়াতের স্বীকৃতি বহন করে।

বিঃ দ্রঃ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯ সাংকেতিক অর্থ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বঙ্গাঃ প্রকাশকাল-১৯৯৯। বুখারী ২:৮৫০, আঃ হক বঙ্গাঃ সাংকেতিক অর্থ ঃ মূল বুখারী ২য় খন্ড ৮৫০পৃঃ আজিজুল হক কর্তৃক বঙ্গাঃ বুখারী।

www.pathagar.com

প্লেগ রোগ ঃ

📖 উসামা (রাযিঃ) আবূ সায়ীদ (রাযিঃ) এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী (সাঃ) একদা প্লেগ রোগের উল্লেখ করে বললেন, বস্তুতঃ ইহা অতীতকালের কোনো এক সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লহ্ তা'আলার তরফ থেকে প্রেরিত আযাব ছিল। (এই রোগের মহামারীতে সেই সম্প্রদায় ধ্বংস হবার পর) উহার অবশিষ্ট ধরা-পৃষ্ঠে রয়ে গেছে, যা কোনো সময় লুকায়িত থাকে, কোনো সময় প্রকাশ পায়। কোনো অঞ্চলে এই রোগ বিস্তারের সংবাদ পেলে তথায় যাবে না এবং স্বীয় অবস্থান অঞ্চলে রোগের মহামারী দেখা দিলে উহা থেকে পলায়ন করার উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চল ত্যাগ করে যাবে না। (এই ভেবে যে, এই স্থান থেকে চলে গেলে ঐ রোগ থেকে বাঁচা যাবে অন্যথায় বাঁচা যাবে না) *(বুখারী ২ঃ১০৩২ ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ২৪২পৃঃ ৫২০৩নং হাদীস, আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩২৪পৃ ২২১৭নং হাদীস)*

📖 কুতায়বা (রহঃ) ---- উসামা ইবনে যায়দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) প্লেগের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এতো আল্লহ্ তা'আলার এক আযাব যা আল্লহ্ তা'আলা বনি ইসরাঈলের একদলের প্রতি পাঠিয়েছিলেন। যখন কোনো অঞ্চলে এই মহামারী দেখা দেয় আর তুমি সেখানে থাকো, তবে সেখান থেকে বের হয়ে যাবে না। আর যখন কোনো অঞ্চলে তা দেখা দেয় আর তুমি সেখানে না থাকো, তবে সেখানে তুমি যাবে না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৫, ৩য় খন্ড ৩৫৩পৃঃ ১০৬৫নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ২২৭ঃ৫৫৮৩ অন্য রেওয়ায়েতে/বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ২৪৪ঃ৫২০৫ অন্য সনদে/ মুয়াত্তা মুহাম্মদ ইফাবা বঙ্গাঃ আগষ্ট-৮৮, ৬২০-৬২১ঃ৯৫৭)*

প্লেগ রোগ সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষ্য ঃ (Bacillus) নামক জীবাণু দ্বারা এ রোগ সংক্রামিত হয়। ইঁদুর থেকে এ রোগের সৃষ্টি হয় মহামারীরূপে। প্রথমে ইঁদুর আক্রান্ত হয়। দেখতে দেখতে ইঁদুর নির্বংশ হয়। যখন ইঁদুর মারা যায় তখন মাছি এ রোগের জীবাণু বহন করে ইঁদুরের উপর পড়ে। ইঁদুর না পেলে মানব শরীরে বসে ও জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়। ৩-১০ দিনের মধ্যেই রোগী ভয়ানক আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ রোগে আক্রান্ত হলে গ্রাম উজার হয়ে যায়। নবীজী (সাঃ) সাবধান করে দিয়েছেন সেখানে যেতে, যেখানে প্লেগে আক্রান্ত রোগী আছে। আবার আক্রান্তদেরকে নিষেধ করেছেন সেখান থেকে পালিয়ে সুস্থ সমাজে ঢুকতে। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ সাঃ ৯৭৫পৃঃ মুঃ নুরুল ইসলাম ৫ম মুদ্রণ সেপ্টে-৯৪)*

✍ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ পরশ পাথর খুঁজে ফিরছে। একসময় পেয়েও গিয়েছে কিন্তু চিনতে না পেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সেটিই পুনরায় খুঁজতে আরম্ভ করেছে। এযেন গ্রহ-উপগ্রহ এবং নক্ষত্রের আবর্তন। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, প্লেগ, কুষ্ঠ সংক্রামণ ব্যাধি অথচ বিজ্ঞানীগণ তা নতুন করে খুঁজতে আরম্ভ করেছে। বর্তমান বিশ্বের পন্ডিতগণের গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে যতই চিন্তা করবেন রাসূলের বাণীর দিকে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে।

www.pathagar.com

সংক্রামণ ব্যাধি ঃ

📖 আবূ তাহির ও হারমালা (রহঃ) ---- আবূ সালমা ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, সংক্রামণ (এর অস্তিত্ব) নেই। তিনি আরো বলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, অসুস্থ উট পালের মালিক (অসুস্থ উটগুলিকে) সুস্থ উটপালের মালিকের (উটের) কাছে আনবে না। আবূ সালমা (রহঃ) বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) এ দু'টি হাদীসই রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করতেন। পরে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) তাঁর (১ম হাদীসের) সংক্রামণ নেই বলা থেকে নীরব থাকেন এবং অসুস্থ উটপালের মালিক সুস্থ উটপালের মালিকের কাছে আনবে না, এর বর্ণনায় দৃঢ় থাকেন। রাবী বলেন,

(একদিন) আল্ হারিস ইবনে আবূ যুবাব (রহঃ) তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) এর চাচাতো ভাই বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! আমি তো আপনাকে শুনতে পেলাম যে, আপনি এ হাদীসের সাথে আরো একটি হাদীস আমাদের কাছে রিওয়ায়েত করতেন, যা বর্ণনায় আপনি এখন নীরব থাকছেন। আপনি বলতেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সংক্রামণ নেই। তখন আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) অস্বীকার করলেন এবং বললেন, অসুস্থ পালের মালিক সুস্থ পালের মালিকের কাছে নিয়ে যাবে না। তখন হারিস (রহঃ) এ ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। ফলে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাগান্বিত হয়ে হাবশী ভাষায় কিছু বললেন। তিনি হারিস (রহঃ)কে বললেন, তুমি কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলেছি ? তিনি বললেন না। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বললেন, আমি বলেছি আমি অস্বীকার করেছি। আবূ সালমা (রহঃ) বলেন, আমার জীবনের শপথ ! আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) অবশ্যই আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন সংক্রামণ নেই, এখন আমি জানি না যে, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ভুলে গেলেন নাকি একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ২৩৪পৃঃ ৫৫৯৭নং হাদীস/বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ২৬২ঃ৫২৪৫ অনুরূপ অন্য সনদে)*

📖 আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, রোগের কোনো সংক্রামণ নেই। সফরের কোনো কুলক্ষণ নেই। পেঁচার মধ্যেও কোনো কুলক্ষণ নেই। তখন জনৈক বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তাহলে আমার উটের এ অবস্থা হয় কেন ? সেগুলো যখন চারণভূমিতে থাকে যেন মুক্ত হরীনের পাল। এমন অবস্থায় চর্মরোগা উট এসে সেগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এগুলোও চর্মরোগাক্রান্ত করে ফেলে। নবীজী (সাঃ) বললেন, তাহলে প্রথমটিকে চর্মরোগাক্রান্ত কে করেছে ? *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ২৩৮পৃঃ ৫৯৯৪নং হাদীস)*

📖 ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ও আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- আমর ইবনে শারীদ (রাযিঃ) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধিদলের মাঝে একজন কুষ্ঠরোগী ছিলেন। নবীজী (সাঃ) তার কাছে (সংবাদ) পাঠালেন যে, আমরা তোমাকে বায়আত করে নিয়েছি; তুমি ফিরে যাও। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ২৪৩পৃঃ ৫৬২৮নং হাদীস)* ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে কুষ্ঠরোগীর সাথে একত্রে পানাহার ও উঠাবসার বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব সুন্নাহ্ মতে তাদের ঘৃণা ও একঘরে না করে সম্ভাব্য ও সাধারণ সর্তকতা অবলম্বন বিধেয়।

www.pathagar.com

কুষ্ঠ, প্লেগ ও সংক্রামণ ব্যাধি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষ্য ঃ বিংশ শতাব্দীতে এসে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করেছে যে, ছোঁয়াচে রোগের নিশানা ও লক্ষণসমূহ ইসলামই তাদেরকে অবহিত করেছে।

✍ বিজ্ঞানের উদ্ভাবন যে স্থানে যেয়ে শেষ হবে, হাদীসের সত্যায়ন সেই স্থান থেকে শুরু হবে। এজন্যই আজও অনেক হাদীসের মর্ম রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। উল্লেখিত হাদীসে চর্মরোগকে সংক্রামক বুঝানো হয়েছে। আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যখন বিজ্ঞানের কোনো নাম-গন্ধ ছিল না, তখন আল্লাহ্‌র নবী অকপটে বিশ্ববাসীকে এ সংবাদ জানিয়ে দিছেন।

ছোঁয়াচে রোগ ঃ

📖 মুহাম্মদ ইবনে মুতাওয়াক্কিল (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসুল (সাঃ) থেকে নকল করেন, কোনো রোগ ছোঁয়াচে নয়, কোনো বস্তুতে শুভাশুভের কোনো প্রভাব নেই, না সফর মাস অমঙ্গলের মাস এবং না কোনো মৃতের খুলিতে পেঁচার প্রভাব আছে। তখন জনৈক আরবী বলেন, যদি এরূপ অবস্থা হয়, তবে মরুভূমির উটদের ব্যাপার কি ? যারা হরিণের মতো সুস্থ হয়; পরে যখন তাদের সাথে খোচ-পাঁচড়া উট মিলিত হয়, তবে সবই ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। নবীজী (সাঃ) বলেন, তবে ১ম উটটি কিভাবে খোস-পাঁচড়া বিশিষ্ট হয় ?

রাবী মুআম্মার (রহঃ) বলেন, ইমাম যুহরী বলেছেন, আমার নিকট একব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন যিনি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছেন, অসুস্থ উটকে সুস্থ উটের সাথে পানি পান করানোর জন্য আনা যাবে না। ঐব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) কাছে গিয়ে বলেন, আপনি আমাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেননি যে, নবীজী (সাঃ) বলেছেন কোনো রোগ ছোঁয়াচে নয়, সফর মাস অমঙ্গলের মাস নয়, আর না মৃতের খুলিতে পেঁচার প্রভাব আছে ? তিনি (আবূ হুরায়রা রাযিঃ) বলেন, আমি-তো এরূপ হাদীস বর্ণনা করেনি।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি আবূ সালমা হতে বর্ণিত। অথচ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) নিজেই বর্ণনা করেন, (কিন্তু পরে তিনি ভুলে যান) রাবী বলেন, আমি এ হাদীস ছাড়া আর কোনো হাদীস সম্পর্কে শুনিনি যে, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ভুলে গেছেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৫২পৃঃ ৩৮৭৯নং হাদীস)*

✍ অতীতে যে সমস্ত মতবাদ প্রচারিত হয়েছে পরবর্তী পরীক্ষায় তার অনেকটাই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও এরূপই হতে থাকবে। আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যখন বিজ্ঞানের কোনো নাম গন্ধ ছিল না, তখন উম্মী নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বিজ্ঞানের এতবড় তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন কিভাবে ? এজন্যই বৈজ্ঞানিক মতবাদ কুরআন হাদীসের মাপকাঠিতে বিচার করে নেয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক মতবাদ যেগুলি সত্যে উপনীত হবে সেগুলি অবশ্যই কুরআন হাদীসের সঙ্গে মিলে যাবে।

জ্বর রোগ ঃ

📖 ইবনে নুমায়র ও আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) সূত্রে রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, জ্বরের তীব্রতা সৃষ্টি জাহান্নামের তাপ

www.pathagar.com

থেকে। তাই পানি দিয়ে তোমরা তাকে ঠান্ডা করবে। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ২২০পৃঃ ৫৫৬৪নং হাদীস/ বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ২৪০ঃ৫৯৯৮, আঃ হক বঙ্গঃ ৬ঃ৩৯৮ঃ২২৯২)*

📖 হারুন ইবনে ইসহাক হামদানী (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জ্বর হলো জাহান্নাগ্নির হলকা, সুতরাং পানি দিয়ে তা শীতল করো। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪খন্ড ৪৪৭পৃঃ ২০৮০নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ২২০ঃ৫৫৬৭ আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব রহঃ এর রেওয়ায়েতে/বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ২৪০ঃ৫২০০ অন্য সনদে)*

জ্বরকে পানি দ্বারা ঠান্ডা করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ যে চিকিৎসা বিজ্ঞান হুযূর (সাঃ) এর উক্তিকে নিয়ে বিদ্রূপ করতো তারাই গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন, পিত্তজ্বরের রোগীর শরীরে শুধু ঠান্ডা পানিই নয়, বরফের পানি প্রবাহিত করাই হচ্ছে জ্বরের প্রতিষেধক। জ্বর একটি সাধারণ রোগ। সমগ্র পৃথিবীতে এ রোগ দেখা যায়। প্রতিটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জ্বরের প্রকোপ খুব বেশি। এই রোগ থেকে কেউ রেহাই পায় না। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফেড, প্যারাটাইফেড জ্বরের দ্বারা শরীর উত্তাপ্ত হয়ে উঠে। ফোঁড়া, ঘা-পাঁচড়া, চোখের ব্যথা ও নানাবিধ আঘাত পাওয়ার দ্বারা শরীরে জীবাণু ঢুকে পড়ে রক্তের শ্বেত কণিকার সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। ফলে স্নায়ুগুলিতে প্রচন্ড আঘাত পড়ে তা থেকে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপকেই জ্বর বলা হয় যার প্রধান ঔষধ হচ্ছে মাথায় পানি দেয়া। প্রচন্ড জ্বরের অস্থিরতাকালে ডাক্তারগণ ঔষধ প্রয়োগের পূর্বেই মাথায় পানি দেয়ার উপদেশ দেন। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি শীতল হলে জ্বর আস্তে আস্তে কমে আসে। টাইফেড জ্বরে আক্রান্ত রোগীরা মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যায়, তখন কোনো ঔষধ কার্যকরী হয় না যেমন কার্যকরী হয় পানি। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ সাঃ ১৭৫পৃঃ মুঃ নুরুল ইসলাম ৫ম মুদ্রণ সেপ্টে-৯৪)*

✍ কুরআন-হাদীস বিরোধী বিজ্ঞানের বক্তব্য কখনও সর্বশেষ সত্য হতে পারে না। বিজ্ঞান নিত্য নতুন আবিষ্কার করেই যাবে। আজকের দিনে যা সর্বাধুনিক আবিষ্কার দু দিন পর সেটিই হয়ে যাবে বাসী ও বর্জনীয়। ডারউইনের বির্বতনবাদ একদিন গোটা বিশ্বকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, সকলেই ধর্মের বাণী ভুলে গিয়ে ডারউইনের কথাকে চরম সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিল কিন্তু আজ সে বিবর্তনবাদ নিছক থিউরী বলেই প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণসিদ্ধ বিজ্ঞানের সম্মুখে সে মতবাদ ধুলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক আবিষ্কার ইসলামের বাণীকে চরম সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

দুঃখ প্রশমনে 'তালবীনা' ঃ

📖 আব্দুল মালিক ইবনে শুয়াইব ইবনে লায়স ইবনে সাদ (রহঃ) উরওয়া (রহঃ) সূত্রে নবীজী (সাঃ) এর সহধর্মিনী আয়িশা (রাযিঃ) থেকে নকল করেন যে, তাঁর নিয়ম ছিল যে যখন তাঁর পরিবারের কোনো লোক মারা যেত এবং সে উপলক্ষে মহিলাগণ সমাবেত হতো, পরে পরিবারের লোক ও বিশিষ্টরা (আত্মীয়) ও অন্যরা চলে যেত, তখন তিনি

www.pathagar.com

একডেকচি তালবীনা রান্না করার নির্দেশ দিতেন। তা রান্না করা হতো, অতঃপর ছারীদ তৈরী করে তালবীনা তার উপর ঢেলে দেয়া হতো। এরপর তিনি বলতেন, এটা থেকে আহার করো কেননা আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, তালবীনা রোগীর অন্তর প্রশস্ত করে এবং দুঃখ কিছুটা প্রশমিত করে। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ২২৫পৃঃ ৫৫৭৮নং হাদীস/বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ৯০-৯১ঃ৪৯০ ইয়াহ্ইয়াহ্ ইবনে যুকায়র রহঃ রেওয়ায়েতে আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ঃ৩৯৬ঃ২২০৬)*

📖 আহমাদ ইবনে মানী (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর পরিবারে কারো জ্বর হলে তিনি হিসা (ময়দা, ঘি/তৈল, ও পানি সহযোগে প্রস্তুত একপ্রকার তরল খাদ্য) বানাতে নির্দেশ দেন। অনন্তর তা প্রস্তুত করা হয়। পরে তিনি তা থেকে কিছু কিছু করে (রোগীকে) পান করাতে পরিবারের অন্যান্যদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি বলতেন, এটি বিষন্ন মনকে দৃঢ় করে এবং অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয় থেকে কষ্ট দূর করে দেয়। যেমন তোমরা কেউ পানি দিয়ে তার চেহারা থেকে ময়লা দূর করো। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৩০পৃঃ ২০৪৬নং হাদীস)*

📖 হিব্বান ইবনে মূসা (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রোগীকে এবং কারো মৃত্যুর কারণে শোকাতুর ব্যক্তিকে তরল জাতীয় খাদ্যগ্রহণের আদেশ দিতেন। তিনি বলতেন আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, তালবীনা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কলিজা সুদৃঢ় করে এবং অনেক দুশ্চিন্তা দূর করে। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ২৮৮পৃঃ ৫৯৭০নং হাদীস)* **ব্যাখ্যা ঃ** তালবীনা আটা বা আটার ভূষি/যব দিয়ে তৈরী একপ্রকার তরল খাদ্য যেমন চাউলের গুড়ায় তৈরী তরল খাদ্য হালুয়া বা সাগু, বার্লি ইত্যাদির ন্যায় যা হৃৎপিন্ড সবলকারী ঔষধ।

যায়তুন তেল ঃ

📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে মূসা (রহঃ) ----- উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা যায়তুন খাবে এবং এ দিয়ে মালিশ করবে। কেননা এ হলো মুবারক বৃক্ষ। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৩৯পৃঃ ১৮৫৭নং হাদীস /শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মূসা বঙ্গাঃ ১৯৩পৃঃ ১৫৮নং হাদীস)*

যায়তুন তেলের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ যায়তুন ফল সুস্বাদু ও উপকারী। যায়তুন তেল (Olive oil) পেটের আলসার রোগের ঔষধ। যায়তুন তেল ত্বকের শুষ্কতা, খশখশেভাব ও ত্বকফাটা দূর করে ত্বককে কোমল ও মসৃণ করে, শিরা ও স্নায়ুমন্ডলীকে সতেজ করে। রসুনের রস যায়তুন তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মালিশ করলে উপশম হয়। ইহা চর্বিহীন ভোজ্যতেল। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, ভোজ্যতেল হিসাবে য়ায়তুন তেল ব্যবহারকারীদের হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে নিঁখুত ও স্বার্থক সমন্বয়কারী ধর্ম হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। আর ইসলামই হলো বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের স্থাপতি। আজ থেকে এক হাজার বছর আগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ রসায়ন বিজ্ঞানের (আল-কেমী) তিনটি প্রধান এসিড সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড আবিষ্কার করেন যা আজও বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

প্রধানতম এসিড হয়ে রয়েছে। আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে তারা পৃথিবীর কক্ষপথের যে মানচিত্র একেছিলেন, সে একই মানচিত্র আজও স্বীকৃত। সেদিনের বিজ্ঞানীগণ কুরআন থেকে প্রেরণালাভ করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে চিরস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, হাজার বছর পূর্বেকার মাপকাঠিতে সেসবই ছিল মহাবিস্ময়। *(আল-কুরআন ও বস্তুবিজ্ঞান ৯পৃঃ মোল্লা শামসুদ্দীন আহমেদ ৯ম প্রকাশ মার্চ-৮৬)*

✍ আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে ইতিহাস স্বীকৃত আরববাসীদের অজ্ঞানতার মাত্রা বর্তমান যুগের সভ্য মানুষের শরীরে শিহরণ জাগায়। তৎকালীন উটের জমানায় আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের উপযোগিতা যেরূপ ছিল, চৌদ্দশ" বছর পর শত সহস্রগুণ উন্নত পৃথিবীতে অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বশেষ চূড়ায় অবস্থান করা সত্ত্বেও যুগের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চাহিদা মাফিক সূক্ষ্ম ও নিঁখুত তথ্য ও সূত্র প্রদান করেছে যা জ্ঞানী লোকদের মাথা হেট করে দেয়।

কালিজিরা সম্পর্কিত হাদীস ঃ

📖 খালিদ ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন, গালিব নামক আমাদের একব্যক্তি রোগাক্রান্ত ছিল। আবূ আতীক (রহঃ) তাকে দেখতে আসলেন এবং আমাদেরকে বললেন, তোমরা কালিজিরার ব্যবস্থা করো। উহার পাঁচটি বা সাতটি দানা পিষে যায়তুন তেলের সাথে রোগীর নাকের উভয় ছিদ্রে ফোঁটারূপে প্রবেশ করিয়ে দাও।

আয়িশা (রাযিঃ) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূল (সাঃ)কে এই বলতে শুনেছেন, ان هذه الحبة السود اء شفاء من كل داء الا من السام

কালিজিরা একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত সর্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ২২৭পৃঃ ৫৯৭২নং হাদীস; আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ঃ৩৯৬ঃ২২০৫)*

📖 মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কালিজিরা হলো মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধ। কাতাদা (রহঃ) বলেন, প্রতিদিন ২১টি কালিজিরা দানা নিবে। একটি কাপড়ের টুকরায় তা রেখে পানিতে ভিজাবে এবং প্রত্যেক দিন নাকের ছিদ্রপথ দিয়ে তা ব্যবহার করবে। ১ম দিন নাকের ডান ছিদ্রে দু'ফোঁটা এবং বাম ছিদ্রে একফোঁটা, ২য় দিন বাম ছিদ্রে দু'ফোঁটা এবং ডান ছিদ্রে একফোঁটা, ৩য় দিন ডান ছিদ্রে দু'ফোঁটা এবং বাম ছিদ্রে একফোঁটা ব্যবহার করবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৪৫পৃঃ ২০৭৬নং হাদীস)*

কালিজিরা খাওয়ার সুফল ঃ 📖 ইবনে আবূ আমর সাঈদ ইবনে আব্দুর রাহমান মাখযূমী (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত নবীজী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা এই কালিজিরা ব্যবহার করবে। কেননা এতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৩পৃঃ ২০৪৮নং হাদীস)*

📖 হযরত আনাস (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, যখন রোগ-যন্ত্রণা খুব বেশি কষ্টদায়ক হয় তখন একচিমটি পরিমাণ কালিজিয়া খাবে, অতঃপর পানি ও মধু সেবন করবে। *(মুজামুল আওসাত ঃ তাবরানী)*

www.pathagar.com

প্যারালাইসিস ও কম্পন রোগে কালিজিরার তৈল মালিশ করলে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়। যৌনব্যাধি ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য ইহা খুব উপকারী। ইহা সর্দি, কাশি, বুকের ব্যথা, প্রসুতী, ব্রোন, পুরাতন জ্বর, মুত্রথলিতে পাথর ইত্যাদি রোগের আরোগ্য রয়েছে। *(কিতাবুল মুফরাদাত ঃ খাওয়াসসুল আদোবিয়া ২৭৯ পৃঃ)*

কালিজিরা নেকড়ার মধ্যে পুরে মর্দন করে ঘ্রাণ নিলে মাথাধরা আরোগ্য হয়। (২) কালিজিরা বেটে গরম পানির সহিত সেবন করলে পাগলা কুকুরের দংশনজনিত বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। (৩) পানিতে সিদ্ধ করে কুলি করলে দন্তরোগ দূর হয়। (৪) কালিজিরা দুধের সরসহ পিষে প্রলেপ দিলে বিখাউজ, একজিমা রোগের আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ ও অন্যান্য ঘা জাতীয় রোগ কালিজিরা ব্যবহারে আরোগ্য হয়। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ সাঃ ৯৮২ পৃঃ)*

✍ যে জিনিসের দাওয়াত চলে ঐ জিনিস দিলের মধ্যে আছর করে, শিকড় গাড়ে, একীন পয়দা হয়, ঈমান পয়দা হয়। দাওয়াত না দিলে আপনা-আপনি দিলের মধ্যে থেকে সুন্নাতের একীন বেরিয়ে যায়; এর জন্য আলাদা কোনো মেহনতের প্রয়োজন হয় না যেমন জমি অনাবাদী রাখার জন্য কোনো মেহনতে প্রয়োজন পড়ে না।

কুরআনে মধুর বর্ণনা ঃ

আল্লহ্ জাল্লা শানুহুর কুরআন মজীদে সূরা নাহল এর মধ্যে ইরশাদ ফরমান,

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا
وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ- ثُمَّ كُلِىْ مِنْكُلِّ الثَّمَرٰتِ
فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ ঃ "আপনার পালনকর্তা মৌমাছিকে আদেশ দিলেন, পর্বতগাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী করো। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ করো এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙ্গের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" *(১৬নং সূরা নাহল ৬৮-৬৯নং আয়াত)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (রহঃ) ----- আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবীজীর কাছে এসে বললো, আমার ভাইয়ের খুব দাস্ত হচ্ছে। তিনি বললেন, তাকে মধুপান করাও। লোকটি তাকে মধুপান করালো। পরে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল তাকে-তো মধুপান করালাম কিন্তু তাতে দাস্ত ছাড়া আর কিছু বাড়েনি। রাসূল (সাঃ) বললেন, তাকে মধুপান করাও। লোকটি মধুপান করিয়ে আবার এলো। বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি তাকে মধুপান করালাম কিন্তু তাতে দাস্ত ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি পায়নি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ সঠিক কথা বলেছেন কিন্তু

www.pathagar.com

তোমার ভাইয়ের পেটই ভুল করেছে। তাকে মধুপান করাও। অনন্তর লোকটি তাকে মধুপান করালো। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৫৯পৃঃ ২০৮৮নং হাদীস/বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ২২৫ঃ৫৯৬৯, ৯ঃ২৩৭ঃ৫৯৯৩, আঃ হক ৬ঃ৩৯৫-৩৯৬ঃ২২০৪/মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ২২৫ঃ৫৫৭৯)*

📖 হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি প্রতিমাসে তিনদিন সকাল বেলায় মধু চেটে খাবে সে কোনো বড় রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না। *(ইবনে মাজাহ্/বায়হাকী/মিশ্‌কাত)*

📖 রাসূল (সাঃ) মধুর মধ্যে পানি মিশ্রিত করে প্রত্যুষে পান করতেন। কিছুক্ষণ পর যখন ক্ষুধা লাগত, তখন খাদ্যজাতীয় যা থাকত আহার করতেন। *(মাদারেজুন নবুওয়াত)*

মধুর বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মধুর কোনো প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। ইহা সমস্ত রোগের সেফা। ইহা কাশী, হাঁপানী, মানসিক ব্যাধি, কোষ্ঠকাঠিন্য, চক্ষুরোগ ও প্যারালাইসিস রোগের প্রতিষেধক। *(মুফরাদাত খাওয়াসসুল আদাবিয়া ২৪৩পৃঃ)* আয়ুর্বেদীর মতে মধু রক্ত, মাংস, অস্থি, শুক্র, স্তন্য দৃষ্টিশক্তি ও যৌনশক্তিবর্ধক গুণসম্পন্ন। মানবদেহে যতপ্রকার ভিটামিন প্রয়োজন তার শতকরা ৭৫ ভাগ মধুর মধ্যে বিদ্যমান। চিকিৎসাশাস্ত্রে মধুর চে শক্তিশালী ভিটামিনযুক্ত কোনো খাদ্য নেই।

✍ আসবাবওয়ালারা আসবাবের ওয়াদা পুরা করা পর্যন্ত মেহনত করে না আসবাব হাসিল করা পর্যন্ত মেহনত করে। আহকাম পুরা করনেওয়ালারা শুধু আল্লাহ্‌র হুকুম পুরা করতে হয় তাই করে কিন্তু ওয়াদা পুরা করার জন্য যে পরিমাণ মেহনত দরকার সে পরিমাণ করে না। যে কারণে একীন দীলে বসে না। দোকানওয়ালারা দোকান করেই বসে থাকে না দোকানকে অর্থাৎ ব্যবসাকে লাভ পৌছানো পর্যন্ত মেহনত করে। হাকীকৃত পর্যন্ত পৌছালে আল্লাহ্ তাঁআলা ওয়াদা পুরা করবেন। শুধু হুকুম পুরা করলে ওয়াদা পুরা করবেন না। আমরা আহকামের আলফাসের মধ্যেই বসে আসি !

সিরকা ঃ

📖 আবদা ইবনে আব্দুল্লাহ খুযাঈ বাসরী (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন সিরকা কতই না উত্তম সালন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩২৫পৃঃ ১৮৪৬নং হাদীস)*

লবণ ঃ

সাধারণত আমরা লবণকে মসলা হিসাবে ব্যবহার করি। লবণ ব্যতীত তরকারী খাওয়া যায় না। লবণ ব্যতীত কোনো মসলাই ঠিকমত সিদ্ধ হয় না। লবণ হযমশক্তিবর্ধক, ক্ষুধা দুরকারী ও মন প্রফুল্লকারী। চুকা ঢেকুর এবং পেটের বায়ু পরিশোধিত করা এর বৈশিষ্ট্য। হযমশক্তির দুর্বলতা, রক্ত দুষণ, যকৃৎ ও প্লীহার দুর্বলতা নিরাময়ে বিশেষ উপকারী। *(সিহ্‌হাত ও যিন্দেগী ১৩৩পৃঃ)*

📖 হযরত আলী. (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন রাতে নবীজী (সাঃ) নামায আদায় করছিলেন। তিনি সিজ্‌দারত অবস্থায় যমীনে হাত রাখলে একটি বিচ্ছু নবীজী (সাঃ)কে দংশন করে। নবীজী (সাঃ) বিচ্ছুটিকে তাঁর জুতা দিয়ে মেরে ফেললেন। অতঃপর নামায

www.pathagar.com

থেকে ফারেগ হয়ে বললেন, এ বিচ্ছুটির উপর আল্লহ্ তাঁআলা লানত কারণ এটা নামাযী ও বেনামাযী কাউকে ছাড়ে না। অথবা তিনি বললেন, এটা নবী ও সাধারণ মানুষের কাউকেই ছাড়ে না। অতঃপর নবীজী (সাঃ) লবণ ও পানি চে' নিয়ে তা একটি পাত্রে ঢাললেন। অতঃপর ঐ দ্রবণে আঙ্গুল ডুবিয়ে ক্ষতস্থানে মালিশ করলেন এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে লাগলেন। *(মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ/বায়হাকী)* শরীরে শিং মাছের কাটা ঢুকলে উক্ত ক্ষতস্থানে কুসুম গরম পানি প্রবাহিত করলে উপশম হয়। খুশখুশে কাশির জন্য হাল্কা লবণ মিশ্রিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়ার সাথে কুলি করা খুবই উপকারী।

পানি ঃ

📖 হযরত সুহাইব (রাযিঃ) স্বীয় দাদার ভাষায় বর্ণনা করেন যে, নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, স্মরণ রেখো, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে পানি হলো পানীয় জিনিসের সর্দার। *(মুসতাদরাক)*

রোগ নিরাময়ের সর্বশেষ ঔষধ পানি। পানি প্রাণরক্ষা করে, রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে, রক্ত প্রবাহে সাহায্য করে। পুষ্টিসাধন ও পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। প্রতিটি কোষের ভিতরে এবং কোষের চারপাশের রগেও পানি রয়েছে। শরীরে পানিশূন্যতা থাকলে কিডনী ইনফেকশনের মতো বিভিন্ন মারাত্মক রোগব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। পানিশূণ্য হলে কোনো প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না। প্রতিটি প্রাণীর জীবনের মূল উপাদান হচ্ছে পানি।

অস্ত্রপচার (Surgical operation) ঃ

📖 এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্য আমি নবীজী (সাঃ) এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। সে ব্যক্তির কোমর ফোঁড়ার কারণে ফোলা ছিল। লোকেরা বলতে লাগলো এতে পুঁজ হয়েছে। নবীজী (সাঃ) উক্ত ফোঁড়া সেগাফ (অস্ত্রপচার বা অপারেশন) করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি তক্ষুণি সেগাফ করে ফেললাম এবং নবীজী (সাঃ) সেখানে ছিলেন। *(যাদুল মাআদ ২য় খণ্ড আল্লামা ইবনিয ইবনে কাউয়িম)*

📖 জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ওবায় বিন কাবের জন্য একজন চিকিৎসক পাঠিয়ে দেন। তিনি অপারেশন করে একটা শিরা বের করে নেন তারপর ছ্যাঁকা দেন। *(মুসলিম শরীফ)*

শিঙ্গা লাগানো (রক্তমোক্ষণ) ঃ 📖 আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) তাঁর দু'পাশের শিরায় এবং দু'কাঁধের মাঝখান বরাবর ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করাতেন। তিনি সাধারণত মাসের ১৭ বা ১৯ বা ২১ তারিখে রক্তমোক্ষণ করাতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১ম প্রকাশ জুন-২০০০, ২৪৪পৃঃ ৩৬৯নং হাদীস)*

📖 ইবনে আবূ উমার (রহঃ) ----- হুমায়দ (রহঃ) এর সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আনাস (রাযিঃ) এর নিকট শিঙ্গাবৃত্তির মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। অতঃপর তিনি উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তাছাড়া তিনি বলেন, তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও, শিঙ্গা লাগানো এবং কুসতুল বাহরী ব্যবহার তার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থা। অতএব তোমরা

www.pathagar.com

তোমাদের শিশুদের কণ্ঠনালী দাবিয়ে দিয়ে কষ্ট দিও না। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৯২, ৫ম খন্ড ৪০৮পৃঃ ৩৮৯৪নং হাদীস 'মুসাকাত ও মুযারাআত' অধ্যায়)* ব্যাখ্যা ঃ কুসতুল বাহরী একপ্রকার কাষ্ঠখন্ড যা তৎকালীন ভারতবর্ষ থেকে নীত হতো ও শিশুদের গলার ব্যথার জন্য উহা ব্যবহার করা হতো।

📖 নাসর ইবনে আলী জাহাযামী (রহঃ) ----- আসিম ইবনে উমার ইবনে কাতাদা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) আমাদের কাছে আমাদের পরিবারে এলেন। তখন একব্যক্তি খুজলী পাঁচড়ায় কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) বলেন, যখমে অসুস্থ হয়েছিলেন। তিনি বললেন, তুমি কি অসুস্থবোধ করছো ? সে বললো, আমার খোস-পাঁচড়া আমার জন্য কঠিনরূপ ধারণ করেছে। তিনি তখন (খাদিমকে) বললেন, হে কিশোর ! আমার কাছে একজন শিঙ্গা প্রয়োগকারী (বৈদ্য) ডেকে আনো। তখন সে (রোগী) তাঁকে বললেন, শিঙ্গা প্রয়োগকারী বৈদ্য দিয়ে আপনি কি করবেন, হে আবূ আব্দুল্লাহ্ ? তিনি বললেন, আমি তাতে একটা শিঙ্গার নল লাগাতে চাই। সে বললো, আল্লহ্ তাঁআলার কসম ! মাছি আমার গায়ে বসলে অথবা কাপড়ের ঘষা আমার গায়ে লাগলে তাই আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমার জন্য অসহ্য হয়ে পড়ে (তাহলে শিঙ্গার ব্যথা কি করে সইবো)। পরে তিনি যখন ঐ বিষয়ে তার অসহিষ্ণুতা দেখালেন তখন বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের ওষুধপত্রের কোনো কিছুতে যদি কল্যাণ থেকে থাকে তাহলে তা শিঙ্গার নল বা মধুর শরবত পান কিংবা আগুনের সেকে রয়েছে। রাসূল আরো বলেছেন, (একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে) আমি পোড়ানো লোহার দাগ লাগিয়ে চিকিৎসা করা পছন্দ করি না। রাবী বলেন, সে একজন শিঙ্গাবিদ (বৈদ্য) নিয়ে এলো, সে তার শিঙ্গা লাগালো। ফলে বেদনানুভূতি দূর হয়ে গেল। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭খন্ড ২১৭-২১৮পৃঃ ৫৫৫৫নং হাদীস)*

✍ আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে রাসূল (সাঃ) শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করার জন্য শিঙ্গা লাগান যা কোনো অবৈজ্ঞানিক পন্থা নয়। এর সূত্র ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞান অস্ত্রপাচারের পথে এগিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ শিঙ্গা লাগানোর পরিবর্তে (Surgical operation) এর সফলতা অর্জন করেছে। রাসূল (সাঃ) এর নবুয়তের পূর্বে দুনিয়াতে সর্বপ্রথম তাঁকেই ফিরিশ্তাগণ কয়েকবার ছিনা মোবারক ছাপ করে।

আগুনের দাগ দেয়া মাকরূহ ঃ

📖 হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগমুক্তি নিহিত রয়েছে। রক্তমোক্ষম, মধুপান এবং তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগা দেয়া কিন্তু দাগার চিকিৎসা থেকে আমি আমার উম্মতকে নিষেধ করতেছি। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ২২৪পৃঃ ৫৯৬৫নং হাদীস; আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ঃ৩৯৫ঃ২২০৩)*

📖 আব্দুল ওয়ালীদ হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক (রহঃ) ----- জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যদি তোমাদের চিকিৎসাগুলোর কোনটির মধ্যে শেফা (রোগমুক্তি) থাকে, তাহলে তা রয়েছে শিঙ্গা লাগানোর মধ্যে কিংবা আগুনে দাগ লাগানোর মধ্যে, তবে আমি আগুনের দ্বারা দাগ দেয়াকে পছন্দ করি না। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ২৩২পৃঃ ৫৯৮৬নং হাদীস)*

www.pathagar.com

📖 মূসা ইবনে ইসমাঈল (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) সাআদ ইবনে মুআয (রাযিঃ)কে তার কোনো জখমের স্থানে লোহা গরম করে দাগ দিয়েছিলেন। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৩৯পৃঃ ৩৮২৬নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ২৯৯ঃ৫৫৫৯)*

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিমত, এমন কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলি ঔষধে আরোগ্য হয় না। আগুনের সেক্ বা উত্তাপে সেসব রোগের রোগ-জীবাণু ধ্বংস হয়। ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে পাগল, ক্যান্সার ও ক্ষত রোগের আরোগ্য হয়। শরীরের যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইলেকট্রিক শক্ দেয়া হয়, তা সাময়িকভাবে সুস্থ হলেও পরবর্তীতে অবশ ও অক্ষম হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই নবীজী (সাঃ) আগুনের দাগ দিতে নিষেধ করেছেন এবং বিকল্প রাস্তা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

✍ আসমানী ইলম্ মানুষের মধ্যে নিহিত মানবতাবোধকে সম্বোধন করে তার অস্তিত্ব ও আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টিরহস্য, বিবেকের মূল উৎস সুপ্ত জ্ঞানভান্ডারের বদ্ধ দুয়ারকে তার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে জাগিয়ে তোলে তার বিবেক, যাতে সে সকল প্রকার জড়তা পরিহার করে প্রকৃত সত্যকে প্রত্যক্ষ করে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যের ডাকে সাড়া দেয়।

চোখের চিকিৎসা ঃ

📖 কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহঃ) জাবির (রহঃ) থেকে অন্য সনদে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) ----- সাঈদ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, কিম্আ মান্না জাতীয়। আর এর রস চোখের জন্য ঔষুধ বিশেষ। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৭৯পৃঃ ৫৯৬৯নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ঃ৩৯৮ঃ২২৯৯)* ব্যাখ্যা ঃ কিমআ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় জন্মে। ইংরাজী নাম মাসরুম, বাংলা নাম ব্যাঙের ছাতা। এর চাষ হয়, ইহা সুস্বাদু খাবার। হাদীসে বর্ণিত গুণাগুণ একমাত্র সাদা বর্ণীয়টায় জন্য। বনে জঙ্গলে উৎপন্ন হলে খাওয়া বা ঔষধরূপে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা এর বিষাক্ত প্রজাতিও রয়েছে।

📖 আবূ উবায়দা ইবনে আবূ সাফার ও মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আজওয়া হলো জান্নাতী খেজুর, এতে আছে বিষের প্রতিষেধক। মাসরুম হলো মান্নের অন্তর্ভূক্ত। এর পানি হলো চক্ষু রোগের প্রতিষেধক। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২. ৪র্থ খন্ড ৪৪৪পৃঃ ২০৭২নং হাদীস)*

নজর লাগা ঃ

📖 ইবনে আবূ উমার (রহঃ) ----- উবায়দ ইবনে রিফাআ আয্-যুরাকী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, আসমা বিনতে উমায়স (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ! জাফরের সন্তানদের খুব তাড়াতাড়ি নজর লাগে, আমি কি তাদের ঝাড়ফুঁক করতে পারি ? তিনি বললেন হ্যাঁ, কোনো জিনিস যদি তকদীরকে অতিক্রম করার মতো হতো, তবে বদনজর তা অবশ্যই অতিক্রম করতে পারতো। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৩৯পৃঃ ২০৬৫নং হাদীস)*

www.pathagar.com

বিশ্‌র ইবনে হিলাল আস সাওওয়াফ আল-বাসরী (রহঃ) ---- আবূ সাঈদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, জীব্রাঈল (আঃ) নবীজী (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সাঃ) ! আপনি কি অসুস্থ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জীব্রাঈল (আঃ) তখন পাঠ করলেন,

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ-مِن شَرِّ كُـــلِّ نَفسٍ وَعَينِ حَاسِدٍ باسمِ اللهِ أَرْقِيكَ واللهُ يَشْفِيكَ.

আল্লাহ্‌র নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি, ঐসব থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়। সকল অনিষ্টকারী প্রাণী থেকে এবং সকল কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ্‌র নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি। আর আল্লহ্‌ তাঁআলাই আপনাকে শিফা দান করবেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৫, ৩য় খণ্ড ২৮০পৃঃ ৯৭৪নং হাদীস)*

📖 আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে খিরাশ আল বাগদাদী (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কোনো জিনিস যদি তকদীরকে পরাভূত করতে পারতো তবে অবশ্যই বদনজর তা পরাভূত করত। এ বিষয়ে যদি কেউ তোমাদের গোসল করতে চায় তবে তোমরা রাযী হয়ে যেও। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২. ৪র্থ খণ্ড ৪৪৯পৃঃ ২০৬৮নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ২০২ঃ৫৫৯৪ অন্য রাবী)* **ব্যাখ্যা ঃ** বদনজরের চিকিৎসারূপে বিশেষ পদ্ধতিতে বদ-নজরওয়ালা ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার মাধ্যমে বিশেষ কায়দায় রোগীকে গোসল করানো হয়। এটা পরিক্ষিত সুন্নাহ্‌ স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। এ হাদীসে সে গোসলের কথাই বলা হয়েছে।

📖 উকবা ইবনে মুকরাম আম্মী (রহঃ) ----- জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) হাযম পরিবারকে সাপের ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দেন এবং আসমা বিনতে উমায়স (রাযিঃ)কে বললেন, আমার কি হলো যে আমার ভাই জাফার (রাযিঃ) এর সন্তানদের কৃষকায় দেখতে পাচ্ছি। তারা কি অভাবগ্রস্ত হয়েছে ? তিনি (আসমা) বললেন না, তবে তাদের উপর দ্রুত নজর লাগে। তিনি বললেন, তুমি তাদের ঝেড়ে দাও। তিনি বললেন, যখন আমি তার কাছে (দুআটি) পেশ করলাম। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তুমি তাদের ঝেড়ে দাও। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খণ্ড ২৯৯পৃঃ ৫৫৩৮নং হাদীস)*

কুদৃষ্টি বা নজর লাগার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অদৃশ্য আলোকরশ্মি নির্গত হয়; তেমনিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির চক্ষু থেকেও অদৃশ্য আলোকরশ্মি নির্গত হয় যার মাধ্যমে আবেগময় শক্তির বিজলী (Emotional Energy) থাকে। এ সকল বিদ্যুৎ দ্রুত লোমকূপের মাধ্যমে শরীরে সঞ্চারিত হওয়ায় শরীরের স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটে। যদি আবেগময়রশ্মি পজেটিভ হয় তবে মানুষের উপকার হয়, আর যদি এ রশ্মি নেগেটিভ হয় তবে লাগাতার ক্ষতি হতে থাকে। কুদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের চক্ষু থেকে নির্গতরশ্মি নেগেটিভ হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে এতশক্তি নিহিত থাকে যে, শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলা উলট-পালট করে দেয়।

www.pathagar.com

(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ২২৮-২২৯ পৃঃ বঙ্গঃ মাওঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)

বার্ধক্যের চিহ্ন পরিবর্তনের চিকিৎসা ঃ

📖 সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (রহঃ) ----- আবূ যার্‌র (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন বার্ধক্যের চিহ্ন পরিবর্তনের সর্বোত্তম হলো মেহেদী ও কাতাম তৃণ (কাতাম তৃণ হলো ইয়ামেনের কালচে লাল রঙ্গের একপ্রকার ঘাস)। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৮০পৃঃ ১৭৫৯নং হাদীস)*

নিউমোনিয়ার চিকিৎসা ঃ

📖 মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (রহঃ) ----- যায়দ ইবনে আকরাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত নবীজী (সাঃ) নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে যায়তুন[১] এবং ওয়ারস[২] এর মাধ্যমে চিকিৎসার প্রশংসা করতেন। কাতাদা (রহঃ) বলেন, যে পার্শ্বে ব্যথা সে পার্শ্বের মুখের ফাঁক দিয়ে ঔষধ প্রদান করা হবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৪৯পৃঃ ২০৮৪নং হাদীস /মিশ্‌কাত)*
ব্যাখ্যা ঃ (১) যায়তুনের পাকা ফল থেকে তৈল বের করা হয় যাকে যায়তুন তৈল (Olive oil) বলা হয়। (২) ওয়ারস ইয়ামেন দেশে উৎপাদিত একপ্রকার ঘাস। এতে সামান্য সুঘ্রাণ এবং তিক্ততা থাকে। কাপড় রঙ্গিন করার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়।

গলাফুলা রোগের চিকিৎসা ঃ

📖 মুসাদ্দাদ ও হামিদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) ----- উম্মু কায়স বিনতে মিহসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এক ছেলেকে নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর নিকট হাজির হই; যার গলা (অসুখের কারণে) আমি মালিশ করেছিলাম। তখন তিনি বলেন, তোমরা সন্তানদের গলার অসুখে কেন তাদের গলা মালিশ করো ? বরং তোমাদের উচিত (এ রোগের জন্য) হিন্দুস্থানের চন্দন কাঠ ব্যবহার করা। কেননা, তাতে সাত ধরনের রোগ ভাল হয়, যার একটি হলো নিউমোনিয়া। গলাফুলা রোগে তা নাকের ছিদ্রে ব্যবহার করবে এবং নিউমোনিয়া হলে তা বড়ি বানিয়ে খাবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, চন্দন কাঠের অর্থ তা চূর্ণ করে বড়ি বানিয়ে খাবে। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৩৫পৃঃ ৩৮৩৭নং হাদীস)*

জখমের চিকিৎসা ঃ

📖 ইবনে আবূ উমার (রহঃ) ----- আবূ হাযিম (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাহল ইবনে সাদ (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রাসূল (সাঃ) এর জখমে কি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল ? এই সময় আমিও তা শুনেছিলাম। তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমার চে' অধিক জানে এমন কেউ আর নেই। আলী (রাযিঃ) তাঁর ঢালে করে পানি নিয়ে এসেছিলেন আর ফাতিমা (রাযিঃ) সেই রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। একটি চাটাই জ্বালিয়ে এর ছাই তাঁর

www.pathagar.com

জখমে ভরে দেয়া হয়েছিল। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৫৩পৃঃ ২০৯১নং হাদীস/বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯১, ৫ঃ২৪৫ঃ৯৫৬৪ আঃ হক বঙ্গাঃ ১ঃ২০৮ঃ১৭৪)*

📖 আহমাদ ইবনে ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনে মুআয (রাযিঃ) এর প্রধান রগে তীর বিদ্ধ হলো। রাবী বলেন, রাসূল (সাঃ) তাঁর নিজ হাতে একটি তীরফলক দিয়ে তার রগ কেটে দিলেন। পরে তা ফুলে উঠলে দ্বিতীয়বার দাগ দিলেন। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ২৯৯পৃঃ ৫৫৬০নং হাদীস)*

মোটা হওয়ার চিকিৎসা ঃ

📖 মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার মা আমাকে রাসূল (সাঃ) এর গৃহে পাঠানো উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি মোটা করে তুলবে ইচ্ছা করেন। এজন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। পরে তিনি আমাকে খেজুরের সাথে শসা খাওয়াতে থাকলে আমি দ্রুত হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠি। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৪৬পৃঃ ৩৮৬৩নং হাদীস)*

বিষের প্রতিক্রিয়া নাশের চিকিৎসা আজওয়া খেজুর ঃ

📖 আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- সাদ (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেহ সকালে সাতটি করে আজওয়া (মদীনা শরীফে উৎপন্ন একজাতীয় উৎকৃষ্টমানের খেজুর) ভক্ষণ করে, সেদিন তাকে কোনো বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারে না। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৭০পৃঃ ৫৯৬৬নং হাদীস)*

📖 উসমান ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- সাআদ ইবনে আবূ আক্কাস (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি কোনো দিন সকাল বেলা সাতটি আজওয়া খেজুর দিয়ে নাশতা করবে, সেদিন তার উপর বিষ এবং যাদু কোনো কাজ করবে না। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৩৪পৃঃ ৩৮৩৬নং হাদীস)*

📖 ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ূব ও ইবনে হুজর (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে নকল করেন, মদীনার উঁচু ভূমির আজওয়া খেজুরে শিফা (রোগমুক্তি) রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, এগুলো প্রতিদিন সকালের আহারে বিষনাশক ওষুধের কাজ করে। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৭১পৃঃ ৫৯৬৮নং হাদীস)*

📖 আবূ উবায়দা ইবনে আবূ সাফার ও মাহমূদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, আজওয়া হলো জান্নাতী খেজুর, এতে আছে বিষের প্রতিষেধক। মাসরুম হলো মাননের অন্তর্ভূক্ত। এর পানি হলো চক্ষু রোগের প্রতিষেধক। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৪৪পৃঃ ২০৭২নং হাদীস)*

হার্টের চিকিৎসায় আজওয়া খেজুর ঃ

📖 ইসহাক ইবনে ইসমাঈল (রহঃ) ----- সাআদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি পীড়িত হলে রাসূল (সাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসেন। এ সময় তিনি তাঁর

www.pathagar.com

হাত আমার বুকের উপর রাখলে আমি তার শৈত্যতা আমার হৃদয়ে অনুভব করি। এরপর তিনি বলেন, তুমি হার্টের রোগী। কাজেই তুমি ছাকীফ গোত্রের অধিবাসী হারিস ইবনে কাল্‌দার নিকট যাও। কেননা সে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আর সে যেন মদীনার আজওজা খেজুরের সাতটি খেজুর নিয়ে তা বীচিসহ চূর্ণ করে তোমার জন্য তা দিয়ে সাতটি বড়ি তৈরী করে দেয়। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৩৪পৃঃ ৩৮৩৫নং হাদীস)*

খেজুরের সুফল ঃ খেজুর পেটের গ্যাস, শ্লেষ্মা, কফ দূর করে। ইহা শুষ্ক কাশি ও এজমা রোগের জন্য উপকারী। *(সিহ্‌হাত ও যিন্দেগী ১২৪পৃঃ)*

অশ্বরোগ ও গেটেবাত রোগের চিকিৎসা ঃ

📖 একদা হাদিয়া হিসাবে নবীজী (সাঃ) এর নিকট একথালা আনজির আসলে তিনি সাহাবাদের বললেন, আমি যদি বলতাম যে জান্নাত থেকে ফল এসেছে, তবে আমি বলতাম যে এটা হলো আনজির। ইহা অশ্বরোগ দূর করে এবং গেটো বাতের ব্যথার জন্য উপকারী। *(মিশ্‌কাত)* ব্যাখ্যা ঃ আনজির ফল খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শাম ও ফিলিস্তিনে এ গাছ জন্মে।

উদ্‌হিন্দীর চিকিৎসা ঃ

📖 উম্মে-কায়স (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা উদ্‌হিন্দী ব্যবহার করিও; সাত প্রকার ব্যাধিতে উহা উপকারী। শিশুদের আল্‌জিভ ফুলে ব্যথা হলে উহা ঘষে কুটিয়া পানির সাথে নাকের ভিতর ফোঁটায় ফোঁটায় প্রবেশ করাবে এবং পাঁজরে ব্যথা হলে ঐরূপে উহা পান করাতে হবে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৯৭পৃঃ ২২০৭নং হাদীস)* ব্যাখ্যা ঃ উদ্‌হিন্দী ইউনানী শাস্ত্রীয় ভাষায় অগুরু কাষ্ঠকে বলা হয়।

📖 উসমান ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (সাঃ) তাঁর নাকের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৩৯পৃঃ ৩৮২৭নং হাদীস)*

রোগীর জন্য খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা ঃ

📖 হারূন ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) ----- উম্মু মুনযার বিনতে কায়স আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সাঃ) আমার নিকট আসেন এবং সে সময় তাঁর সঙ্গে আলী (রাযিঃ)ও ছিলেন। তিনি অসুস্থতার কারণে দুর্বল ছিলেন। আমাদের নিকট খেজুরের কাঁদি টানানো ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দাঁড়িয়ে তা থেকে খেজুর খেতে থাকেন। তখন আলী (রাযিঃ) খেজুর খাওয়ার জন্য দাঁড়ালে রাসূল (সাঃ) বলেন, হে আলী ! তুমি এখনও দুর্বল, কাজেই তুমি খেজুর খাওয়া থেকে বিরত থাকো। একথা শুনে আলী (রাযিঃ) তা খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। উম্মু মুনযার (রাযিঃ) বলেন, এরপর আমি যব ও বীটচিনি দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁর সামনে পেশ করি। তখন রাসূল (সাঃ) আলী (রাযিঃ)কে বললেন, হে আলী ! তুমি এটা খেতে পারো; এটা তোমার জন্য উপকারী। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ২৮পৃঃ ৩৮১৬নং হাদীস)*

www.pathagar.com

✍ বিজ্ঞানভিত্তিক যিন্দেগীর প্রতিটি শাখায় রাসূল (সাঃ) এর বাণী অনস্বীকার্য। রাসূলের মুখনিসৃত প্রতিটি বাণীই বিজ্ঞানভিত্তিক। তবে এটা কোনো ল্যাবটরীর বিজ্ঞান বা বর্তমান সমাজে প্রচলিত কোনো রসায়নিক থিউরী এতে নেই।

মদের চিকিৎসা নিষেধ ঃ

📖 মাহমূদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- আলকামা ইবনে ওয়াইল এর পিতা ওয়াইল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবীজীর নিকট উপস্থিত ছিলেন তখন সুওয়ায়াদ ইবনে তারিক (বর্ণনান্তরে তারিক ইবনে সুওয়ায়দ) রাসূল (সাঃ)কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তাকে এ থেকে নিষেধ করেন। সুওয়ায়দ (রাযিঃ) বললেন, আমরাতো এর মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি। তখন রাসূল বললেন, এ ঔষধ নয় বরং এটা একটি রোগ। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৩৩পৃঃ ২০৫২নং হাদীস)*

ডাক্তার না হয়ে চিকিৎসা না করা ঃ

📖 মুহাম্মদ ইবনে আলা (রহঃ) ----- আব্দুল আযীয ইবনে উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার নিকট যারা আসতেন তাদের বর্ণনা। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ডাক্তার না হয়ে রোগীর চিকিৎসা করে এবং তার ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে যদি কেউ না মানে আর তার চিকিৎসা দ্বারা কারো ক্ষতি হয়, তবে সে যিম্মাদার হবে। যেমন ঃ কেউ যদি রক্তমোক্ষম করতে গিয়ে কোনো শিরা কেটে ফেলে, অথবা বড় করে কাটে বা ফাঁড়ে, অথবা এমনভাবে দাগ দেয়, যাতে রোগী মারা যায় তবে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৩৬৮পৃঃ ৪৫১৮নং হাদীস)*

নারীর মাসিক চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীস ঃ

📖 মুহাম্মাদ ইবনুন নোমান (রহঃ) আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। জাহশ কন্যা উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ)-র স্ত্রী ছিলেন। তার রক্তস্রাব হলো কিন্তু (তা চলতেই থাকলো এবং তিনি) পবিত্র হতে পারছিলেন না। তার বিষয়টি রাসূলের নিকট উত্থাপন করা হলো। তিনি বলেন, তা মাসিক ঋতু নয়, বরং জরায়ুর আঘাতজনিত ব্যাপার। সে তার মাসিক ঋতুর পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে এবং নামায ছেড়ে দিবে। এরপরও সে কিছুটা সময় অপেক্ষা করবে, অতঃপর প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় গোসল করবে এবং নামায পড়বে। *(তাহাবী মুঃ মূসা বঙ্গঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ২৩৬পৃঃ ৩১৯নং হাদীস)*

✍ সুন্নাতের অনুসরণ হচ্ছে সকল ইবাদতের প্রাণ। সুন্নাতের সুফল জানা থাকলে অন্তরের মধ্যে শক্তি পাওয়া যায়। আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে বিজ্ঞান কত অনুন্নত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে সময় স্যাটেলাইট, কম্পিউটার, আলট্রাসনোগ্রাফী, মোবাইল ইন্টারনেট-তো দুরের কথা অনুবীক্ষণ যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়নি। তখনকার দিনে একমাত্র নবী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই মতবাদ উন্মোচন করা

www.pathagar.com

সম্ভব নয়। রাসূল (সাঃ) এর বাণী যে চিরন্তর সত্য এ বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেলে অন্তর ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকামকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেয় যে কারণে মনের মধ্যে শক্তি পাওয়া যায়। তখন অন্তরের মধ্যে ঈমানী উদ্দীপনা দাওদাও করে জ্বলে উঠে। অন্তরের মধ্যে ঈমানী উদ্দীপনা জাগলে ইসলামের হুকুম-আহকামের জন্য কষ্ট-মোজাহাদা সহ্য করা আছান হয়ে যায়। দ্বীনের জন্য কষ্ট-মোজাহাদা অনুপাতে অন্তরের মধ্যে ঈমানী নূর ঈমানী ঝলক উপলব্ধি করা যায়।

দারিদ্রতা দূর করার দুআ ঃ

📖 হযরত ইবনে উমার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে আরোজ করল ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুনিয়া আমাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং আমাকে পরিত্যাগ করেছে। তিনি বললেন, 'ছালাতে-মালায়েকা' (ফিরিশ্তার দুআ) এবং 'তাস্বীহে খালায়েক', যার বদৌলতে ফিরিশ্তাগণকে রিযিক দান করা হয়, তোমার কাছ থেকে কোথায় গেল ? অতঃপর বললেন, ছোবহে-ছাদেকের সময় এ দুআটি একশ'বার পাঠ করো ঃ

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفرالله

এ দুআ পাঠ করার ফলে দুনিয়া তোমাকে হেয় ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধরা দিবে। অতঃপর লোকটি চলে গেল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফিরে এলো না। এরপর একদিন এসে আরোজ করল ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুনিয়া আমার কাছে এতবেশী পরিমাণে আগমন করেছে যে, তাকে কোথায় রাখব আমি জানিনা। এ দুআটি বুযুর্গগণ ফজরের সুন্নাত ও ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করেছেন এবং এর সাথে لاحول ولاقوت ال بالله العلى العظيم তাস্বীহটিও পাঠ করেছেন। *(মাদারেজ)*

✍ রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাতের মহাসড়ক যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির নামগন্ধ থেকেও পবিত্র। মুসলমানের অন্তরের মধ্যে যখন এ বিশ্বাস জাগ্রত হবে তখন রক্তের প্রতিটি কণিকার মধ্যে রক্ত-উল্লাস জাগ্রত হয়ে অন্তরের মধ্যে ঈমানী প্লাবন দেখা দিবে তখন মুসলমানকে সুন্নাত থেকে বিচ্যুত রাখা অস্ত্রের দ্বারা সম্ভব হবে না।

শারীরিক সুস্থতার চিকিৎসা ঃ

📖 হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) ইরশাদ নকল করেন, মনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড আছে যতক্ষণ তা ঠিক থাকে সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা খারাব হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। খুব মনে রেখো ! এটা হলো অন্তর। *(বুখারী/মুসলিম/ইবনে মাজাহ্)*

www.pathagar.com

২য় অধ্যায়

ইস্তিঞ্জা ও আধুনিক বিজ্ঞান

ইস্তিঞ্জা সম্পর্কিত হাদীসের সারমর্ম ঃ

১. ইস্তিঞ্জায় হুযূর (সাঃ) জুতা পায়ে দিয়ে ও মাথা ঢেকে রেখে যেতেন। *(ইলাউস সুনান ১ঃ৩২৩)*

২. ইস্তিঞ্জায় প্রবেশের পূর্বে মাথা ঢেকে নেয়া মোস্তাহাব। *(আহকামে যিন্দেগী ১৮পৃঃ মাওঃ মুফাঃ হেদায়েত উদ্দীন ডিসে-১৮)*

৩. উলঙ্গ মাথায় বায়তুল-খালায় যাবে না। *(যাদুল মাআদ/ উসূওয়ায়ে রাসূলে আকরাম বঙ্গাঃ মহিউদ্দীন খান ১৮৩পৃঃ ২য় সংস্করণ জানু-৮৮)*

৪. বাম পা দিয়ে ইস্তিঞ্জায় প্রবেশ করা। *(ইবনে মাজাহ্ ৩০ সাফা/আবু দাউদ ১ঃ৫ /উসূওয়ায়ে রাসূলে আকরাম বঙ্গাঃ মহিউদ্দীন খান ১৮৩পৃঃ ২য় সংস্করণ জানু-৮৮)*

৫. গোসলখানা নোংরা থাকলে কিংবা গোসলখানার মধ্যে পায়খানা থাকলে বাম পা দিয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করা। আর তার মধ্যে পায়খানা না থাকলে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে যে কোনো পা দিয়ে প্রবেশ করা যায়। *(احسن الفتاوى ج/٢)*

৬. রাসূল (সাঃ) পায়খানায় প্রবেশকালে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبِيْثِ.

৭. *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৪, ১ঃ৯ঃ৫/বুখারী আঃ হক ১ঃ১৮৪ঃ১৯৩ আনাস রাযিঃ/মিশ্‌কাত ১ঃ৪২ নূর মুঃ বঙ্গাঃ ২ঃ৮৮ঃ৩৩০/আবু দাউদ ১ঃ৫)*

৮. রাসূল (সাঃ) বলেন, পায়খানায় কেহ যদি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে ঢুকে, সে তার দেহকে জ্বিনের দৃষ্টি থেকে আচ্ছাদিত করে রাখে। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ২ঃ২৭)*

৯. ঘুম থেকে জেগে ইস্তিঞ্জার পানি নেয়ার সময় পানির পাত্রের ভিতর হাত দেয়ার পূর্বে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৪, ১ঃ২৮ঃ২৪ /আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯০, ১ঃ৫২ঃ১০৩)*

১০. পা দানির উপর বসে মলত্যাগ করা। *(বুখারী আঃ হক ১ঃ১৮৫ঃ১৯৫)*

১১. পায়খানার সময় বাম পায়ের উপর চাপ দিয়ে ডান পা খাড়া রাখা। *(তিবরানী/ نور الايضاح)*

১২. কুরআনের আয়াত ও নবীজীর নাম লেখা জিনিস খুলে রেখে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া। *(নাসাঈ)*

১৩. পায়খানায় যেতে আংটি খুলে রাখা। *(আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯০, ১ঃ১০ঃ১৯/ মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ১ঃ৮৩ঃ৩১৬/তিরমিযী)*

১৪. ইস্তিঞ্জা করাকালে কোনো কথা না বলা। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ৮ঃ১৫)*

১৫. ইস্তিঞ্জা করার সময় সালামের জবাব না দেয়া। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ-৮৯, ১ঃ১১৪ঃ৯০)*

১৬. ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করা। *(বুখারী আঃ হক ১ঃ১৮৭ঃ১৯৮ /মিশ্‌কাত নূর মুঃ ১ঃ৮৪ঃ৩২০/তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৪,১ঃ১৮ঃ১৪)*

১৭. ইস্তিঞ্জার প্রয়োজনে অনেক দূরে যাওয়া। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ঃ২৫ঃ২১ /আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ১ঃ১)*

www.pathagar.com

১৮. নির্দিষ্ট পায়খানা না থাকলে কোনো কিছুর আড়ালে যেয়ে ইস্তিঞ্জা করা, যেন মানুষের দৃষ্টি না পড়ে। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ১ঃ১ঃ২ /তিরমিযী /মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গঃ ১ঃ৮৩ঃ৩১৭)*

১৯. ইস্তিঞ্জায় পর্দা করা। *(আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯০, ১ঃ১৮ঃ৩৫)*

২০. ইস্তিঞ্জায় মাটির নিকটবর্তী হয়ে শরীরের কাপড় উঠানো (যাতে সতর দেখা না যায়)। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গঃ ২ঃ৮৪ঃ৩৯৯/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৪, ১ঃ১৭ঃ১৪/ আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ১ঃ৭ঃ১৪)*

২১. নরম জায়গায় প্রসাব করা যাতে প্রসাবের ছিটা গায়ে না লাগে। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গঃ ২ঃ৮৪ঃ৩৯৮)* পেশাব ও নাপাক পানির ছিটা থেকে যথাসম্ভব সর্তকতার সাথে বেঁচে থাকা। *(ইবনে মাজাহ্ ১ঃ১৯)*

২২. পবিত্রতা অর্জনে ঢিলা ও পানি খরচের জন্য বামহাত ব্যবহার করা। *(আবু দাউদ ১ঃ৫)*

২৩. পানির সাহায্যে শৌচক্রিয়া সম্পাদন করা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৪, ১ঃ২৪ঃ১৯ /অনুরূপ মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ২ঃ৩৯ঃ৫১০/বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ১ঃ১৮৭ঃ১১৭)*

২৪. ইস্তিঞ্জায় পানি ব্যবহার করা। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ১ঃ২২ঃ৪৩)*

২৫. ইস্তিঞ্জার পর বাম হাত মাটিতে ঘষে ধৌত করা। *(দুররে মুখতার/উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম বঙ্গঃ মহিউদ্দীন খান ১৮৩পৃঃ ২য় সংস্করণ জানু-৮৮)*

২৬. আয়িশা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, পেশাব করে সর্বদা উযূ করলে সুন্নাত হয়ে যাবে। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ১ঃ২২ঃ৪২)*

২৭. ইস্তিঞ্জা থেকে প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হওয়া। *(মুসলিম ইফাবা মে-৯১, ২ঃ১৩৭ঃ৭১৫/ মাযাকিল ফালাহ্ ১ঃ৪৩/ নুরুল ইযাহ ৩২ সাফা/তিরমিযী)*

২৮. অতঃপর যখন বাইরে আসবে, তখন প্রথমে ডান পা বাইরে রাখবে এবং দরজার বাইরে এসে পূর্বোক্ত সুন্নাত দুআ পড়বে। *(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম বঙ্গঃ মহিউদ্দীন খান ১৮৩পৃঃ ২য় সংস্করণ জানু-৮৮)*

২৯. ইস্তিঞ্জা শেষে উযূ করা। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গঃ ২ঃ৮৯ঃ৩৩৯)*

৩০. গোসলখানায় প্রসাব ও উযূ না করা। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ ২ঃ৮৭ঃ৩২৬ /তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৪, ১ঃ২৫-২৬ঃ২৯)*

৩১. গর্তে প্রসাব না করা। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ ২ঃ৮৭ঃ৩২৯)*

৩২. পানির পথে, চলাফেরার পথে ও ছায়ায় প্রসাব না করা। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ ২ঃ৮৮ঃ৩২৮/ আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯০, ১ঃ১৪ঃ২৬/ইবনে মাজাহ্)*

৩৩. পেশাব পায়খানার বেগ থাকাবস্থায় সালাত নেই। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ-৯৫, ২ঃ৩৩৩ঃ১১২৬)*

৩৪. যথাসম্ভব দ্রুত ইস্তিঞ্জা সেরে বের হয়ে আসা। *(مراقى الفلاح)*

www.pathagar.com

ঘুম থেকে জেগে আগে হাত ধুয়ে পানির পাত্রে ডুকানো মুস্তাহাব ঃ

📖 নবীজী (সাঃ) এর অন্যতম সাহাবী বুসর ইবনে আরতাতের বংশধর আবুল ওয়ালীদ আহমাদ ইবনে বাক্কার আদ্-দিমাশকী (রাযিঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যদি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে, তবে সে হাতে দুই বা তিনবার পানি ঢেলে তা পাত্রে ঢুকাবে, কারণ সে জানে না তার হাত কোন্ কোন্ স্থানে রাত কাটিয়েছে। *(ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বঙ্গঃ তিরমিযী প্রকাশকাল জুন-৯৪, ১ম খন্ড ২৮পৃঃ ২৪নং হাদীস/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ ১ম প্রকাশ ডিসে-৯০, ১ম খন্ড ৬৪পৃঃ ১০৩নং হাদীস/নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১২২পৃঃ ১৬৯নং হাদীস রাবী ইসমাঈল ইবনে মাসউদ ও হুমায়দ ইবনে মাসআদ)*

ঘুম থেকে জেগে আগে হাত ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবানোর সুফল ঃ ঘুমের অবস্থায় নিজের অজান্তে হাতে লেগে থাকা নাপাকী পানির সঙ্গে মিশে যাতে সম্পূর্ণ পানি দুষিত না হয়, তার সতর্কতা হিসাবে আগে হাত ধুয়ে অতঃপর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

ইস্তিঞ্জায় খালিপায়ে না যাওয়া ঃ

📖 ইস্তিঞ্জায় হুযূর (সাঃ) জুতা পায়ে দিয়ে ও মাথা ঢেকে রেখে যেতেন। *(ইলাউস সুনান ১ম খন্ড ৩২৩পৃঃ)*

ইস্তিঞ্জায় খালিপায়ে না যাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ রোগ-জীবাণু থেকে মুক্ত থাকার জন্য ডাক্তারগণ অপারেশন থিয়েটারে ঢুকার পূর্বে হাতমোজা পরিধান করে নেয় যাতে করে রোগ-জীবাণু তার শরীরে প্রবেশ করতে না পারে, তদ্রূপ বাথরুমে (ইস্তিঞ্জায়) খালি পায়ে যাওয়াটা বিজ্ঞানসম্মত নয়; কারণ অধিকাংশ জীবাণু ময়লা-আর্বজনাযুক্ত স্থানে উৎপত্তি হয়। খালি পায়ে ইস্তিঞ্জায় গেলে ইস্তিঞ্জার রোগ-জীবাণু পদতলের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশের সুযোগ পায়।

✍ যে গাড়ীতে ব্রেক না থাকে সে গাড়ী যতই আধুনিক আর যতই দামী হোক না কেন বা এর ড্রাইভার যতই ঝানু (পাকা বা দক্ষ) হোক না কেন সে গাড়ীতে ভাড়া দিয়ে তো দুরের কথা বিনা ভাড়ায়ও কেহই উঠবে না কারণ গাড়ীটি যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে গাড়ী, গাড়ীর ড্রাইভার ও যাত্রী সকলেই মারা যাবে। তেমনিভাবে আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে এক একটি গাড়ী আর এসব গাড়ীর প্রত্যেকটিতে ব্রেক লাগাতে হবে নতুবা মানবযন্ত্র নামের এ গাড়ীগুলি দ্বারা ড্রাইভারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং গাড়ীও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য প্রত্যেকটি মুসলমানকে ঈমানী মেহনত করে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্রেক লাগাতে হবে যাতে রাসূলের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে পারে।

বসে প্রসাব করা ঃ

📖 হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে দেখলেন, আমি দাঁড়িয়ে প্রসাব করতেছি। তখন তিনি বললেন, হে উমার ! দাঁড়িয়ে প্রসাব

www.pathagar.com

করো না। অতঃপর আমি এ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে প্রসাব করিনি। *(মিশ্‌কাত নুর মুঃ বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ৯০পৃঃ ৩৩৬নং হাদীস/ তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ১৫পৃঃ ১২নং হাদীস)*

📖 আলী ইবনে হুজর (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, কেউ যদি তোমাদের বলে যে রাসূল (সাঃ) দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তবে তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করো না। তিনি বসা ছাড়া পেশাব করতেন না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ১৫পৃঃ ১২নং হাদীস /মিশ্‌কাত নুর মুঃ বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ৯১পৃঃ ৩৩৭নং হাদীস/আহমদ/নাসায়ী)*

ওজর বশতঃ দাঁড়িয়ে প্রসাব করা ঃ

📖 আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- হুযায়ফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলকে দেখলাম তিনি কোনো এক গোত্রের আর্বজনার স্তুপের কাছে পৌছেন এবং সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-২০০১, ১ম খন্ড ১৫১পৃঃ ৩০৫নং হাদীস)*

📖 হুযায়ফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে চলতেছিলাম। তিনি মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানের নিকট এসে একটি দেওয়ালমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাব করলেন। আমি দূরে সরে যাচ্ছিলাম, তিনি আমাকে ইশারা করে ডাকলেন; আমি নিকটে হাযির হয়ে তাঁর (পিঠের প্রতি পিঠ দিয়ে বিপরীতমুখী) পায়ের নিকটবর্তী দাঁড়িয়ে রইলাম। (সম্মুখদিকের পর্দা ছিল দেওয়াল এবং পিছন দিকে হুযায়ফা রাযিআল্লাহু তাঁআলা আনহুকে দাঁড় করে রাসূল সাঃ পর্দার ব্যবস্থা করলেন; দাঁড়িয়ে প্রসাব করার দরুন কাপড় একটু বেশি উঠবে)। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ২০৩পৃঃ ১৬৪নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ১৬পৃঃ ১৩নং হাদীস)* ব্যাখ্যা ঃ এসব হাদীস নিষেধাত্মক হাদীসগুলো বাতিল করেছে অথবা নিষেধাত্মক হাদীসগুলো এসে এসব হাদীস বাতিল করেছে কিংবা সেটা রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অথবা দেয়াল থাকলে তা করা চলে, হয়তোবা রাসূল (সাঃ) বিশেষ ওজরে তা করেছিলেন। এও হতে পারে যে, নিষেধাজ্ঞা হারাম বুঝানো হয়নি। যাহোক এর কোনো একটিকে নির্দিষ্টভাবে জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ২য় খন্ড ২৮পৃঃ)*

ফাতওয়া হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাজ কর্মের শেষোক্ত আমলটিকেই চূড়ান্ত দলীল হিসেবে মানা হয়

📖 মাহমুদ (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবীজী (সাঃ) রামাদান (আরবী মাস) মাসে মদীনা থেকে মক্কা অভিযানে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার সাহাবী। তখন (মক্কা থেকে) হিযরত করে মদীনা চলে আসার সাড়ে আট বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানগণ সাওম (রোযাদার) অবস্থায়ই মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। অবশেষে তিনি যখন উসফান ও কুদায়দ স্থানদ্বয়ের অন্তবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝর্ণার নিকট পৌছিলেন, তখন তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানগণ ইফতার করলেন। যুহরী (রহঃ) বলেছেন, (উম্মতের জীবন যাত্রায়) ফাতওয়া হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাজ কর্মের শেষোক্ত আমলটিকেই চূড়ান্ত দলীল হিসেবে

www.pathagar.com

মানা হয়। (কারণ শেষোক্ত আমল পূর্ববর্তী আমলকে রহিত করে দেয়)। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মে-৯২, ৭ম খন্ড ৫৮পৃঃ ৩৯৩৫নং হাদীস)*

বসে প্রসাব করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রসাব রোগ-জীবাণুপূর্ণ পদার্থ। এতে মূত্রদ্বারে জ্বালা-পোড়া, পুঁজ-রক্ত নির্গত হওয়া ও কিডনীতে ইনফেকশনজনিত জীবাণু বিদ্যমান থাকে। দাঁড়িয়ে প্রসাব করলে উক্ত প্রসাবের জীবাণুযুক্ত ছিটা শরীরে ও কাপড়ে লাগে ফলে শরীর উল্লেখিত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। দাঁড়িয়ে প্রসাব করলে কিডনীতে খারাব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং প্রসাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, চর্মরোগ, ফোঁটায় ফোঁটায় প্রসাব আসা, প্রসাবে যন্ত্রণা ও বীর্য পাতলা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

✍ বিজ্ঞানহীন ধর্ম ভ্রান্ত। ইসলামের হুকুম-আহকাম আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ যা মুসলমানদের শাসন করে ও অন্তরাত্মাকে প্রশান্তি দান করে। কিন্তু আজকাল কিছুসংখ্যক মুসলমানেরা পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাকে আধুনিকতা মনে করে দাঁড়িয়ে প্রসাব করে থাকে যা হুযূর (সাঃ) এর সুন্নাতের খিলাফ। হুযূর (সাঃ) এর সুন্নাতের খিলাফের অপকারিতা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। এজন্যই আজ পাশ্চাত্য বিধর্মী দেশগুলিতে হুযূর (সাঃ) এর সুন্নাতের উপর গবেষণা হচ্ছে। কেন হুযূর (সাঃ) এ কাজটি এভাবে করতে বলেছেন ? কেন নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন ? নিষেধাজ্ঞার কি অপকারিতা রয়েছে ?

ইস্তিঞ্জা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ দিয়ে না বসা

📖 হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, আমি তোমাদের জন্য যেমন পিতা পুত্রের জন্য। আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়ে থাকি, তোমরা যখন পায়খানায় যাবে ক্বিবলাকে সামনে রাখবে না এবং পিছনেও রাখবে না। এছাড়া তিনি ইস্তিঞ্জায় তিনটি ঢেলা নিতে নির্দেশ দিলেন এবং শুকনা গোবর ও মাটিতে খাওয়া হাড় নিতে নিষেধ করলেন এবং কারো ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করলেন। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ৮৪পৃঃ ৩২০নং হাদীস/আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯০, ১ম খন্ড ৪পৃঃ ৮নং হাদীস/মুয়াত্তা মালিক ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৮২, ২৩৮পৃঃ ৫৫৯নং হাদীস)*

📖 হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, আমি তোমাদের জন্য যেমন পিতা পুত্রের জন্য। আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়ে থাকি, তোমরা যখন পায়খানায় যাবে ক্বিবলাকে সামনে রাখবে না এবং পিছনেও রাখবে না। এছাড়া তিনি ইস্তিঞ্জায় তিনটি ঢেলা নিতে নির্দেশ দিলেন এবং শুকনা গোবর ও মাটিতে খাওয়া হাড় নিতে নিষেধ করলেন এবং কারো ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করলেন। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ৮৪পৃঃ ৩২০নং হাদীস/আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯০, ১ঃ৪ঃ৮)*

📖 যুহায়র ইবনে হারর ও ইবনে নুমায়ব (রহঃ) ----- হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, মলমূত্র ত্যাগের সময় কেহ ক্বিবলামুখী বসবে না, ক্বিবলার দিকে পিঠও দিবে না, পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে। ব্যাখ্যা ঃ যাদের ক্বিবলা পূর্ব ও পশ্চিমমুখী নয় তারাই শুধুমাত্র পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ১৯৯৫, ২য় খন্ড ৩৫পৃঃ ৫০১নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ঃ১৮৪ঃ১৯৪/*

www.pathagar.com

মিশ্‌কাত ৯:৪২ নুর মুঃ বঙ্গাঃ ২:৭৯:৩০৮) **বিঃ দ্রঃ** ইস্তিঞ্জায় ক্বিবলামুখী হয়ে বসা মাকরূহ। *(হিদায়া ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-৯৮, ১:১১৭ সালাত অধ্যায়)*

ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে না বসার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ডাঃ কমন বীম দীর্ঘ গবেষণায় দেখেছেন যে, ক্বাবাগৃহ থেকে সর্বদা অনবরত পজিটিভ আলোকরশ্মি (Positive Ray) বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রসাব-পায়খানা ও থুথু নেগেটিভ বিচ্ছুরণের অংশ; তাই ক্বাবাগৃহের দিকে নেগেটিভ রশ্মির গতি অবশ্যই ক্ষতির কারণ হবে। সুবহানাল্লাহ্ ! হুযূর (সাঃ) এর নিষেধাজ্ঞার অপকারিতা চৌদ্দশ' বছর পর আবিষ্কৃত হলো।

✍ সরকারী সীলমোহরাঙ্কিত টাকার নোটের উপর দশ টাকা লিখলে টাকার মান (মূল্য) হয় দশ টাকা। বিশ টাকা লিখলে টাকার মান হয় বিশ টাকা। নোটের আকৃতি ছোট করলে হয় ছোট, বড় করলে হয় বড়। ছিড়ে ফেললে ছিড়ে যাবে। বাতিল করলে বাতিল হয়ে যাবে। পায়খানার ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিলে সেখানেই থাকবে নড়াচড়া করার কোনো ক্ষমতা নেই। দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করতে পারে না। যার উত্থান-পত্তন সবকিছুই মানুষের হাতে, সে বস্তু কিভাবে মানুষকে উপকার সুখ-শান্তি পৌছাবে, সমস্যা দূর করবে ! দুনিয়াতে যতো মত, পথ আর তরীকা আছে সবগুলিই মুর্দা। এগুলি মূর্তি সমতুল্য। একমাত্র হুযূর (সাঃ) এর তরীকা হচ্ছে যিন্দা যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার পৌছাবে। আল্লহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে বাকি যিন্দেগী রাসূল (সাঃ) এর নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

গোসলখানায় প্রসাব না করা ঃ

📖 হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, তোমাদের কেহ যেন আপন গোসলখানায় প্রসাব না করে, অতঃপর গোসল করে বা উযূ করে, কেননা (মানুষের মনে) অধিকাংশ অস্ওয়াসা ইহা থেকে উৎপন্ন হয়। *(মিশ্‌কাত নুর মুঃ বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ৮৭পৃঃ ৩২৬নং হাদীস/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১:১৪:২৭/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১:২৫:২১/ নাসায়ী কিন্তু শেষোক্ত দু'জন অতঃপর তথায় গোসল করে ও উযূ করে বাক্য উল্লেখ করেননি)*

গোসল খানায় প্রসাব না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, গোসলখানায় প্রসাব করলে কামভাব বৃদ্ধি পায়, মানুষিক রোগ হয় ও কিডনীতে পাথর হয়।

নরম মাটিতে প্রসাব করা ও প্রসাবের ছিটাফোঁটা থেকে সতর্ক থাকা

📖 হান্নাদ, কুতায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজী (সাঃ) একটি বাগানের নিকট দিয়া যাচ্ছিলেন। তথায় তিনি দু'টি কবরের মধ্য থেকে কবরবাসীদের বিকট চীৎকারের শব্দ শুনতে পেলেন; তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন, ঐ কবরবাসীদিগকে আযাব দেয়া হচ্ছে, তা যদিও কোনো কঠিন কাজের জন্য নয় তবে গুনাহ্ অতি বড় ছিল। একব্যক্তি প্রস্রাব থেকে সর্তকতা অবলম্বন

www.pathagar.com

করত না। ২য় ব্যক্তি চোগলখুরী (গোপনে কারো বিরুদ্ধে লাগানো কাজ) করত। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৬৬পৃঃ ৭০নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ১ঃ২০১-২০২ঃ১৫৯ ইফাবা বঙ্গঃ ফেব্রু-৯১, ২ঃ৫২৪ঃ১২৯০)*

📖 মূসা ইবনে ইসমাঈল ----- আবূ তাইয়াহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন শায়েখ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন -হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) যখন বসরায় গমন করেন, তখন তার নিকট আবূ মূসা (রাযিঃ) এর সূত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) এর নিকট কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে একটি পত্র লেখেন। জবাবে হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) লেখেন, একদা আমি রাসূল (সাঃ) এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি পেশাব করার এরাদা করেন। অতঃপর তিনি একটি প্রাচীরের পাদদেশের নরম ঢালু জায়গায় গমন করলেন। পরে রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন পেশাব করার ইরাদা করে তখন পেশাবের জন্য সে যেন নীচুস্থান নিরূপণ করে। (কারণ নরম মাটিতে বা উঁচু থেকে নীচুতে পেশাব করলে তা শরীরে লাগার সম্ভাবনা থাকে না। অনুরূপভাবে পেশাবখানা নির্মাণ করতে হবে)। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ২পৃঃ ৩নং হাদীস)*

📖 হুযূর (সাঃ) যখন কোনো শক্ত মাটিতে পেশাব করার জন্য তৈরী হতেন, একখন্ড কাঠ দিয়ে খুড়ে মাটি নরম করে নিতেন। তারপর তিনি তাতে পেশাব করতেন। পেশাবের জন্য তিনি নরম মাটি খুঁজে নিতেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৮৮, ১ম খন্ড ১১০পৃঃ)*

নরম মাটিতে প্রসাবের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পাশ্চাত্যের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন, মলমূত্র পুরাটায় রোগ-জীবাণুপূর্ণ পদার্থ। নরম মাটি রোগ-জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) এর বাহক ও বিষাক্ত প্রভাবকে চুষে নেয়। কিন্তু মাটি শক্ত হলে ঐ জীবাণু ও বিষাক্ত প্রভাব মাটি শোষণ করতে পারে না, ফলে মানুষের শরীরে ফিরে এসে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টির সম্ভবনা থাকে। এমন কি প্রসাব পায়খানা থেকে নিঃসৃত গ্যাস মানবস্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। এছাড়াও মাটি শক্ত হলে প্রসাবের ছিটার মাধ্যমে প্রসাবের সঙ্গে নির্গত জীবাণু মানবদেহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফোড়া, খোস-পাঁচড়া, নিতম্বের আশেপাশে এলার্জি, পুরুষাঙ্গে ঘা ইত্যাদি চর্মরোগের কারণ হয়ে থাকে।

✍ ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র কতিপয় আকীদা বিশ্বাসের নাম নয়। ইসলামী যিন্দেগীটাই হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। আর ইসলামী যিন্দেগীর পাক-পবিত্রতাই হচ্ছে সমস্ত রোগ-ব্যাধির প্রতিষেধক। হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সুন্নাত রোগ-ব্যাধিমুক্ত সুস্বাস্থ্যকর যিন্দেগীর দাওয়াত দেয়। আমরা যদি নবীজীর নির্দেশিত (বাথলানো) পবিত্র যিন্দেগী এখতিয়ার করি, তবে বহু রোগের জন্য আমাদেরকে চিকিৎসকের দারস্থ হতে হবে না।

প্রসাবের ছিটাফোঁটা থেকে সতর্ক থাকা ঃ

📖 হযরত আবূ মুসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমি নবীজী (সাঃ) এর সহিত বসা ছিলাম, (দেখলাম) তিনি যখন প্রসাব করার ইচ্ছা করলেন একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম জায়গায় গেলেন এবং প্রসাব করলেন। অতঃপর বললেন, যখন তোমাদের কেহ প্রসাব করতে ইচ্ছা করে, তখন যেন এরূপ স্থান তালাশ করে যাতে শরীরে প্রসাবের ছিটা

www.pathagar.com

না পড়ে। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ৮৪পৃঃ ৩১৮নং হাদীস/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ২ঃ৩ আবু তাইয়াহ্ এর রেওয়ায়েতে)*

📖 পেশাব-পায়খানার ছিটা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা অধিকাংশ গোর-আযাব পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে না থাকার কারণে হয়। *(তিরমিযী)*

প্রসাবের ছিটা ফোঁটা থেকে সতর্ক থাকার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ একাধিকবার বলা হয়েছে মলমূত্র সম্পূর্ণটায় জীবাণুপূর্ণ। প্রসাব করার সময় প্রসাবের ছিটা থেকে অসতর্ক থাকলে, এছাড়াও মাটি শক্ত হলে প্রসাবের ছিটার মাধ্যমে প্রসাবের সঙ্গে নির্গত জীবাণু মানবদেহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফোড়া, খোস-পাঁচড়া, নিতম্বের আশেপাশে এলার্জি, পুরুষাঙ্গে ঘা ইত্যাদি চর্মরোগের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রসাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকলে উল্লেখিত রোগব্যাধি থেকে হিফাযত থাকা যায়।

বাতাসের দিকে মুখ করে প্রসাব না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মূত্র সম্পূর্ণটায় জীবাণুপূর্ণ। বাতাসের দিকে মুখ করে প্রসাব করলে বাতাসের চাপে প্রসাবের ছিটা শরীরের বিভিন্ন অংশে পড়ে। ফলে প্রসাবের সঙ্গে নির্গত বিভিন্ন ধরনের জীবাণু দ্বারা শরীর নানাবিধ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

✍ ঈমানীশক্তি (রূহানীশক্তি) মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বার উপর প্রভাব-বিস্তারকারী এক মহাশক্তি যার বহিঃপ্রকাশ মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডে লক্ষ্য করা যায়। বাতিলশক্তি (নফ্‌সানীশক্তি) যখন এ শক্তির মোকাবেলায় অগ্রসর হয় তখন এশক্তি সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠে বাতিলপন্থীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সুন্নাতের উপর অটল থাকে।

গর্তে পেশাব না করা ঃ

📖 আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা কাতাদাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করল, গর্তে পেশাব করা কেন অপছন্দীয় ? তিনি বললেন, বলা হতো এতে জ্বিনেরা বসবাস করে। (এখানে জ্বিন অর্থ সাপ)। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ১৫পৃঃ ২৯নং হাদীস/মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ২ঃ৮৭ঃ৩২৭)*

গর্তে প্রসাব না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গর্তে প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন কারণ গর্তে বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে, যা প্রসাবকারীকে ক্ষতিসাধন করতে পারে। আবার অনেক লবণাক্ত স্থানের গর্তে এসিড ও নাইট্রোজেন থাকে, যা প্রসাবে নির্গত এসিডের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিষাক্ত বাষ্প সৃষ্টি করে যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর।

✍ সুন্নাতের দাওয়াত চালু না থাকলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আহকাম আদায় করনেওয়ালা ব্যক্তিগণও খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিতে বাতেলের মহাব্বত করবে। যে ব্যক্তি ব্যবসার দ্বারা যিন্দেগী চালাতে চায় সে ঝড়বৃষ্টি, রোগ-শোক, সর্ব হালতের মধ্যেই ব্যবসা করে। এগুলি তার খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-

www.pathagar.com

বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিতে কোনো রোকোয়াট (প্রতিবন্ধকতা) সৃষ্টি করতে পারে না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি সুন্নাতী যিন্দেগী চালাতে চায় তাকেও সর্বহালতের মধ্যেই সুন্নাতকে এখতিয়ার করতে হবে।

বদ্ধ পানিতে পেশাব না করা ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে। আর না তাতে জানাবাতের গোসল করে। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ৩৭পৃঃ ৭০নং হাদীস/তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গা জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪১পৃঃ ১২নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ঃ২০৬ঃ১৭০ অনুরূপ)*

📖 ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমাদের কেউ যেন কখনও বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং পরে তদ্বারা উযূ না করে। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা ডিসে-২০০০, ১ঃ৭২ঃ৫৮ আধুনিক প্রকাশনী অক্টো-২০০০, ১ঃ১৮৬ঃ৩৪৪)*

📖 সালেহ ইবনে আব্দুর রহমান (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) নিষেধ করেছেন অথবা নিষেধ করা হয়েছে কোনো ব্যক্তিকে বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে, অতঃপর তাতে উযূ বা গোসল করতে। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪১পৃঃ ১১নং হাদীস)*

বদ্ধ পানিতে ইস্তিঞ্জা না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পুকুর, কূপ, বিল ইত্যাদি আবদ্ধ স্থির পানিতে প্রসাব-পায়খানা করলে সেই পানিতে ক্ষতিকর মলমূত্রপূর্ণ জীবাণু পতিত হয়ে সমস্ত পানি জীবাণুপূর্ণ হয়ে যায়, ফলে উক্ত পানি পান করলে অথবা ব্যবহার করলে টাইফেড, জন্ডিস, প্যারালাইসিস ইত্যাদি পানিবাহিত রোগ হাবার সম্ভাবনা থাকে।

✍ ঈমানী মেহনত না করলে নফ্সানীশক্তি স্রোতের আকারে প্রবাহিত হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে ফেনারাশি সৃষ্টি করে রূহানীশক্তিকে আড়াল করে দেয়। ঈমানী মেহনতকরণেওয়ালা সর্বগ্রাসী নফ্সানীশক্তির হুমকি ও আস্ফোলনে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে নির্ভয়ে পদদলিত করে রাসূলের অনুকরণ-অনুসরণে অবিচল থাকে।

বদ্ধ পানিতে জানাবত অবস্থায় গোসল না করা ঃ

📖 সুলায়মান ইবনে দাউদ ও হারিছ ইবনে মিসকীন (রহঃ) ----- বুকায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ সায়িব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন তোমাদের কেউ যেন জানাবত অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। *(নাসাঈ ইফাবা ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১৪৬পৃঃ ২২১নং হাদীস)*

বদ্ধ পানিতে জানাবাত অবস্থায় গোসল না করার সুফল ঃ প্রবাহমান পানি দ্বারা মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু উপকৃত হয়। যেহেতু মলমূত্র সম্পূর্ণটায় জীবাণুপূর্ণ, সেহেতু প্রবাহমান পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করলে প্রবাহমান পানি ব্যবহারকারীগণ মলমূত্রের জীবাণু দ্বারা বহুবিধ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এজন্যই ভারত সরকার গঙ্গা নদীতে মলমূত্র ত্যাগ করতে ও বর্জ পদার্থ ফেলতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। উন্নত বিশ্বে সকলপ্রকার বর্জপদার্থ নদীতে এমনকি গভীর সমুদ্রেও ফেলা নিষেধ।

www.pathagar.com

বদ্ধ পানিতে গোসলের ধরন সম্পর্কিত হাদীস ঃ

ইউনুস (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। আবুস সায়েব (রহঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা ! তাহলে বদ্ধ পানিতে সে কিভাবে গোসল করবে ? তিনি বললেন, পানি তুলে নিয়ে। *(তাহাবী মুঃ মুসা জুলাই-২০০১, ১০ খন্ড ৪২পৃঃ ১৪নং হাদীস)*

✍ এশিয়ার লোক, ইউরোপের লোক, ধনী-দরিদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, বাদশাহ্-ফকির সবাই শান্তির অন্বেষণ করছে। শান্তি ইউরোপ বা আমেরিকায় থাকলে সেখানকার লোকের ঘুমের জন্য টেবলেট খেতো না, ঘুমের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করত না। শান্তি কোনো ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইনজেকশনের মধ্যে নেই যা খেলে বা পুশ করলে শান্তি পেয়ে যাব। আল্লহ্ তাঁআলা শান্তি রেখেছেন রাসূল (সাঃ) এর পরিপূর্ণ এত্তেবার মধ্যে; আমরা যদি ইংল্যান্ড, আমেরিকা আর ফ্রান্সে খুঁজি তবে কি পাওয়া যাবে ?

চলাফেরার পথে ও ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় ইস্তিঞ্জা না করা ঃ

📖 হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, তিনটি অভিশাপের যোগ্য কাজ; পানির ঘাটে, চলাফেরার পথে, ছায়ায় পায়খানা করা থেকে বেঁচে থাকবে। *(মিশ্কাত নুর মুঃ বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ৮৮পৃঃ ৩২৮নং হাদীস ৫ম মুদ্রণ মার্চ-৮৭/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯০, ১ঃ১৪ঃ২৬/ইবনে মাজাহ্)*

📖 য়াহয়া ইবনে আয়্যুব, কুতায়বা ও ইবনে হুজর (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা লানতের দু'টি কাজ থেকে দূরে থাকো। সাহাবায়ে-কিরাম আরোয করলেন, সে কাজ দু'টি কি ? ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তিনি বললেন, মানুষের (যাতায়াতের) রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ মে-৯১, ২য় খন্ড ৩৯পৃঃ ৫০৯নং হাদীস)*

চলাফেরার পথে ও ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় ইস্তিঞ্জা না করার সুফল ঃ

ছায়াদার বৃক্ষ মানুষের আরামের স্থান বিধায় ছায়াদার বৃক্ষের নীচে মলমূত্র ত্যাগ করা নিষেধ। আবার ফলদার বৃক্ষের নীচেও মানুষ বিশ্রাম করে কিন্তু যদি ফল মলমূত্রের উপর পড়ে তাহলে তা মানুষের ভক্ষণের অনুপযোগী হয়ে যায়। রাস্তা মানুষের চলাচলের জন্য কিন্তু রাস্তায় ইস্তিঞ্জা করলে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী সকলের অসুবিধা হয়। এজন্যই দয়ার নবীজী (সাঃ) উল্লেখিত স্থানসমূহে ইস্তিঞ্জার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।।

গোবর, হাড় ও কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করা ঃ

📖 হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যখন জ্বিনের প্রতিনিধি দল নবীজী (সাঃ) এর নিকট পৌছালেন, তখন বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ! আপনার উম্মতকে নিষেধ করে দেন, তারা যেন হাড়, শুকনা গোবর ও কয়লার দ্বারা ঢেলা না লয়। কেননা আল্লহ্ তাঁআলা উহাতে আমাদের রিযিক রেখেছেন। অতএব সেমতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উহা

www.pathagar.com

হতে আমাদেরকে নিষেধ করে দিলেন। *(মিশ্‌কাত নুর মুঃ বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ৯৫পৃঃ ৩৪৬নং হাদীস/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ২৯ঃ৩৯)*

📖 আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ----- আবূ যুবাইর জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে হাড্ডি অথবা (প্রাণীর) বিষ্ঠা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা থেকে নিষেধ করেছেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ২০পৃঃ ৩৮নং হাদীস)*

গোবর, হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ প্রতিটি জীবের মলমুত্র বা বিষ্ঠা সম্পূর্ণটাই রোগ-জীবাণুপূর্ণ। গোবরের মধ্যে পেশী সংকোচন টিটেনাস (Titenus) এবং টাইফেয়েড রোগের জীবাণু থাকে। উহা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে উক্ত জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। সাপ, বিচ্ছু ও বিভিন্ন ধরনের দংশনকারী কীট গোবর ও হাড়ের মধ্যে থাকে, যা ঢিলা হিসাবে ব্যবহার করলে মানুষের ক্ষতি হবার সম্ভবনা থাকে। হাড় ব্যবহৃত হবার পর উহা কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি বিভিন্ন জীব-জানোয়ার খায়। বিশেষ করে কুকুরের মুখের লালায় থাকে এক বিশেষ ধরনের রোগ-জীবাণু, যা কুকুরের জিহ্বা দ্বারা হাড় চাটা ও হাড় কামড়িয়ে খাওয়ার দরুন হাড়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। হাড়ের উপর ময়লা-আবর্জনা ও জীবাণুবাহক কীট-পতঙ্গ বসে, যা ঢিলা হিসাবে ব্যবহার করলে মানবদেহে অনুপ্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি ছড়ায়। এজন্যই দয়ার নবী (সাঃ) দংশনকারী কীটের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য হাড় ও গোবর ঢিলা হিসাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

✍ বিধর্মীরা কুরআন-হাদীস দেখে (পড়ে বা পাঠান্তে) ইসলামের মধ্যে দাখিল হবে না। বিধর্মীরা মুসলমানের যিন্দেগী দেখে ইসলামের মধ্যে দাখিল হবে। রাসূল (সাঃ) এর যমানায় বিধর্মীরা কুরআন-হাদীসের কিতাব পড়ে ইসলামের মধ্যে দাখিল হবার আগ্রহ প্রকাশ করত না। তারা সাহাবায়ে-কিরামের যিন্দেগী দেখে ও মাস্‌জিদে নববীর চব্বিশ ঘন্টার আমল দেখে ইসলামের মধ্যে দাখিল হবার আগ্রহ প্রকাশ করত।

ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করা ঃ

📖 য়াহয়া ইবনে য়াহয়া (রহঃ) ----- আবূ কাতাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় তার পুরুষাঙ্গ ডানহাত দিয়ে না ধরে এবং পায়খানার পর ডানহাত দিয়ে যেন ইস্তিঞ্জা (কুলুখ ব্যবহার) না করে এবং (পানি পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ১৯৯৫, ২য় খন্ড ৩৭পৃঃ ৫০৪নং হাদীস/বুখারী ১ঃ২৭ঃ আঃ হক বঙ্গাঃ ১ঃ১৮৭ঃ১৯৮/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ১৬ঃ৩১ অনুরূপ/হিদায়া ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-৯৮, ১ঃ৫৬)*

বামহাত শৌচাক্রিয়া ও অন্যান্য নাপাক কাজের জন্য ঃ

📖 আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর ডানহাত ছিল পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্য গ্রহণের জন্য। আর বামহাত ছিল শৌচাক্রিয়া ও অন্যান্য নাপাক কাজের জন্য। *(মিশ্‌কাত নুর মুঃ বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ৮৪পৃঃ ৩২৯নং হাদীস/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ১৭ঃ৩৩)*

www.pathagar.com

ইস্তিঞ্জায় বামহাত ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, ডানহাত থেকে পজেটিভ আলোকরশ্মি (Positive Ray) ও বামহাত থেকে নেগেটিভ আলোকরশ্মি (Negative Ray) নির্গত হয়। ইস্তিঞ্জা করার সময় ডানহাত ব্যবহার করলে অলৌকিক সিস্টেম পরিবর্তিত হওয়ার দরুন মস্তিষ্ক ও মেরুদন্ডের উপর এর খারাব প্রতিক্রিয়া পড়ে। *(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ১৭০পৃঃ)* আবার যেহেতু খানা খাওয়ার জন্য ডানহাত ব্যবহৃত হয়, সেহেতু ডানহাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করলে ডান হাতের রোগ-জীবাণু খাবারের সাথে মিশে শরীরে বহুবিধ রোগব্যাধি ছড়াবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই ডানহাত পেশাব-পায়খানারূপ ঘৃণ্যবস্তু হতে পবিত্র রাখার জন্যই এই নির্দেশ।

✍ যে কোনো মানুষের দুনিয়াতে আসার রাস্তা হচ্ছে মায়ের পেট; চাই সে বাদশাহ্ হোক অথবা সুইপার হোক, যে কোনো ভাষাভাষী বা যে কোনো রঙ্গের হোক না কেন ? আবার দুনিয়া থেকে যাওয়ার রাস্তাও একটা, যা হচ্ছে মৃত্যু। আল্লহ্ তা'আলা কামিয়াবী হবার অন্য কোনো রাস্তা রাখেননি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর এত্তেবা ছাড়া।

ইস্তিঞ্জা করার সময় কথাবার্তা বলা মাকরূহ

📖 উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমার ----- হিলাল ইবনে ইয়াদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার নিকট হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, পেশাব পায়খানার সময় যেন একসঙ্গে দুই ব্যক্তি বের না হয় এবং একসঙ্গে সতর উন্মোচন করে পরস্পর কথাবার্তা না বলে। কেননা নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ এরূপ নির্লজ্জ কর্মের উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ৮পৃঃ ১৫নং হাদীস/মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ১ঃ৮৮ঃ৩২৯/আহ্‌মদ/ইবনে মাজাহ্)*

ইস্তিঞ্জাকালে ও ঢিলা নিয়ে হাঁটাচলা করার সময় কথাবার্তা না বলার সুফল ঃ আমি জনৈক বুজর্গ আলেমের নিকট শুনেছি, ইস্তিঞ্জা করার সময় ও ঢিলা নিয়ে হাঁটাচলা করার সময় কথাবার্তা বললে মানুষের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।

ইস্তিঞ্জা করার সময় সালাম না দেয়া ঃ

📖 নাসর ইবনে আলী ও মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (রহঃ) ----- ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) পেশাব করছিলেন। তখন একব্যক্তি তাঁকে সালাম করলেন কিন্তু রাসূল তার সালামের জবাব দিলেন না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ -৮৯, ১ম খন্ড ১১৪পৃঃ ৯০নং হাদীস)*

📖 মুহাম্মাদ ইবনে মুছান্না ----- আল-মুহাজির ইবনে কুনফুয (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি নবীজীর খিদমতে এমতাবস্থায় পৌঁছিলেন যখন তিনি পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন কিন্তু নবীজী উযূ না করা পর্যন্ত সালামের জবাব থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি তার নিকট ওজর পেশ করে বলেন, আমি

www.pathagar.com

পবিত্র হওয়া বা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা অপছন্দ করি। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ৯পৃঃ ১৭নং হাদীস/নাসাঈ/ইবনে মাজাহ্‌)*

ইস্তিঞ্জা করার সময় সালাম না দেয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আসমানী ইল্‌ম অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের বাণী শুধু শব্দের সমষ্টি নয় বরং উহা একটি বিশেষ শক্তির উৎস যা থেকে পজেটিভরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এশক্তি শুধু পাঠকের নিকট সঞ্চারিত হয় না। উহার নিকট উপবিষ্টকারীদেরকেও বেষ্টন করে নেয়। ইস্তিঞ্জাকালে নেগেটিভরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় আবার সালাম দেয়া ও সালামের জবার দেয়া থেকেও পজিটিভরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এজন্য ইস্তিঞ্জাকালে সালামের জবাব দিলে নেগেটিভ রশ্মির সাথে পজিটিভ রশ্মির সংস্পর্শে লাগাতার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে কিন্তু যদি উযূর মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিলে করে সালামের জবাব দেয়া হয় তবে এ ক্ষতির সম্ভাবনামুক্ত থাকা যায়।

পায়খানার সময় বাম পায়ে চাপ দিয়ে ডান পা খাড়া রাখা ঃ

📖 হযরত সুরাকা ইবনে মালিক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাদিগকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা যেন পায়খানার সময় বাম পায়ের উপর চাপ দেই ও ডান পা খাড়া রাখি। *(তিবরানী)*

পায়খানার সময় বাম পায়ে চাপ দিয়ে ডান পা খাড়া রাখার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ খানা পাকস্থলীতে গিয়ে হযম হবার পর উহার নির্জাস শরীর গঠনে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট বর্জ বামঅন্ত্রে জমা হয়ে থাকে, যা মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে। মল সম্পূর্ণটায় রোগ-জীবাণুপূর্ণ পদার্থ, যা শরীর থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে না আসলে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি হয়। বাম পায়ের উপর চাপ দিয়ে ডান পা খাড়া রাখলে বামঅন্ত্রে জমাকৃত মল চাপের প্রভাবে সম্পূর্ণটায় সহজে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে, ফলে পায়খানা কষা, পাইলস, এ্যাপেনডিসাইটিস ও হৃদরোগ হয় না। বাম পায়ের উপর চাপ না দিলে কিছু অংশ মল শরীরের বামঅন্ত্রে আটকে থাকে, যা রোগব্যাধি সৃষ্টি করে। নবীজী (সাঃ) যদিও ডাক্তার ছিলেন না, তবুও তাঁর প্রতিটি কথা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

✍ ইসলাম হলো বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ব্যবস্থা যা বুঝে শুনে গ্রহণ করার জন্য বিবেক-বুদ্ধিকে আহ্বান জানায় যাতে তার দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ হয়ে বিশ্ব-প্রকৃতিতে বিরাজমান হেদায়েত ও ঈমানের উপকরণ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে যাতে করে প্রবৃত্তির সেসব লালসার আবর্জনা থেকে মুক্ত হয়ে যায় যা মানুষের প্রতিনিয়ত বিভ্রান্তিতে ফেলে।

সুন্নাত বিরোধী বিজ্ঞানের বক্তব্য কখনও সর্বশেষ সত্য হতে পারে না। বিজ্ঞানের উদ্ভাবন যে স্থানে যেয়ে শেষ হবে আল্লাহ্‌র রাসূলের কথা সেস্থান থেকে সত্যায়ন শুরু হবে। এজন্য আজও রাসূল (সাঃ) এর অনেক বাণী রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

ইস্তিঞ্জার প্রয়োজনে অনেক দূরে যাওয়া ঃ

📖 মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (রহঃ) ----- মুগীরা ইবনে শুবা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, মুগীরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলের সাথে আমি এক সফরে ছিলাম। তিনি তাঁর ইস্তিঞ্জার

www.pathagar.com

প্রয়োজনে অনেক দূর চলে গেলেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ২৫পৃঃ ২১নং হাদীস/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ১ঃ৯/মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ২ঃ৮৩ঃ৩১৭ অন্য রেওয়ায়েতে অনুরূপ)*

মল ত্যাগের জন্য অনেক দূরে যাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ জনসংখ্যা ও শহর বৃদ্ধি পাবার কারণে মানুষ আবাদী জমি ও ক্ষেত-খামার বৃদ্ধি করতে থাকে এবং দূরে গিয়ে মলত্যাগ পরিহার করে। ফলে পেটে গ্যাস হওয়া, কষা, পাকস্থলীর তাপমাত্রা ও হৃদরোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দূরে গিয়ে মলত্যাগ করলে হাঁটাহাঁটির কারণে অন্ত্রের নড়াচড়া বৃদ্ধি পায় যার ফলে মলত্যাগও হয় আরামপ্রদ। পক্ষান্তরে চেয়ারের ন্যায় বসে পায়খানা করলে স্নায়ুবিক খিঁচুনি রোগ হয় ও স্বস্থির সাথে পায়খানা হয় না। এভাবে বসে পায়খানা করলে নাড়ী ও পাকস্থলীতে জোড় পড়ে না, ফলে বড় নাড়ীতে পায়খানা আটকে থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি সৃষ্টি হয়। *(সুন্নতে রাসুল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ১৬৯পৃঃ বঙ্গাঃ মাওঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

ইস্তিঞ্জায় তিনটি ঢেলা ব্যবহার করা ঃ

📖 হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেহ পায়খানায় যায় তখন সে যেন তিনটা ঢেলা নিয়ে যায় যা দ্বারা সে পবিত্রতা লাভ করবে। ইহা তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ২১পৃঃ ৪০নং হাদীস/মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ২ঃ৮৫ঃ৩২২/নাসায়ী)* **ব্যাখ্যা ঃ** যাদের পায়খানা শক্ত তাদের জন্য তিনটি ঢেলাই যথেষ্ট, অতঃপর পানি দিয়ে শৌচাকার্য করা উত্তম। যাদের পায়খানা নরম তাদের পক্ষে ঢেলাই যথেষ্ট নয়, ঢেলা ব্যবহারের পর পানি দ্বারা শৌচাকার্য করা আবশ্যক।

(পাথর বা ঢেলা ব্যবহারের পর) পানি ব্যবহার করা উত্তম। কেননা আল্লহ্ তাঁআলা ইরশাদ করেছেন, فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا সেখানে এমনকিছু লোক রয়েছে, যারা উত্তমভাবে তাহারাত লাভ করা পছন্দ করে। আলোচ্য আয়াত ঐ লোকদের শানে নাযিল হয়েছিল, যারা পাথর ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করত। মোটকথা পানি ব্যবহার করা ইস্তিঞ্জার আদব। কারো কারো মতে আমাদের যুগে এটা সুন্নাত। আর পানি ততক্ষণ ব্যবহার করতে হবে যতক্ষণ প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। কতবার হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে কেউ খুঁতখুঁতে স্বভাবের হলে তার ক্ষেত্রে তিনবার এবং মতান্তরে সাতবার নির্ধারণ করা হবে। *(আল-হিদায়া ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-৯৮ বুরহার উদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর রহঃ ১৯১৭-১৯৯৭ খৃঃ ১ম খন্ড ৫৫পৃঃ)*

ইস্তিঞ্জার পরে ঢিলা ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ইস্তিঞ্জায় ঢিলা ব্যবহারের লাভ না জানার কারণে আমরা অনেকেই ইস্তিঞ্জায় ঢিলা ব্যবহার করি না। ইসলাম ধর্মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যতটা সকর্তকার হুকুম এসেছে অন্য কোনো ধর্মে তা নেই। সুন্নাতের উপর আমল করলে ডবল বেনিফিট। (ক) দুনিয়ার বেনিফিট (খ) আখিরাতের বেনিফিট।

www.pathagar.com

দুনিয়ার বেনিফিটের ব্যাপারে ডাঃ হালাকু লিখেন, ঢিলার ব্যবহার গবেষণা জগতকে বিস্মিত করে দিয়েছে। কারণ মাটিতে এ্যামোটিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) ও উৎকৃষ্ট মানের রোগ প্রতিরোধক বা জীবাণুনাশক (Antiseptic) পদার্থ রয়েছে। যেহেতু মলমূত্র পুরাটায় জীবাণুপূর্ণ, যেহেতু মলমূত্র মানুষের শরীরে লাগলে বা হাতে লাগলে মলের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হবার সম্ভবনা থাকে। ঢিলা ব্যবহার করলে মলদ্বার (গুহ্যদ্বার) পরিষ্কার হয়ে যায় এবং মলদ্বারে যে মাটি লাগে, উহার দরুন মলদ্বারের বাইরের জীবাণু মারা যায় এবং পেনিস (পুরুষাঙ্গ) ক্যান্সার হয় না। ঢিলা ব্যবহার ছাড়াই সরাসরি মলদ্বারে পানি খরচ করলে হাতে মলের যে তৈলাক্ত অংশ লেগে থাকে যা পানি দ্বারা হাত ধৌত করলে সম্পূর্ণরূপে যায় না, মলের কিছু জীবাণু হাতে লেগে থাকে যা পরবর্তীতে খাবারের মাধ্যমে, পুস্তকাদির পৃষ্ঠা উল্টাবার জন্য আঙ্গুলে মুখের থুথু লাগালে অথবা অন্য যে কোনোভাবে শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি সৃষ্টি করে। ঢিলা বা টয়লেট পেপার ব্যবহারের ফলে মলদ্বারের শিরা-ধমনীর রক্ত-সঞ্চালনপ্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

পুরুষেরা গরমের সময় ১ম ও ৩য় কুলুখ সামনের দিক থেকে পিছন দিকে টেনে নিবে এবং ২য় কুলুখ পিছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে নিবে। আর শীতের সময় ১ম ও ৩য় কুলুখ পিছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে নিবে এবং ২য় কুলুখ সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে টেনে নিবে। কারণ পুরুষের অন্ডকোষ গরমের সময় ঝুলে থাকে। ১ম কুলুখে নাজাছাত বেশি লেগে থাকে এবং ঐ নাজাছাত ঝুলানো পোতায় লাগার সন্দেহ থাকে কিন্তু শীতের সময় তা থাকে না। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে শীত বা গরম উভয় সময়ে ১ম ও ৩য় কুলুখ সামনের দিক থেকে টেনে পিছনের দিকে নিবে এবং ২য় কুলুখ পিছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে নিবে। *(শরহে বেকায়া)*

ঢিলা সামনে থেকে পিছনে ও পিছন থেকে সামনে ব্যবহারের ফলে শিরা ও ধমনীতে চাপ পড়ার কারণে পাইলস্ রোগ হয় না। আর আখিরাতের বেনিফিট হচ্ছে সাওয়াব-তো রয়েছেই।

✍ কোনো মা তার ছয় মাসের শিশু সন্তানের পায়খানাও সরাসারি হাত দিয়ে মুছে ফেলে না, কারণ এক্ষেত্রে তার রুচিতে বাধে ঘৃণা বোধ হয় তাই সে কাগজ দিয়ে মুছে ফেলে। একজন ৩৫-৪০ বছর বয়সের মানুষের পায়খানা ছয় মাসের শিশু সন্তানের পায়খানা থেকে অনেক বেশি দুর্গন্ধযুক্ত। রাস্তার উপর পায়খানা পড়ে থাকলে মানুষ সেই রাস্তা পরিহার করে অন্য রাস্তায় হাঁটে। বিকল্প রাস্তা না থাকলে খুবই সতর্কতার সঙ্গে ঐ রাস্তায় হাঁটে যেন শরীরেতো দূরের কথা, জুতা-স্যান্ডেলের তলায়ও যেন না লাগে। যে ব্যক্তি নিজের পায়খানা সরাসারি হাত দিয়ে পরিষ্কার করছে তাকে কেউ সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বলবে না। যে ব্যক্তি পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার না করে সরাসরি শৌচাকার্য করছে, সে কি সরাসরি হাত দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করছে না ? আফসোস ! আজ আমরা মুসলমানেরা অন্যের পায়খানা দেখে নাক সিটকায় কিন্তু নিজের পায়খানা সরাসরি হাত দিয়ে পরিষ্কার করছে। আল্লহ্ তাঁআলা মুসলমানদেরকে এহেন ঘৃণ্যকাজ পরিহার করে ঢিলা ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

www.pathagar.com

✍ রাসূল (সাঃ) এর যমানায় সাহাবায়ে-কিরাম মেহনত করে জান-মালের কুরবানীর মাধ্যমে ঈমান শিক্ষার কারণে মুখের হাদীসের ব্যবহার মুখে করত, হাতের হাদীসের ব্যবহার হাতে করত, পায়ের হাদীসের ব্যবহার পায়ে করত, লজ্জাস্থানের হাদীসের ব্যবহার লজ্জাস্থানে করত, চোখের হাদীসের ব্যবহার চোখে করত। অর্থাৎ সাহাবীদের যিন্দেগীটাই ছিল সিহাহ্ ছিত্তাহ্র হাদীসের কিতাব। আজ আমরা মুসলমানগণ হিযরত ও জান-মালের কুরবানী ছাড়াই পৌত্রিকসূত্রে মুসলমান হবার কারণে মুখের হাদীসের ব্যবহার মুখে করছে, হাতের হাদীসের ব্যবহার মুখে করছে, পায়ের হাদীসের ব্যবহার মুখে করছে, লজ্জাস্থানের হাদীসের ব্যবহার মুখে করছে, চোখের হাদীসের ব্যবহার মুখে করছে অর্থাৎ সমস্ত হাদীসের বুলি আওড়াইতেছে কিন্তু আপাদমস্তকের ব্যবহার হাদীস মোতাবেক করছে না, যে কারণে হাদীসের নূর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আল্লহ্ তাঁআলা আমাদেরকে হাদীসের ব্যবহার স্ব স্ব স্থানে করে হাদীসের নূর হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

প্রসাবের পর আড়ালে কুলুক নিয়ে হাঁটাচলা করা ঃ

📖 প্রসাবের ফোঁটা আসা বন্ধ হওয়ার জন্য আড়ালে সামান্য চলাফেরা করা। *(ফতোয়ায়ে আলোমগীরী ১ম খিলদ ৪৯পৃঃ)* বিঃ দ্রঃ ঢিলা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করার সময় পর্দার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, জনসম্মুখে যেন হাঁটাহাঁটি করা না হয়।

প্রসাবের পর আড়ালে কুলুক নিয়ে হাঁটাচলা করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ

পুরুষের প্রসাবনালী দীর্ঘ ও বাঁকা থাকার কারণে প্রসাব সহজে অপসারিত হতে পারে না। ফলে ঢিলা বা টিসু পেপার ব্যবহার করতঃ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি বা নড়াচড়া করার পর প্রসাব অঙ্গ পানি দিয়ে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন না করে নামাযে দাঁড়ালে, রুকু ও সিজ্দা দেয়ার সময় প্রসাবনালীতে চাপ পড়ার দরুন প্রসাবনালী দিয়ে প্রসাবের বাকী অংশটুকু চুইয়ে চুইয়ে বের হয়ে পরিধেয় কাপড় নাপাক হয়ে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কুলুখ ব্যবহার করতঃ প্রসাবঅঙ্গ পানি দিয়ে ধৌত করলে প্রসাবের রোগ-জীবাণূ শরীরে ও কাপড়ে লাগতে পারে না।

পানিভর্তি বদনা উপুড় করে ঢেলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পানি পড়ে যায় কিন্তু কিছু সময় উপুড় করে রাখলে বদনা থেকে ফোঁটায় ফোঁটার পানি পড়তে দেখা যায়; তেমনিভাবে প্রসাবান্তে ঢিলা নিয়ে হাঁটাহাঁটি না করলে, প্রসাবান্তে নামায আদায়কালীন রুকু সিজ্দায় গেলে প্রসাবনালীতে চাপ পড়ার ফলে ফোঁটায় ফোঁটায় প্রসাব এসে কাপড় নাপাক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

✍ আজকাল একশ্রেণীর নামাযী দেখা যায় যারা প্রসাব করে হাঁটাহাঁটি না করেই সঙ্গে সঙ্গে পানি খরচ ও উযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যান; যার ফলে রুকু সিজ্দা ও হাঁটাচলার কারণে প্রসাবের ফোঁটা স্বজ্ঞানে তার শরীরে ও কাপড়ে লাগছে কিন্তু ঐ ব্যক্তিই শিশু বাচ্চার প্রসাবও যেন তার শরীরে না লাগে সেজন্য সতর্ক থাকে, যদি লেগেও যায় তবে ধুয়ে ফেলে। আজ পরিবেশ বা মাহল না পাবার কারণে দ্বীনের উপর চলার জন্য এসব আমল আমাদের কাছে স্রোতের বিপরীতে (প্রতিকূলে) চলার চেয়েও বেশি কষ্টকর মনে হচ্ছে। আল্লাহ্র রাস্তায় যেয়ে যখন প্রতিকূল পরিবেশে দ্বীনের হুকুম আহকামের উপর চলার এক অভ্যাস এবং ঈমানীশক্তি হাসিল করে নিয়ে আসবো, তখন নিজ মহলের মধ্যে এসেও এসব হুকুম আহকামের উপর চলা সহজ হবে।

www.pathagar.com

পানির সাহায্যে শৌচাক্রিয়া সম্পাদন করা ঃ

📖 কুতায়বা এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল মালিক ইবনে আবিশ শাওয়ারির (রহঃ) ---- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদের পানির সাহায্যে শৌচক্রিয়া সম্পাদন করতে নির্দেশ দিবে। আমি নিজে তাদের সেকথা বলতে লজ্জাবোধ করি। রাসূল (সাঃ) নিজেও এরূপ করতেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ২৪পৃঃ ৯৯নং হাদীস)*

📖 হান্নাদ ইবনে সারি (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলকে দেখেছি তিনি যখনই ইস্তিঞ্জা করতেন তখন অবশ্যই পানি ব্যবহার করতেন। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-২০০১, ১ম খন্ড ৯৬৬পৃঃ ৩৫৪নং হাদীস)*

পানির সাহায্যে শৌচক্রিয়া সম্পাদন করার সুফল ঃ যতই ঢিলা ব্যবহারের মাধ্যমে ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হোক না কেন, মলের কিছুঅংশ মলদ্বার ও তার আশেপাশে লেগে থাকে যা পানি দ্বারা শৌচাক্রিয়া না করলে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয় না। মলমূত্র ত্যাগের পর পানি খরচ না করলে, জীবাণুপূর্ণ দুর্গন্ধময় মল-মূত্রের কিছু অংশ মলদ্বারের আশেপাশে লেগে থাকার কারণে লিঙ্গ ক্যান্সার, ভগন্দর, পুরুষাঙ্গ দিয়ে পুঁজ পড়া, চর্ম ইনফেকশন (Skin Infection) ও ফুসফুসে রোগ হয়। এছাড়াও মলদ্বারে এক জাতীয় ফোঁড়া হয়। পানি সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত যা ইস্তিঞ্জা করার সময় ব্যবহার করলে শরীরের ঐ অংশের তাপমাত্রা স্বাভাবিক (Normal) হয়ে যায়, কিন্তু পানি ব্যবহার না করলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে শরীর অসংখ্য রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। *(সুন্নতে রাসুল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ১৬৬-১৬৭পৃঃ)* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে মনের মধ্যে এতমিনান না আসলে ইবাদত ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়। আর ইস্তিঞ্জায় পানি ব্যবহার না করলে কখনও পরিপূর্ণরূপে পাক-পবিত্র হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ইস্তিঞ্জা করে মাটিতে হাত ঘষা ও উযূ করা ঃ

📖 ইব্রাহীম ইবনে খালিদ ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন নবীজী (সাঃ) পায়খানায় গমন করতেন তখন আমি তাঁর জন্য পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি ইস্তিঞ্জা করে মাটিতে হাত ঘষতেন। অতঃপর আমি অন্য একটি পাত্রে পানি আনতাম, যদ্বারা তিনি উযূ করতেন। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ ১৯১০, ১ম খন্ড ২৩পৃঃ ৪৫নং হাদীস 'কিতাবুত তাহারাত' অধ্যায়/মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ৫ম মুদ্রণ জুলাই-৭৮, ১ঃ৮৯ঃ৩৩৩)*

শৌচাকার্যের পর মাটিতে হাত ঘষার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মলত্যাগকালে শরীরের অনেক রোগ-জীবাণু, কৃমি এমনকি কৃমির ডিম পায়খানার সাথে মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে আসে যে কারণে মল কমবেশি মলদ্বারে লেগে থাকে। শৌচাকার্য করার সময় উক্ত রোগ-জীবাণু হাতে লেগে যায়। ঢিলা ব্যবহারের পর শৌচাকার্যের জন্য পানি খরচ করার পর হাত পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেও হাতে মলের তৈলাক্ততা ও জীবাণু লেগে থাকে যা মাটি দিয়ে না ধুলে উক্ত তৈলাক্ততা ও জীবাণু দুরীভূত হয় না। কারণ মাটিতে

www.pathagar.com

জীবাণুবিধ্বংসী NH_4Cl এমোনিয়াম ক্লোরাইড (মাটির লবণাক্ততা) রয়েছে যা শৌচাকার্যের সময় হাতে লেগে থাকা তৈলাক্ততা ও জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এজন্যই রাসূল (সাঃ) শৌচাকার্যের পর হাত মাটিতে ঘষে নিয়ে অতঃপর ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)কে এমনসব দুনিয়াবী ইল্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন যা দুনিয়ার সবচে' বড় বড় পন্ডিত ব্যক্তিগণও অর্জন করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন ! মানব জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও তিনি ছিলেন খুবই সজাগ। তিনি যদি এসব দিক নির্দেশনা না দিতেন তবে মানব জাতি এসব কোথায় পেত ? এরপরও যদি কারো অন্তরে পরিচ্ছন্নতা না আসে তবে তারজন্য উযূর বিধান দেয়া হয়েছে যাতে তাও দূর হয়ে যায়।

✍ আসমানী ইল্ম আল্লাহ্র জাতের থেকে এসেছে তাই আসমানী ইল্মের মধ্যে নূর আছে। ইহা সুপ্ত জ্ঞান-ভান্ডারের বন্ধ দুয়ারকে খুলে দিয়ে গোপন ও রহস্যাবৃত সত্যকে তার সামনে খোলসমুক্ত ও দৃষ্টিগোচর করে তোলে; যাতে করে প্রকৃত সত্য মানুষের সামনে এসে মানব প্রকৃতির মূলস্বত্তা জেগে উঠে সকলপ্রকার জড়তা পরিহার করে সত্যের ডাকে সাড়া দেয়।

ইকামত হয়ে যাওয়ার পরও ইস্তিঞ্জার বেগ চেপে না রাখা ঃ

📖 হাম্মাদ ইবনুস্সারী (রহঃ) ----- উরওয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনুল আরকাম (রাযিঃ) ছিলেন তার কওমের ইমাম। একদিন ইকামত হওয়ার পর তিনি জনৈক মুসল্লীকে হাত ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং বললেন, রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, ইকামত হয়ে যাওয়ার পর যদি তোমাদের কেউ শৌচাগার গমনের তাকিদ অনুভব করে তবে তা আগে সেরে নিবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ১৩৪পৃঃ ১৪২নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ১৯৯৫, ২ঃ৩৩৩ঃ১১২৬/আবু দাউদ বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ৪৫ঃ৮৮ আনুরূপ/ নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ঃ৪৬৮ঃ৮৫৫/মুয়াত্তা মালিক ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৮২, ২০৬পৃঃ ৪৬৪নং হাদীস)*

ইকামত হয়ে যাওয়ার পরও ইস্তিঞ্জার বেগ চেপে না রাখার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, প্রসাব-পায়খানা আটকে রাখলে মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, কিডনী ও মলদ্বারে খারাব প্রতিক্রিয়া পড়ে। কখনও কখনও বমি, মাথা ঘুরা শুরু হয় ও পায়খানা কষা হয়ে যায়। এছাড়াও অন্তর সংকোচন ও অস্থিরতাভাব বিরাজ করে, যার প্রভাব নামাযের মধ্যে পড়ে নামাযকে ত্রুটিযুক্ত করে ফেলে। এজন্যই হুযূর আকরাম (সাঃ) নামাযের পূর্বে ইস্তিঞ্জা সেরে নেয়ার হুকুম দিয়েছেন।

✍ মন যতটুকু চাইলো ততোটুকু মানলাম আর যতটুকু মনের বিপক্ষে গেল অর্থাৎ মন মানতে চাইলো না ততোটুকু মানলাম না, এটা ইসলাম হবে না অন্যকিছু হতে পারে। মন চাইলেও মানবো আর না চাইলেও মানবো এটাই ইসলাম। প্রতিটা মেশিন চালানোর জন্য মেশিন প্রস্তুতকারী কোম্পানী ক্যাটালগ দেয়, মন চাইলেও ক্যাটালগ অনুযায়ী মেশিন চালাতে হবে, মনের বিপক্ষে হলেও ক্যাটালগ অনুযায়ী মেশিন চালাতে হবে; তবেই মেশিন

www.pathagar.com

ভালো থাকবে এবং মেশিনের উৎপাদিত পণ্য দ্বারা হাজারো লক্ষ লোক উপকৃত হবে। কিন্তু মেশিনের ক্যাটালগ উপেক্ষা করে যদি মনমত চালানো হয় তবে মেশিনও ধ্বংস হবে এবং মেশিনের দ্বারা উপকৃত লোকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রসাব পরিপূর্ণ না হলে প্রসাব বন্ধ না করা ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, এক বদ্দু (বেদুঈন) নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাস্‌জিদে এসে এক কোণে প্রস্রাব করতে লাগলো; এতে সকলেই তাকে ধমক দিতে আরম্ভ করল। নবী (সাঃ) তাদেরকে এরূপ করা থেকে বিরত রাখলেন এবং বললেন, এই অবস্থায় তাকে বাধা দিও না। প্রস্রাব শেষ করার পর তিনি বেদুঈনটিকে নিকটে ডেকে এনে বুঝিয়ে দিলেন যে, মাস্‌জিদসমূহ আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের স্থান; এতে মলমুত্রাদি ত্যাগ করার অবকাশ নাই। অতঃপর সাহাবীগণকে আদেশ করলেন, একডোল পানি এনে এই স্থানে ঢেলে দাও। তোমারা (মুসলিম জাতি) জগদ্বাসীর প্রতি উদারতার আদর্শরূপে আর্বিভূত হয়েছো; কর্কশ ব্যবহারের জন্য নয়। তারপর একডোল পানি ঐ স্থানে বহাইয়া দেয়া হলো। *(বুখারী ১ঃ৩৫ঃ আঃ হক বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ২০২পৃঃ ১৬১নং হাদীস/ নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-২০০০, ১ঃ১৭১ঃ৩০৫)*

প্রসাব পরিপূর্ণ না হওয়ার পূর্বেই প্রসাব বন্ধ করার কুফল ঃ প্রসাব পরিপূর্ণ না হওয়া অবস্থায় প্রসাব করা বন্ধ করলে কিডনীর উপর খারাপ প্রভাব পড়ে যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য খুবই মারাত্মক। এজন্যই দয়ার নবীজী (সাঃ) পেশাবরত অবস্থায় পেশাব বন্ধ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুবহানাল্লহ্ ! রাসূল (সাঃ) কত বড় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী ছিলেন ! আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যখন বিজ্ঞানের কোনো নাম গন্ধ ছিল না, তখন নবীজী (সাঃ) এতবড় বিজ্ঞানসম্মত কথা কিভাবে বললেন ? আল্লহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা

সূরা আম্বিয়াহ্ এর মধ্যে বলেন, وماارسلنك الارحمةللعلمين

অর্থ ঃ আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। *(২১নং সূরা আম্বিয়াহ্ ১০৭নং আয়াত)* আল্লহ্ তা'আলা নবীজী (সাঃ)কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে রয়েছে উম্মতের ফায়দা। ইসলাম যে হক্ব নবীজী (সাঃ) এর বাণীর দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। আমাদের অন্তরও যেন ইসলামকে মেনে নিয়ে আপাদমস্তককে সুন্নাত মোতাবেক পরিচালিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইস্তিঞ্জা সম্পর্কিত বিবিধ হাদীস ঃ

হাজত পুরনে পর্দা করা ঃ

📖 শায়বান ইবনে ফাররূখ ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আসমা আদ-দুবা'ঈ (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সাঃ) আমাকে সাওয়ারীর উপর তাঁর পেছনে বসালেন। অতঃপর তিনি চুপি চুপি আমাকে একটা কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর রাসূল (সাঃ) তাঁর হাজত পূরণের সময় যা দিয়ে আড়াল করতেন তার মধ্যে বেশি পছন্দনীয় ছিল টিলা অথবা খেজুর গাছ। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ৯৯৯৫, ২য় খন্ড ৯১০পৃঃ ৬৬৫নং হাদীস)*

www.pathagar.com

📖 ইবনে উমার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবীজী (সাঃ) যখন বাহ্যক্রিয়ার ইচ্ছা করতেন, তিনি যমীনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না। (যাতে কেউ সতর দেখতে না পায়)। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ৯ম খন্ড ৯৯পৃঃ ১৬নং হাদীস আব্দুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ রহঃ এর রেওয়ায়েতে/ আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ৭ঃ১৪)*

📖 উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উমার ----- হিলাল ইবনে ইযাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমার নিকট আবূ সাঈদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, পেশাব পায়খানার সময় যেন একই সঙ্গে দুই ব্যক্তি বের না হয় এবং একসঙ্গে সতর উন্মোচন করে পরস্পর কথাবার্তা না বলে, কেননা নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ এরূপ নিলজ্জ কর্মের উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ৯ম খন্ড ৮পৃঃ ১৫নং হাদীস)*

✍ সুন্নাতের অনুসরণ হচ্ছে সকল ইবাদতের প্রাণ। সুন্নাতের সুফল জানা থাকলে অন্তরের মধ্যে শক্তি পাওয়া যায়। রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতের মহাসড়ক যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির নামগন্ধ থেকেও পবিত্র।

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু হয়েছে। আজ যেটা বিজ্ঞানের মানদন্ডে সর্বোচ্চ শিখরে আসীন দুঁদিন পর সেটাই হয়ে যাবে পরিত্যাজ্য, পৌরণিকের নথিতে নথিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের এই পালাবদলের হিড়িক ইসলামের শ্বাসত বিধানকে প্রভাবিত করতে পারেনি। যদিও গবেষণাজনিত ত্রুটির কারণে বিজ্ঞান কখনও কখনও ইসলামবিরোধী বক্তব্য দিয়েছে কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় তার অনেকটাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের ইল্‌ম যেখানে শেষ হয়েছে আসমানী ইল্‌ম সেখান থেকে শুরু হয়েছে যে কারণে আজও ইসলামের অনেক বাণী রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

শিশুর প্রস্রাবও ধৌত করতে হবে ঃ

📖 আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর খিদমতে একব্যক্তি একটি কচিশিশু নিয়ে হাজির হলো। (নবীজী সাঃ শিশুটিকে কোলে নিলেন) সে নবীজী (সাঃ) এর কাপড়ে প্রস্রাব করে দিল। নবীজী (সাঃ) পানি আনালেন এবং প্রস্রাবের স্থানটুকুতে পানি ঢেলে দিলেন। *(বুখারী ১ঃ৩৫ ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ৯১৫পৃঃ ৪৯৫৯নং হাদীস, আঃ হক বঙ্গাঃ ১ঃ২০২ঃ৯৬২)*

www.pathagar.com

৩য় অধ্যায়

পাক-পবিত্রতা ও আধুনিক বিজ্ঞান

মিস্ওয়াক সম্পর্কিত হাদীস সমূহঃ

📖 ইব্রাহীম ইবনে মূসা ----- যায়িদ ইবনে খালিদ আল-যুহনী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। আবূ সালমা (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমি যায়িদ (রাযিঃ)কে মাস্জিদে এমতাবস্থায় বসতে দেখেছি যে, মিস্ওয়াক ছিল তাঁর কানের ঐ স্থানে যেখানে সাধারণত লেখকের কলম থাকে। অতঃপর যখনই তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াতেন মিস্ওয়াক করে নিতেন। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ২৪পৃঃ ৪৭নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ ১৯৮৯, ১ঃ৩১ঃ২২ অনুরূপ/আহমাদ/সাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ঃ১৯৩ঃ১৬৫ আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) মিস্ওয়াক করে তা ধোয়ার জন্য আমাকে দিতেন। আমি প্রথমে তা দ্বারা মিস্ওয়াক করে নিতাম, এরপর ধুয়ে তাকে দিতাম। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ২৭পৃঃ ৫২নং হাদীস)*

📖 মূসা ইবনে ইসমাইল ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) এর ব্যবহারের জন্য উযূর পানি ও মিস্ওয়াক রাখা হতো। অতঃপর রাতে ঘুম থেকে উঠার পর তিনি প্রথমে পেশাব-পায়খানা করতেন, পরে মিস্ওয়াক করতেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ২৯পৃঃ ৫৫নং হাদীস)*

📖 হযরত কাতাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) রাতের বেলা ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় গিয়ে তাঁর উযূর পানি, মিস্ওয়াক ও চিরুনী একপাশে রেখে দিতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ যখন তাঁকে রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগাতেন, তখন তিনি মিস্ওয়াক করতেন, উযূ করতেন এবং মাথা চিরুনী করতেন। *(আখ্লাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ২৪৭পৃঃ ৫০৭নং হাদীস)*

📖 আবূ বকর ইবনে আবী শায়বা (রহঃ) ----- হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন তখন মিস্ওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ১৯৯৫, ২য় খন্ড ২৯পৃঃ ৪৮৪নং হাদীস)*

মিস্ওয়াক অর্ধ হাতের বেশী লম্বা এবং আঙ্গুলির চে' মোটা না হওয়া। *(বাহরুর-রায়েক)*

কমপক্ষে তিনবার মিস্ওয়াক করা এবং প্রত্যেকবার পানিতে ভিজানো। *(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম বঙ্গাঃ মহিউদ্দিন খান ৯৮৬পৃঃ ২য় সংস্করণ জুন-৮৮)*

www.pathagar.com

আঙ্গুল দিয়ে মিস্ওয়াক করা ঃ

📖 নবীজী (সাঃ) উযূর শুরুতে সবসময় মিস্ওয়াক করতেন। মিস্ওয়াক না থাকলে আঙ্গুল ব্যবহার করতেন। *(আল-হিদায়া ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-৯৮, ১ম খন্ড ৬পৃঃ)*

📖 হাত দিয়ে দাঁত মাজার তরীকা হলো, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে ডানপার্শ্বের দাঁতের উপরে অতঃপর নীচে, তারপর শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুল দিয়ে বাম পার্শ্বের দাঁতের উপর অতঃপর নীচে ঘষতে হবে। *(طحطاوی)* দাঁতের প্রস্থ এবং জিহ্বার দৈর্ঘে মিস্ওয়াক করা উচিত। দাঁতের বাইরে ও ভিতরেও সাফ করা দরকার। *(তাফসীরে তাহাবী)* আধুনিক দন্তচিকিৎসকগণও উপর-নীচে দাঁত পরিষ্কার করতে বলেন কারণ এভাবে দাঁত মাজলে দাঁতের ফাঁকের খাদ্যকণা থাকার সম্ভাবনা থাকে না।

যায়তুনের মিস্ওয়াকের সুফল ঃ 📖 হযরত মুআয (রাযিঃ) রাসূসুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে নকল করেন, যায়তুন গাছের মিস্ওয়াক কতইনা উত্তম ! এটা হচ্ছে পবিত্র বৃক্ষের অংশ যা মুখকে দুর্গন্ধমুক্ত ও মুখের ক্ষত দূর করে। এটা হচ্ছে আমার মিস্ওয়াক ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের মিস্ওয়াক। *(কানযুল উম্মাল তাবারানীর বরাতে)*

📖 হুমায়দ ইবনে মাসআদাহ্ ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আলা (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তিনি বলেছেন যে, মিস্ওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উপায়। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ৫৯পৃঃ ৫নং হাদীস)*

✍ দ্বীনদারীর সীমাহীন লাভ জানা না থাকার কারণে আমরা আল্লহ্ তাঁআলার হুকুম ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লহ্ তাঁআলার হুকুম পুরা করলে ডবল বেনিফিট (ক) দুনিয়ার বেনিফিট (খ) আখিরাতের বেনিফিট। যেমন উযূর কথা ধরুন। দুই উযূর মধ্যবর্তী সময়ে উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেসব ধুলাবালি লাগে তা উযূর মাধ্যমে দুরীভূত হয় যা দুনিয়ার বেনিফিট। আর আখিরাতের বেনিফিট হচ্ছে উযূর জন্য সাওয়াব-তো রয়েছে। মিস্ওয়াকের কথাই ধরুন। মানুষের মুখের ফাঁকা অংশে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া থাকে যা (Security) নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করে। খাওয়ার পর ও নামাযের পূর্বে মিস্ওয়াক করলে মুখের পরিবেশ ঠিক থাকে, ফলে ব্যাকটেরিয়া ঠিকমত কাজ করতে পারে। খাবার পর মিস্ওয়াক না করলে দাঁতের উপর খাদ্যের হালকা আবরণ লেগে থাকে। এছাড়াও দাঁতের ফাঁকে ও জিহ্বার উভয়পৃষ্ঠে লেগে থাকা খাদ্যকণা কুলি করলেও পরিপূর্ণরূপে পরিষ্কার হয় না। ফলে মুখের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যাকটেরিয়া ঠিকমত কাজ করতে পারে না। আখিরাতের লাভ হচ্ছে সত্তর গুণ সাওয়াব। দাঁত ভালো থাকলে পাকস্থলী ভালো থাকে। দাঁত না থাকলে খাদ্যদ্রব্য ভালভাবে পিষে পাকস্থলীতে দিতে পারে না। হযমক্রিয়ার প্রাথমিক ব্যবস্থা দাঁতের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

দন্ত বিশেষজ্ঞদের অভিমত, দাঁতের ফাঁকের খাদ্যকণা নিয়মিত পরিষ্কার না করলে দাঁতের ক্ষয়রোগ, পায়রিয়া ও দাঁতে পোকার সৃষ্টি হয়। ফলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। মিস্ওয়াক মুখের ভিতরকার রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে দেয়, যে জন্য মিস্ওয়াককারী অনেক রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে। মিস্ওয়াক না করলে মুখের ভিতরকার পরিবেশ নষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে যায়, যার ফলে মস্তিষ্কে খারাব প্রভাব পড়ে। পাকস্থলীর অধিকাংশ রোগ দাঁতের রোগের কারণে হয়ে থাকে। আর দাঁতের রোগ সাধারণত মিস্ওয়াক না করার কারণে হয়ে থাকে। তবে মিস্ওয়াকের পরিবর্তে একই ব্রাশ একবারের বেশি ব্যবহার করলে ব্রাশের মধ্যকার জীবাণু দ্বারা দাঁত আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ ব্রাশ ধুয়ে নিলেও সমস্ত জীবাণু যায় না। তাছাড়া ব্রাশের কারণে দাঁতের মধ্যে ফাঁকা সৃষ্টি হয়। এজন্যই নবীজী (সাঃ) খানার পর মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে মানুষ যখন ভক্ষণ করে তখন তার কিয়দংশ দাঁতের মধ্যে রয়ে যায়। জনৈক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, ওয়াশিংটনের (আমেরিকার) অভিজ্ঞ ডাক্তার আমাকে বললেন, আপনি শয়নকালে মিস্ওয়াক করবেন। আমি বললাম এর কারণ কি ? তিনি বললেন, শয়নকালে মানুষের দাঁত বেশি নষ্ট হয় কারণ দিনের বেলা মানুষ কথা বলে, আহার করে, পান করে তাই দিনের বেলায় মুখের গতিশীলতার কারণে রক্তমন্ত ও রক্তলসিকা তার কাজ করার সুযোগ পায়না কিন্তু রাতের বেলা মুখের কাজ বন্ধ হয়ে যায় তখন তার কাজ করার সুযোগ পায়। তিনি আরও বলেন, খানার পর মিস্ওয়াক করলে দন্তরোগ হয়না। এজন্য রাতের বেলা অবশ্যই মিস্ওয়াক করবেন। **সর্তকতা ঃ** দন্তচিকিৎসকদের মতে, কয়লা, লবণ-তৈল, বালি, ছাই ইত্যাদি দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের বহিরাবরণ ক্ষয় হয়ে যায়। সুতরাং এগুলি দিয়ে দাঁত মাজা উচিত নয়। ইসলামের প্রত্যেকটা হুকুম-আহকাম মেনে চললে বার্ধক্যজনিত রোগে মানুষ কম ভোগেন। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, দন্ত ইত্যাদির উপর বার্ধক্য বয়সের ছাপ খুব কমই পরে।

✍ মানুষ যখন নিজ দেশে পরিবার পরিজনের মধ্যে থাকে, তখন সে তার চারপাশে প্রয়োজনীয় সবকিছু দেখতে পাবার কারণে নিজেকে কিছুটা শক্তিশালী মনে করে। কিন্তু মানুষ যখন নিজ দেশ, পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন সবকিছুকে ছেড়ে দুনিয়া কামাই করার জন্য দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে পা দেয়, তখন সে তার চারপাশে প্রয়োজনীয় আসবাব, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকার কারণে নিজেকে অসহায়াত্ব বোধ করে। কিন্তু মানুষ যখন আল্লহ্ তা'আলার দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য ঘর ছাড়ে, দেশ ছাড়ে এবং জান ও মালের কুরবানী করতে থাকে, তখন আল্লহ্ তা'আলা কাফির মুশরিকদের অন্তরে ইসলামকে মোকাবেলা করার ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দেন। মক্কা বিজয়ের দিন আল্লহ্ তা'আলা ইসলামের শত্রুদের অন্তরে এমন ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবেলা করার সাহসই পায়নি। এ ভয়ভীতি আল্লহ্ তা'আলা পারমাণবিক বোমা বা রাসায়নিক বোমার মধ্যে রাখেননি, আল্লহ্ তা'আলা রেখেছেন দায়ী (দাওয়াত দেনেওয়ালা) কথার মধ্যে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রহঃ) কোনো এক যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) থেকে স্বপ্নে উষুর পূর্বে মিস্ওয়াক করতে আদিষ্ট হলেন

❁ কথিত আছে, আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক (রহঃ) একযুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। সেখানে তিনদিন যাবত একাধারে যুদ্ধ চলছিল তবুও কাফিরদের দুর্গ জয় করা সম্ভব হচ্ছিল না। রাত্রে তিনি চিন্তিত মনে শুয়ে পড়লেন, স্বপ্নে তিনি রাসূল (সাঃ) থেকে উযূর পূর্বে

www.pathagar.com

মিস্ওয়াক করতে আদিষ্ট হলেন। অতঃপর তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মিস্ওয়াকসহ উযূ করলেন এবং সাথী মুজাহিদদেরকে এ আমল করতে আদেশ করলেন। তারা সকলেই মিস্ওয়াকসহকারে উযূ করলেন। কাফির পক্ষের পাহাড়াদাররা মুজাহিদদের মিস্ওয়াক করতে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ফলে তারা তাদের নেতাদেরকে বললো, আমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে এসেছে তারা মানুষ খেকো মনে হয়। তাদেরকে আজ দাঁত ধার দিতে দেখেছি। এতে বুঝা যায় যে, তারা আজ আমাদেরকে জীবন্ত খেয়ে ফেলবে। আল্লহ্ তাআলার তাদের অন্তরে ভীতি ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে মুসলমানদের নিকট তারা দূত পাঠালেন। অবশেষে সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। *(রাহ্বার ১৪পৃঃ -আব্দুর রহমান)* আল্লহ্ তা'আলা আমাদেরকে পরিপূর্ণ সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

✍📖 রাসূল (সাঃ) তবুকের যুদ্ধের প্রাককালে ভাষণ প্রসঙ্গে মুসলমানদেরকে সদ্কা দানে উৎসাহদান করলে যাদের কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল, তারা তাই দিয়ে দিলেন। ইবনে যায়েদ (রাযিঃ) অত্যন্ত গরীব ছিলেন, তিনি সারাদিন চেষ্টা করেও দান করার মতো কিছুই যোগার করতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর দান করার আগ্রহ দমন করতে পারছিল না। নিরুপায় হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ! আল্লহ্ তা'আলার রাস্তায় দান করার মতো কোনো মাল আমার নেই। তবে আমি নিজেকে আল্লহ্ তা'আলার রাস্তায় দান করলাম। এখন আমার দ্বারা যে কোনো কাজই করানো হোক না কেন, আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহারই করা হোক না কেন; তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। হুযূর (সাঃ) বললেন, তোমার দান আল্লহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। *(মাদারেজ)* জনৈক ব্যক্তি খেজুরের ছাল নিয়ে এসে বললো, আমার কাছে আর কিছুই নেই। অতঃপর তাই দান করলেন। অপর ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার কাছে দান করার মতো কিছুই নেই। তবে আমি স্বীয় সম্মানই দান করলাম। ভবিষ্যতে কেউ আমাকে হাজারো মন্দ বললেও আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। *(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ২য় খন্ড ১৬৮পৃঃ)* উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে রাসূল (সাঃ) এর প্রতি সাহাবীদের কিরূপ মহাব্বত ছিল তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহাবায়ে-কিরামের মতো রাসূল (সাঃ)কে মহাব্বত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

www.pathagar.com

উযূ সম্পর্কিত হাদীসের মূলবাণী

১. উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯৪, ১:২৯:২৫/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯০, ১:৫১:১০১/নাসাঈ ইফাবা বঙ্গা: ডিসে-২০০০, ১:৮১:৭৮)*

২. কব্জী পর্যন্ত দু হাত খুব পরিষ্কার করে ধোয়া। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯৪, ১:৪৭:৪৮)*

৩. তিনবার কুলি করা, তিনবার নাকে পানি দেয়া, তিনবার চেহারা (সম্পূর্ণ মুখমন্ডল) ধোয়া, দু'হাত তিনবার ধোয়া, মাথা মাসহ্ করা এবং গোড়ালীর হাড্ডি পর্যন্ত দু'পা ধোয়া, তারপর দাঁড়িয়ে উযূর অবশিষ্ট পানি পান করা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯৪, ১:৪৮:৪৮)*

৪. উযূতে নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯০, ১:৮৮:১৪০)*

৫. কনুই ধৌত করতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে ধোয়া আরম্ভ করা সুন্নাত। (طحطاوی) এবং হাতের অগ্রভাগ নীচু করবে যাতে ধোয়া পানি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। *(আহকামে যিন্দেগী ১০৪পৃ: মাওঃ মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন ডিসে-৯৮)*

৬. উযূতে দাড়ি খিলাল করা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯৪, ১:৩৩:২৯)*

৭. এক কোষ পানি নিয়ে দাড়ির নীচের ভাগের থুতনীতে লাগানো তারপর ডান হাতের তালু সামনের দিকে রেখে গলার দিক থেকে দাড়ির নীচ দিয়ে উপর দিকে খেলাল করা। *(ফাতাওয়ায়ে শামী ১:১৯৭/আহকামে যিন্দেগী ১০৪পৃ: মাওঃ মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন ডিসে-৯৮)*

৮. **কান মাসহ করা ঃ** উভয় হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলের অগ্রভাগ কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে একটু নাড়া দেয়া নিয়ম। (مراقی الفلاح)

৯. তর্জনী (শাহাদাত আঙ্গুল) এর অগ্রভাগ দ্বারা কানের ভিতরের দিক মাসেহ্ করা। বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের পিছনের দিক মাসেহ্ করা। *(আহকামে যিন্দেগী ১০৬পৃ: মাওঃ মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন ডিসে-৯৮)*

১০. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ্ করবে এবং সাথে সাথে উভয় কান মাসেহ্ করবে। কানের ভিতরে ২য় আঙ্গুলি দ্বারা এবং উপরিভাগে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাসেহ্ করবে। অতঃপর আঙ্গুলিসমূহের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসেহ্ করবে। কিন্তু গলা মাসেহ্ করা নিষিদ্ধ। কান মাসেহ্ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া জরুরী নয়। মাথা মাসেহ্ করার পর অবশিষ্ট আর্দ্রতাই যথেষ্ট। *(তিরমিযী/মিশ্কাত)*

১১. গর্দান মাসেহ্ করা মুস্তাহাব। *(আহকামে যিন্দেগী ১০৭পৃ: মাওঃ মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন ডিসে-৯৮/তালখীছুল হাবীর)*

১২. উযূ করার সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯৪, ১:৪৯:৩৯)*

১৩. বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯৪, ১:৪৯:৪০)*

১৪. উযূতে বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে খিলাল আরম্ভ করা। *(আহকামে যিন্দেগী ১০৭পৃ: মাওঃ মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন ডিসে-৯৮)* বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে যেয়ে খিলাল শেষ করা। *(বেহেস্তী জেওর)*

১৫. গোসলের পর উযূ না করা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯৪; ১:১০০:১০৭)*

১৬. সমুদ্রের পানি পাক *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গা: জুন-৯৪, ১:৬৪-৬৫:৬৯)*

১৭. একসের পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ করা। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গা: ১:১৯৯:১৪৭)*

www.pathagar.com

উযূ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস ঃ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠো, তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসেহ্ করো এবং দুই পা গিরাসহ ধোও।" *(৫ঃ৬)* উল্লেখিত অঙ্গ চারটি ধৌত করা ফরয। *(মাআরুদ্দা মিনহ বঙ্গাঃ মাওঃ হাফিজুর রহমান যশোরী ২৬পৃঃ)*

📖 আল-হাসান ইবনে আলী ----- হুমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান (রাযিঃ)কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি প্রথমে তাঁর দু'হাতের উপর তিনবার করে পানি ঢেলে তা ধৌত করলেন। অতঃপর কুলি করলেন ও নাক পরিষ্কার করেন, তারপর তিনবার মুখমন্ডল (সমস্ত) ধৌত করেন। পরে তিনি তাঁর ডানহাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করেন এবং বাম হাতও অনুরূপভাবে ধৌত করেন। তারপর তিনি মাথা মাসেহ্ করেন। পরে তিনি স্বীয় ডান পা তিনবার ধৌত করেন এবং একইরূপে বাম পা ধৌত করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আমি রাসূলকে আমার এই উযূর ন্যায় উযূ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার অনুরূপ উযূ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করবে, যাতে তার নফসের মধ্যে কোনো অস্ওয়াসা সৃষ্টি না হয়, আল্লহ্ তা'আলা তার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৫৩পৃঃ ১০৬নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ঃ১৮৮ঃ১২৩/ইবনে মাজাহ্/নাসায়ী)*

📖 হান্নাদ ও কুতায়বা (রহঃ) ----- আবূ হায়্যা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলী (রাযিঃ)কে একদিন উযূ করতে দেখলাম। তিনি প্রথমে কব্জী পর্যন্ত দু'হাত খুব পরিষ্কার করে ধুলেন। পরে তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার চেহারা (সম্পূর্ণ মুখমন্ডল) ধুলেন, দু'হাত তিনবার ধুলেন, মাথা মাসহ্ করলেন এবং গোড়ালীর হাড্ডি পর্যন্ত দু'পা ধুলেন, তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং উযূর অবশিষ্ট পানি নিয়ে তা দাঁড়িয়ে পান করলেন এবং বললেন, আমার মনের ইচ্ছা জাগলো যে, রাসূল (সাঃ) এর পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কি ছিল তা তোমাদের দেখাই। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৪৭পৃঃ ৪৮নং হাদীস)*

তায়াম্মুম ঃ অর্থ ঃ "যদি তোমরা রুগ্ন থাকো অথবা প্রসাব-পায়খানা সেরে আসো অথবা সহবাস করো তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও অর্থাৎ মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মাসেহ্ করো।" *(৫ঃ৭)*

উযূর বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আল্লহ্ তা'আলা আমাদেরকে এমন এক ধর্মের ছায়াতলে আসার তৌফিক দান করেছেন যে ধর্মের প্রত্যেকটি হুকুম-আহকামই রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা ও সুস্থতার পথ-প্রদর্শক। উযূর দ্বারা দেহের চলমান রক্ত নবজীবন লাভ করে, যা মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনায়ন করে। উযূর দ্বারা শরীর জীবাণুমুক্ত, সুস্থ, সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। উযূতে দেহের ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বস্ত্র অনাবৃত থেকে মানব শরীরে ধুলাবালি, গ্যাস ও রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে। মানব শরীরে জীবাণু প্রবেশের যতগুলি রাস্তা রয়েছে সবগুলিই উযূর মাধ্যমে ধুয়ে ফেলা হয়। তাহলে নির্দিধায় একথা স্বীকার করতে হয়, উযূই শরীরে ধুলাবালি, রোগ-

www.pathagar.com

জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) প্রবেশের প্রতিবন্ধক। খালি চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস জীবাণু যা ধুলাবলি ও ময়লা আবর্জনার সাথে মিশে থেকে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে শরীরকে রোগাক্রান্ত করার সম্ভাবনা থাকে, উযূর দ্বারা এসব ভাইরাস জীবাণু দূর হয়ে যায়। এজন্যই মুসলমানগণ ভাইরাসজনিত বহুবিধ রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে। উযূ মানসিক অস্থিরতা দূর করে শরীরের পবিত্রতা, মনের পরিচ্ছন্নতা ও সজীবতা আনায়ন করে ইবাদতের মধ্যে নব উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

উযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা ঃ

📖 নাসর ইবনে আলী ও বিশ্‌র ইবনে মুআয আল আকাদী (রহঃ) ----- রাবাহ ইবনে আবদির রহমান ইবনে আবী সুফইয়ান ইবনে হুওয়াযাতিব (রহঃ) তাঁর পিতামহী থেকে বর্ণনা করেন, আমার পিতা রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম নিবে না, (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্ বলে না) তার উযূ হবে না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ২৯পৃঃ ২৫নং হাদীস/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ৫১ঃ১০১ আবু হুরায়রা রাযিঃ এর রেওয়ায়েতে)*

📖 কুতায়বা ইবনে সাঈদ ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, ঐ ব্যক্তির নামায আদায় হয় না, যে সঠিকভাবে উযূ করে না এবং ঐ ব্যক্তির উযূ হয় না যে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্ বলে না)। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০,১ম খন্ড ৫১পৃঃ ১০১নং হাদীস/বুখারী/মুসলিম/ইবনে মাজাহ্/নাসায়ী /তিরমিযী /মুসনাদে আহমদ/তাহাবী মুঃ মূসা জুলাই-২০০১, ১ঃ৭০ঃ৭৫ মুহাম্মাদ ইবনে আলী রহ এর সনদে)*

ডান অঙ্গ আগে ধোয়ার হিকমত ঃ ডান অঙ্গ বাম অঙ্গের উপর মর্যাদাশীল। প্রত্যেক কাজের প্রভাব মানুষের অন্তরে পড়ে বিধায় নামাযকে ত্রুটিহীন করার জন্য ডান অঙ্গ দিয়ে উযূ শুরু করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

প্রথমে হাত ধোয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ সমস্ত কাজকর্ম হাত দিয়ে করতে হয় এমনকি উযূর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও হাত দিয়ে ধৌত করতে হয়। এজন্যই সর্বপ্রথম হাতের ধুলাবালি, ময়লা-অর্বজনা ও জীবাণুগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয় যাতে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জীবাণু না ছড়ায়। প্রথমে হাত না ধুলে হাতের ধুলাবালি বা রোগ-জীবাণু কুলির মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে শরীরকে রোগাক্রান্ত করার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই উযূর প্রথমে হাত ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কুলির বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মুখের অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার করতে কুলি গুরুত্ব অপরিসীম। বাতাসে ভাসমান অদৃশ্য রোগ-জীবাণু মুখের মধ্যে প্রবেশ করে থুথুর মাধ্যমে মুখের অভ্যন্তরে লেগে থাকে। তাছাড়া খাদ্যকণা মুখের অভ্যন্তরে, দাঁতের ফাঁকে, জিহ্বার উভয়পৃষ্ঠে ও কণ্ঠনালীতে লেগে থাকে যা মুখের পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু উযূতে গড়গড়ার সাথে কুলি করলে এসব রোগ-জীবাণু ও খাদ্যকণা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারার কারণে বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে শরীর হিফাযত থাকে।

www.pathagar.com

রমযান মাসে গড়গড়ার সাথে কুলি না করার সুফল ঃ রোযাদার অবস্থায় সকল প্রকার হালাল খাদ্য-খাবার থেকে বিরত থাকতে হয়, এমন কি তরকারির স্বাদ ও লবণ দেখা থেকেও বিরত থাকতে হয়। ফলে মুখের অভ্যন্তরে ও কণ্ঠনালীতে খাদ্যকণা লেগে থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এজন্যই রোযাদার অবস্থায় উযূর জন্য গড়গড়া ছাড়াই কুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু গড়গড়ার সাথে কুলি করলে মুখের মধ্যের পানি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেটের মধ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। রমযান ছাড়া অন্যান্য মাসে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের দ্বারা মুখের অভ্যন্তরে, দাঁতের ফাঁকে, জিহ্বার উভয়পৃষ্ঠে ও কণ্ঠনালীতে খাদ্যকণা লেগে থাকার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই রমযান ব্যতীত অন্যান্য মাসে গড়গড়ার সাথে কুলি করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ, ইসলাম মানবস্বাস্থ্য সম্পর্কে কত সজাগ !

উযূতে নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া ঃ

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যখন তোমাদের কেউ উযূ করে সে যেন নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে তা পরিষ্কার করে। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ৭১পৃঃ ১৪০নং হাদীস/ মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ২ঃ৮২ঃ৩৯৪/বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ঃ১৯১ঃ১২৪ অনুরূপ)*

উযূতে নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ নাকের পশম বা লোমকূপগুলো জালের মতো ছাকুনী তৈরী করে রাখে যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সময় বাতাসে ভাসমান অসংখ্য দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ধুলাবালি, পরাগরেণু, ও বায়ুবাহিত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া রোগজীবাণু উক্ত ছাকুনীতে আটকা পড়ার মাধ্যমে ফিল্টারিং হয়ে বিশুদ্ধ বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। যে ছাকুনী প্রতিনিয়ত ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণুকে ছেকে রাখে তা নিয়মিত পরিষ্কার না করলে ছাকুনী আগের মতো ঠিকমত কাজ করতে পারে না। চা ছাকুনী পরিষ্কার না করে চা ছাকলে যেমন টিপটিপিয়ে চা পড়ে কিন্তু পরিষ্কার করে দিলে পূর্বের মতো দ্রুত চা নিঃসরণ হয়। তেমনিভাবে প্রতিনিয়ত ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু নাকের অভ্যন্তরে লেগে থাকলে শরীরের উপর খারাব প্রভাব পড়ে। এজন্যই রাসূল (সাঃ) দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামাযে পাঁচবার ও গোসলের ফরয আদায়ের সময় একবার নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা ও নাক ঝেড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে নাকের ভিতরকার ধুলাবালি ও জীবাণুগুলো ছাকুনীতে অবশিষ্ট না থাকে বেরিয়ে আসে। তাছাড়া নাকের অভ্যন্তরে ঠান্ডা অনুভূতি সংগ্রাহক কোষ 'অলফ্যাক্টরী' রয়েছে যা ঠান্ডা অনুভূতি সংগ্রহ করে স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছে দেয়। ফলে মস্তিষ্কে জমাকৃত ইলেকট্রন কমে গিয়ে মস্তিষ্ক ঠান্ডা থাকে।

অনেক সময় মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখতে মাথায় ঠান্ডা পানি ও তেল দেই এক্ষেত্রে নাকে পানি দেয়া বেশি কার্যকর। কারণ মাথার তালুর অভ্যন্তরে একাধিক দুর্ভেদ্য স্তর অতিক্রম করে যাওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু নাকের অভ্যন্তরে পানি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলফ্যাক্টরী নার্ভের মাধ্যমে ঠান্ডা অনুভূতি সরাসরি মস্তিষ্কে পৌছে যায় এবং উক্ত হাইপোথামালাছ ও পিটুইটারী গ্রান্ডের উত্তাপ কমে যায় *(বিজ্ঞান ও নামায ৬৪-৭০পৃঃ -শাহ মোহাম্মদউল্লাহ)*

www.pathagar.com

উযূতে নাক ঝাড়তে বামহাত ব্যবহার করা ঃ

📖 মূসা ইবনে আব্দুর রহমান (রহঃ) ----- আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি পানি আনতে বলেন, পরে তিনি কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন। বাম হাতে নাক ঝাড়েন। তিনবার এরূপ করেন। পরে বলেন, এরূপই হচ্ছে নবীজী (সাঃ) এর উযূ। (*নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ৮৭পৃঃ ৯১নং হাদীস*)

বাম হাতে নাক ঝাড়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, ডানহাত থেকে পজেটিভ আলোকরশ্মি (Positive Ray) ও বামহাত থেকে নেগেটিভ আলোকরশ্মি (Negative Ray) নির্গত হয়। নাক ঝাড়ার সময় ডানহাত ব্যবহার করলে অলৌকিক সিস্টেম পরিবর্তিত হওয়ার দরুন মস্তিষ্ক ও মেরুদন্ডের উপর এর খারাব প্রতিক্রিয়া পড়ে।

সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ উভয় চোখের উপর ভ্রূ ও আইল্যাশ রয়েছে যা বাইরের রোগ-জীবাণু ও ধুলাবালি থেকে অক্ষিগোলক সুরক্ষা করে। ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু চেখের আইভ্রূতে আটকে যায়। আবার মোচে ধুলাবালি বা রোগ-জীবাণু আটকে থাকে যা নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় অসতর্কতার কারণে পেটে গিয়ে নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। চোখের ভ্রূ ও মোচের ধুলাবালি, রোগ-জীবাণু মুখমন্ডল ধৌত করার মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। শুধু তাই নয় মুখমন্ডল ধৌত করার দ্বারা শারীরিকও ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

আমেরিকান কাউন্সিল ফর বিউটি সংস্থার সদস্য লেডী হীচার বলেন, মুসলমানদের কোনো প্রকার রাসায়নিক লোশন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, তারা ইসলামী উযূ দ্বারা মুখমন্ডলের যাবতীয় রোগ থেকে রক্ষা পায়।

পর্যায়ক্রমে ৪র্থ ধাপে মুখমন্ডল ধোয়ার কারণ ঃ চোখ খুবই নাজুক অঙ্গ। দুষিত অথবা বিষাক্ত পানি দিয়ে মুখমন্ডল ধৌত করলে চক্ষুদ্বয় রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, এমন কি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই পানির বিশুদ্ধতা যাচায়ের জন্য উযূতে প্রথমে হাতের অঞ্জলীতে পানি নিয়ে হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কুলি করে অর্থাৎ জিহ্বা দিয়ে পানির স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে পানির বিশুদ্ধতা যাচাই করা হয়। তৃতীয়তঃ নাকে পানি দিয়ে অর্থাৎ পানির ঘ্রাণ নিয়ে পানির বিশুদ্ধতা যাচায়ের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর, উক্ত পানি দিয়ে মুখমন্ডল ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়েছে যাতে বিশুদ্ধ পানি চোখে প্রবেশ করে। আল্লহু আকবর ! আল্লহ্ তাঁআলার হুকুমের ধারাবাহিকতা মানুষের মাথাকে নতো করে দেয়।

উযূতে দাড়ি খিলাল করা ঃ

📖 ইবনে আবি উমার (রহঃ) ----- হাস্‌সান ইবনে বিলাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে দেখলাম তিনি উযূ করেছেন। সে সময় তিনি দাড়িও খিলাল করলেন। আমি তাঁকে বললাম (বর্ণনান্তরে তাকে বলা হলো) আপনি দাড়ি খিলাল করছেন ?

www.pathagar.com

তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ)কে আমি দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তা থেকে বিরত থাকব কেন ? *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৩৩পৃঃ ২৯নং হাদীস)*

📖 আবূ তাওবা রুবাই ইবনে নাফে ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) যখন উযূ করতেন, তখন তিনি এককোশ পানি হাতে নিয়ে থুতনীর নীচে দিয়ে তা দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন। তিনি আরো বলেন, আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুলাই-৮৮, ১ম খন্ড ৭৪পৃঃ ১৪৫নং হাদীস 'কিতাবুস তাহারাত' অধ্যায়)*

📖 জীবরাঈল (আঃ) নবীজী (সাঃ)কে দাড়ি খিলাল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি আবূ ইউসুফ (রহঃ) এর মতে সুন্নাত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে (সুন্নাত নয়) বৈধ মাত্র। কেননা, সুন্নাত হলো এমন কাজ, যা দ্বারা ফরযকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয়। অথচ দাড়ির ভিতরের অংশ (মুখমন্ডল ধৌত করা) ফরযের স্থান নয়। *(আল-হিদায়া ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-৯৮ ১ম খন্ড ৭পৃঃ)*

দাড়ি খিলালের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ বাতাসে ভাসমান ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু দাড়িতে লেগে থাকে যা দাড়ি খিলালের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়। তাছাড়া দাড়ি খিলাল করলে দাড়িতে উকুন হবার সম্ভাবনা থাকে না, দাড়িতে জট লাগে না এবং মুখমন্ডলের রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

✍📖 ইকরামা (রহঃ) বর্ণনা করেন আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে দেখেছি, তিনি লুঙ্গির সম্মুখ ও প্রান্তভাগ পায়ের উপর ঝুলিয়ে পড়তেন এবং পেছনের অংশ উঁচু রাখতেন। আমি তাঁকে বললাম, এটা লুঙ্গি পরিধানের কোন্ নিয়ম ? তিনি বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে এভাবে লঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৬৯পৃঃ ২৬৫নং হাদীস)* ব্যাখ্যা ঃ নবীজী (সাঃ) শেষ বয়সে কিছুটা মোটাসোটা হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে যেভাবে লুঙ্গি পড়তে দেখেছেন তিনি তা অনুসরণের জন্য সেভাবেই পরতে শুরু করেছিলেন। যে যাকে ভালবাসে তার প্রতিটি ভঙ্গিকে আত্মস্থ করে নেয়। সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে এ আগ্রহ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। সিনেমা বা অভিনয় দেখে মানুষ কাল্পনিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নায়কের বদলে সে যাবতীয় ঘটনা নিজেই ঘটাতে থাকে। তেমনিভাবে সাহাবায়ে-কিরামও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গিমাকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন ব্যবহারিক জীবনে।

উযূতে মাথা মাসেহ্ করা ঃ

📖 কুতায়বা (রহঃ) রুবায়্যি বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফবা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (সাঃ)কে উযূ করতে দেখেছেন। রুবায়্যি বলেন, তিনি তাঁর মাথার সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ, কানপট্টি এবং তাঁর দু'কান একবার মাসহ্ করলেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৩৬পৃঃ ৩৪নং হাদীস)*

📖 আহমদ ইবনে দাউদ (রহঃ) ----- আমর ইবনে শুআইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। একব্যক্তি নবীজীর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, পবিত্রতা (উযূ) কিভাবে করতে হয় ? রাসূল (সাঃ) পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি উযূ করলেন এবং (মাসেহ্ করার সময়) তাঁর হাতের তর্জনী (শাহাদাত আঙ্গুল) তাঁর দুই কানে

www.pathagar.com

ঢুকালেন, তাঁর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে তাঁর দুই কানের বর্হিভাগ এবং দুই তর্জনী দিয়ে অভ্যন্তরভাগ মাসেহ্ করলেন। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৮৪পৃঃ ১০১নং হাদীস)*

মাথা মাসেহ্ করার সুফল ঃ পুরুষের মাথায় টুপি রাখা ও পাগড়ী পরিধান করা এবং মহিলাদের মাথা ঢেকে রাখা সুন্নাত। সুতরাং যদিও সামান্য ধুলাবালি মাথায় লাগে তবে তা মাসেহ্ করার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার যেহেতু মাথা দ্বারা সরাসরি কোনো গুণাহ্ সংগঠিত হয় না। চোখে দেখা, কানে শুনা, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেয়া ইত্যাদির সম্পর্ক মাথার সঙ্গে রয়েছে। মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন অনেক আওয়াজ তার কানে আসে বিধায় মাথা ধোয়া না ধোয়ার মাঝামাঝি অর্থাৎ মাসেহ্ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

কান মাসেহ্ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের অভিমত, মানুষের কর্ণ কুহরের সরু মিনাস গ্রন্থিসমূহ একপ্রকার আঠালো রস নিঃসরণ করে যা ধুলাবালি, রোগ-জীবাণু সহজেই আঁটকে রাখে। উযূ করার সময় যখন আমরা কর্ণকুহরে ও তার বাইরে মুছে ফেলি তখন ঐসব ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু থেকে কর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়।

উযূতে গর্দান মাসেহ্ করা ঃ

📖 হযরত ইবনে উমার (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি উযূ করার সময় গর্দান মাসেহ্ করল, সে যেন ক্বিয়ামতের দিন নিজের গর্দানকে বেড়ী থেকে মুক্ত করে নিল। *(তালখীছুল হাবীর)*

গর্দান মাসেহ্ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ সরোয়ার দি হাসপাতালের হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাঃ এস,আর খান যখন আমেরিকায় হার্ট স্পেশালিষ্টদের একটি সেমিনারে যোগদান করেন কিন্তু নামাযের সময় হলে তিনি উযূ করে আযান দিয়ে নামায পড়লেন। সকল অমুসলমানরা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কি করে তা দেখার জন্য। নামায শেষে অন্যান্য দেশের হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাক্তারদের একজন বললেন, আপনি পানি দিয়ে কি করলেন ? বললেন আমি পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করলাম। তারা বললেন, আপনি মাথার পিছনে ঘাড়ে কি করলেন ? তিনি বললেন, আমি ঘাড় মাসেহ্ করলাম। আপনারা দৈনিক কতবার এরূপ করেন ? তিনি বললেন, দৈনিক পাঁচবার। তখন আমেরিকার ডাক্তারগণ বললেন, যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার ঘাড় মাসেহ্ করবে তার জীবনে কখনও ক্যান্সার রোগ হবে না।

মাথা ও কান মাসেহ্ করার দ্বারা মাথা ও কানে লেগে থাকা ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু হাতের তালু ও আঙ্গুলে লেগে রয়েছে। এমতাবস্থায় হাতের তালু দিয়ে গর্দান মাসেহ্ করাটা ক্ষতিকর এজন্য হাতের পিঠের দ্বারা গর্দান মাসেহ্ করার কথা বলা হয়েছে। মস্তিষ্ক থেকে কতিপয় সূক্ষ্মশিরা গর্দানপৃষ্ঠ হয়ে শরীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। গর্দানপৃষ্ঠের শুষ্কতা গর্দানের শিরাগুলিকে শুষ্ক রাখে, যার প্রভাবে মস্তিষ্ক কর্মহীন হয়ে পড়ে। এজন্য ভেজা হাতের দ্বারা গর্দান মাসেহ্ করলে ভেজা হাতের শীতল পরশে ঘাড়ের প্রতিটি শিরা-উপশিরা সতেজ হয়ে উঠে।

✍ বিজ্ঞানের উদ্ভাবন কেনইবা মানুষকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের ইসলামী হুকুম আহকামের দিকে নিয়ে যাবে না ? কারণ সমস্ত বিজ্ঞানীদের জ্ঞান (ইল্‌ম) যিনি দান করেছেন তাঁর

www.pathagar.com

(আল্লহ্ তা'আলার) থেকেই-তো ইসলামের হুকুম-আহকাম নবীর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। নবীর কথা মানার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও কামিয়াবী। আজ অমুসলমানেরা একথার উপর আমল করতেছে কিন্তু আফ্সোস মুসলমানেরা এ সুন্নাত থেকে দূরে।

দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধোয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক ও যকৃতের সাথে সংযুক্ত তিন বৃহৎ শিরা কনুইতে রয়েছে। কনুই ধৌত করলে উক্ত তিন অঙ্গের শক্তিসঞ্চার হয়ে তা রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখে।

উযূতে দুপা গোড়ালীসহ ধোয়া ঃ

📖 মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদল লোককে উযূ করতে দেখেন। তাদের পায়ের গোড়ালীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন যে, তা শুষ্ক রয়েছে। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, যাদের পায়ের গোড়ারী শুষ্ক থাকবে, তাদের জন্য জাহান্নামের ভীষণ শাস্তি। তোমরা পরিপূর্ণরূপে উযূ করো। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ৯৯পৃঃ ১১১নং হাদীস)*

উযূতে দু'পা ধোয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পা ধৌত করার দ্বারা পায়ে লেগে থাকা ময়লা ও রোগ-জীবাণু পরিষ্কার হয়ে যায়। এছাড়াও যে সমস্ত শিরা-উপশিরা পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত, সে সমস্ত শিরা-উপশিরা ঠান্ডা থাকলে মাথাও ঠান্ডা থাকে। এ কারণে মাথা ঠান্ডা করার জন্য পা ধোয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। পা ধৌত করার দ্বারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, মস্তিষ্কের শুষ্কতা ও নিদ্রাহীনতা দূর হয়।

উযূ করার সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা ঃ

📖 ইব্রাহীম ইবনে সাঈদ (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, উযূ করার সময় তোমরা হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৪১পৃঃ ৩৯নং হাদীস/আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ৭৫ঃ১৪৮ 'কিতাবুত তাহারাত' অধ্যায়/মাআরিফুল হাদীস)*

📖 কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহঃ) ----- মুস্তাওবিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি নবীজী (সাঃ)কে উযূ করার সময় স্বীয় পদদ্বয়ের আঙ্গুলীসমূহ (বাম) হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে (পায়ের আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে) মলতে (খিলাল করতে) দেখেছি। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৪১পৃঃ ৪০নং হাদীস/ তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ঃ৯৩ঃ৯২১ অন্য রেওয়ায়েতে অনুরূপ)*

📖 ফাহদ (রহঃ) ----- জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ)কে দেখতে পেলেন যে, একব্যক্তি তার পায়ের কিছুঅংশ ধৌত করেনি তা শুকনা রয়েছে। তিনি বললেন ঃ পায়ের গোড়ালীর জন্য দোযখের শাস্তি অবধারিত। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৯৮পৃঃ ১৩৩নং হাদীস)*

www.pathagar.com

উযূতে পায়ের আঙ্গুল বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল দিয়ে খিলাল করার সুফল ঃ স্বাভাবিকভাবে পায়ের আঙ্গুলের মাধ্যমে মানব শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে। পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে, রেখা ও চামড়ার ভাজে ভাজে যেন কোনো প্রকার জীবাণু আটকে না থাকে, এজন্যই নবীজী (সাঃ) পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার নির্দেশ দিয়েছেন। অপরিচ্ছন্নতাই হলো রোগ-ব্যাধির উৎস। উযূতে চুল পরিমাণ জায়গা শুকনা থাকলে উযূ হয় না। চুল পরিমাণ জায়গায় অসংখ্য জীবাণু লেগে থাকতে পারে কিন্তু উযূ তাও লেগে থাকতে দিচ্ছে না। সুবহানাল্লহ ! ইসলাম মানবস্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে কত সতর্ক !

✍ রাসূল (সাঃ) মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস জুবাইবীব (রাযিঃ) এর সঙ্গে এক আনসারী মহিলার বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে মহিলার পিতামাতা অস্বীকার করলে মহিলা নিজেই তার পিতামাতাকে বললেন, আপনারা কি রাসূল (সাঃ) এর প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন ? তিনি যদি ঐ ব্যক্তির আত্মীয়তা আপনাদের সাথে খুশী মনে করার জন্য রাযী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনারাও খুশী মনে রাযী হয়ে যান এবং ঐ ব্যক্তির সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেন। তখন তারা রাযী হলেন এবং সেই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিলেন। *(মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও আনাস রাযিঃ থেকে বর্ণিত সারমর্ম)* রাসূল (সাঃ) এর প্রতি একজন আনছারী মহিলার কি পরিমাণ মহাব্বত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লহ্ তা'আলা আমাদেরকেও রাসূল (সাঃ) এর এত্তেবা সাহাবায়ে-কিরামের মতো করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

উযূতে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ্ করা ঃ

📖 ইবনে বুরাইদা (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজ্জাশী[১] নবীজী (সাঃ)কে কালো রঙ্গের একজোড়া মোজা উপহার দেন, যা ছিল কারুকার্যহীন। তিনি মোজাদ্বয় পরিধান করেন, অতঃপর উযূ করেন এবং সেগুলোর উপর মাসেহ্ করেন।[২] *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৬৮পৃঃ ৭৩নং হাদীস)* **ব্যাখা ঃ** ১) তৎকালীন আবিসিনিয়ার বাদশাহর রাষ্ট্রীয় পদবী ছিল নাজ্জাশী। রাসূল (সাঃ) এর সমকালীন নাজ্জাশী খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন। ২) মোজার উপর মাসেহ্ করা সুন্নাত। প্রায় ৮০ জন সাহাবী মোজার উপর মাসেহ্ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

📖 হান্নাদ (রহঃ) ----- হাম্মাম ইবনুল হারিস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইবনে আব্দিল্লাহ পেশাব করলেন, অতঃপর উযূ করলেন এবং চামড়ার মোজায় মাসহ্ করলেন। তাঁকে বলা হলো আপনি কি করছেন ? তিনি বললেন, এ থেকে কেন আমি বিরত থাকবো ! আমি রাসূল (সাঃ)কে এরূপ করতে দেখেছি। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৮৮পৃঃ ৯৩নং হাদীস)*

মুসাফির ও মুকীম অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ্ করার সময় নির্ধারণ ঃ

📖 ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) ----- আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসেহর ব্যাপারে মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত সময় নির্ধারণ করেছেন। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১০৭পৃঃ ১২৮নং হাদীস/তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০৯, ১ঃ৯৯৮ঃ৩৩০ অন্য রেওয়ায়েতে)*

www.pathagar.com

উযূতে চামড়ার মোজা মাসহ্ করার সুফল ঃ মোজাহীন অবস্থায় পায়ে যে সমস্ত ধুলাবালি ও বিষাক্ত জীবাণু লেগে থাকে তা দূর করার জন্য পা ধোয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু মোজা পরিহিত থাকলে বাইরের ধুলাবালি দুষিত পদার্থ, রোগ-জীবাণু পায়ে লাগতে না পারার কারণে মোজার উপর দিয়ে মাসেহ্ করার বিধান দেয়া হয়েছে।

গোসলের পর উযূ না করা ঃ

📖 ইসমাঈল ইবনে মূসা (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবীজী (সাঃ) গোসলের পর উযূ করতেন না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ১০০পৃঃ ১০৭নং হাদীস)*

গোসলের উদ্দেশ্য ইসলামী হুকুম মোতাবেক শরীরকে পবিত্র করা। সেক্ষেত্রে গোসলের ফরয আদায় করে নিলে উযূর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে পুনরায় উযূ করা পানির অপচয় করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্যই ইসলামে গোসলের পর উযূ না করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

ফরয গোসল ঃ

📖 হযরত আয়িশা ও হযরত মায়মুনা (রাযিঃ) এর এসব হাদীস থেকে রাসূল (সাঃ) এর গোসলের পূর্ণ বিবরণ জানা যায়। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রথম উভয় হাত তিনবার ধৌত করতেন। (কেননা হস্তদ্বয় দ্বারাই সমগ্র শরীরকে গোসল দেওয়া হয়) এরপর তিনি ইস্তিঞ্জার জায়গা বাম হাতে ধৌত করতেন এবং ডানহাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন। অতঃপর বাম হাতকে মাটিতে ঘষে ঘষে খুব পরিষ্কার করতেন এবং এরপর উযূ করতেন। (উযূ প্রসঙ্গে তিনি তিনবার কুল্লি করতেন ও নাকে পানি দিয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার করতেন। এভাবে তিনি মুখ ও নাকের অভ্যন্তরভাগকে গোসল দিতেন। এছাড়া অভ্যাস অনুযায়ী দাড়ি খিলাল করে তার প্রতিটি চুলকে গোসল দিতেন এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌছাতেন। এরপর এমনিভাবে মাথার চুল গুরুত্বসহকারে ধৌত করতেন এবং প্রত্যেক চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌছানোর চেষ্টা করতেন। এরপর সমগ্র শরীরকে গোসল দিতেন। সর্বশেষে গোসলের জায়গা থেকে সরে গিয়ে পদদ্বয় ধৌত করতেন। এটা করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, গোসলের জায়গাটি পরিষ্কার ও পাকা ছিল না।) *(মাআরিফুল হাদীস)*

📖 হান্নাদ (রহঃ) ----- মায়মুনা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবীজী (সাঃ) এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি জানাবাতের গোসল করলেন। প্রথমে বাম হাতে রাখা পাত্রটি কাত করে ডান হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন। পরে পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং দেয়ালে কিংবা মাটিতে হাত দু'টি ঘষে ধুলেন। এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চেহারা ও দুই বাজু (বাহু) ধৌত করলেন। পরে মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন, তারপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। এরপর কিছুটা সরে গিয়ে দু'পা ধুলেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯৪, ১ম খন্ড ৯৭পৃঃ ১০৩নং হাদীস/নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ঃ১৫৬ঃ২৪৫)*

www.pathagar.com

📖 আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সাঃ) ফরয গোসল না করে নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করলে গুপ্তস্থান ধৌত করে নামাযের জন্য উযূর ন্যায় উযূ করে নিতেন। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ২১৫পৃঃ ২০০নং হাদীস)*

📖 আহমাদ ইবনে মানী' (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন কেউ ঘুম থেকে জেগে (তার শরীরে বা কাপড়ে) বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পেল কিন্তু স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে তার মনে পড়ে না, তার সম্পর্কে নবীজী (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তাকে গোসল করতে হবে। এমনিভাবে কারো যদি স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে কিন্তু জেগে কোনো আর্দ্রতা দেখতে না পায়, তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মু সালমা (রাযিঃ) তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! মেয়েদের কেউ যদি একই ধরনের কিছু দেখে তবে তাকেও কি গোসল করতে হবে ? রাসূল (সাঃ) বললেন হ্যাঁ, মেয়েরাতো পুরুষেরই অংশ। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৪, ১ম খন্ড ১০৪পৃঃ ১১৩নং হাদীস)*

📖 নাসর ইবনে আলী (রাযিঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবীজী (সাঃ) বলেছেন, প্রতিটি লোমের নীচে অপবিত্রতা বিদ্যমান। সুতরাং তোমরা চুল ধুয়ে নাও এবং তোমরা শরীরের চামড়া ভালো করে সাফ করে নাও। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৪, ১ম খন্ড ১০০পৃঃ ১০৬নং হাদীস)*

নারীর বীর্যপাত সম্পর্কিত হাদীস ঃ

📖 শুআয়ব ইবনে ইউসুফ (রহঃ) ----- উম্মে সালামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট বললো, ইয়া রাসূল্লাহ্ ! আল্লহ্ তাঁআলা সত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করেন না। নারীদের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন তার উপর কি গোসল ওয়াজিব হয় ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। এতে উম্মু সালামা হেসে দিলেন, তিনি বললেন, নারীরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, তা না হলে মায়ের সদৃশ হয় কিরূপে ? *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১৩৬পৃঃ ১৯৭নং হাদীস/মুয়াত্তা মালিক ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৮২, ১০৯পৃঃ ১৩৬নং হাদীস)*

ভূমিষ্ঠ সন্তান পিতা নাকি মাতার আকৃতি নেবে এ সম্পর্কিত হাদীস

📖 ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা বর্ণের এবং নারীর বীর্য হলদে বর্ণের। এতদুভয়ের যেটিই পূর্বে নির্গত হয় সন্তান তার সদৃশ হয়ে থাকে। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১৩৭পৃঃ ২০০নং হাদীস)*

প্রতি চল্লিশ দিন অন্তর মানবশিশু রূপান্তরের ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত হাদীস

📖 আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদূক (সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, আমাদের প্রত্যেকের শুক্র তার মাতৃউদরে ৪০ দিন জমাট থাকে এরপর ৪০ দিনে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। এরপর অনুরূপ

www.pathagar.com

৪০ দিনে তা একটি গোশ্ত পিন্ড রূপ নেয়। এরপর আল্লহ্ তাঁআলার তরফ থেকে একটি ফিরিশ্তা পাঠানো হয় সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয় আর তাকে চারটি বিষয়ে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর তা হলো এই -তার রিযিক, তার মৃত্যুক্ষণ, তার কর্ম এবং তার বদকার ও নেক্কার হওয়া। সেই সত্তর কসম যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জাহান্নামীদের মতো আমল করতে থাকে। অবশেষে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর তক্দীরের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের কাজকর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি জাহান্নামের কাজকর্ম করতে থাকে। অবশেষে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে। এরপর ভাগ্যলিপি তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকে। অবশেষে সে জান্নাতে দাখিল হয়। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৪, ৮ম খন্ড ৯৬৯-৯৬২পৃঃ ৬৪৮২নং হাদীস)*

✍ আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে বিজ্ঞান কত অনুন্নত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে সময় স্যাটেলাইট, কম্পিউটার, আলট্রাসনোগ্রাফী, মোবাইল ইন্টারনেট-তো দুরের কথা অনুবীক্ষণ যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়নি। তখনকার দিনে একমাত্র নবী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে মানব জন্মরহস্য উন্মোচন করা সম্ভব নয়। উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা বর্ণের আর নারীর বীর্য হলদে বর্ণের। পুরুষের বীর্য চর্মচোখে সাদা বর্ণের দেখা যায় কিন্তু নারীর বীর্য হলদে বর্ণের যা ১৮২৮ খৃস্টাব্দে ডন বেয়ার কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। রাসূলের উল্লেখিত সত্যবাণী উদ্ভাবন করতে বিজ্ঞানীদের প্রায় সাড়ে বারো শতাব্দী সময় লেগেছে। যিনি সাড়ে বারো শতাব্দী সময় পূর্বে বিনা পরীক্ষা নিরীক্ষায় অকপটে এ তথ্য বলে দিয়েছেন তিনি কত বড় মহাবিজ্ঞানী ?

হাদীসের দ্বিতীয় অংশে সন্তানের আকৃতি কিরূপ হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে, আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, শুক্র ও ডিম্বানুর সার্থক মিলনের ফলে জীবের বংশধারা ও ক্রোমোজমের আর্বিভাব ঘটে। ক্রোমোজম যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে শিশুটিও সেই সেই বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়ে থাকে। যেমন মুখমন্ডলের আকৃতি, নাকের গঠন, গায়ের রং, হাত-পায়ের নখের গঠন ইত্যাদি। ক্রোমোজমের মধ্যে মানুষের পিতৃপুরুষের বৈশিষ্ট্য, বংশগত, জাতিগত, পুরুষ-মহিলা এমনকি বাচ্চাছেলের বৈশিষ্ট্যও সংরক্ষিত থাকে।

ফরয গোসলে নাকে পানি দেয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, নাকের মধ্যে ঠান্ডা অনুভূতি সংগ্রাহক কোষ রয়েছে যা স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে ঠান্ডা অনুভূতি সংগ্রহ করে মস্তিষ্কে পৌছে দেয়, ফলে মস্তিষ্ক ঠান্ডা হয় এবং মস্তিষ্কের ইলেকট্রন কমে যায়।

ফরয গোসলের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ স্ত্রী-সহবাস বা অন্য যে কোনো কারণে বীর্যপাত ঘটলে ইসলামে গোসল ফরযের হুকুম রয়েছে। এ অবস্থায় গোসল না করলে শরীরে লাগা বীর্য থেকে ঘা ও নানাবিধ কঠিন রোগ হয়। এজন্যই হুযূর (সাঃ) স্ত্রী-সহবাস বা অন্য কোনো কারণে বীর্যপাত ঘটলে গোসলের হুকুম দিয়েছেন। মানুষের শরীরের সমস্ত শক্তি পুরুষাঙ্গের মাধ্যমে নির্গত হলে শরীরে দুর্বলতা বিষন্নতা অনুভূত হয় যা গোসলের মাধ্যমে দুরীভূত হয়ে শরীর হালকা মনে হয়। ফরয গোসল না করলে এর খারাব প্রভাব

www.pathagar.com

মানুষের দিলের উপর পড়ে এবং নেক আমলকে ত্রুটিযুক্ত করে ফেলে। তাছাড়া স্ত্রী-সহবাসের কারণে শরীর থেকে যে ঘাম বের হয়, উহা থেকে পরিচ্ছন্নতা লাভের জন্যও ফরয গোসলের বিধান এসেছে। যদি শীত বা অন্য কোনো কারণে গোসল করা সম্ভব না হয় তবে গুপ্তাঙ্গ অর্থাৎ যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বীর্য লেগেছে সে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ে ফেলার নির্দেশ ইসলামে দেয়া হয়েছে।

✍ আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মানুষের দেখার সম্পর্ক রেখেছেন চোখের সঙ্গে, চলার সম্পর্ক রেখেছেন পায়ের সঙ্গে, ধরার সম্পর্ক রেখেছেন হাতের সঙ্গে, কথা বলার সম্পর্ক রেখেছেন মুখের সঙ্গে; তেমনিভাবে মানুষের সুখ-শান্তি, ইয্যত-সফলতার সম্পর্ক আংশিক দ্বীনের মধ্যে রাখেননি, রেখেছেন পরিপূর্ণ দ্বীনের মধ্যে। কেহ যদি দেখার সম্পর্ক হাত দিয়ে করার জন্য সারা জীবন মেহনত করে তবে তার সারা জীবনের মেহনত ব্যর্থ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে রাসূল (সাঃ) এর এত্তেবা ব্যতীত যদি কেহ মাল, ডিগ্রী বা পদের মধ্যে শান্তি খোঁজে তবে তার সারা জীবনের মেহনত ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লহ্ তাঁআলা আমাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর পরিপূর্ণ এত্তেবা করে দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

বদ্ধ পানিতে পেশাব ও তাতে গোসল না করা ঃ

📖 মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ মুকরী (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে গোসলও না করে। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১৪৭পৃঃ ২২২নং হাদীস)*

বদ্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসল না করা ঃ

📖 সুলায়মান ইবনে দাউদ ও হারিছ ইবনে মিসকীন (রহঃ) ----- বুকায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ সায়িব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জানাবত অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১৪৬পৃঃ ২২৯নং হাদীস)*

বদ্ধ পানিতে পেশাব ও তাতে গোসল না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ বদ্ধ পানি স্থির থাকার কারণে উক্ত পানিতে ময়লা-আর্বজনা ও রোগ-জীবাণু খুব সহজেই বংশবিস্তার লাভ করে। কিন্তু পানি প্রবাহমান (জারী) থাকলে উক্ত পানিতে ময়লা-আর্বজনা ও রোগ-জীবাণু বংশবিস্তার করতে পারে না। এগুলি স্রোতের প্রভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়। এজন্যই রাসূল (সাঃ) পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।

ছোট মেয়ের পেশাব ধুতে হবে ছোট ছেলের পেশাবে পানি ছিটাতে হবে

📖 মুজাহিদ ইবনে মূসা (রহঃ) ----- আবুস্ সামাহ (রাযিঃ)[১] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, ছোট মেয়ের পেশাব ধুয়ে ফেলতে আর ছোট ছেলের পেশাবের উপর পানি ছিটাতে[২] হবে। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১৭৯পৃঃ ৩০৫নং হাদীস/অহাবী মুঃ মূসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০৯, ১ঃ২২৩ঃ৩৭০ আলী রাযিঃ রেওয়ায়েকে)* ব্যাখ্যা ঃ ১. যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর খাদেম ছিলেন। ২. আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে ছোট

www.pathagar.com

ছেলের পেশাবে পানি ঢেলে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং এ হাদীসে পানি ছিটিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর উদ্দেশ্য এই নয় যে, পেশাব না ধুয়ে কেবলমাত্র পানি ছিটিয়ে দিলে পাক হবে; বরং এর অর্থ এই যে, ছোট ছেলের পেশাব হালকাভাবে ধৌত করলেও চলবে। কারণ আরবগণ তাদের কথোপকথনে النضح (পানি ছিটিয়ে দেয়া) বলে পানি প্রবাহিত হওয়া বা করা বুঝিয়ে থাকেন। ছেলেদের পেশাব সংকীর্ণ পথে নির্গত হওয়ার কারণে তা এক জায়গায় পতিত হয়। আর মেয়েদের পেশাব প্রশস্ত পথে নির্গত হওয়ার কারণে তা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পতিত হয়। তাই নবীজী শিশুর পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়ার কথা বলে একই স্থানে পানি ঢেলে দেয়া বুঝিয়েছেন। কারণ তিনি শুধু পেশাব নির্গত হওয়ার পথের সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততার ভিত্তিতে এই নাপাক দূর করার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দেশ করেছেন।

ঋতুবতী মহিলা ও জানাবতওয়ালা কুরআন তেলাওয়াত করবে না ঃ

📖 হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) এর রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, ঋতুবতী মহিলা ও জানাবাতওয়ালা লোক কুরআন পাকের কোনো অংশ পাঠ করবে না। অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন মজীদের তিলাওয়াত তাদের জন্য নিষিদ্ধ। *(তিরমিযী/মাআরিফুল হাদীস)*

সাধ্যানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা ঃ

পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা ঃ

📖 নুফায়লী (রহঃ) ----- জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার রাসূল (সাঃ) আমাদের কাছে এসে এক ব্যক্তির মাথার চুল আলুথালু দেখে বলেন, এ ব্যক্তির কি চুল আঁচড়ানোর মতো কেউ নেই ? অপর ব্যক্তির পরিধানে ময়লা কাপড় দেখে বললেন, সেকি কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য পানি পায়না। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৯১৪পৃঃ ৪০৯৮নং হাদীস)*

📖 নুফায়লী (রহঃ) ----- আবুল আহওয়াস (রাযিঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি নবীজী (সাঃ) এর নিকট ময়লা কাপড় পড়ে গেলে তিনি বলেন, তুমি কি মালদার নও ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোন্ ধরনের মালের অধিকারী ? জবাবে তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ আমাকে উট, বকরী, ঘোড়ার পাল, গোলাম দান করেছেন। তিনি বলেন, যখন আল্লহ্ তা'আলা তোমাকে মালদার করেছেন তখন তাঁর নিয়ামত ও কারামতের নিদর্শন তোমার মাঝে প্রকাশ পাওয়া উচিত। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৯১৪পৃঃ ৪০৯৯নং হাদীস)*

পরিচ্ছন্ন পোশাকের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ প্রত্যেক বস্তু থেকে অদৃশ্য আলোকরশ্মি নির্গত হয়। অপরিচ্ছন্ন পোশাক থেকে নেগেটিভ আলোকরশ্মি (Negative Ray) নির্গত হয় যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অপরিচ্ছন্ন পোশাক ও শরীর রোগ-জীবাণু বহন করে থাকে। নামাযী ব্যক্তির পোশাক ও শরীর পরিচ্ছন্ন হলে এর সুপ্রভাব নামাযের মধ্যে পড়ে; আবার পোশাক ও শরীর যদি অপরিচ্ছন্ন হয় তবে এর কুপ্রভাবও

www.pathagar.com

নামাযের মধ্যে পড়ে। অপরিচ্ছন্নতা থেকে অধিকাংশ চর্মরোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। রাসূল (সাঃ) কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন তা উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

✍ কাউকে যদি বলা হয় যে, একটা বটের বীজের মধ্যে হাজার হাজার বটগাছ, লক্ষ লক্ষ মণ কাঠ রয়েছে, তবে তা কারো দেমাগে (বুদ্ধিতে) ধরবে না এবং যা দেখানোও সম্ভব নয়। বটগাছের বীজের পিছনে যখন সহীহ্ তরতীবে মেহনত করা হবে তখন উক্ত বটগাছের একটা বীজ থেকে একটা বটগাছ হবে এবং ঐ বটগাছের বীজ থেকে হাজার হাজার বটগাছ লক্ষ লক্ষ মণ কাঠ তৈরী হবে। তেমনিভাবে রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতের মধ্যে এমন নূর বা পারমাণবিক শক্তি রয়েছে যা দেখানো যায় না। আল্লহ্ তা'আলার নিজাম বা সিস্টেম হচ্ছে, যখন কালিমার বুলন্দির জন্য ও সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারের জন্য কুরবানী মোজাহাদা বরদাস্ত করবে তখন সুন্নাতের শক্তিকে জাহির করেন।

অপরিচ্ছন্ন পোশাক যেমন নিজের কাছে বিরক্তিকর তেমনিভাবে অপরের নিকটও বিরক্তিকর ও মানসিক অস্থিরতার কারণ। এজন্যই সকলেই ভদ্র সমাজে যাওয়ার পূর্বে হাত-মুখ ধৌত করে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি করে নেওয়াটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। বাদশাহের দরবারে পোশাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেমন জরুরী, তেমনিভাবে যিনি বাদশাহর বাদশাহ্ নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সামনেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। পাক-পবিত্র পোশাক মনের স্থিরতা ও অন্তরে প্রশান্তি আনায়ন করে যার প্রভাব কিছুটা হলেও আমলের উপর পড়ে। আর পোশাক নাপাক হলে ইবাদতও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়।

শরীরের পরিচ্ছন্নতা ঃ

📖 হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে, সাধ্যানুযায়ী পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা হাসিল করবে এবং তৈল ব্যবহার করবে অথবা নিজ ঘরে যদি সুগন্ধির ব্যবস্থা থাকে তবে উহা ব্যবহার করবে, তারপর মাস্‌জিদে উপস্থিত হয়ে যেখানে স্থান পায় সেখানেই বসে পড়বে, কাউকে কষ্ট দিয়ে মধ্যস্থলে বসবে না, তারপর যথাসাধ্য নামায পড়বে, ইমামের খুতবা দানকালে চুপ থাকবে, ঐ ব্যক্তির এক সপ্তাহের গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ১ম খণ্ড ৩৮৯পৃঃ ৫০২নং হাদীস)*

📖 হযরত ইবনে উমার (রাযিঃ) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, মুসলমানগণ ! তোমরা তোমাদের শরীরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখবে। *(তিবরানী)*

📖 আলী ইবনে হাসান আল-কূফী (রহঃ) ----- বারা ইবনে আযিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিধান হলো তারা যেন জুমুআর দিন গোসল করে এবং তার পরিবারের সুগন্ধি ব্যবহার করে। যদি সে সুগন্ধি না পায় তবে পানিই হলো তার সুগন্ধি। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো- ৯৩, ২য় খণ্ড ৩১৭পৃঃ ৫২৮নং হাদীস)*

www.pathagar.com

📖 আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জুমুআর দিনের গোসল ওয়াজিব প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ৯৩৩পৃঃ ৪৯৬নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৯ঃ৩৮৮ঃ৪৯৯ অতিরিক্ত সুগন্ধি ব্যবহারের কথা বলা আছে।)*

📖 তাউস (রহঃ) বর্ণনা করেছেন আমি ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে বললাম, লোকেরা বর্ণনা করে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা জুমুআর দিন গোসল করবে, ভালভাবে মাথা ধুবে যদিও ফরয গোসলের নাপাক না হও এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, গোসল সম্পর্কে আমার এই আদেশ জানা আছে; সুগন্ধি সম্পর্কে আদেশ আমার জানা নেই। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ৩৮৭পৃঃ ৪৯৭নং হাদীস)*

শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুফল ঃ গোসলের দ্বারা দেহের চলমান রক্ত নবজীবন লাভ করে, যা মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনায়ন করে। খালি চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসজীবাণু যা ধুলাবালি ও ময়লা আবর্জনার সাথে মিশে থেকে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে শরীরকে রোগাক্রান্ত করার সম্ভাবনা থাকে, যা গোসলের দ্বারা বহুলাংশে দূরীভূত হয়।

✍ ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থতার পথপ্রদর্শক। মানুষের শরীরে ধুলাবালি লাগলে শরীরে মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়; যার ফলে শরীরে দুর্বলতা ও বিষণ্নতা অনুভূত হয় যা গোসলের মাধ্যমে দুরীভূত হয়ে শরীর হালকা মনে হয়। গোসল না করলে অপরিচ্ছন্নতার খারাব প্রভাব মানুষের দিলের উপর পড়ে এবং নেক আমলে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে নেক আমলকে ত্রুটিযুক্ত করে ফেলে। শরীরের পরিচ্ছন্নতা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা আনায়ন করে। শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় এবং শরীর নোংরা অবস্থায় মনের অবস্থা কখনও একরকম হয় না। পরীক্ষা করলে দেখা যায় গোসল পূর্ববর্তী মনের অবস্থা এবং গোসল পরবর্তী মনের অবস্থার মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যাবধান।

দাঁতের পরিচ্ছন্নতা ঃ

📖 উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, সাওমকারীর উত্তম গুণাবলী হলো মিস্‌ওয়াক করা। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-২০০৯, ২য় খন্ড ৯৫পৃঃ ১৬৭৭নং হাদীস)*

📖 ইব্রাহীম ইবনে মূসা ----- যায়িদ ইবনে খালিদ আল যুহনী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্‌ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। হযরত আবূ সালমা (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমি যায়িদ (রাযিঃ)কে মাসজিদে এমতাবস্থায় বসতে দেখেছি যে, মিস্‌ওয়াক ছিল তাঁর কানের ঐ স্থানে যেখানে সাধারণত লেখকের কলম থাকে। অতঃপর যখনই তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াতেন মিস্‌ওয়াক করে নিতেন। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ৯ম খন্ড ২৪পৃঃ ৪৭নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪; ১ঃ২৬ঃ২২ অনুরূপ/ আহমাদ)*

📖 আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদের সম্মুখ দেয়ালে থুথু বা কফ দেখতে পেয়ে উহা পরিষ্কার করে দিলেন। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ২৫৫পৃঃ ২৬৭নং হাদীস)*

www.pathagar.com

গৃহের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ঃ

📖 হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেন, মুসলমানগণ তোমরা তোমাদের গৃহের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। যারা গৃহের আঙিনাকে নোংরা রাখে তারা ইয়াহুদীদের মতো। *(বুখারী/মুসলিম/মুসনদে আহমদ)*

বাম পায়ে নাক সিকনি মলে নেয়া ঃ

📖 সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (রহঃ) ----- আবুল আলা ইবনে শিখখীর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে আমি দেখলাম যে, তিনি নাক ঝাড়লেন এবং তাঁর বাম পা দ্বারা মলে ফেললেন। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ৪০৪পৃঃ ৭৩০নং হাদীস)*

📖 যেসব কাজে আবর্জনা ছাফ করার ব্যাপার থাকত এবং হাতে নাপাকী লাগার আশঙ্কা থাকত; যেমন নাক সাফ করা, প্রসাব পায়খানায় পানি লওয়া, জুতা উঠানো ইত্যাদি সেগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সকল কাজে তিনি (রাসূল সাঃ) ডানহাত ব্যবহার করা পছন্দ করতেন। *(যাদুল মাআদ/শামায়েল)*

বাম পায়ে নাক সিকনি মলে নেয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ হাঁচি, কাশি, থুথু, কফ, নাক-সিকনি থেকে নেগেটিভরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। আবার বাম হাত থেকেও নেগেটিভরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এজন্য বাম হাত দিয়ে নাক-সিকনি ঝেড়ে বাম পায়ে মলে নিলে নেগেটিভের সঙ্গে নেগেটিভের কোনো খারাপ ক্রিয়া করে না।

আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করা ঃ

📖 আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর একটি আতরদানী ছিল। তিনি তা থেকে আতর ব্যবহার করতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১৪৫পৃঃ ২১৬নং হাদীস)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে হাতিম আল বাগদাদী (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) গৃহে মাসজিদ বানাতে এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও তাতে সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৪, ২য় খন্ড ৪০৪পৃঃ ৫৯৪নং হাদীস সফর অধ্যায়)* নবীজী (সাঃ) এর একটি আতরদানী ছিল, তা থেকে তিনি আতর ব্যবহার করতেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ- ৮৮, ১ম খন্ড ১১৬নং হাদীস)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (রহঃ) ----- সাঈদ ইবনে জুবায়র হতে বর্ণিত যে, ইবনে উমার (রাযিঃ) (ইহরাম বাঁধাবস্থায়) যায়তুন তৈল ব্যবহার করতেন। (রাবী মানসুর বলেন) এ বিষয়ে উমার (রাযিঃ) এর ইব্রাহীমের (নাখয়ী রহঃ এর) নিকট পেশ করলে তিনি বললেন, তার কথায় তোমার কি দরকার ! আমাকে তো আসওয়াদ আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ইহরাম বাঁধাবস্থায় রাসূল (সাঃ) এর সিথিতে যে সুগন্ধি তৈল চিকচিক করছিল তা যেন আজও আমি দেখতে পাচ্ছি। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ এপ্রিল- ৯৯, ৩য় খন্ড ১০০পৃঃ ৯৪৪০নং হাদীস)*

www.pathagar.com

📖 নাসর ইবনে আলী (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজীর নিকট এক ধরনের মিশ্রিত খুশবু ছিল যা তিনি সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ১৫৬পৃঃ ৪৯১৫নং হাদীস)*

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ (রহঃ) ----- নবী সহধর্মিনী আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় আমি রাসূল (সাঃ) এর গায়ে সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে ইহ্‌রাম খোলার সময়। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ এপ্রিল- ৯৯, ৩য় খন্ড ১০০পৃঃ ১৪৪৯নং হাদীস)* রাসূল (সাঃ) সুগন্ধি খুব পছন্দ করতেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৮৮, ১ম খন্ড ১৯৩পৃঃ)*

আতর ও সুগন্ধি ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, সুগন্ধি শরীরের সুস্থতা ও সজীবতায় যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। খুশবু স্নায়ুতে প্রফুল্লতা ও চঞ্চলতা সৃষ্টি করে। সুগন্ধিযুক্ত স্থানে অবস্থান করলে মানুষের মন ও মেজাজের মধ্যে সজীবতা ও উৎফুল্লতা বিরাজ করে কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে অবস্থান করলে মন-মেজাজের মধ্যে বিরক্তি ও অস্থিরতা প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয় দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। এজন্যই রাসূল (সাঃ) আতর ব্যবহারের করতেন যা কোনো অবৈজ্ঞানিক পন্থা নয়।

সমুদ্রের পানি পাক ঃ

📖 কুতায়বা ও আল-আনসারী ইসহাক ইবনে মূসা (রহঃ) ---- আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি একবার রাসূল (সাঃ)কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, অনেক সময় আমাদের সমুদ্র সফর করতে হয়। তখন সামান্য পানি আমরা সাথে নিয়ে যাই। যদি সে পানি দিয়ে উযূ করতে যাই তবে আমাদের পিপাসিত থাকতে হয়। সুতরাং আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযূ করতে পারি ? রাসূল (সাঃ) বললেন, এর পানি পাক এবং (সামদ্রিক) মৃদ্রা পবিত্র। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯৪, ১ম খন্ড ৬৫পৃঃ ৬৯নং হাদীস/নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ঃ১৯৮ঃ৩৩৩)*

প্রবাহিত পানিতে নাপাকী পতিত হওয়া সত্ত্বেও তা পাক হওয়ার কারণ ঃ

প্রবাহিত পানিতে নাপাকী পড়লে উহা পানির স্রোত বা প্রবাহের সাথে চলে যায় ফলে আর নাপাকী থাকে না। এজন্যই প্রবাহিত পানিকে পাক বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪র্থ অধ্যায়

নামায ও আধুনিক বিজ্ঞান

নামাযের সীমাহীন লাভ না জানার কারণে অনেক মুসলমানই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না। নামায আদায়ের দ্বারা দুই লাভ। একে তো দুনিয়ার লাভ। দ্বিতীয়তঃ আখিরাতের লাভ। দুনিয়ার লাভ হচ্ছে, শরীরকে সুস্থ, সতেজ, সবল, কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী রাখতে নামায একটি পরিপূর্ণ মাত্রার ব্যায়াম। প্রায় সমস্ত প্রকার ব্যায়ামই নামাযের মধ্যে রয়েছে। নামাযের সময় নির্ধারিত থাকায় সমস্ত কাজের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আসে। ফজরের নামায আদায়ের জন্য মাস্‌জিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া আসার দ্বারা প্রথমতঃ মর্নিং ওয়াক হয়ে যায় দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণের মাধ্যমে শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। কারো বাড়ী থেকে যদি মাস্‌জিদ ২০০ মিটার দূরে হয়, তবে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য মাস্‌জিদে যাওয়া আসার দ্বারা দৈনিক দুই কিলোমিটার পথ হাঁটা হয়ে যায়। উযূর দ্বারা শরীরের অনাবৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির ধুলাবালি ও ময়লা পরিষ্কার হয়ে শরীর হালকা ও সতেজ মনে হয়। রুকু সিজ্‌দার দ্বারা শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম হয়ে যায়। আর আখিরাতের লাভ হচ্ছে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ-তো রয়েই গেছে।

কারো যদি একটা হাত না থাকে তাহলে সে সাইকেল চালাতে পারে না কিন্তু যদি কারো দুটো হাত না থাকে তবে কি সে সাইকেল চালাতে পারবে ? কখনও সাইকেল চালাতে পারবে না; সাইকেল চালাতে পারার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আল্লহ্ রব্বুল ইয্যত ইসলামের হুকুম আহকামকে এমন সহজ করে দিছেন যে, যার দু'টো হাত নেই সেও ইসলামের হুকুম মানতে পারে; যার দু'টো পা নেই সেও ইসলামের হুকুম মানতে পারে। যদি কেহ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে না পারে তবে সে বসে আদায় করবে, যদি কেহ বসেও নামায আদায় করতে অসামর্থ হয় তবে সে শুয়ে শুয়ে আদায় করে নিলেও ইসলামের হুকুম পুরা হয়ে যাবে। আল্লহ্ তা'আলা আমাদের জন্য ইসলামের হুকুম আহকামকে কত সহজ করে দিয়েছেন ? এরপরও যদি আমরা ইসলামের হুকুম আহকাম আদায় না করি, তবে এর চে বড় দুর্ভাগা আর কে হতে পারে !

✍ মানুষের শরীরের মধ্যে রূহানী ও নফসানী উভয় শক্তিই বিদ্যমান। ঈমানী (হকের দাওয়াতের) মেহনতের দ্বারা রূহানীশক্তি নফ্‌সানী শক্তির উপর শক্তিশালী হয়ে নফ্‌সকে অধীন করে, যে কারণে নফ্‌সের খায়েশকে কুরবাণী করে আহকাম পুরা করা আছান হয়ে যাবে। জিকিরের ওয়াদা পুরা হবে যিকিরের হাদীস মুখস্ত করলে নয় বরং যিকিরের হাক্বীকত হাসিল করলে। নামাযের আহকাম জানলেই নামাযের ওয়াদা পুরা হবে না। নামাযকে মেহনত করে হাক্বীকত পর্যন্ত পৌছাতে হবে। একীন ও এখলাসের সাথে আল্লাহ্ যে রকম চান সে রকম করলে আল্লাহ্ ওয়াদা পুরা করবেন।

রূহ আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক চলে, ফেরেশ্‌তার লাইনে আগে বাড়ে। শরীর যমীনে থাকে আর রূহ আরশ পর্যন্ত পৌছে যায়। নফ্‌স স্বাধীন মোতাবেক চলে, হায়ানের লাইনে আগে বেড়ে চেহারা মানুষের আকৃতি থাকলেও হায়য়ান, শুকর ও কুর্তার পর্যায়ে পৌছে যায়।

www.pathagar.com

নামাযে শেফা রয়েছে সম্পর্কিত হাদীস ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি পেটের ব্যথায় অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ হুরায়রা, তোমার কি পেটে ব্যথা ? আমি আরোয করলাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! হুযূর (সাঃ) বললেন, উঠো নামায পড়ো। কেননা নামাযে শেফা (আরোগ্য) রয়েছে। *(ইবনে মাজাহ্)*

ইতিকাফ / মেডিকেল রেস্ট ঃ

মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ও আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত রামাযানের (রমাযান মাসের) শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৫, ৩য় খন্ড ৯৩৮পৃঃ ৭৮৮নং হাদীস)*

ইতিকাফের সুফল ঃ অন্তর ও মস্তিষ্কের স্থিরতার উপর নির্ভর করে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা। ইতিকাফ অথবা মুরাকাবার ফলে অন্তরের মধ্যে স্থিরতা আসে। ফলে অন্তর সজীব, শরীর পাতলা ও স্বাচ্ছন্দ্যময় মনে হয়। ইতিকাফ অথবা মুরাকাবা মানুষিক দুশ্চিন্তামুক্ত করে শারীরিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

লম্বা জুব্বা পরিধান করা, দাড়ি রাখা, টুপি পরা, পাগড়ী পরা, নামায আদায় করাকে ইবাদত মনে করি কিন্তু হুযূর আকরাম (সাঃ) এর দিলের মধ্যে যে ফিকির ছিল সেটা কি সুন্নাত নয় ? আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর আমাদেরকে জাহেরী সুন্নাতের সঙ্গে সঙ্গেই বাতেনী সুন্নাতের উপরও আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

নামাযের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ নামায হলো সর্বোত্তম ব্যায়াম। ইহা অলসতা, বিষন্নতা দূর করে মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কর্মে শৃঙ্খলা এনে দেয়। নামায অসময়ে কাজ-কর্ম, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। সূর্যোদয়ের একঘন্টা পূর্বের নির্মল বায়ু স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এই বায়ু মানুষের মস্তিষ্ককে সবল করে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, ফুসফুসকে সতেজ করে ও মনে আনন্দ দান করে।

পাকিস্তানী ডাক্তার মাজের জামান উসমানী ইউরোপে ফিজিওথেরাপীতে উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করতে গেলে, তাকে হুবহু নামাযের ন্যায় এক ব্যায়াম পড়ানো ও বুঝানো হলে তিনি এই ব্যায়াম দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, এতদিন আমরা নামাযকে ধর্মীয় ইবাদত মনে করে আদায় করে আসছিলাম কিন্তু এখন দেখছি এই নামাযের মধ্যেই রয়েছে (১) মানসিক রোগ (২) স্নায়ুবিক রোগ (৩) অস্থিরতা, ডেপরিশন, ব্যাকুলতার রোগ (৪) মনস্তাত্ত্বিক রোগ (৫) হার্টের রোগ (৬) জোড়া রোগ (৭) ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ (৮) পাকস্থলী ও আলসার রোগ (৯) ডায়াবেটিস ও তার প্রভাব (১০) চক্ষু ও গলা রোগর শেফা। *(সুন্নতে রাসুল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ৬০পৃঃ বঙ্গঃ মাওঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

www.pathagar.com

✍ যমীনের ফসল হচ্ছে দেহের খাদ্য, আর রূহের খাদ্য বা খোরাক হচ্ছে ইবাদত। গবেষণায় দেখা গেছে, নামাযী ব্যক্তির চেহারায় একপ্রকার উৎফুল্লতাভাব পরিলক্ষিত হয় যা বেনামাযীর চেহারায় পরিলক্ষিত হয় না। কোনো ব্যক্তি নামাযে দন্ডায়মান অবস্থায় শরীরের নিম্নভাগে রক্তের চাপ বেশি থাকে। আবার সিজ্‌দায় গেলে উপরিভাগে রক্তের চাপ বেশি থাকে। ফলে শরীরের সর্বত্র পরিমাণ মতো রক্ত আসা-যাওয়া করতে পারে, যে কারণে অনেক রোগ এমনিতেই ভালো হয়ে যায়।

ইসলাম দুনিয়ার যিন্দেগীকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আখিরাতের যিন্দেগীর দাওয়াত দিয়েছে তাও নয়। ইসলাম ধর্ম দুনিয়া ও আখিরাতের সুফল বয়ে নিয়ে আসে এমন যিন্দেগীর দাওয়াত দেয়। আল্লহ্ তা'আলা আমাদেরকে পরিপূর্ণ ইসলামী যিন্দেগী হাসিলের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সুফল হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

নামাযের খুশু-খুযুর বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ক্রোধ, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিশোধস্পৃহা মানুষের শিরাতন্ত্রী ও ইন্দ্রিয়সমূহ কুঁকড়ে দিয়ে মানবস্বাস্থ্যের উপর খারাব প্রভাব ফেলে। মাদকসেবন, ধুমপান, হাই-ব্লাডপ্রেশার ও ডায়াবেটিসের কারণে মানুষ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ক্রোধ, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিশোধস্পৃহার কারণেও মানুষ অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এ প্রকৃতির মানুষেরা মানসিক ব্যাধি ও নানাবিধ কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। জীবন নিঃশেষ হয়ে যায়, তবুও এসব মানসিক রোগব্যাধি থেকে বাঁচা যায় না, ওষুধ এক্ষেত্রে কাজ করে না। একমাত্র নামাযের খুশুখুযুই এসব মারাত্মক মানসিক ব্যাধি দূর করতে পারে।

ফরয নামায মাস্‌জিদে আদায় করা ঃ

📖 ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন অন্ধ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট এসে বললেন, আমার এমন কোনো পথপ্রদর্শক নেই, যে আমাকে সালাতে নিয়ে যায়। সে ব্যক্তি তাঁর নিকট নিজ ঘরে সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। যখন ঐ ব্যক্তি চলে গেলেন তখন তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তার উত্তর দাও (অর্থাৎ আযানের উত্তর দাও এবং জামাআতে উপস্থিত হও)। *(নাসাঈ বঙ্গঃ ইফাবা ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ৪৬৮পৃঃ ৮৫৩নং হাদীস)*

ফরয নামায মাস্‌জিদে পড়ার সুফল ঃ ফরয নামায মাস্‌জিদে গিয়ে পড়লে মাস্‌জিদে যাওয়া আসার দ্বারা একদিকে হাঁটাচলার মাধ্যমে শারীরিক ব্যায়াম হয় অন্যদিকে মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার মাস্‌জিদে একত্রিত হলে পারস্পরিক মত বিনিময়ের ব্যবস্থা হবে, ফলে অপরের দুঃখ-বেদনা অবগত হয়ে তা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবে।

ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামাযের দ্বারা গৃহ আবাদ ঃ

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, (নফল) নামায আমার ঘরে পড়া ভালো না মাস্‌জিদে পড়া ভালো ?

www.pathagar.com

তিনি বলেন, তুমি-তো দেখছো, আমার ঘর মাসজিদের কত নিকটে তথাপি ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামায আমি আমার ঘরে পড়তেই ভালবাসি। *(শামায়েলে তিরমিযী ২০ সাফা মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১৯৯পৃঃ ২৯৭নং হাদীস/বুখারী ১ঃ১৫৮/মুসলিম ১ঃ২৬৬/আবু দাউদ ১ঃ৪৯/তিরমিযী ১ঃ১০২-১০৩)*

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলার সময় কাঁধ বরাবর হাত উঠানো ঃ

📖 হযরত উয়ায়েল ইবনে হুযর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (সাঃ)কে দেখেছেন, যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমনভাবে উভয় হাত উঠাতেন যে, তা কাঁধ বরাবর থাকত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কান বরাবর হতো। *(আবু দাউদ ১ম খন্ড ১০৫পৃঃ)*

তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা বলার সময় দু'হাত কান পর্যন্ত উঠাবার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ দু'হাত কান বরাবর উঠালে কাঁধ ও গলার ব্যায়াম হয় যা মানসিক রোগীদের জন্য খুবই উপকারী।

সৈনিক অস্ত্র দু'হাতে ধরে মাথার উপর উঠিয়ে নিজেকে আত্মসমার্পণ করে, যাতে বিজয়ী বাহিনীর নিকট থেকে সে কিছু সহানুভূতি পেতে পারে। তেমনিভাবে বান্দা নিজের অসহায়াত্ব ও মুখাপেক্ষীতা আল্লহ্ তাঁআলার দরবারে পেশ করার জন্য ও রিক্তহস্তে আল্লহ্ তাঁআলার দরবারে আত্মসমার্পণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লহ্ তাঁআলা এ বিধান দিয়েছেন।

বাম হাতের উপর ডানহাত রেখে নামায আদায় করা ঃ

📖 মুহাম্মদ ইবনে বাক্‌কার ----- ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি ডান হাতের উপর বামহাত রেখে নামায পড়েছিলেন। নবীজী (সাঃ) তা দেখতে পেয়ে তার বাম হাতের উপর ডানহাত রেখে দেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-'৯০, ১ম খন্ড ৪১০পৃঃ ৭৫৫নং হাদীস/নাছায়ী /ইবনে মাজাহ্)*

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- কাবীসা ইবনে হুলব তাঁর পিতা হুলব (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) যখন আমাদের ইমামতি করতেন তখন ডানহাত দিয়ে বামহাত ধারণ করতেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ ২য় সংস্করণ জুন- ৯৪, ১ম খন্ড ২৪১পৃঃ ২৫২নং হাদীস)*

বাম হাতের উপর ডানহাত রাখার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের ডানহাত থেকে অদৃশ্য পজেটিভ আলোকরশ্মি (Positive Ray) নির্গত হয় এবং বামহাত থেকে অদৃশ্য নেগেটিভ আলোকরশ্মি (Negative Ray) নির্গত হয়। নামাযীর দৃষ্টি দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে থাকে। যেহেতু দৃষ্টি বাম হাতের উপর স্থাপিত ডান হাতের উপর দিয়ে সিজদার স্থানে পতিত হয়, ফলে দৃষ্টি পজেটিভরশ্মি অতিক্রম করে যা চোখের জন্য খুব উপকারী। তাছাড়াও কোনো কোনো চিকিৎসক প্যারালাইসিস রোগীদের জন্য পরামর্শ দেন, তারা যেন বাম হাতের উপর ডানহাত রেখে কিছুসময় বসে থাকেন, তাহলে একহাত থেকে নির্গত আলোকরশ্মি অপর হাতে স্থানান্তরিত

www.pathagar.com

হয়ে হাত নড়াচড়া করার শক্তি সঞ্চয়ে সহায়তা করে। *(সুন্নতে রাসুল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ৬৫-৬৬পৃঃ প্রকাশকাল ১৪২০ হিজরী বঙ্গাঃ মাওঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

পুরুষের নাভির নীচে হাত বাঁধার ৫টি হাদীস ঃ

(১) মুহাম্মদ ইবনে মাহবুব ----- আবূ জুহাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। আলী (রাযিঃ) বলেন, নামাযরত অবস্থায় নাভির নীচে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখা সুন্নাতের অন্তর্গত। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯০, ১ম খন্ড ৪১০পৃঃ ৭৫৬নং হাদীস)*

(২) মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা ----- ইবনে জুরাইজ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রাযিঃ)কে নামাযে নাভির উপরে ডানহাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরে রাখতে দেখেছি। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে নাভির উপরে বর্ণিত আছে। আর আবূ মিজলায বলেছেন, নাভির নীচে। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে কিন্তু তা তেমন শক্তিশালী নয়। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯০, ১ম খন্ড ৪১০পৃঃ ৭৫৭নং হাদীস 'কিতাবুস সালাত' অধ্যায়)*

(৩) মুসাদ্দাদ ----- আবূ ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেছেন, আমি নামাযে নাভির নীচে (বাম) হাতের উপর (ডান) হাত রাখি। আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কর্তৃক আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল কূফীকে দুর্বল রাবী হিসাবে অবহিত করতে শুনেছি। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯০, ১ম খন্ড ৪১০-৪১১পৃঃ ৭৫৮নং হাদীস)*

(৪) হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হাজার বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন আমি হুযূর (সাঃ)কে নামাযের মধ্যে দেখেছি যে, তিনি ডানহাত বাম হাতের উপর নাভির নীচে বেঁধেছেন। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১ম খন্ড ৩৯০পৃঃ)*

(৫) নবীজী (সাঃ) তাকফীর থেকে নিষেধ করেছেন। আর তাকফীর হলো বুকের উপর হাত বাঁধা। *(আল-বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ ৩য় খন্ড ৯পৃঃ)*

পুরুষের নাভীর নীচে হাত বাঁধার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পাকিস্তানের বিশিষ্ট ডাঃ তারেক মাহমুদ বলেন, মানুষের ডানহাত থেকে নির্গত পজেটিভ আলোকরশ্মি ও বামহাত থেকে নির্গত নেগেটিভ আলোকরশ্মি মিশ্রিত হয়ে এমন ক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা নাভীর মাধ্যমে উদরস্থ শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে হৃদপিন্ডকে শক্তিশালী ও যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে।

নামাযে মহিলাদের বুকের উপর হাত বাঁধা ঃ

📖 মহিলাদের হাত বুকের উপর বাঁধা। *(শামী ১ঃ৪৮৭/নূরুল ঈযাহ ৭১সাফা)*

মহিলাদের সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো তারা তাদের বুকের উপর হাত রাখবে। এটাই তাদের জন্য সুন্নাত। *(সিআয়াহ ১৫৬ঃ২ মাওঃ আব্দুল হাই লাখনভী রহঃ)* মহিলারা উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠায়ে ছিনার উপর বাম হাতের উপর ডানহাত রাখবে। *(মালাবুদ্দা মিনহ বঙ্গাঃ মাওঃ হাফিজুর রহমান যশোরী ৫৫পৃঃ)*

www.pathagar.com

মহিলাদের বুকের উপর হাত বাঁধার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ডঃ ডারউইনের মতে মহিলারা যখন বুকের উপর হাত বেঁধে আল্লহ্ তাঁআলার প্রতি মনোযোগী হয়, তখন হালকা নীল ও সাদা রঙ্গের এক বিশেষ আলোকরশ্মি সৃষ্টি হয় যা নারীর দেহাভ্যন্তরে আসা-যাওয়া করতে থাকে। যার ফলে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তার কখনও ক্যান্সার রোগ হয় না। *(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ৭৫ পৃঃ প্রকাশকাল ১৪২০ হিজরী বঙ্গাঃ মাওঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

✍ নামাযে হাত বেঁধে আত্মসমার্পণ করাটাই পূর্ণাঙ্গ আত্মসমার্পণ নয়। জবানের আত্মসমার্পণ করতে হবে। দৃষ্টির আত্মসমার্পণ করতে হবে। লজ্জাস্থানের আত্মসমার্পণ করতে হবে। কর্ণের আত্মসমার্পণ করতে হবে। দিলের আত্মসমার্পণ করতে হবে। এ আত্মসমার্পণ শুধুমাত্র নামাযকালীন সময়ের জন্যই নয়। নামাযের বাইরেও চব্বিশ ঘন্টার যিন্দেগীই আত্মসমার্পণ করতে হবে।

ইমামের পিছে সালাতে মুক্তাদীর ক্বিরআত পাঠ না করার ১৬টি হাদীস

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত সূরা আরাফের মধ্যে ইরশাদ ফরমায়েছেন,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

অর্থ ঃ "আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাকে কান রাগিয়ে রাখো এবং নীরব নিশ্চুপ থাকো।" *(৭নং সূরা আরাফ ২০৪নং আয়াত)*

এ আয়াতের হুকুম ব্যাপক, চাই কুরআন পাঠ নামাযের মধ্যে হোক আর নামাযের বাইরে হোক, আস্তে হোক আর জোরে হোক সর্বাবস্থায় কান লাগিয়ে শুনতে হবে এবং নীরব-নিশ্চুপ থাকতে হবে। আয়াতে দু'টি শব্দ এসেছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো انصات ও استماع এন্তেমা বলে, আওয়াজ শুনে শ্রবণ করা; ইনতাস বলে, আওয়াজ না শুনে চুপ থাকা *(বাদাই ১ম খন্ড ১১২পৃঃ/ ইলাউস সুনান ৪র্থ খন্ড ৪৬পৃঃ)*

(১) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, নিশ্চয় ইমাম এজন্য বানানো হয়, যেন তার ইক্তিদা (অনুসরণ) করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন তাক্বীর বলবে তোমরাও বলবে। আর যখন ক্বিরআত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে। *(নাসাঈ ১ম খন্ড ১০৭পৃঃ/ইবনে মাজাহ্ ৬১পৃঃ)*

(২) হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যে ইমামের পিছনে ক্বিরআত পড়বে তার নামাযই হবে না। তিনি আরো বলেন যে, আমাকে মুছা ইবনে উকবা খবর দিয়েছেন যে, রাসূল (সাঃ), হযরত আবূ বকর (রাযিঃ), হযরত উমার (রাযিঃ) এবং উসমান (রাযিঃ) ইমামের পিছনে ক্বিরআত পড়তে নিষেধ করেছেন। *(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২য় খন্ড ১৩৮-১৩৯পৃঃ)*

(৩) ইমাম শাবী (রহঃ) বলেন, আমি ৭০জন বদরী সাহাবীকে পেয়েছি, যারা সকলেই মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে ক্বিরআত পড়তে নিষেধ করতেন। *(তাফসীরে রূহুল মাআনী ৩য় খন্ড ১৫২পৃঃ)*

www.pathagar.com

(৪) আল-আনসারী (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জোরে ক্বিরআত পড়তে হয় এমন এক সালাত সমাপ্ত করে একবার রাসূল (সাঃ) আমাদের দিকে ফিরলেন, বললেন তোমাদের কি কেউ আমার সঙ্গে এখন ক্বিরআত পাঠ করেছিলে ? জনৈক ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি ভাবছিলাম আমার সঙ্গে কুরআন নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া হচ্ছে কেন ? আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) এর কথা শোনার পর যে সমস্ত সালাত রাসূল (সাঃ) জোরে ক্বিরআত পড়াতেন সে সমস্ত সালাতে রাসূল এর সঙ্গে ক্বিরআত পাঠ করা থেকে সাহাবীগণ বিরত হয়ে গেলেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৪১পৃঃ ৩১২নং হাদীস/ইবনে মাজাহ্ বঙ্গাঃ মুঃ মুসা আধুনিক প্রকাশনী অক্টো-২০০০, ১ম খন্ড ৩৮৪পৃঃ ৮৪৮নং হাদীস)*

(৫) মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না ও মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (রহঃ) ----- ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) একবার যুহরের সালাত আদায় করলেন, একলোক তাঁর পিছনে 'সাব্বি হিসমি রাব্বি আলাল ল্লাজি' সূরাটি পড়ল। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ক্বিরআত পাঠ করেছো ? অথবা বললেন, তোমাদের মধ্যে ক্বিরআত পাঠকারী কে ? একব্যক্তি বললো, আমি। তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছিল তোমাদের কেউ এ নিয়ে আমার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছো। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ মে-৯১, ২য় খন্ড ১৬৬পৃঃ ৭৭২নং হাদীস)*

(৬) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রহঃ) ক্বাতাদা (রাযিঃ) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) যুহরের সালাত আদায় করে বললেন, আমি মনে করলাম তোমাদের কেউ এ নিয়ে আমার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ মে-৯১, ২য় খন্ড ১৬৬পৃঃ ৭৭৩নং হাদীস)*

(৭) আবুল ওয়ালীদ ও মুহাম্মাদ ইবনে কাছীর ----- ইমরান ইবনে হুসায়েন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবীজী যুহরের নামায পড়াচ্ছিলেন। একব্যক্তি এসে তাঁর পিছনে ইক্তিদা করে সূরা 'সাব্বি হিসমি রাব্বিকাল আলাল ল্লাজি' পাঠ করে। নামায শেষে নবীজী (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সূরা পাঠ করেছে ? জবাবে তারা বলেন, একব্যক্তি। তখন নবীজী (সাঃ) বলেন আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক নামাযের মধ্যে আমাকে অহেতুক জটিলতা ও দুশ্চিন্তায় ফেলে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূল ওয়ালীদ তাঁর বর্ণিত হাদীসে শোবার সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, অতঃপর আমি (শোবা) কাতাদাকে বলি সাঈদ বলেননি যে, কুরআন পাঠকালে নীরব থাকো ? তিনি বলেন, যে নামাযে উচ্চস্বরে ক্বিরআত পঠিত হয় তার জন্য এই হুকুম। ইমাম কাছীর (রহঃ) তার হাদীসে বলেন, অতঃপর আমি কাতাহাকে বলি সম্ভবত ক্বিরআত পাঠ নবীজী যেন অপছন্দ করেছেন। তখন তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) যদি অপছন্দ করতেন, তবে ক্বিরআত পাঠ করতে নিষেধ করতেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯০, ১ম খন্ড ৪৪৯পৃঃ৮২৮নং হাদীস)*

(৮) আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান (রহঃ) ----- জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, যার ইমাম রয়েছে, সেক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরআতই তার ক্বিরআত। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪৮৯পৃঃ ৮৪৫নং হাদীস)*

www.pathagar.com

(৯) বাহর ইবনে নাসর (রহঃ) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি এক রাকাআত নামায পড়ল এবং তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, সে নামাযই পড়েনি; তবে ইমামমের সাথে হলে স্বতন্ত্র কথা। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪৯০পৃঃ ৮৪৬নং হাদীস)*

(১০) আহমদ ইবনে দাউদ (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) নামায পড়লেন, অতঃপর সামনের দিকে মুখ করে বলেন ঃ ইমামের ক্বিরআত পাঠের সময় তোমরা কি ক্বিরআত পাঠ করো ? লোকেরা নীরব রইল। তিনি তাদের নিকট তিনবার জিজ্ঞাসা করেন। তখন তারা বলেন, আমরা অবশ্যই ক্বিরআত পড়ি। তিনি বলেন, তোমরা তা করো না। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪৯১পৃঃ ৮৪৭নং হাদীস)*

(১১) ফাহদ (রহঃ) ----- আলী (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরআত পাঠ করল সে ফিতরারেত (সত্য দ্বীনের) উপর নেই। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪৯৩পৃঃ ৮৫১নং হাদীস)*

(১২) নাসর ইবনে মারযূক (রহঃ) ----- ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্বিরআত পাঠের সময় তুমি নীরব থাকো। কারণ নামাযের মধ্যে একটা বিশেষ ব্যস্ততা আছে। তোমার ক্বিরআতের জন্য ইমামই যথেষ্ট। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪৯৩পৃঃ ৮৫২নং হাদীস)*

(১৩) ইউনুস (রহঃ) ----- উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মিকসাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (ইমামের পিছনে ক্বিরআত পাঠ সম্পর্কে) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ), যায়েদ ইবনে সাবিত (রাযিঃ) ও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলেন, তোমরা কোনো নামাযেই ইমামের পিছনে ক্বিরআত পাঠ করো না। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪৯৪পৃঃ ৮৫৪নং হাদীস)*

(১৪) ইউনুস ইবনে আব্দুল আলা (রহঃ) ----- আতা ইবনে ইয়াসের (রহঃ) কর্তৃক যায়েদ ইবনে সাবিত (রাযিঃ) এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, কোনো নামাযেই তুমি ইমামের পিছনে ক্বিরআত পাঠ করো না। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪৯৪পৃঃ ৮৫৫নং হাদীস)*

(১৫) ইবনে আবূ দাউদ (রহঃ) ----- আবূ হামযা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সামনে ইমাম থাকতে আমি কি ক্বিরআত পাঠ করবো ? তিনি বল্লেন, না। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪৯৫পৃঃ ৮৫৬নং হাদীস)*

(১৬) ইউনুস (রহঃ) ----- নাফে (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ)-র নিকট ইমামের পিছনে কোনো ব্যক্তি ক্বিরআত পড়বে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পিছনে নামায পড়ে তখন ইমামের ক্বিরআতই তার জন্য যথেষ্ট। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) ইমামের পিছনে ক্বিরআত পড়তেন না। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৪৯৫পৃঃ ৮৫৭নং হাদীস)*

www.pathagar.com

গোলাম মালিকের সামনে যখনই উপস্থিত হয় তখনই সে প্রথমেই সর্বোচ্চ নম্রতার সাথে মালিকের প্রশংসা করে মালিককে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে। তেমনিভাবে আমরা আল্লহ্ তা'আলাকে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট করার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করছি। সূরা ফাতিহার মধ্যে সম্পূর্ণটাই আল্লহ্ তা'আলার বড়াই ও নিজের গোলামীত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

আস্তে আমীন বলার ৬টি হাদীস ঃ

(১) হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর হতে বর্ণিত হাদীস -রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরা ফাতিহা শেষ করে আমিন চুপে বলিতেন। *(তিরমিযী ১ম খিল্দ ৩৪ সাফা)*

(২) শুবা (রহঃ) এই হাদীসটি সালমা ইবনে কুহায়ল হুজর আবুল আম্বাস, আলকামা ইবনে ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল (রাযিঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) غير المغضوب عليهم و لاالضالين পাঠের পর আস্তে আমীন বলেছেন।

(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯৪, ১ম খণ্ড ২৩৮পৃঃ২৪৯নং হাদীস)

(৩) মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (রহঃ) ----- সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি রাসূল (সাঃ) থেকে সালাতে দুই স্থানে নীরবতার কথা স্মরণ রেখেছি। ইমরান ইবনে হুসায়ন (রাযিঃ) একথা প্রত্যাখান করে বললেন, আমরা একস্থানের নীরবতার কথা জানি। রাবী হাসান বলেন, আমরা এ বিষয়ে মদীনার উবাই ইবনে কাব (রাযিঃ)কে লিখলে তিনি আমাদের লিখে জানালেন যে, সামুরাই সঠিক স্মরণ রেখেছেন। রাবী সাঈদ বলেন, আমরা কাতাদাকে বললাম, এই নীরব স্থান কোন্ দু'টি ? তিনি বললেন, একটি হলো সালাত শুরুর পর; আরেকটি হলো ক্বিরআতের পর। পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন, আরেকটি হলো و لاالضا ليـــن পাঠের পর। শ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসার উদ্দেশ্যে ক্বিরআত শেষে কিছুক্ষণ নীরব থাকা তিনি পছন্দ করতেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯০, ১ম খণ্ড ২৪০পৃঃ ২৫৯নং হাদীস)* এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন, ছামুরা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

(৪) হযরত আবূ ওয়ায়েল হতে বর্ণিত হাদীস - হযরত উমার (রাযিঃ) ও হযরত আলী (রাযিঃ) বিস্‌মিল্লাহ্, আউজু ও আমীন চুপে চুপে পাঠ করতেন। *(তাহাবী শরীফ)*

(৫) হযরত উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হাদীস -ইমাম চারটি জিনিস চুপে পাঠ করবে। (১) আউযু (২) বিস্‌মিল্লাহ্ (৩) আমীন (৪) সুবহানাকা। *(বায়হাকী /তবরানী)*

(৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হাদীস -ইমাম তিনটি জিনিস চুপে পাঠ করবে। (১) আউযু (২) বিস্‌মিল্লাহ্ (৩) আমীন। *(আমানিউল আহবার ৩য় খিল্দ ৫৫ পৃঃ)*

www.pathagar.com

রুকু ও সিজদাকালে 'রফে-ইয়াদাইন' না করা সম্পর্কিত ১৪টি হাদীস

(১) উসমান ইবনে আবূ শায়বা ----- আলকামা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর নামায শিক্ষা দিব না ? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নামায আদায়কালে মাত্র একবার হাত উত্তোলন করেন। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-'৯০, ১ম খন্ড ৪০৭পৃঃ ৭৪৮নং হাদীস/তিরমিযী/নাসাঈ)* ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এটা একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্তসার। উপরোক্ত শব্দসম্ভারে হাদীসটি সঠিক নয়।

(২) আল-হাসান ইবনে আলী ----- সুফিয়ান (রহঃ) হতে উপরোক্ত হাদীসটি এই সনদে বর্ণিত। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কেবলমাত্র প্রথমবার (তাক্বীরে তাহরীমা পাঠের সময়) হাত উত্তোলন করেন। কতক রাবী বলেন, তিনি শুধুমাত্র একবার হাত উত্তোলন করেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯০, ১ম খন্ড ৪০৮পৃঃ ৭৪৯নং হাদীস)*

(৩) মুহাম্মাদ ইবনুস -সাব্বাহ আল বাযযার ----- বারাআ ইবনে আযেব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায আরম্ভের সময় রাসূল (সাঃ) কেবলমাত্র একবার কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। অতঃপর তিনি আর উঠাতেন না। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯০, ১ম খন্ড ৪০৮পৃঃ ৭৫০নং হাদীস)*

(৪) হুসায়ন ইবনে আব্দুর রহমান ----- রাবাআ ইবনে আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে তাক্বীরে তাহ্বীমা বলার সময় তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি নামাযের শেষ পর্যন্ত আর কখনও স্বীয় হস্তদ্বয় (একবারের অধিক) উত্তোলন করেননি। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, হাদীসটি সহীহ্ নয়। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ৪০৯পৃঃ ৭৫২নং হাদীস)*

(৫) ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে নামায পড়ে দেখাবো যেমনিভাবে হুযূর (সাঃ) নামায পড়েছেন। রাবী বলেন, অতঃপর নামায পড়লেন এবং শুধুমাত্র একবার অর্থাৎ তাক্বীরে তাহ্রীমার সময় হাত উঠালেন। *(আবু দাউদ ১ঃ৯০৯/ তিরমিযী ১ঃ৫৯)*

(৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, হুযূর (সাঃ) হাত উঠাতেন যখন রুকুতে যেতেন এবং রুকু হতে উঠতেন। এর কিছুদিন পরে হুযূর (সাঃ) শুধু তাক্বীরে তাহ্রীমার সময় হাত উঠাতেন অন্য সময় উঠাতেন না। *(আত্তাকলীব ১ম খন্ড ৩৪৯পৃঃ)* হাত উঠানোর হাদীস রহিত হয়ে গেছে। আল্লামা নীমুবী (রহঃ) বলেন যে, চার খলীফা হতে তাক্বীরে তাহ্রীমা ব্যতীত অন্যসময় হাত উঠানো প্রমাণিত নেই।

(৭) আবূ বাক্র (রহঃ) ----- আল-বারাআ ইবনে আযেব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) নামায শুরু করার জন্য যখন তাক্বীর বলতেন তখন স্বীয় হস্তদ্বয় (উপরের দিকে) উত্তোলন করতেন, এমনকি তাঁর উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দুঁটি তাঁর কর্ণদ্বয়ের লতির নিকট পৌছে যেত। অতঃপর তিনি তাঁর পুনরাবৃত্তি করতেন না। (পুনরায় নামাযের কোথাও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না)। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০৯, ১ম খন্ড ৫০৫-৫০৬পৃঃ ৮৭৯নং হাদীস)*

www.pathagar.com

(৮) ইবনে আবূ দাউদ (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সাঃ) যখন প্রথম তাক্‌বীরে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, অতঃপর তা আর করতেন না। *(তাহাবী ১ম খন্ড ১৩২সাফা মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৫০৬পৃঃ ৮৮০নং হাদীস/ তিরমিযী/নাসাঈ)*

(৯) আবূ বাকর (রহঃ) ----- মুগীরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীম (রহঃ)কে ওয়াইল ইবনে হুজর (রাযিঃ)-র হাদীস উল্লেখ পূর্বক বললাম যে, তিনি মহানবী (সাঃ)কে দেখেছেন যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন, রুকূতে যেতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন স্বীয় হস্তদ্বয় উপরের দিকে উন্নীত করতেন। ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, ওয়াইল (রাযিঃ) তাঁকে যদি একবার তা করতে দেখে থাকেন তবে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) তাঁকে পঞ্চাশবার তা না করতে দেখেছেন। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৫০৬পৃঃ ৮৮১নং হাদীস)*

(১০) আহমাদ ইবনে দাউদ (রহঃ) ----- আমর ইবনে মুররা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাদরামওতের মাসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম, আলকামা ইবনে ওয়াইল (রহঃ) নিজ পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) রুকূর পূর্বে ও পরে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। আমি তা ইব্রাহীম নাখঈ (রহঃ) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, তিনি (ওয়াইল রাযিঃ) তা দেখলেন আর ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) ও তার সাহাবীগণ দেখলেন না ! *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৫০৭পৃঃ ৮৮২নং হাদীস)*

(১১) আবূ বাকরা (রহঃ) ----- আসেম ইবনে কুলাইব (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আলী (রাযিঃ) নামাযে প্রথম তাক্‌বীরেই কেবল স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, অতঃপর আর উত্তোলন করতেন না। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৫০৮পৃঃ ৮৮৩নং হাদীস)*

(১২) ইবনে আবূ দাউদ (রহঃ) ----- আল-আসওয়াদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)কে প্রথম তাক্‌বীরে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করতেন না। রাবী বলেন, আমি ইব্রাহীম নাখঈ ও ইমাম শাবী (রহঃ) উভয়কেও অনুরূপ করতে দেখেছি। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৫১২পৃঃ ৮৮৯নং হাদীস)*

(১৩) ইবনে আবূ দাউদ (রহঃ) ----- আবূ বাকর ইবনে আইয়্যাশ (রহঃ) বলেন, আমি কোনো ফকীহকেই কখনও তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত (নামাযে) আর কোথাও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখিনি। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৫১৫পৃঃ ৮৯০নং হাদীস)*

(১৪) ইবনে আবূ দাউদ (রহঃ) ----- মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রাযিঃ)-র পিছনে নামায পড়েছি কিন্তু তিনি নামাযের মধ্যে 'তাক্‌বীরে-উলা' ব্যতীত আর কোথাও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তেলন করতেন না। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ৫০৯পৃঃ ৮৮৪নং হাদীস)* **ব্যাখ্যা ঃ** ইবনে উমার (রাযিঃ) মহানবী (সাঃ)কে 'রফে-ইয়াদাইন' করতে দেখেছেন এবং পরে নবীজী (সাঃ) তা পরিত্যাগ করেছেন।

www.pathagar.com

'রফে-ইয়াদাইন' মানসূখ হলেই নবীজী (সাঃ) তা পরিত্যাগ করেন আগে নয়। ইবনে উমার (রাযিঃ) 'রফে-ইয়াদাইন' করতে দেখেছেন তা রহিত হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণ হওয়ার পূর্বে। কোনো খোলাফায়ে-রাশেদীন-ই রাসূল (সাঃ)কে 'রফে-ইয়াদাইন' করতে দেখে পরে তা পরিত্যাগ করতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট 'রফে-ইয়াদাইন' এর নির্দেশ মানসূখ (রহিত) প্রমাণিত না হয়। খোলাফায়ে-রাশেদীন ওয়াইল (রাযিঃ)-র তুলনায় অনেক প্রবীণ এবং রাসূল কার্যক্রম সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন। সুতরাং ওয়াইল (রাযিঃ) অপেক্ষা খোলাফায়ে রাশেদীনের থেকে বর্ণিত হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং আমল করতে হবে। এ সম্পর্কিত হাদীস ঃ

আবূ উমাইয়্যা (রহঃ) ----- আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবীজী বলেন, তোমরা আমার সুন্নাত এবং সৎপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত আকড়ে ধরো। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০৯, ১ম খন্ড ৯৯৭পৃঃ ৩২৮নং হাদীস/ আহমদ/আবু দাউদ/ তিরমিযী/ইবনে মাজাহ)*

ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) **উমার (রাযিঃ) সম্পর্কে মন্তব্য** করেন, তুমি কি একথা মনে করতে পারো যে, মহানবী (সাঃ) রুকূ ও সিজ্‌দায় স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন আর তা উমার (রাযিঃ) এর নিকট অজ্ঞাত ছিল এবং অন্যান্য সাহাবীদের নিকট তা জ্ঞাত ছিল ? তাছাড়া তিনি রাসূলের বিপরীত আমল করবেন এবং রাসূলের অন্যান্য সাহাবীগণ তার প্রতিবাদটুকু করবেন না ? সাহাবীগণের প্রতিবাদ না করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উমার (রাযিঃ) কার্যক্রম সঠিক ছিল। প্রকৃত সত্য দিবালোকের মত সত্যরূপে উদঘাটিত হবার পর 'রফে-ইয়াদাইন' করার কোনো অবকাশ থাকে না।

✍ ইসলামের প্রাথমিক যুগের অনেক হুকুম-আহকাম রদবদল হয়ে গেছে অথবা রহিত হয়ে গেছে। রাসূল (সাঃ) এর শেষোক্ত আমলটি তাঁর উম্মতের জন্য পালনীয় শরীয়াতের বিধান। রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পর প্রথম চার খলীফা রাসূল (সাঃ) এর শেষোক্ত আমলটি আকড়ে ধরেছেন যা উম্মতে মুহাম্মাদীর শরীয়াতের বিধান। এ চার খলীফার কেহই নামাযে 'রফে-ইয়াদাইন' করেননি। যখন কোনো হাদীসের ব্যাপারে নিষেধাত্মক হাদীস আসে, তখন নিষেধাত্মক হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসকে রহিত করে দেয়। অথবা যখন দুই বিপরীতধর্মী (সম্মতি ও অসম্মতিসূচক) হাদীস থাকে তখন নিষেধাত্মক হাদীস পরিহার করাটাই হচ্ছে তাকওয়ার উচ্চতর স্তর। যেহেতু রফে-ইয়াদাইন করার ব্যাপারে নিষেধাত্মক হাদীস রয়েছে সেহেতু 'রফে-ইয়াদাইন' না করাটাই হচ্ছে এ উম্মতের শরীয়াতের বিধান।

একদিন দারুল হানাতীনে ইমাম আবূ হানীফা ও আওযায়ী (রহঃ) একত্রিত হয়ে ইল্‌ম আলোচনা করতে লাগলেন। ইমাম আওযায়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা রুকূর সময়, রুকূ থেকে উঠার সময় হাত উঠান না কেন ? ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইমাম আওযায়ী বললেন, কেন ? আমাদেরকে ইমাম যুহরী, সালেম থেকে হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) নামায আরম্ভ করতে, রুকূতে যেতে, রুকূ থেকে উঠতে হাত উঠাতেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বললেন, আমাকে হাম্মাদ ইব্রাহীম থেকে, তিনি

www.pathagar.com

আলকামা ও আসওয়াদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) শুধুমাত্র নামায আরম্ভ করার সময় ব্যতীত আর কোনো সময় হাত উঠাতেন না। ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন, আমি তোমাকে যুহরী, সালেম ও ইবনে উমার (রাযিঃ) এর বরাতে হাদীস শুনাচ্ছি আর তুমি শুনাচ্ছি হাম্মাদ আর ইব্রাহীম থেকে। জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বললেন, আমার বর্ণিত হাদীসের সনদে হাম্মাদ তোমার সনদের যুহরীর তুলনায় অধিক ফকীহ্ ছিলেন। আর ইবনে উমার যদিও সাহাবী কিন্তু আলকামা তার চে' কম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। আর আসওয়াদের অনেক ফযীলত রয়েছে। *(মাযহাব কি এবং কেন ২৩পৃঃ দ্রাঃ তকী উসমানী বঙ্গঃ আবু তাহের মেসবাহ্)*

হাদীসের বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হলো সনদ, সুতরাং কোনো হাদীস বুখারী, মুসলিম বা সিহাহ্ সিত্তাহ্য় বর্ণিত না হলেও সনদগত বিশুদ্ধতায় প্রমাণিত হলেও অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। হানাফী ফিকহ্র ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। ইমাম তাহাবী, আল্লামা যায়লাঈ, আল্লামা আয়নী, আল্লামা জাফার, আহমদ উসমানী (রহঃ) মুহাদ্দিছ তাদের হাদীস সংকলনে এটা প্রমাণিত সত্যরূপে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর ইজতিহাদী দৃষ্টিকোণ এই যে, একটি বিষয়ের সমগ্র হাদীসের উপর তিনি আমল করতে চান। এজন্য প্রয়োজনে তিনি সনদগত বিচারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদীস মূল ধরে হাদীসের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেশ করে থাকেন। পক্ষান্তরে অন্য মুজতাহিদগণ একটিমাত্র হাদীসকে আমলে এনে অন্যগুলোকে যঈফ বলে এড়িয়ে যান। বলা বাহুল্য যে, মূলনীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ইমামেরই শরীআতসম্মত দলীল রয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সংগৃহীত হাদীস যেহেতু সুলাসী (বা ত্রিমাত্রিক) সেহেতু সেগুলো বিশুদ্ধ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক কিন্তু পরবর্তী হাদীস সংগ্রহ ছিল চার, পাঁচ বা ছয় স্তরের দীর্ঘ সনদবিশিষ্ট, ফলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর বহু হাদীস তাদের নিকট (পরবর্তী বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণে) দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বা হানাফী মাযহাবের দোষ নয়। তাছাড়া হাদীস-শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফার অত্যুচ্চ মর্যাদা এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, যে যুগে বুখারী, মুসলিম দূরের কথা, হাদীস শাস্ত্রের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। সে সময় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে চয়ন করে কিতাবুল আছার গ্রন্থটি সংকলন করেছিলেন। *(আল-হিদায়া বঙ্গঃ ইফাবা জানু-৯৮, ১ম খন্ড ১৫-২৩পৃঃ)*

নবীজী (সাঃ) এর ওফাতের পর সিরিয়া, মিশর, ইরাক, পারস্য ইসলামের পতাকালে আসে এবং মুসলমানদের বিজয় ক্রমাগত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের সামনে আসে নিত্য-নতুন সমস্যা। জীবনের বহু নব-দিগন্ত উদঘটিত হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক নবতর প্রশ্ন দেখা দেয়। এভাবে আরব ও অনারব মুসলমানদের পারস্পরিক মিলন ঘটে। তাদের সামনে এমন কিছু জটিল প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে যার সম্মুখীন তাঁরা ইতোপূর্বে কখনও হননি।

ইজতিহাদে ক্ষেত্রে সাহাবীরা উদারতা ও বিদ্বেষহীনতার ভাবধারা পোষণ করতেন। এক সাহাবী ইজিতিহাত করে থাকলে অন্য সাহাবী তার বিরুদ্ধাচারণ করতে না। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতভেদও দেখা দিত। কিন্তু সে মতভেদকে তাঁরা নেহাত মতের পার্থক্যই

www.pathagar.com

মনে করতেন। তা নিয়ে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ বাধাতেন না। ২য় খলীফা হযরত উমার (রাযিঃ) এর সাথে একটি লোক সাক্ষাত করল, তার ছিল একটি সমস্যা। সে সমস্যা সম্পর্কে ইতোপূর্বে হযরত আলী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করে সে একটা সমাধান লাভ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকটি সে বিষয়ই উমার (রাযিঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল। উমার (রাযিঃ) বললেন, আমি হলে ব্যাপারটির ফয়সালা এভাবে করতাম বলে তিনি মত প্রকাশ করলেন। লোকটি বললো, আপনাকে কে নিষেধ করেছে ? ব্যাপার-তো আপনার হাতে ? জবাবে উমার (রাযিঃ) বলেন, আমি যদি কুরআন কিংবা সুন্নাতের ভিত্তিতে তোমার ব্যাপারে ফায়সালা দিতে পারতাম তাহলে আমি নিশ্চয় করতাম কিন্তু এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। তাই আমি বলছি আমার নিজের মতের কথা। আর মত-ই তো সবারই রয়েছে। আর দু'টি মতের মধ্যে ঠিক কোনটি সর্বোতভাবে সত্য নির্ভুল যথার্থতা আমি বলতে পারব না। *(ইসলামী শরীয়াতের উৎস ৪৯-৫০পৃঃ মাওঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম খায়রুন প্রকাশনী জুলাই-৯৪)*

📖 ইবনে আসাকির স্বীয় ইতিহাসগ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাযিব সাকক্বারী দামেশকী এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) এর শাসনামলে একদা একদল মুসলমান আব্দুর রহমান ইবনে খালিদ এর সেনাপতিত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। উক্ত যুদ্ধে জনৈক মুসলিম সৈনিক একশ' রোমীয় স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করল। যোদ্ধাগণ যুদ্ধ শেষ করে দেশে ফিরার পথে অর্থ আত্মসাৎকারী সৈনিকটি স্বীয় কার্যের জন্য লজ্জিত হয়ে সেনাপতির নিকট আগমন করতঃ উক্ত আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত নেয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু তিনি উহা তার নিকট থেকে ফেরত নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তিনি তাকে বললেন, মুজাহিদগণ বিভিন্নস্থানে চলে গেছে। এমতাবস্থায় আমি তোমার নিকট হতে উহা গ্রহণ করতে পারব না। ক্বিয়ামতের দিন তুমি উহা নিয়া আল্লহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে। লোকটি সাহাবীদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে তাদের নিকট বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে লাগল কিন্তু সকলেই তাকে একই উত্তর দিলেন। তারপর দামেশকে পৌঁছে লোকটি খলীফা মুআবিয়া (রাযিঃ) এর নিকট গমন করত তার নিকট থেকে উক্ত অর্থ ফেরত নিতে অনুরোধ জানালো। তিনি উহা ফেরত নিতে অসম্মতি জানালেন। এতে লোকটি কাঁদতে কাঁদতে এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহির রাজিউন' বলতে বলতে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) এর দরবার থেকে বের হয়ে গেল। এই অবস্থায় সে আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাযির শাকক্বারী এর নিকট দিয়া যেতে লাগলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদতেছ কেন ? সে তাঁর নিকট নিজের ঘটনা খুলে বললো। তিনি তাকে বললেন, তুমি আমার উপদেশ মানবে-তো ? সে বললো, হ্যাঁ মানবো। তিনি বললেন, যাও মুআবিয়া (রাযিঃ) এর নিকট গিয়ে তাঁকে বলো, আপনি আমার নিকট থেকে বায়তুল মালের প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। এই বলে তাঁর নিকট বিশটা স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করে অবশিষ্ট ৮০টা স্বর্ণমুদ্রা উহার প্রাপক মুজাহিদদের পক্ষ থেকে আল্লহ্ তা'আলার রাস্তায় সাদক্বা করে দাও। আল্লহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের নিকট থেকে তাওবা কবুল করে থাকেন। তিনি সেসব মুজাহিদদের নামধাম সবই ভালোরূপে জানেন। লোকটি তাই করল। খলীফা মুআবিয়া (রাযিঃ) উহা শুনে বললেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাযিব লোকটিকে যে ফাতোয়া

www.pathagar.com

দিয়েছেন এখন আমার নিকট সমস্ত ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয় মনে হচ্ছে। *(তাফসীর ইবনে কাছীর ইফাবা বঙ্গঃ জুন-২০০০, ৫ম খন্ড ৩৭-৩৮পৃঃ সূরা তওবা ১০৪নং আয়াতের তাফসীর)*

📖 রাসূল (সাঃ) যখন মুআয (রাযিঃ)কে ইয়ামেন অঞ্চলের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠালেন তখন তিনি (পরীক্ষামূলকভাবে) তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে মুআয ! কিসের ভিত্তিতে তুমি সমাধান করবে ? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ্ র ভিত্তিতে। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি (কিতাবুল্লাহয়) কোনো সমাধান না পাও ? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসুলের সুন্নাহ্র ভিত্তিতে। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তাতেও সমাধান না পাও ? তিনি বললেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ (কুরআন সুন্নাহ্র ভিত্তিতে গবেষণা করে) ও কিয়াস (কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের আলোকে কোনো বিষয়ে সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ) প্রয়োগ করব। তখন তিনি (রাসূল সাঃ) মুআয এর সিনায় হাত রেখে বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি তাঁর রাসূলের প্রেরিত জনকে রাসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক সিদ্ধান্তের তাওফীক দান করেছেন।

ইল্মুল ফিক্হ্র আত্মপ্রকাশ ঃ ফিকহ্ ও মাছায়েল সংক্রান্ত আলোচনা ও চর্চাতো নবীর পবিত্র যুগেই শুরু হয়েছিল। তিনি স্বয়ং সাহাবায়ে-কিরামকে মাছায়েল শিক্ষাদান করতেন। তবে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত-মুস্তাহাব, শর্ত, রুকন ইত্যাদি বিভাজন ছিলনা। উদাহরণস্বরূপ নবীজী (সাঃ) এর উযূ দেখে সাহাবায়ে-কিরাম উযূ শিক্ষা করতেন। তদ্রূপ সাহাবায়ে-কিরামের উযূ দেখে তাবেঈন উযূ শিক্ষা করতেন। নামায সম্পর্কেও একই কথা। রাসূল (সাঃ) এর ইরশাদ ছিল, صلوكمارئيتمونى اصلى আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো তোমরা সেভাবেই নামায পড়ো। তখনকার সহজ-সরল জীবনে এর বেশি-কিছুর প্রয়োজনও ছিলনা। কিন্তু ব্যাপক বিজয়াভিযানের মাধ্যমে যখন ইসলামী উম্মাহ্র পরিধি সুবিস্তৃত হলো এবং বিচিত্রসব সমস্যার উদ্ভাব হলো এবং সমাধান ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে ইজতিহাদ প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে উঠল। এজন্য উসূল ও মূলনীতি নির্ধারণেরও প্রয়োজন দেখা দিল। আরো বলা বাহুল্য যে, ইজতিহাদের পন্থা ও পদ্ধতি এক ও অভিন্ন হওয়াও সম্ভব ছিল না এবং শরীয়াতে সেটার চাহিদাও ছিল না। কেননা বনু কুরায়যার অবরোধ ঘটনায় নবীজী (সাঃ) সকলকে আছরের নামায বনু কুরায়যার বস্তিতে পড়ার আদেশ করেছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে কতিপয় সাহাবায়ে-কিরামের আছরের নামায হয়ে গেল, কিন্তু তখন একদল সাহাবী নবীজী (সাঃ) এর আদেশের উপর আমল করে বনু কুরায়যার বস্তিতে গিয়েই আছর পড়লেন কিন্তু একদল সাহাবা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, নবীজী (সাঃ) এর আদেশের উদ্দেশ্য-তো এই চেষ্টা করো যাতে আছরের সময় হওয়ার পূর্বেই বস্তিতে পৌছাতে পারো। এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, অনিবার্য কারণে পথিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলেও বিলম্বিত করতে। সুতরাং তারা পথেই নামায পড়ে নিয়েছিলেন। নবীজী (সাঃ) এর খিদমতে যখন বিষয়টা পেশ করা হলো তখন তিনি উভয় পক্ষের চিন্তাকেই অনুমোদন করেছিলেন, কাউকে তিরস্কার করেননি।

www.pathagar.com

বিজয়াভিনকালে যেহেতু সাহাবায়ে-কিরাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন সেহেতু ইজতিহাদগত পার্থক্য দেখা দেয়াও স্বাভাবিক ছিল। মোটকথা সাহাবাদের যুগেই নিত্য-নতুন ঘটনা, সমস্যাও জটিল উদ্ভুত হয়েছিল এবং সাহাবায়ে-কিরাম নিজ নিজ ইজতিহাদ মুতাবিক ফায়সালা ও সমাধান পেশ করেছিলেন। এভাবে সাহাবায়ে-কিরামের যুগেই ফিক্হ ও মাছায়েলের একটা উল্লেখযোগ্য ভান্ডার তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

হানাফী ফিক্হর আত্মপ্রকাশ ঃ ফিক্হে হানাফীর সনদ ও পরিচয় সূত্র এরূপ -হযরত ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহঃ) হতে, তিনি হাম্মাদ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আলকামা হতে, তিনি ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে। এরা সকলেই ছিলেন কূফার অধিবাসী। কূফাভূমি ছিল হানাফী ফিক্হর উৎসস্থল। ইরাক বিজয়ের পর ১৭ হিজরীতে উমার (রাযিঃ) এর আদেশে কূফা শহরে সেনাছাউনি হবার সুবাদে স্বাভাবতই কূফা শহর হয়ে উঠেছিল সাহাবায়ে-কিরামের সমাবেশক্ষেত্র। শুধুমাত্র কূফা শহরের ১,৫০০ সাহাবী স্থায়ী অধিবাস গ্রহণ করেছিলেন; তম্মেধ্যে ৭০জন বদরী সাহাবী ছিলেন। এছাড়াও তথায় বহু সাহাবী সাময়িক (অস্থায়ীভাবে) অবস্থান করতেন। ২০ হিজরীতে উমার (রাযিঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)কে দ্বীন ও শরীয়াতের মুআল্লিম ও শিক্ষকরূপে কূফা প্রেরণ করার সময় তিনি বলেছিলেন, আব্দুল্লাহ্কে আমার বড় প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমি তোমাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করলাম। ৩য় খলীফা হযরত উসমান (রাযিঃ) এর খিলাফতকালের শেষ পর্যন্ত তিনি কূফায় 'কুরআন-সুন্নাহ' শিক্ষাদানে এমনই আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে, কূফা শাব্দিক অর্থেই হাদীসে ফিক্হ'র ও কিরাত এর শহরে পরিণত হয়েছিল। আলী (রাযিঃ) কূফার অবস্থা দর্শনে পুলকিত চিত্তে বলেছিলেন, আল্লাহ্ উম্মু আবদের পুত্রকে রহম করুন। তিনি এই জনপদকে ইল্ম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

হযরত **আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)** নবীজীর অন্যতম প্রিয় সাহাবী ও হানাফী ফিক্হ্ শাস্ত্রের উৎসপুরুষ। তিনি ৬ষ্ট ইসলাম গ্রহণকারী। বালক বয়সেই নবীজী (সাঃ) অতি সোহাগভরে ভবিষ্যৎবাণী করে তাকে বলেছিলেন, انك غليم معلم **অর্থ ঃ** "হে প্রিয় বাচ্চা, তোমাকে অনেক ইল্ম দান করা হবে।" তিনি তাঁর আম্মা নবীজী (সাঃ) এর গৃহে এতবেশি ঘণিষ্টভাবে যাতায়াত করতেন যে, ইয়ামেন থেকে আগত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, দীর্ঘদিন আমরা এটাই ভেবেছি যে, তাঁরা নবী পরিবারের সদস্য।

আলকামা ঃ হানাফী ফিক্হর ২য় উৎসপুরুষ আলকামা যিনি তাবেঈ ও ইরাকের অন্যতম শ্রেষ্ট ফকীহ ছিলেন। রাসূলের যুগেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চার খলীফাসহ বহু সাহাবায়ে-কিরাম এবং বিশেষভাবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এর নিকট তিনি কুরআন-সুন্নাহ্ ও ফিক্হ্ শিক্ষা করেন এবং তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যে পরিণত হন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) তার সম্পর্কে বলেছেন, আমি যাকিছু পড়ি ও জানি তিনিও তা পড়েন ও জানেন। আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন, সকল আচার-আচরণ এবং জ্ঞান ও গুণের ক্ষেত্রে আলকামা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের সাদৃশ্য ছিলেন অর্থাৎ রাসূলের

www.pathagar.com

দরবারে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের দরবারে আলকামারও তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য ছিল। ৩৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইব্রাহীম নখঈ (রহঃ) ঃ শৈশবে তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ) এর খেদমতে হাজির হয়েছেন। তাহ্যীবুত্তাযীব কিতাবে বর্ণিত আছে যে, জ্ঞানে-গুণে তাবেঈ হযরত আলকামা যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এর নমুনা ছিলেন তেমনি ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) যাবতীয় ইল্মের ক্ষেত্রে হযরত আলকামার নমুনা ছিলেন। ৯৫ হিজরীতে ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) এর জানাযায় শরীক হয়ে ইমাম শাআবী (রহঃ) বলেছিলেন, তোমরা হাসান বসরীর চেয়ে বড় ফকীহ্কে এমনকি বসরা, কূফা, শাম ও হিজাযের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্কে আজ দাফন করছো।

হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান ঃ তিনি ইমাম নাখঈ ও ইমাম শাআবী (রহঃ) এর নিকট হতে ফিক্হ্ হাসিল করেছেন। হযরত হাম্মাদ (রহঃ)-ই ছিলেন হযরত ইব্রাহীম নাখঈ এর ফিক্হ্, ফাতাওয়া ও ইজতিহাদের সর্বোত্তম আমানতদার; এ বিষয়ে সকলে একমত ছিলেন। তাই তাঁর ওফাতের পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত হাম্মাদ (রহঃ) তার মসনদে সমীসীন হয়েছিলেন স্বয়ং ইব্রাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর তোমারা হাম্মাদ এর নিকট ফাতাওয়া ও মাছায়েল জিজ্ঞাসা করো।

মোটকথা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) যিনি সকল সাহাবায়ে-কিরামের ইল্ম নিজের মাঝে ধারণ করেছিলেন, তাঁর ফিক্হ্ ও ইজতিহাদ ফাতাওয়া ও মাছায়েলের এক বিরাট ভান্ডার হযরত আলকামা (রহঃ) গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আলকামা (রহঃ) এর ইজতিহাদ তা আরো সমৃদ্ধ হয়ে হযরত ইব্রাহীম নাখঈ (রহঃ) এর নিকট অর্পিত হয়েছিল। এরপর হযরত হাম্মাদ (রহঃ) যখন তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তখন তা আরো সমৃদ্ধ হলো এবং হযরত হাম্মাদের মৃত্যুর পর তার প্রিয়তম শিষ্য ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের এবং বহু যুগের সঞ্চিত এক সুসমৃদ্ধ ভান্ডারের অধিকারী হলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) তাঁর যুগের সর্বজন স্বীকৃত ও শ্রদ্ধেয় আলিম ও ফকীহ্ ছিলেন। এ যুগের প্রচলিত সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রই তিনি চর্চা করেছিলেন এবং কালামশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন। যুবক বয়সেই সমকালীন বিভিন্ন বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে বিতর্ক করে তা লা-জবাব করেছেন। পরবর্তীতে অবশ্য সম্পূর্ণরূপে ফিকাহ্ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং ফিক্হ্ ও ইজতিহাদ জগতের দিকপালগণের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর সহজাত যুক্তিবিজ্ঞান ও বিতর্ক প্রতিভা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) যদি এই মাসজিদের খুঁটিকে সোনা বলে প্রমাণ করতে চান তাহলে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিতে পারতেন। পক্ষান্তরে তাঁর তাকওয়া পরহিযগারীর অবস্থা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, হযরত ইবনে ইয়াসের মতো আধ্যাতিক ব্যক্তিত্ব বলেছেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা হলেন মহান ফকীহ্ দিনরাত ইল্ম চর্চায় নিমগ্ন, ইবাদতগুজার, নীরবতাপ্রিয়; তিনি হারাম হালালের বিষয়ে সত্যকথা বলে দিতে কখনও দ্বিধা করেননি।

www.pathagar.com

হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদ শুরাভিত্তি ইজতিহাদ। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হলেন ১ম ব্যক্তি যিনি ইলমে শরীয়াতকে সংকলন করেছেন এবং শাস্ত্রীয়রূপ দান করেছেন এবং তিনি একমাত্র ইমাম যিনি ফিকহ্ ও ইজতিহাদের জন্য ৪০জন বিশিষ্ট ফকীহ্ এর এক মজলিস গঠন করেছিলেন। সেখানে সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে মাছায়েল আহরণের মূলনীতি নির্ধারণ করা হতো। কিয়াস প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি প্রণীত হতো। একটি মাছআলা সম্পর্কে এমনকি মাসাধিকাল আলোচনা হতো, এরপর যখন পূর্ণ এতমিনান হতো তখন তা লিপিবদ্ধ করা হতো। মুয়াফ্ফাক মক্কী (রহঃ) বলেন, আবূ হানীফা (রহঃ) তাঁর মাজহাবে শুধু নিজস্ব মতামতের উপর নির্ভর করেননি বরং 'মজলিসে শুরা' গঠন করে সকলের মতামত ও যুক্তি মনোযোগের সাথে শুনতেন। সর্বশেষে নিজের মতামত ও সিদ্ধান্ত নিতেন। সাধারণত তাঁর ইজতিহাদের উপর সকলেই আশস্ত হলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কিন্তু তারপর যদি কারো দ্বিমত বজায় থাকতো তাহলে সেটাও লেখা হতো। এভাবে ৩০ বছরের চিন্তা-গবেষণা এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে কম করে হলেও ৩০,০০০ মাছআলার বিশাল ফিক্হ্র-ভান্ডার তৈরী করেছিলেন। *(আল-হিদায়া ইফাবা বঙ্গঃ জানু-৯৮, ১ম খন্ড ১৫-২২পৃঃ বুরহান উদ্দীন ইবনে আবু বকর রহঃ ১১৯৭-১১৯৭ ইসায়ী)*

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলতেন, আবূ হানীফা হলেন ইলমের নির্যাস। সত্যের জন্য তিনি ছিলেন আপোষহীন। হক্ব ও সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করার হিম্মত তাঁর ছিলেন। ইমাম নফসে যাকিয়া যখন খলীফার বিরুদ্ধে জিহাদ করলেন তখন তিনি তাকে সমর্থন করেছিলেন এবং বিপুল অর্থ-সাহায্য পেশ করেছিলেন। খলীফা আল-মানসূর যখন প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করলেন তখন তিনি এই বলে তা প্রত্যাখান করেন যে, যিনি এতটা সৎ-সাহসের অধিকারী খলীফার বিপক্ষেও শরীয়াতের ফায়সালা জারী করতে পারেন, তিনিই এই পদের উপযুক্ত, আমার সেই সাহস নেই; সুতরাং আমি এ পদের উপযুক্ত নই। এজন্য তিনি খলীফার চাবুক খেয়েছেন, জেল-জুলুম ভোগ করেছেন; এমন কি জেলখানায় বিষ প্রয়োগের কারণে সিজ্দারত অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেছেন কিন্তু আপন সিদ্ধান্ত হতে বিচ্যুৎ হননি।

দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ঃ

📖 ইবনে আবী উমার (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ ধরনের সালাত উত্তম ? তিনি বললেন, দীর্ঘ কিয়াম করা। *(তিরমিযী ইফাবা অক্টো-৯৩, ২:৯৩০:৩৮৭)*

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এতো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে বলা হতো, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি এতো কষ্ট করছেন, অথচ আল্লহ্ তাঁআলা আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ? *(শামায়েলে*

www.pathagar.com

তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১৮০পৃঃ ২৬৩নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৩, ২য় খন্ড ১৭৯পৃঃ ৪৯২নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা জুন-৯৪, ৮ঃ৩৪৬ঃ৬৮৬৪ মুগীরা ইবনে শুবার রেওয়ায়েত)

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি তৎক্ষণাৎ নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি এতো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, মনে হলো যেন তিনি রুকূতে যাবেন না। তারপর তিনি রুকু করেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকলেন, মনে হলো যেন তিনি মাথায় তুলবেন না। অতঃপর তিনি মাথা তুলে এতো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, মনে হলো যেন তিনি সিজ্‌দাই করবেন না। অতঃপর তিনি সিজ্‌দা করেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজ্‌দারত থাকলেন, মনে হলো যেন তিনি সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠাবেন না। অতঃপর তিনি সিজ্‌দা থেকে মাথা তুললেন কিন্তু মনে হলো যেন তিনি আর সিজ্‌দা যাবেন না। তারপর তিনি (২য়) সিজ্‌দা করেন এবং সিজ্‌দায় এতো দীর্ঘক্ষণ কাটালেন, মনে হলো তিনি যেন সিজ্‌দা থেকে মাথা তুলবেন না। এ অবস্থায় ২য় রাকাআতের শেষ সিজ্‌দায় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, প্রভু ! তুমি কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি তাদের (উম্মতের) মধ্যে থাকাবস্থায় তুমি তাদেরকে কোনো আযাব নাযিল করবে না ? প্রভু ! তুমি কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় এবং আমিও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দিবে না। তিনি এভাবে দু' রাকাআত নামায শেষ করলেন এবং ততোক্ষণ সূর্যও ফর্সা (গ্রাসমুক্ত) হয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, মহান আল্লহ্ তাঁআলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন, তারপর বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লহ্ তাঁআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত দু'টি নিদর্শন। (কারো জীবন-মৃত্যুর কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না) অতএব সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ লাগলে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লহ্ তাঁআলার স্মরণে ধাবিত হও। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ২১৩-২১৪পৃঃ ৩২৪নং হাদীস)*

ব্যাখ্যা ঃ অন্য হাদীসে আছে, নামাযে কান্না নিষেধ।

দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ নামাযে ক্বিরাআত অর্থাৎ কুরআন তিলায়াতের সময় কুরআনের শব্দাবলী থেকে বিচ্ছুরিত নূরসমূহ নামাযীকে বেষ্টন করে রাখে, যার ফলে উক্ত নূর নামাযীর শরীরে প্রবাহিত হয়ে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে। *(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ৭৪ পৃঃ প্রকাশকাল ১৪২০ হিজরী বঙ্গাঃ মাওঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

গোলাম মালিকের নিকট থেকে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য মালিকের সম্মুখে আপাদমস্তকের অঙ্গ-ভঙ্গিমা ও আর্জি (দরখাস্ত) এমনভাবে পেশ করে যাতে করে সর্বোচ্চ বিনয়, নম্রতা ও গোলামীত্ব প্রকাশ পায়। গোলামীত্বের রহস্য হাত বেঁধে নেয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। মালিকের সামনে হাত বেঁধে নেয়ার দ্বারা সর্বোচ্চ বিনয়, নম্রতা, অসহায়াত্ব ও গোলামীত্ব প্রকাশ পায়। এজন্যই আল্লহ্ তাঁআলা সর্বাধিক নম্রতা ও অসহায়াত্ব প্রকাশের জন্য নামাযের মধ্যে পুরুষের নাভীর নীচে ও মহিলাদের বুকের উপর হাত বেঁধে নেয়ার বিধান দিয়েছেন।

www.pathagar.com

লোকদের নিয়ে সালাত আদায়কালে সংক্ষিপ্ত করা একাকী নামায ইচ্ছামত দীর্ঘ করা

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, যখন তোমাদের কেউ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত করে, কেননা তাদের মধ্যে রোগগ্রস্ত, দুর্বল এবং বৃদ্ধলোক থাকে। আর যখন কেউ একা একা সালাত আদায় করে তখন সে যেন যত ইচ্ছা সালাত দীর্ঘ করতে পারে। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ৪৫২পৃঃ ৮২৬নং হাদীস)*

রুকুঃ

📖 আহমাদ ইবনে মানী (রহঃ) আবূ আবদির রাহমান আস-সুলামী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বলেছেন, তোমাদের জন্য (রুকূতে) হাঁটুদ্বয় ধারণ করা সুন্নাত হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা ধারণ করবে। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৪, ১ঃ২৪৬ঃ২৫৮)*

সিজ্‌দা ঃ

📖 সালামা ইবনে শাবীব, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুনীর, আহমাদ ইবনে ইব্রাহীম আদ দাওরাকী, হাসান ইবনে আল হুলওয়ানী এবং আরো একাধিক রাবী (রহঃ) ----- ওয়াইল ইবনে হুজর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমি রাসূল (সাঃ)কে দেখেছি তিনি যখন সিজ্‌দা করছিলেন দু'হাত রাখার আগে দু'হাঁটু রেখেছিলেন। আর যখন সিজ্‌দা থেকে উঠেছিলেন তখন দু'হাঁটুর আগে দু'হাত তুলেছিলেন। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৪, ১ঃ২৫৫ঃ২৬৮)*

📖 মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার বুন্‌দার (রহঃ) ----- আবূ হুমায়দ আল-সাঈদী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) সিজ্‌দায় সময় তাঁর নাক ও কপালকে মাটিতে স্থির করে স্থাপন করতেন। শরীরকে দু'পার্শ্বের হাঁটু দুটো থেকে সরিয়ে রাখতেন এবং কাঁধ বরাবর দু'হাত রাখতেন। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৪, ১ঃ২৫৭ঃ২৭০)*

📖 মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (রহঃ) ----- বারা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূল (সাঃ) এর সাথে সালাত আদায় করতাম। তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলতেন। পরে তিনি সিজ্‌দায় না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ ঝুকাতো না। তিনি সিজ্‌দায় গেলে পর আমরাও সিজ্‌দায় যেতাম। *(তিরমিযী ইফাবা জুন- ৯৪, ১ঃ২৬৩ঃ২৮৯)*

📖 ইয়াহইয়া ইবনে মূসা (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূল (সাঃ) পায়ের অগ্রভাগে ভর দিয়ে সালাতের সিজ্‌দা থেকে দাঁড়াতেন। *(তিরমিযী ইফাবা জুন- ৯৪, ১ঃ২৬৮ঃ২৮৮)*

📖 সিজ্‌দায় উভয় বাহু পাঁজরদ্বয় থেকে পৃথক রাখা। *(বুখারী ১ঃ৫৬/মুসলিম ১ঃ১৯৪/তিরমিযী ১ঃ৬৩/আবূ দাউদ ১ঃ১৩০)*

📖 সিজ্‌দায় কনুই মাটি ও হাঁটু থেকে পৃথক রাখা। *(বুখারী ১ঃ১৯৩/মুসলিম ১ঃ১৯৩/আবূ দাউদ ১ঃ১৩০)*

www.pathagar.com

সিজ্‌দার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, সিজ্‌দার সময় মাথার শিরা-উপশিরাগুলিতে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় যা দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে।

পৃথিবীর চুম্বক মেরুদন্ডের উত্তর-মেরু হতে দক্ষিণ মেরুর দিকে একপ্রকার চুম্বক বলরেখা প্রবাহিত হচ্ছে এবং এর দ্বারা পৃথিবী বহিঃস্তরের মধ্যদিয়ে একপ্রকার ইলেকট্রন আবর্তিত হচ্ছে। উক্ত ইলেকট্রন চক্রগুলো কর্তিত হয়ে একপ্রকার শক্তিশালী বলরেখা উৎপন্ন হয়। এ শক্তিশালী বলরেখা সেলফ (SELF = Straight Electro magnetic lines of Force) ভূপৃষ্ঠ হতে লম্বভাবে বায়ুমন্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়ে চামড়া, মাংস ভেদ করে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। মানুষের মস্তিষ্কে বিভিন্নভাবে ইলেকট্রন জমা হয়। মস্তিষ্কে এই ইলেকট্রন বেশি জমা হলে মস্তিষ্ক উত্তাপ্ত হয়ে সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রও উত্তাপ্ত হয়ে যায় ফলে ঐ স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও উত্তেজিত হয়ে উঠে মেজাজ খিটখিটে, উগ্রমেজাজ, অল্প কথায় বেশি রাগ দেখা দেয়। প্রতিদিন কয়েকবার কপাল ও নাকের অগ্রভাগ ভূপৃষ্ঠ বা কোনো পাকা মেঝের উপর স্পর্শ করলে সেলফ মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে ঐ বাড়তি ইলেকট্রন মস্তিষ্ক থেকে দূর করে দেয় ফলে অধিকাংশ উত্তাপ্ত মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ঠান্ডা হয়।

সেলফ দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের একাংশে বেশি শক্তিশালী ও কার্যকরী থাকে এজন্য ঐ সময় কপাল ও নাকের অগ্রভাগ ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করলে অর্থাৎ সিজ্‌দার মাধ্যমে নামায আদায় করলে মাথায় জমাকৃত ইলেকট্রন অধিক পরিমাণে ভূপৃষ্ঠে চলে যেয়ে মস্তিষ্ক ঠান্ডা হয়। যার ফলে অন্যায় কাজের স্পৃহা মানুষের থাকে না ফলে স্বভাবতই মানুষ ভদ্র ও নম্র স্বভাবের হয়ে উঠে। মস্তিষ্কের প্রয়োজনাতিরিক্ত ইলেকট্রনমুক্ত না করলে গ্যাসষ্টিক, আলসার, উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, শরীর দাহ, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে। *(সূত্র ঃ নামায ও বিজ্ঞান সারমর্ম)*

গোলামের সহানুভূতি নির্ভর করে মালিকের আনুগত্যের পরিমাণের উপর। গোলামকে (বান্দাকে) আল্লহ্ তাঁআলার নিকট থেকে সর্বাধিক সহানুভূতি পেতে গেলে, গোলামকে সর্বাধিক আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। নামাযে সিজ্‌দার মাধ্যমে মানুষ নিজের চরম বিনয় ও নতি প্রকাশ করে। ভৃত্যের জন্য প্রভুর সকাশে সেটাই সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ। দাসত্বের রহস্য নিহিত রয়েছে সিজ্‌দায় কারণ দাসত্ব মানেই হলো আনুগত্য ও নতি স্বীকার। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৮৮, ১ম খন্ড ১০২পৃঃ)*

সালাম ফিরাবার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে নফল নামায বাদ দিয়ে ফরয, সুন্নাত ও বেতের নামায কম করে হলেও চল্লিশ রাকাআত আদায় করতে চৌদ্দবার উভয় দিকে সালাম ফিরাতে হয়, যা হার্টের রোগ থেকে হিফাযত রাখে।

দৌড়াতে দৌড়াতে নামাযের জন্য মাস্‌জিদে না আসা ঃ

📖 মুহাম্মাদ ইবনে আব্‌দিল মালিক ইবনে আবিশ্ শাওয়ারিব (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন যে, সালাতের ইকামত হলে তোমরা (তাড়াহুড়া করে দৌড়াতে দৌড়াতে) মাস্‌জিদে আসবে না বরং সেদিকে হেঁটে আসবে।

www.pathagar.com

তোমাদের ধীরস্থির হওয়া উচিত। জামাআতের সাথে সালাতের যতটুকু পাবে আদায় করে নিবে, আর যতটুকু ফওত হয়ে গেল তা (সালাতের পর) পূরণ করে নিবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ ২য় সংস্করণ জুন- ৯৪, ২য় খণ্ড ৬৪পৃঃ ৩২৭নং হাদীস)*

দৌড়াতে দৌড়াতে নামাযের জন্য মাস্‌জিদে না আসার সুফল ঃ মানুষ যখন দৌড় দেয় তখন মানুষের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় কিন্তু হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগে। দৌড়াতে দৌড়াতে মাস্‌জিদে গেলে হৃদস্পন্দনের অস্বাভাবিক গতি নামাযের মধ্যে একাগ্রতা হাসিলের ক্ষেত্রে বাধার (প্রতিবন্ধকতার) সৃষ্টি করে। এজন্যই দয়ার নবীজী (সাঃ) দৌড়াতে দৌড়াতে মাস্‌জিদে এসে নামাযে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

পায়ে হেঁটে চলাচলের সুফল ঃ খাদ্য-খাবার খেয়ে অলসভাবে জীবন কাটালে অর্থাৎ পায়ে হেঁটে চলাচল বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ না করলে ভুক্তখাদ্য ফেপে যায়। ফলে খাদ্যদ্রব্য রোগ-জীবাণুতে পরিণত হয়ে শরীরে কুপ্রভাব ফেলে।

✍ চর্মচক্ষুতে সুন্নাতের সুফল দেখে সুন্নাত মানার নাম ইসলাম নয়। চব্বিশ ঘন্টার জন্য সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার করলে আল্লহ্ তাঁআলা তার অন্তরচক্ষুকে খুলে দেন। তখন তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় সুন্নাতের খিলাফের অপকারিতা।

নামাযের সময় নির্ধারণের হিকমত ঃ সময় নির্ধারিত থাকলে ফরয আমল নামাযের প্রতি মানুষ আগ্রহী থাকে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আযানের ধ্বনি শুনা মাত্রই তার দিল মাস্‌জিদের দিকে নামায আদায়ের জন্য ছুটে যায়। তাকে নামাযের পূর্ব-প্রস্তুতিস্বরূপ এক নামায শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়, ফলে দিল সর্বদা মাস্‌জিদের পানে ছুটে থাকার কারণে সর্বদা সে নামাযের মধ্যে রত থাকার নেকী পায়। কিন্তু সময় নির্ধারিত না থাকলে মানুষ অল্প ইবাদতকে বেশী মনে করে বসতে পারে যা তার ইবাদতকে স্তিমিত করে দিতে পারে। নামাযের সময় নির্ধারিত থাকার কারণে নামায মানুষকে অলসতা, বিষন্নতা দূর করে সমস্ত কাজকর্ম, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমের মধ্যে শৃঙ্খলা এনে দেয়। এজন্যই আল্লহ্ তাঁআলা নামাযের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

জামাআতের কাতারে মিশে মিশে দাঁড়ানো ঃ

📖 মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক মুখাররামী (রহঃ) আনাস (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা কাতারে পরস্পর মিশে দাঁড়াও। দুই কাতারের মাঝে কিছু ফাঁক রাখো এবং কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর শপথ ! আমি শয়তানকে দেখতে দেখছি ছোট ছোট বকরীর মতো কাতারের মধ্যে প্রবেশ করছে। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খণ্ড ৪৪৯পৃঃ ৮১৮নং হাদীস)*

জামাআতের কাতারে মিশে মিশে দাঁড়ালে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্যবোধ থাকে না, যার প্রভাব অন্তরে পড়ে এবং হৃদয়ে প্রশান্তি আনায়ন করে, ফলে শয়তানের অস্‌ওয়াসা হ্রাস পায়। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

ফযরের নামাযের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের অভিমত, সূর্যোদয়ের একঘন্টা পূর্বের নির্মল বায়ু স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এই বায়ু মানুষের মস্তিষ্ককে সবল

www.pathagar.com

করে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, মনে আনন্দ দান করে এবং প্রত্যুষের নির্মল বায়ু ফুসফুসকে সতেজ রাখে।

সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, শক্তিশালী বলরেখা সেলফ (SELF = Straight Electro magnetic lines of Force) ভূপৃষ্ঠ হতে লম্বভাবে বায়ুমন্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়ে চামড়া, মাংস ভেদ করে মস্তিষ্কে পৌছে যায়। সেলফ দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের একাংশে বেশি শক্তিশালী ও কার্যকরী থাকে এজন্য ঐ সময় কপাল ও নাকের অগ্রভাগ ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করলে অর্থাৎ সিজ্‌দার মাধ্যমে ফযর ও মাগরিবের নামায আদায় করলে মাথায় জমাকৃত ইলেকট্রন ভূপৃষ্ঠ টেনে নিতে পারে। মস্তিষ্কের প্রয়োজনাতিরিক্ত ইলেকট্রন মুক্ত না করলে গ্যাসষ্টিক, আলসার, উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, শরীর দাহ, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে। *(সূত্র : নামায ও বিজ্ঞান সারমর্ম)*

ফযরের নামায দু'রাকাআত হবার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের অভিমত, কোনো কাজ আস্তে আস্তে করে পর্যায়ক্রমে গতিবৃদ্ধি করতে হয়। তেমনিভাবে ঘুম থেকে উঠেই যদি সতেরো রাকাআত নামায আদায় করে, তাহলে এমনিতেই তার পেট খাদ্যশূন্য থাকে তার উপর অধিক নামাযের কারণে দৈহিকশক্তি লোপ (হ্রাস) পেয়ে দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। *(সুন্নতে রাসুল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ৭০পৃঃ বঙ্গঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

যুহরের নামাযের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ কাজ-কর্মের মাধ্যমে শরীরে ধুলাবালি, ময়লা ও বিষাক্ত পদার্থ লেগে শরীরে যে অস্বস্তি ও ক্লান্তি অনুভূত হয়, তা যুহরের নামাযের উযূর দ্বারা দুরীভূত করে কাজ-কর্মে পূর্ণউদ্দীপনা সৃষ্টি করে। দ্বিপ্রহরে শরীরে যে শুষ্কতা অনুভূত হয়, তা যুহরের নামাযের উযূর দ্বারা অনেকটা দুরীভূত হয়ে যায়। গোসলের দ্বারা শরীর ও মনের মধ্যে সজীবতা ও উৎফুল্লতা অনুভূত হয় এবং উযূর দ্বারাও শরীর ও মনের মধ্যে তদানুরূপ সজীবতা ও উৎফুল্লতা অনুভূত হয়।

ঈশার নামাযের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ঈশার ১৭ রাকাত নামায একটি পরিপূর্ণমাত্রার ব্যায়াম। মানুষ রাতের খানার সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লে হযম প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে, ফলে আরামে নিদ্রা যেতে পারে না। খানার পর ঈশার নামায পড়লে হযম প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় তাপ তার শরীরেই উৎপন্ন হয়, ফলে হযমপ্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

তাহাজ্জুদের নামাযের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পাশ্চাত্যের স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞগণ গবেষণায় দেখেছেন, যারা তাহাজ্জুদ নামাযী তারা মানসিক রোগগ্রস্ত হয় না। এ থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হতাশাগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা অর্ধ-রাত্রের পর জাগ্রত হওয়া।

জুমুআর জামাআত ঃ সমগ্র গ্রামের বা মহল্লার বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও জরুরী বিষয়াদী খুতবার মাধ্যমে আলোচনা করা, যিনার মতো মারাত্মক অপরাধের শাস্তি রযম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) অধিক সংখ্যক মুসল্লীদের উপস্থিতিতে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লহ্ তা'আলা এ হুকুম দিয়েছেন, যাতে ইসলামী আইনে অপরাধের শাস্তি দেখে হাজারো মানুষ সতর্ক হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ছয় তাক্‌বীরের সহিত ঈদের জামাআত ঃ

📖 হযরত সাঈদ ইবনুল আছ, আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) এবং হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ)কে প্রশ্ন করলেন যে, রাসূল (সাঃ) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার মধ্যে কিভাবে তাক্‌বীর বলতেন ? আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) জবাবে বললেন, জানাযার তাক্‌বীরের মতো প্রতি রাকাআতে চার তাক্‌বীর বলতেন। (১ম রাকাআতে তাক্‌বীরে তাহরীমাসহ চার তাক্‌বীর আর ২য় রাকাআতে রুকূর তাক্‌বীরসহ চার তাক্‌বীর) হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) এই উত্তরকে সমর্থন করলেন। আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) আরো বললেন, আমি যখন বসরার গভর্ণর ছিলাম তখন এভাবেই তাক্‌বীর বলতাম। *(আবূ দাউদ ১ম খন্ড ১৬৩পৃঃ)*

বিঃ দ্রঃ ইমাম মুসল্লীদের নিয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করবেন। ১ম রাকাতে তাক্‌বীর বলতে তাহরীমার জন্য (অতঃপর হাত বেধে নিতে হবে)। তারপর তিনবার তাক্‌বীর বলবেন। (প্রথমবার তাক্‌বীর বলে হাত কর্ণ পর্যন্ত উত্তোলন করে ছেড়ে দিতে হবে, দ্বিতীয় বার তাক্‌বীর বলে হাত কর্ণ পর্যন্ত উত্তোলন করে ছেড়ে দিতে হবে, তৃতীয় বার তাক্‌বীর বলে হাত কর্ণ পর্যন্ত উত্তোলন বেঁধে নিতে হবে) এরপর সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন এবং তাক্‌বীর বলে রুকূতে যাবেন। এরপর ২য় রাকাতে ক্বিরআত দিয়ে শুরু করবেন। তারপর (সূরা বা ক্বিরআত পাঠান্তে) তিনবার তাক্‌বীর বললেন (প্রথমবার তাক্‌বীর বলে হাত কর্ণ পর্যন্ত উত্তোলন করে ছেড়ে দিতে হবে, দ্বিতীয় বার তাক্‌বীর বলে হাত কর্ণ পর্যন্ত উত্তোলন করে ছেড়ে দিতে হবে, তৃতীয় বার তাক্‌বীর বলে হাত কর্ণ পর্যন্ত উত্তোলন করে ছেড়ে দিতে হবে) এবং চতুর্থ তাক্‌বীর বলে রুকূতে যাবেন। *(আল-হিদায়া ইফাবা বঙ্গঃ জানু- ৯৮, ১ম খন্ড ১৬২পৃঃ)*

📖 জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) বলেন, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর প্রথম রাকাআতে চারটি দ্বিতীয় রাকাআতে তিনটি। তাকবীরে তাহ্‌রীমা বাদ দিয়ে মোট ছয়টি। *(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩য় খন্ড ২৯৬পৃঃ)*

জানাযার নামায ঃ

📖 ইয়াকুব ইবনে কাসির (রহঃ) ----- উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবীজী (সাঃ) উসমান ইবনে মাযযুন (রাযিঃ) এর জানাযার সালাত চার তাক্‌বীরের সাথে আদায় করেন। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গঃ জানু-২০০১, ২য় খন্ড ২৮পৃঃ ১৫০২নং হাদীস)*

বিঃ দ্রঃ এই নামাযে মুখে শুধুমাত্র তাক্‌বীর বলতে হবে কিন্তু হস্তদ্বয় কর্ণ পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে না।

হজ্জ ঃ মুসলমানদের দুই বিরাট সম্মেলন জুমুআ ও ঈদের নামাযেও সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে না। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য হজ্জের বিধান দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

নামাযীর সম্মুখে ছুতরা রেখে যাতায়াত ঃ

📖 কুতায়বা ও হাম্মাদ (রহঃ) ----- তালহা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, উটের পিঠের কাষ্ঠাসনের অনুরূপ কিছু যদি মুসল্লীর সামনে থাকে, তবে এর বাইরে দিয়ে কারো যাতায়াতে পরওয়া করার কিছু নেই। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো- ৯৩, ২য় খন্ড ৭২পৃঃ ৩৩৫নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা মে- ৯৯, ২ঃ২৭২ঃ৯৯২ ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া রাবীর রেওয়ায়েতে)*

📖 ইসহাক ইবনে মূসা আল-আনসারী (রহঃ) ----- বুসর ইবনে সাঈদী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) থেকে আবূ জুহায়ম (রাযিঃ) কি জেনেছেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁর কাছে যায়দ ইবনে খালিদ আল-জুহনী (রাযিঃ) জনৈক ব্যক্তিকে পাঠান। আবূ জুহায়ম (রাযিঃ) বললেন, মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানতো যে এতে কি শাস্তি নিহিত আছে, তাহলে মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করার চে' ৪০ বছর দাঁড়িয়ে থাকাও তার জন্য ভালো (মনে) হতো। রাবী আবুন নাযর বলেন, ৪০ দিন, না ৪০ মাস, না ৪০ বছর বলেছেন আমি জানি না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো-৯৩, ২য় খন্ড ৭৩পৃঃ ৩৩৬নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ১ঃ২৮৫ঃ৩৯৮)*

বান্দা মালিকের সামনে নির্দিষ্ট নিয়মে দন্ডায়মান থেকে নিজের আর্জি পেশ করে। এমতাবস্থায় মালিকের সম্মুখ দিয়ে মালিকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে যাওয়া চরম বেয়াদবী। এজন্য মালিকের আনুগত্য প্রদর্শনস্বরূপ নামাযীর সম্মুখে ছুতরা রেখে যাতায়াতের বিধান।

তারাবী ঃ

📖 তারাবী বিশ রাকাআত এ ব্যাপারে সাহাবায়ে-কিরাম (ইজমা) ঐক্যমত পোষণ করেছেন। *(মুগনী ১খন্ড ৮০৩পৃঃ)*

📖 হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবীজী (সাঃ) রমযান মাসে তারাবীর নামায বিশ রাকাআত পড়তেন এবং বিতর আদায় করতেন। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ২য় খন্ড ৩৯৪পৃঃ)*

📖 মানুষ হযরত উমার, উসমান ও আলী (রাযিঃ) যুগে তারাবীর নামায বিশ রাকাআত পড়তেন। *(সুনানে বায়হাকী ২য় খন্ড ৪৯৬পৃঃ)*

ইমামকে সিজ্দারত অবস্থায় পেলে তাই করবে ঃ

📖 হিশাম ইবনে ইউনুস আল-কূফী (রহঃ) ----- মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন তোমাদের কেউ যদি সালাতে শরীক হতে আসে এবং ইমাম যদি (সালাতের) কোনো এক অবস্থায় থাকেন, তবে সে ইমাম যা করছেন তাই করবে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। এই সনদ ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে মুসনাদরূপে বর্ণিত আছে বলে আমার জানা নেই। আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, ইমামের সিজ্দার

www.pathagar.com

অবস্থায় যদি কেউ জামাআতে শরীক হতে আসে তবে সেও সিজ্‌দায় শরীক হয়ে যাবে। তবে ইমামের সাথে রুকু না পাওয়ায় বর্তমান রাকাআত পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো-৯৩, ২ঃ৪০১ঃ৫৯১)*

উযূ করে নামাযের জন্য বের হলে আঙ্গুল একটির ফাঁকে অন্যটি প্রবেশ না করা ঃ

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- কাব ইবনে উজ্‌রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযূ করে মাস্‌জিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়, তখন সে হাতের আঙ্গুল একটির ফাঁকে আরেকটি প্রবেশ না করায়। কারণ, সেতো সালাতেই আছে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো-৯৩, ২য় খন্ড ৯২৯পৃঃ ৩৮৬নং হাদীস)*

সাওম (রোযা) ঃ

অর্থঃ "রমযান মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে যা মানুষের জন্য হিদায়েত এবং সত্যপন্থীদের জন্যে সুস্পষ্ট পথনির্দেশক; আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে, সে এ রোযা রাখবে।" *(২ঃ ১৮৫)*

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযিঃ)কে নবীজী (সাঃ) এর সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ) এভাবে সাওম পালন করতেন যে, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি তো সাওম পালন করে যাচ্ছেন। আবার সাওম পালন থেকে যখন বিরত থাকতেন তখন আমরা বলতাম, তিনি বুঝি আর সাওম পালন করবেনই না। রমযান ছাড়া রাসূল (সাঃ) আর কোনো (পূর্ণ) মাসে সাওম পালন করেননি। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯৫, ৩য় খন্ড ৯২২পৃঃ ৭৬৬নং হাদীস/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০৯, ২ঃ৯০৬ঃ৯৭৯১ মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহঃ ইবনে আব্বাস রাযিঃ এর রেওয়ায়েতে)*

চাঁদ দেখে সাওম পালন ঃ

🌙 আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবনে উসমান উসমানী (রহঃ) ----- ইবনে উমার (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে, তখন সাওম পালন শুরু করবে এবং তোমরা যখন তা (শাওয়ালের নতুন চাঁদ) দেখবে, তখন ইফতার (ঈদ) করবে। আর আকাশ যদি তোমাদের উপর মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তা (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে। ইবনে উমার (রাযিঃ) নতুন চাঁদ দেখার একদিন আগেও সাওম পালন করতেন। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গঃ জানু-২০০০, ২ঃ৮৭ঃ৯৬৫৪)*

✍ একবিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আজ বিজ্ঞানমনস্ক। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা চরমভাবে বিকশিত। মানুষের পুরানো ধ্যান-ধারণা পাল্টাচ্ছে। গাঁজাখুরী রূপকথা আজ মানুষের নিকট হাস্যকর। যে কোনো বিষয় বিজ্ঞানের মানদন্ডে মানুষ যাচাই করে সঠিকতা নিরূপণ করে নিতে মানুষ আজ সিদ্ধহস্ত। এখন মানুষ আর আবেগময় ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি অভ্যস্ত নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ চাঁদ দেখে সাওম পালনের হুকুম দেখে তারা বিস্মিত হয়েছে। ইসলাম ম্লান করে দিয়েছে বিজ্ঞানের গর্ব। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর গলগ্যাস্ট দুঃখ করে বলেছিলেন, এতদিন আমরা যা বলেছি অধিকাংশই ভুল, এখন দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণী এড়িয়ে বিজ্ঞান চর্চাই ভুলের কারণ।

www.pathagar.com

প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা ঃ

📖 মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর ----- ইবনে মালহান আল-কায়সী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে ইয়াওমিল্ বীয অর্থাৎ (চন্দ্র মাসের) তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। তিনি (ইবনে মালহান) বলেন, তিনি বলেছেন এ রোযাগুলির মর্যাদা (ফাযীলাত) সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৯২, ৩য় খন্ড ৩৮৭পৃঃ ২৪৪৯নং হাদীস)*

📖 শায়বান ইবনে ফাররূখ (রহঃ) ----- মুআযাহ আল-আদাবিয়্যাহ (রহঃ) নবীজীর স্ত্রী আয়িশা (রাযিঃ) এর নিকট জানতে চাইলেন, রাসূল (সাঃ) কি প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাসের কোন্ কোন্ দিন সাওম পালন করতেন ? আয়িশা (রাযিঃ) বললেন, তিনি প্রতি মাসের যে কোনো দিন সাওম পালন করতে দ্বিধা করতেন না। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪ঃ৯২৩-৯২৪ঃ২৬৯৩/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৯২, ৩ঃ৩৮৮ঃ২৪৪৫)*

রোযা রাখার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ গবেষণায় দেখেছেন, রোযা সুস্বাস্থ্যের ঔষধ। প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখলে সারা মাসে শরীরে জমাকৃত জৈব্য-বিষরক্ত (Toxin) ফিল্টারিং (পরিশোধিত) এর মাধ্যমে দূর হয়ে দেহে নব জীবনীশক্তি প্রবাহিত করে যায়। আবার সারা বছরে শরীরের জমাকৃত জৈব্যবিষ যা দেহের স্নায়ু ও অপরাপর জীবকোষকে দুর্বল করে দেয়; সিয়ামের ফলে তা জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

জৈব্যবিষ (Toxin) মানব শরীরে বেশি থাকা ক্ষতিকর। রমযানে পেট ও মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে শরীরে রোগ বৃদ্ধি পায় না, তাই শরীর ভালো থাকে। সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার কারণে ইফতারের সময় ক্ষুধার তীব্রতার দরুন খানা সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক হয়। রোযার ফলে পরিপাক যন্ত্রগুলো বিশ্রাম লাভ করে পতিত জমির ন্যায় শক্তি লাভ করার কারণে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পায়। মেদ কমাতে রোযা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাও অধিক কার্যকর।

রোযা রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়াকে ফিল্টারিং করে সমগ্র দেহের প্রবাহ-প্রণালীকে নবরূপ দান করে। দৈনিক গড়ে প্রায় ১৪/১৫ ঘন্টা উপবাসের সময় লিভার, প্লীহা, কিডনী ও মূত্রথলী প্রভৃতি অঙ্গসমূহ একমাস পূর্ণ বিশ্রাম পায়। এতে উক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বেশ উপকারীতা লাভ করে। রমাযান মাসে নিয়মিত একমাস রোযা রাখলে দেহকে অস্বাভাবিক মোটা হতে বাধা দেয়। দীর্ঘক্ষণ পেট খালি থাকলে উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়বেটিস, কিডনী রোগ, হৃদপিন্ডের রোগসহ নানাবিধ রোগ-ব্যাধির হিফাযত হয়।

তাছাড়া পূর্ণ একমাস রোযা রাখার ফলে দেহে বাড়তি মেদ (চর্বি) হতে দেয় না এবং রক্তে কলেস্টারালের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখে। রোযা মস্তিষ্কে মুক্ত রক্তপ্রবাহ এবং সূক্ষ্ম অনুকোষগুলিকে জীবাণূমুক্ত ও সবল করে। এর ফলে মস্তিষ্কে অধিক স্নায়ুশক্তি অর্জন করতে পারে। ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি করে। খাদ্যে অরুচি দুর করে। প্রতিবছর নিয়মিত রোযা রাখলে বহুমূত্র, উচ্চচাপ, করোনারী, হৃদরোগ এবং মাসিক ঋতুর গোলযোগসহ বহুবিধ রোগ থেকে মুক্ত রাখে।

বছরে একমাস রোযা রাখার ফলে শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। অনেকটা কারখানার মেশিনকে সময়মত বিশ্রাম দেয়ার মতো। এতে মেশিনের আয়ুষ্কাল

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পায়, মানবদেহের যন্ত্রপাতিরও অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এভাবে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। ডাঃ জুয়েলস এম,ডি বলেছেন, যখনই একবেলা খাওয়া বন্ধ থাকে তখনই দেহ সেই মুহূর্তটি রোধমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত থাকে। *(রাহাত-১৯৭৯)* অধিক ভোজনের ফলে যে বিষক্রিয়া উৎপন্ন হয় তা সমগ্র দেহের স্নায়ুকোষকে বিষাক্ত করে দেয়। ফলে দেহে এক অস্বাভাবিক রকমের ক্লান্তিবোধ ও জড়তা নেমে আসে। আহারগ্রহণ থেকে বিরত থাকলে দেহযন্ত্রটিতে সংরক্ষিত জীবনীশক্তিতে এক প্রচন্ডবেগ সঞ্চারিত হয়। রোযা দেহযন্ত্রের বিরতিকালে শরীরের অপ্রয়োজনীয় অংশ ধ্বংস করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে এবং দেহের রোগ নিরাময় কাজে সংরক্ষিত প্রাণশক্তির সদ্ব্যবহার হয়।

অতি ভোজনে পাকস্থলী অনেক সময় বড় হয়ে যায়, রোযার ফলে এই বড় পাকস্থলী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। *(রাহাত-১৯৭৯)* পাকস্থলী একটি বৃহদাকার পেশীবিশেষ। শরীরের অপরাপর পেশীর মতো এরও বিশ্রামের প্রয়োজন। পাকস্থলীর বিশ্রামের উপায় হলো পাকস্থলীতে খাদ্য প্রবেশ না করানো অর্থাৎ রোযা রাখা।

পাকিস্তানের ডাঃ তারেক মাহমুদ বলেন, একবার আমি ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। সেখানে তার এক বন্ধু বললো রমযান এসেছে আমাকে রোযা রাখতে হবে, তারাবীহ্ পড়তে হবে। আমি আমার প্রফেসরকে বললাম, আমাকে একমাস ছুটি দিন। প্রফেসর বললেন, কেন ? আমি বললাম, তারাবীহ্ নামায পড়ার জন্য। তিনি বললেন, তাতে তোমার আবার ছুটির কি প্রয়োজন ? আমি বললাম, এসব ইবাদত পালনের জন্য আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। তাই প্রত্যেক দিন যাতায়াত করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। প্রফেসর বললেন, আমি তোমাকে এখানেই এমন কিছু লোকের সাথে সাক্ষাৎ করে দিচ্ছি, যাদের মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, পরনে জুব্বা, মিস্ওয়াক শেষে উযূ করে আযান দিচ্ছে। নামায আদায় করছে, একজন সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলায়াত করছে, আর তার পিছনে সকলে তা শুনছে। আনন্দের বিষয়, তারা পুরা মাস রোযাও পালন করছে, ইতিক্বাফে বসেছে, সকাল-সন্ধ্যা সেহেরী-ইফতারীও করছে। তার কথা শুনে আমি ঠিকানা নিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়ে পুরা রমযান মাস কাটিয়ে ঈদের নামায আদায় করে ফিরে এলাম। পরবর্তীতে আমি প্রফেসর সাহেবকে বললাম, জনাব আপনার বহুত অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে বুযুর্গ লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করে দিয়েছেন। আমার রমযান মাস অত্যন্ত আনন্দের সাথে কেটেছে। একথা শুনে প্রফেসর সাহেব মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, ব্যাপার কি স্যার ? তিনি বললেন, তুমি কি জানো যে, এরা কারা ? এরা সবাই ছিল ইয়াহুদী। আমি বললাম, তাতো আমি জানতে পারিনি। তিনি বললেন, তারা সকলে এ প্রজেক্টের আওতায় কাজ করেছে যে, ইসলামে মুসলিম সম্প্রদায় একাধারে একমাস রোযা রাখে আমরাও তদ্রূপ করে দেখব যে, এর মধ্যে কল্যাণকর কি রয়েছে ? আর যদি কল্যাণকর কিছু থাকে তাহলে আমরা সম্মিলিতভাবে মুসলমান হয়ে যাব। *(উলামায়ে কিরাম-আওর উনকী খিদমাদারীয়া)*

কানাডায় দুই বন্ধু তবলীগওয়ালাদের হাতে মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের ফরয, সুন্নাত নফল ও ইসলামী হুকুম আহকাম শিখানো হলো। তারা সাওম পালন করল কিন্তু তারা দেখল কানাডার পুরানো মুসলমানগণ রমযান মাসে দিনের

www.pathagar.com

বেলায় প্রকাশ্যে পানাহার করছে। তখন দুই নওমুসলিম বন্ধুর একজন বললো, আমরা নওমুসলিম বিধায় কি আমাদের এই শাস্তি রোযা (সাওম) ? অতঃপর দুই বন্ধুর প্রশ্নকারী বন্ধু পূর্বের ধর্মে ফিরে গেল। আফ্সোস ! আজ বিশ্বে আদমশুমারীর হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে প্রায় দেড়শ' কোটি মানুষ মুসলমান কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইসলামের উপর আছে কয়জন ? ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও খৃস্টান মিশনারীরা সম্মিলিতভাবে ইসলামী শিক্ষার উপর অধ্যয়ন ও গবেষণা করে নিজেদের সংশোধনের পথ উন্নয়নের রাস্তা অন্বেষণ করতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের ইসলামী শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য ছুটে আসছে। কিন্তু আমরা পুরানো মুসলমানগণ যেন রোকওয়াট বা প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। আল্লহ্ তাঁআলা আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে ইসলামের নমুনা বনার তৌফিক দান করুন।

✍ একাবিংশ শতাব্দী ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগ। সারা বিশ্ব আজ জ্ঞানের জয়-জয়াকার। বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাণ ছাড়া এযুগে কেউ কোনো কিছু করতে রাজী নয়। জীবনের প্রতিটি সেক্টরে বিজ্ঞানের আধিপত্য। ইসলামের প্রতিটি বিধানই বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলাম বিজ্ঞান বিরোধী ছিল না এবং কখনও তা হতেই পারে না। বিজ্ঞানের নামে যদি কেহ অবৈজ্ঞানিক কোনো কথা বলে তবে ইসলাম শুরু থেকেই তার বিরোধীতা করে আসছে।

www.pathagar.com

৫ম অধ্যায়

পোশাক পরিচ্ছদ ও আধুনিক বিজ্ঞান

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত হাদীসের সারমর্ম ঃ

জুব্বা ঃ রাসূল (সাঃ) একটি রুমী জুব্বা পরেছেন যার হাতা দু'টি ছিল আঁটসাঁট। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৬৬:৭০/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯২, ৪:২৮৬:১৭৭৪ /বুখারী/ মুসলিম)*

রাসূল (সাঃ) এর জামার হাতা ছিল কব্জি পর্যন্ত লম্বা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯২, ৪:২৮৫:১৭৭৯/শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৫৯:৫৭)*

সালোয়ার/লুঙ্গি ঃ নবীজী (সাঃ) পায়জামা পছন্দ করতেন তবে সর্বদা কোর্তা লুঙ্গি পরিধান করতেন। *(নসরুত্তীব)*

উসমান (রাযিঃ) তার অর্ধ-জঙ্ঘাদেশ পর্যন্ত লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরতেন এবং বলতেন, এরূপই ছিল আমার সাথী বন্ধু নবীজী (সাঃ) এর লুঙ্গি পরার নমুনা। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৯২:৯২০)*

পুরুষদের কাপড় (পায়জামা, সালোয়ার, লুঙ্গি এবং জুব্বা) পায়ের গোড়ালীর বা টাকনুর উপরে পরিধান করা উচিত। *(মুসলিম ২:৮৬৯ ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯৩, ৭:১৯৩:৫২৭৮ /তিরমিযী ১:৩০৩ ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯২, ৪:২৭১:১৭৩৬)*

কোর্তা, লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত পরিধান করা। *(আবু দাউদ ২:৫৬৬)* জামা পায়জামা পায়ের নালার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত তবে টাখনু গিরার উপর পর্যন্ত জায়েয। *(مرقاة ج/٨ وجمع الفوائد)*

জামা-পায়জামাসহ সকলপ্রকার পোশাক পরিধানের সময় ডানহাত ও ডান পা আগে প্রবেশ করানো। *(আবু দাউদ ১:৫/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪:২৮৫:১৭৭২)*

বিসমিল্লাহ্ বলে কাপড় খোলা আরম্ভ করা এবং খোলার সময় বামহাত ও বাম পা আগে বের করা। *(আবু দাউদ ১:৫)*

একই সময়ে জামা-পায়জামা উভয়টি পরিধান করতে হলে আগে জামা পরিধান করে পায়জামা পরিধান করা উত্তম। *(فقه الحديث)*

টুপি ঃ টুপি পরা, টুপির উপর পাগড়ী পরা মুস্তাহাব। *(যাদুল মাআদ ১:৫০/নসরুত্তীব)*

রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীগণের টুপি ছিল মাথা জোড়া বিস্তৃত। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯২, ৪:২৯৩:১৭৮৯)*

রাসূল (সাঃ) কোনো কোনো সময় সাদা টুপি পরতেন। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসেম্বর- ৯৪, ১৮৩:৩০৩)*

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে শামে (সিরিয়ার) তৈরী সাদা টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসেম্বর- ৯৪, ১৮৩:৩০৪)*

পাগড়ী ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবীজী (সাঃ) কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৮৯:১১৪/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন- ৯২, ৪:২৭৩:১৭৪২/ইবনে মাজাহ্ বঙ্গঃ জানু-২০০১, ২:৫৬৫:২৮২২)*

পাগড়ীর নীচে টুপি ব্যবহার করা। *(তিরমিযী ৩০৪সাফা)*

www.pathagar.com

কালো পাগড়ী ব্যবহার করা। *(তিরমিযী ৩০৪/আবু দাউদ ২:৫৬৩)*

পাগড়ী বাঁধার পর মাথার পিছনে একহাত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখা। *(মিশকাত ২:৩৭৪)*

সাদা ও সবুজ রঙ্গের পোশাক ঃ নবীজী বলেন, সাদা পোশাক তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৬৫:৬৭/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৫, ৩:২৯৬:৯৯৪/ যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯০, ১:৯০)*

নবীজী (সাঃ) সবুজ রঙ্গের পোশাক পরিধান করেছেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৫১-৫২:৪৩)*

পুরুষের লাল রঙ্গের পোশাক পরিধান না করা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪:২৬৭:১৭৩১/ বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ- ৯৪, ৯:২৯৮:৫৩১৮)*

নিষেধাত্মক হাদীস ঃ স্বর্ণ ও রৌপের পাত্রে পানাহার করবে না, মোটা বা মিহি রেশমী কাপড় পরিধান করবে না এবং উহার উপর বসবে না। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬:৩৫০:২২৪৯)*

পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও সোনার আংটি ব্যবহার হারাম এবং মেয়েদের জন্য হালাল। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪:২৬৫:১৭২৬)*

নবীজী (সাঃ) কুষ্ঠরোগীদের রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি দেন। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১:১০২:৫৪,৫৫)*

নবীজী কাপড় তালি লাগানোর উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা বাতিল করতেন না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২,৪:২৯২:১৭৮৭)*

রাসূল (সাঃ) ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক অপছন্দ করতেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৯, ৫:১৯৪:৪০১৮)*

পাদুকা ঃ নবীজীর পাদুকাদ্বয়ের দু'টি করে ফিতা ছিল। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪:২৮৯:১৭৮০)*

জুতা খোলার সময় প্রথমে বাম পা খোলা অতঃপর ডান পা খোলা। *(বুখারী)*

ডান পা জুতা পরার সময় প্রথমে হবে এবং খোলার সময় শেষে হবে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬:৩৫২:২২৫৬)*

এক জুতা পায়ে দিয়ে না চলা। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬:৩৫২:২২৫৭/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪:২৮৯:১৭৮১)*

জুতা মোজা ঝেড়ে পায়ে দেয়া। *(যাদুল মাআদ -আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম)*

রাসূল (সাঃ) জুতা উঠাবার সময় বাম হাতের তর্জনী দ্বারা উঠাতেন। *(শামায়েল)*

আংটি ঃ নবীজী (সাঃ) এর আংটি ছিল রূপার। আর এর উপরের নকশা ছিল হাবশী আঙ্গিকের। *(তিরমিযী ইফাবা- ৯২, ৪:২৭৫:১৭৪৫)*

বিছানা ঃ রাসূল (সাঃ) যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার আর এর ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছাল। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪:২৮৪:১৭৬৭)*

www.pathagar.com

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ

সাদা পোশাক ঃ

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমাদের সাদা কাপড় ব্যবহার করা উচিত। তোমাদের জীবিতরা যেন তা পরিধান করে এবং তোমাদের মৃতদের তা দিয়ে কাফন দাও। কেননা এটা তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক। *(তিরমিযী ১ঃ৯৯৩ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৫, ৩য় খন্ড ২৯৬পৃঃ ৯৯৪নং হাদীস/ আবু দাউদ ২ঃ৫৬২ ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে- ৯৯, ৫ঃ৯৯৯ঃ৪০৪৭/শামায়েলে তিরমিযী ৫সাফা মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৬৫ঃ৬৭/যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯০, ১ঃ৯০/বুখারী/মুসলিম/ইবনে মাজাহ ইফাবা জানু-২০০৯, ২ঃ৯৭ঃ৯৪৭২ রাবী মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহঃ)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (রহঃ) সামুরা ইবনে জুন্দুর (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করবে। কেননা, তা হলো অধিক নির্মল ও পবিত্র। আর এতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফন দাও। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৯, ৫ম খন্ড ২০৩পৃঃ ২৮১০নং হাদীস)*

📖 আহমদ ইবনে ইউনুস (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। কেননা, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা সাদা কাপড় দিয়ে মৃতদের দাফন করবে এবং তোমাদের জন্য উত্তম হলো ইছমাদ। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন করে। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৯, ৫ম খন্ড ৩৫পৃঃ ৩৮৩৮নং হাদীস)*

সাদা পোশাকের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ রং ও আলো বিশেষজ্ঞগণ গবেষণায় দেখেছেন, সাদা পোশাক চর্ম ও উচ্চ-রক্তচাপ রোগের প্রতিষেধক। ইহা ঘামের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া ও ছোতো রোগের ন্যায় মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। সাদা পোশাক সব ধরনের আবহাওয়া পরিবর্তনের মোকাবেলা করে থাকে। গ্রীষ্মকালে অন্যান্য পোশাকের তুলনায় কম গরম হয় এবং শীতকালে অন্যান্য পোশাকের তুলনায় কম ঠান্ডা হয়। *(উসূলে হেমোপ্যাথী ৪৩পৃঃ)* কালো রঙ্গের পোশাক সাদা রঙ্গের পোশাকের তুলনায় সহজে তাপ শোষণ ও বিকিরণ করে কিন্তু সাদা রঙ্গের পোশাক তাপ শোষণ ও বিকিরণ করতে পারে না। এজন্য আরব ভূমি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হবার কারণে নবীজী (সাঃ) কর্তৃক সাদা পোশাককে সর্বোকৃষ্ট পোশাক বলা হয়েছে।

✍ চিকিৎসক অস্ত্রপচার কক্ষে ঢুকলে সাদা পোশাক পরিধান করে নেন যাতে অস্ত্রপচারের রোগীর কোনো ধরনের জীবাণু বা ময়লা তার কাপড়-চোপড়ে লাগলে তা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ইসলামের হুকুম-আহকাম নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের জ্ঞান-সাধনা এখানে এসে স্তব্ধ হয়ে যায়। ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র অস্ত্রপচার কক্ষে থাকাকালীন সাদা পোশাক পরিধান করার হুকুম দেয়নি; সর্বাবস্থায় এমনকি হজ্ব ও মৃত্যুর সময়ও সাদা পোশাক পরিধান করার হুকুম দিয়েছে।

www.pathagar.com

সবুজ পোশাক ঃ

📖 আহমদ ইবনে ইউনুস (রহঃ) ----- আবূ রিমসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী (সাঃ)কে দু'টি সবুজ চাদর (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৬৪পৃঃ ৬৫নং হাদীস/আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে- ৯৯, ৫ঃ৯৯৫ঃ৪০২৯)*

📖 আবূ রিমসা আত-তাইমী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবীজীর নিকট নিয়ে আসলাম। লোকেরা নবীজীকে আমায় দেখিয়ে দিল। আমি তাঁকে দেখে বললাম, ইনি সত্যই আল্লাহর নবী। তাঁর গায়ে ছিল দু'খানা সবুজ রঙ্গের (লুঙ্গি ও চাদর)। তাঁর কয়েকটি চুলে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল, তা ছিল লাল বর্ণের। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৫১-৫২পৃঃ ৪৩নং হাদীস)*

সবুজ রঙ্গের কাপড়ের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, প্রত্যেক রং থেকে অদৃশ্য আলোকরশ্মি নির্গত হয় যা শরীরের উপর প্রভাব-বিস্তার করে। সবুজ রং শারীরিক প্রশান্তির কারণ। ইহা গ্যাস্ট্রিক, আলসার, উচ্চ-রক্তচাপের প্রতিষেধক। *(উদ্ভিদে প্রেমোদ্যাথী)*। সবুজ রং দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে।

✍ ঢাকার মতিঝিলে একবিঘা জমির বহুত দাম কিন্তু কেহ যদি পুরা ঢাকা শহরের মানচিত্র কিনে নেয়, তবে কি সে ঢাকা শহরের এক বর্গইঞ্চি জমিরও মালিক হবে ? কক্ষনও না, তেমনিভাবে জবানী সুন্নাতভো কাগজী ঢাকা শহরের মানচিত্র ক্রয়ের মতো। এর দ্বারা হাকীকৃত জাহির হবে না। আপাদমস্তকের মধ্যে সুন্নাতের ব্যবহার হলেই সুন্নাতের নূর জাহির হবে।

পুরুষের জন্য লাল রঙ্গের কাপড় পরিধান না করা ঃ

📖 মুসাদ্দাদ (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষের জাফরানী রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ২৯৭পৃঃ ৫৩১৫নং হাদীস)*

📖 হাফস ইবনে উমার (রহঃ) ----- আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূল (সাঃ) সোনার আংটি ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে, লাল রঙ্গের জিন পোশের উপর সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৯৯০পৃঃ ৪০০৯নং হাদীস)*

📖 কাবীসা (রহঃ) ----- বারাআ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) আমাদেরকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন -রোগীর সেবা, জানাযায় অংশগ্রহণ এবং হাঁচিদাতার জবাব দান। আর তিনি আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন -রেশমী কাপড়, মিহিন রেশমী কাপড়, রেশম মিশ্রিত কাতান কাপড়, মোটা রেশম কাপড়, লাল মীরাছ কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ- ৯৪, ৯ম খন্ড ২৯৮পৃঃ ৫৩১৮নং হাদীস)*

📖 সালমা ইবনে শাবীব, হাসান ইবনে আলী খাল্লাল প্রমুখ (রহঃ) ----- আলী ইবনে আবূ তালিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে স্বর্ণের আংটি

www.pathagar.com

পরতে, রেশমী পোশাক পরিধান করতে, রুকূ ও সিজদায় ক্বিরাআত পড়তে এবং কুসুম রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪র্থ খন্ড ২৭৪পৃঃ ১৭৪৩নং হাদীস)*

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) রেশমের কাসী ও কুসুম রঙ্গের কাপড় নিষিদ্ধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪র্থ খন্ড ২৬৭পৃঃ ১৭৩৯নং হাদীস /তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৯, ৫ঃ৯৯২ঃ৪০৯৩)*

📖 সুলায়মান বিনে হারব (রহঃ) ----- আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হাদিয়াস্বরূপ রাসুলের নিকট একজোড়া রেশমী কাপড় আসলে তিনি তা আমার নিকট হাদিয়া পাঠিয়ে দেন। আমি তা পরিধান করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে আমি তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখতে পাই। তখন তিনি বলেন, আমি এটা তোমার পরিধান করার জন্য পাঠায়নি। পরে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে তা আমি আমার স্ত্রীদের মাঝে বিতরণ করে দেই। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ১০৭পৃঃ ৪০০৯নং হাদীস)*

পুরুষের জন্য লাল রঙ্গের কাপড়ের বৈজ্ঞানিক কুফল ঃ ইহা উচ্চ-রক্তচাপ, চর্মরোগ ও কামোত্তেজনা রোগ সৃষ্টি করে। *(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ১৩৭পৃঃ বঙ্গাঃ মুঃ হাবীবুর রহমান প্রকাশকাল রমযান ১০২০ হিজরী)* সুন্নাতের শান হাদীসের বড় বড় কিতাব হেফয করার নাম নয়, সুন্নাতের শান আপাদমস্তক। বন্দুকের কার্তুজ হাত দিলে মারলে বন্দুকের শক্তি জাহির হবে না, তেমনিভাবে জবানে সুন্নাতের বুলি আওড়ালে হবে না, সুন্নাতের ব্যবহার আপাদমস্তকের মধ্যে না হলে সুন্নাতের শক্তি জাহির হবে না। আল্লহ্ তাঁআলা আমাদেরকে আপাদমস্তকের মধ্যে সুন্নাতের ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও সোনার আংটি পরিধান করা হারাম কিন্তু মেয়েদের জন্য হালাল

📖 ইসহাক ইবনে মানসুর (রহঃ) ----- আবূ মুসা আশআরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রেশমের পোশাক এবং স্বর্ণ ব্যবহার আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং মেয়েদের জন্য হালাল করা হয়েছে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪র্থ খন্ড ২৬৫পৃঃ ১৭২৬নং হাদীস /মুয়াত্তা মুহাম্মদ ইফাবা বঙ্গাঃ আগষ্ট- ৮৮, ৫৬৪-৫৬৫পৃঃ)*

📖 হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, স্বর্ণ ও রৌপের পাত্রে পানাহার করবে না, মোটা বা মিহি রেশমী কাপড় পরিধান করবে না এবং উহার উপর বসবে না। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৫০পৃঃ ২২৪৯নং হাদীস)*

📖 হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, তোমরা চিকন বা মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করো না এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে কিছু পান করো না এবং উহার বর্তনে খানা খেয়ো না। কাফিরগণ দুনিয়াতে ঐ সবের দ্বারা ভোগ-বিলাস করে, তোমরা আখিরাতে ঐসব লাভ করবে। *(বুখারী আঃ হক ৬ঃ২৮৯ঃ২৯৫)*

পুরুষের জন্য সোনার আংটি ও রেশমের পোশাক নিষেধ কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুমতির বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ইসলাম শুধুমাত্র কতিপয় আকীদা

www.pathagar.com

বিশ্বাসের নাম নয়। ইসলামের প্রতিটি হুকুম বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে, সোনা এবং লাল ও জাফরানী রংবিশিষ্ট বস্ত্র Ultra viodet বাকিগুলো absord করে নেয় অর্থাৎ শোষণ করে ফেলে, Ultra viodet শরীরে D-Vitamin সরবরাহ করে। পুরুষের শরীরে সূর্যতাপ লাগে এজন্য সোনার আংটি ও লাল রংয়ের বস্ত্র পরিধান করা ক্ষতিকর। মহিলারা রোদ্রতাপে বের হয় না, সেজন্য তাদের শরীরে যে পরিমাণ D-Vitamin এর অভাব দেখা দেয়, তা সোনার গহনা ও লাল বস্ত্র পরিধানে পূরণ হয়। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ সাঃ -মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ১৬৪পৃঃ)*

✍ আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে মরু আরবের শিক্ষাদিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবস্থা ইতিহাসের পাতা উল্টালেই নজরে আসে। এমন অজ্ঞতার যুগে বিজ্ঞানের এমন চুলচেরা নির্ভুল তথ্য নবীজী (সাঃ) দিয়েছেন যা বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের মাথা নতো করে দেয়। ইসলাম যে হক্ব ধর্ম এটাই তার প্রমাণ। ইসলাম এমন ধর্ম নয়, যে ধর্মে নামাযকালীন সময় তার উপর দায়িত্ব আসে; আর নামায আদায়ের পর সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। ইসলাম এমন এক ধর্ম যে ধর্মে চব্বিশ ঘন্টার যিন্দেগী কিভাবে কাটাতে হবে তা হুযূর আকরাম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে-কিরাম আমাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষিয়ে গেছেন।

পুরুষের জন্য সোনার আংটি ও রেশমের পোশাক ব্যবহার নিষিদ্ধ কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুমতির কারণ ঃ অধিকতর পার্থিব বাহ্যিক চাকচিক্যের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে যাতে আখিরাতকে ভুলে না যায়, সেজন্য পুরুষের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং নারীদের ক্ষেত্রেও স্বামীর মনোতুষ্টির জন্য মহিলাদের সাজসজ্জা হিসাবে স্বর্ণ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম সাদাসিদে যিন্দেগীর শিক্ষা দেয়। যাকাতের সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় হ্রাস করেছে। সামর্থবানদের সঞ্চয়ের মধ্যে গরীব দুঃখীদের অংশীদার করেছে। গরীবদের মন যাতে ছোট হয়ে না যায় সেজন্যই পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষেধ।

পুরুষেরা স্বাভাবিকভাবে রোদ্রে কঠোর পরিশ্রম করার কারণে তাদের শরীর থেকে ঘাম বের হয়। রেশমী পোশাক পরিধানের কারণে পুরুষের শরীর থেকে অধিকতর ঘাম বের হয়, যা বাতাসে শুকাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং যা থেকে চর্মরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

✍ . মুসলমান যতটুকু সময় সুন্নাতের মধ্যে থাকলো ততটুকু সময় সে ইসলামের মধ্যে থাকলো; আর মানুষ যতটুকু সময় সুন্নাত থেকে দূরে থাকবে, ততটুকু সময় সে ইসলাম থেকে দূরে থাকলো। মুসলমান-তো চব্বিশ ঘন্টার জন্য ইসলামের মধ্যে থাকবে। সাহাবায়ে-কিরাম ঈমানী মেহনতের দ্বারা এমন এক যোগ্যতা, এমন ঈমানীশক্তি হাসিল করেছিল যে, তাঁদের নিকট একটা সুন্নাত-তো দূরের কথা একটা মুস্তাহাব আমলও তাঁদের নিকট থেকে ছুটতো না।

মানুষের চিরশত্রু শয়তানকে মানুষ দেখে না যে কারণে শয়তানকে প্রতিহত করতে পারে না। শয়তানকে দেখলে প্রতিহত করা যেত। শয়তান আকলওয়ালাদের আকলে এমনভাবে জাল ছড়িয়ে দেয় যে স্বহস্তে মাটি দিয়ে গড়া পুতুলের (মূর্তির) সামনে মাথা নতো করলে ফায়দা নিতে পারবে। মূর্তির সামনে থেকে মাছিও যদি খাবার নিয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

যায়, তবুও সামান্য একটা মাছিকে সে খাবার নেয়া থেকে রোধ করতে পারে না। তেমনিভাবে আমরা হাজারো মূর্তির সামনে মাথা নতো করি, যা কেনো ফায়দা দিতে পারে না। আমরা দুনিয়াবী আসবাব থেকে যে ফায়দা পেতে চাই এগুলির সবই মূর্তির সমতুল্য যা আমাদেরকে কোনো ফায়দা দিতে পারে না। একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর তরীকা যিন্দা যা আমাদেরকে ফায়দা পৌছাতে পারে।

সূতী পোশাক ঃ

📖 হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূল (সাঃ) এ সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সে সময় তিনি এমন একখানা সূতী লুঙ্গি পরিধান করেছিলেন, যার প্রান্তভাগ এদিক-সেদিক এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত ছিল। *(আখ্‌লাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৭০পৃঃ ২৬৭নং হাদীস)*

📖 নবীজী (সাঃ) এর দু'টি সবুজ চাদর ছিল, একটি কালো কম্বল, একটি লাল রেখাবিশিষ্ট কম্বল ও একটি পশমের কম্বল ছিল। তাঁর জামা সূতীর ছিল উহার দৈর্ঘ্য কম ছিল অস্তিনও ছোট ছিল অবশ্য লম্বা হাতাওয়ালা জামা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবারা কেহই পরতেন না। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯০, ২য় খন্ড ৯০পৃঃ নবীজীর পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়)* অধিকাংশ সময় নবীজী (সাঃ) ও সাহাবীরা সূতার পোশাক পরতেন। মাঝে মাঝে পশম ও সিল্কের কাপড় পরতেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ- ৮৮, ১ম খন্ড ৯১পৃঃ)*

📖 হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ)কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে; উহা সূতী, সাদা ও ইয়ামেন দেশের তৈরী ছিল। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ৪৭০পৃঃ ৬৬০নং হাদীস)*

সূতী পোশাকের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ সূতী বস্ত্রের অভ্যন্তরে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, যা শরীরের ঘাম শোষণ করে নেয়। এছাড়াও সূতী বস্ত্রের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে ঘামকে বাষ্পে পরিণত করে ও শরীরকে শীতল রাখে। এজন্য সূতী পোশাক দীর্ঘক্ষণ পরিধান করলেও শরীরে কোনো অস্বস্তিবোধ আসে না। স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের অভিমত, সূতী পোশাক একজিমা, চর্মরোগ, মানসিক রোগ ও ক্যান্সার রোগের প্রতিষেধক। নাইলন ও পলেস্টার কাপড় পরিধান করলে ঘর্ষণে শরীর উত্তাপ্ত হয়ে শরীরে অস্বস্তিবোধ মনে হয়। এমন কি চর্মরোগ, যৌনরোগ, মহিলাদের লিকুরিয়া ইত্যাদি রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

✍ রাত্রে পথ চলাকালে আচমকা কারো পা যদি সাপের গায়ে পড়ে তবে সে ভয়ে লাফিয়ে উঠে। কিন্তু যদি সে টর্চ জ্বালিয়ে দেখতে পায় যে সাপটি মরা, তবে সাপের দংশনজনিত ভয়ভীতি তার দূর হয়ে যায়; কারণ তার নিশ্চিত বিশ্বাস মরা সাপ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তেমনিভাবে দুনিয়াতে যতো মতবাদ বা তরীকা আছে সবই মরা সাপতুল্য যা কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, কোনো উপকারও করতে পারে না। একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর তরীকা যিন্দা যা মানুষকে লাভ পৌছাতে পারে।

www.pathagar.com

রেশমী পোশাক পরিধান না করা ঃ

📖 সালমা ইবনে শাবীব, হাসান ইবনে আলী খাল্লাল প্রমুখ (রহঃ) ----- আলী ইবনে আবূ তালিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে স্বর্ণের আংটি পরতে, রেশমী পোশাক পরিধান করতে, রুকু ও সিজ্‌দায় কিরাআত পড়তে এবং কুসুম রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪র্থ খন্ড ২৭৪পৃঃ ১৭৪৩নং হাদীস/ মুয়াত্তা মুহাম্মদ ইফাবা বঙ্গাঃ আগষ্ট- ৮৮, ৫৬৪-৫৬৫পৃঃ)*

রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি ঃ 📖 যুবায়র ইবনে হারব (রহঃ) ---- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ ও যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাযিঃ) নবীজীর নিকট (শরীরে) উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে একযুদ্ধে রেশমী কামিস (জামা) পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ১০৭পৃঃ ৫২৫৯নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ঃ৩৫০ঃ২২৫৯ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯১, ৫ঃ১৭৫ঃ২৭১০)*

📖 আবূ কুরায়বা মুহাম্মদ ইবনে আলা (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ ও যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাযিঃ)কে তাদের চর্মরোগ বা অন্য কোনো রোগের দরুন সফরে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ১০৭পৃঃ ৫২৫৫নং হাদীস)*

📖 মাহামূদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ এবং যুবায়র ইবনে আওয়াম এক যুদ্ধে নবীজীর নিকট (গায়ে) উকুনের প্রাদুর্ভাবের শেকায়েত করেন। তখন তিনি তাদের রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি তাদের গায়ে সে জামা দেখেছি। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৬৬পৃঃ ১৭২৮নং হাদীস/বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯১, ৫ঃ১৭৫ঃ২৭১১ অন্য রাবী)*

কুষ্ঠ রোগীদের রেশমী পোশাক পরিধানের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ নবীজী (সাঃ) এর বাণীর উপকারিতা আজ দিবালোকের মতো সত্য। তিনার অনুমতি দেয়া পোশাক সম্পর্কে আমাদের এতকিছু তাহ্‌কীক ও গবেষণার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মনের এতমিনান ও ঈমান বৃদ্ধির নিয়তে তা করা হলো।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সূতী বস্ত্রের অভ্যন্তরে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, যা শরীরের ঘাম শোষণ করে নেয়। এছাড়াও সূতী বস্ত্রের মধ্যে বায়ু সহজে প্রবেশ করে ঘামকে বাষ্পে পরিণত করে ও শরীরকে শীতল রাখে। কিন্তু রেশমী পোশাক তার উল্টা ক্রিয়া করে, ফলে শরীর অসুস্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। পুরুষেরা কঠোর পরিশ্রম করার কারণে তাদের শরীর থেকে ঘাম বের হয়। এজন্যই পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ কিন্তু যাদের শরীরের ঘাম বাতাসে ভেসে যাওয়া ক্ষতিকর অর্থাৎ এসব ঘামের সংস্পর্শে অন্যের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে শুধুমাত্র তাদের জন্যই পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম দুনিয়ার যিন্দেগীর শান্তি উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মৃত্যু পরবর্তী যিন্দেগী শান্তিময় হবার দাওয়াত দেয় না, দুনিয়ার যিন্দেগী কিভাবে রোগমুক্ত থাকা যায় তারও

www.pathagar.com

দাওয়াত দেয়। পাশ্চাত্যের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে যে, ইসলাম তাদেরকে সংক্রামক রোগব্যাধি অবহিত করেছে।

✍ মানুষের শরীরের মধ্যে ৩৬০টি জোড়া আছে যা প্রত্যেকেই প্রজাস্বরূপ, আর দিল বা অন্তর হচ্ছে বাদশাহস্বরূপ। দিলের মধ্যে যাকিছু প্রবেশ করে তা মানুষকে আদেশ করে অথবা নিষেধ করে। দিল কোনো আদেশ-নিষেধ করলে ৩৬০টি জোড়া অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা অবনত মস্তকে মেনে নেয়। অন্তরের মধ্যে যদি রাসূলের মহাব্বত প্রবেশ করে তবে অন্তর বা মস্তিষ্কের নিকট রাসূলের সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য অর্থাৎ আপাদমস্তক সুন্নাত মোতাবেক পরিচালিত করার জন্য মাছায়েল চেয়ে সংকেত পাঠায়। কিন্তু অন্তর যদি আহকাম পুরা করার জন্য মাছায়েল পাঠায় তবে মস্তিষ্ক অন্তরের পাঠানো মাছায়েল মোতাবেক কাজ করার জন্য প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে সাংকেতিক হুকুম পাঠায়। স্ব স্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিলের হুকুম পেয়ে উহা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করে। পা হাঁটতে আরম্ভ করে, হাত কাজ করতে আরম্ভ করে, চোখ দেখতে আরম্ভ করে, মস্তিষ্ক সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এর জন্য ভাষা তৈরী করে জিহ্বার মেশিনে প্রেরণ করে, যা মুখ বলতে আরম্ভ করে; নাক ঘ্রাণ নিতে আরম্ভ করে, চোখ দেখতে আরম্ভ করে, ত্বক অনুভব করতে আরম্ভ করে। এভাবে কার্যাবলী সম্পাদিত হয়।

ঢিলা-ঢালা পোশাক ঃ

📖 মুআবিয়া ইবনে কুররা (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুযাইনা গোত্রের একদল লোকের সাথে শপথ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি তাঁর জামার গলাবন্ধ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মোহরে নবুয়াত স্পর্শ করি। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৬০পৃঃ ৫৮নং হাদীস)*

📖 ইউসুফ ইবনে ঈসা (রহঃ) ----- মুগীরা ইবনে শুবা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবীজী (সাঃ) রুমী জুব্বা পরেছেন। এর হাতা দু'টি ছিল আঁটসাঁট। *(তিরমিযী ইফাবা-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৮৬পৃঃ ১৭৭৪নং হাদীস/শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৬৬ঃ৭০ মুগীরা ইবনে শোবা রাযিঃ/ বুখারী/মুসলিম)*

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাজ্জাজ সাওওয়াফ বাসরী (রহঃ) ----- আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান আনসারিয়্যা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর জামার হাতার ঝুল কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৮৫পৃঃ ১৭৭৯নং হাদীস/ শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৫৯ঃ৫৭)*

ঢিলা-ঢালা পোশাকের সুফল ঃ ঢিলাঢালা পোশাকের মধ্য দিয়ে সহজেই বাতাস যাতায়াত করতে পারে, যা পরিধান করা আরামদায়ক ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। পোশাক টাইট হলে শরীরের মধ্যে বিরক্তিকর মনে হয় যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। জুব্বা স্বাভাবিকভাবে ঢিলাঢালা হয়ে থাকে, আর পরিহিত যে জুব্বার গলাবন্ধ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়া যায়, তা কি পরিমাণ ঢিলাঢালা তা সহজেই অনুমান করা যায়।

www.pathagar.com

নবীজীর জুব্বা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ঃ

📖 আলী ইবনে হুজর (রহঃ) ----- ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, মূসা নবী যেদিন আল্লহ্ তাঁআলা সাথে কথা বলেছিলেন সেদিন তাঁর পরিধানে ছিল একটি পশমের চাদর, পশমের জুব্বা, পশমের টুপি, পশমের পায়জামা। আর তাঁর চপ্পল দু'টি ছিল মৃত গাধার চামড়ার। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৭৩পৃঃ ১৭৪০নং হাদীস)*

📖 হযরত মুগীরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবীজী (সাঃ)কে একটি পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৮৭পৃঃ ৩১৪নং হাদীস)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে মানসূর (রহঃ) ----- মুগীরা ইবনে শুবা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবীজী (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, হে মুগীরা ! তুমি পেছনে থাকো এবং (লোকদের বললেন,) হে লোকসকল ! তোমরা চলতে থাকো। আমি (কাফেলার) পেছনে থাকলাম, আমার সঙ্গে পানির একটি পাত্র ছিল। লোকেরা চলে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে যান। তিনি যখন ফিরে আসেন আমি তাঁকে (উযূর জন্য) পানি ঢেলে দিতে থাকি। তাঁর পরনে চিকন হাতাওয়ালা একটি রুমী জুব্বা ছিল। তিনি তাঁর হাত বের করতে চাইলেন, কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়ার কারণে পারলেন না। ফলে জুব্বার নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। তারপর মুখমন্ডল ও হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও মোজার উপর মাসেহ্ করেন। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১০৫-১০৬পৃঃ ১২৫নং হাদীস)*

📖 হান্নাদ ইবনে যায়িদ (রাযিঃ) হযরত আইউব (রাযিঃ) এর বন্ধুর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন সালত ইবনে রাশেদ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের কাছে গেলেন। সে সময় তিনি (সালত ইবনে রাশেদ) পশমী জুব্বা, পশমী লুঙ্গি ও পশমী পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন তাঁর এই পোশাক অপছন্দ করলেন, আমার ধারণা কিছুসংখ্যক লোক পশমী পোশাক পরিধান করবে এবং বলবে যে, ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)ও পশমী পোশাক পরিধান করেছেন। আমি তাকে মিথ্যা বলার সন্দেহ করতে পারি না। এমন একজন আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) সূতী, তুলা এবং নকশাদার ইয়ামানী কাপড়ের পোশাক ব্যবহার করেছেন। আমাদের নবী (সাঃ) সুন্নাতই অধিক অনুসরণযোগ্য। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৮৯পৃঃ ৩২০নং হাদীস)*

✍ পারমাণবিক বোমার শক্তি যখন জাহির হয়েছে, মানুষ যখন পারমাণবিক বোমার শক্তি (বিস্ফোরণের মাধ্যমে) দেখেছে তখন থেকে মানুষ পারমাণবিক বোমাকে ভয় করতে শুরু করেছে। হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সুন্নাতের ব্যবহার যখন মুসলমানেরা আপাদমস্তকের মধ্যে আনবে এবং সারা দুনিয়ায় দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য সুন্নাত তরিকায় কুরবানী, মোজাহাদা ও ভুখাভাখা এখতিয়ার করবে, তখন সুন্নাতের শক্তি জাহির হবে। সুন্নাতের মধ্যে আল্লহ্ রব্বুল ইয্যত এমনশক্তি রেখেছেন, যা পারমাণবিক বোমা, রাসায়নিক বোমা বা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রাখেননি। আল্লহ্ তাঁআলা আমাদেরকে হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার ও সুন্নাতের দাওয়াত দেনেওয়ালা হওয়ার মাধ্যমে সুন্নাতের শক্তি হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

www.pathagar.com

কামিস ঃ

📖 আলী ইবনে হুজর (রহঃ) ----- উম্মু সালমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় পোশাক ছিল কামীস। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৮৫পৃঃ ১৭৭০নং হাদীস)*

📖 আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা আলী ইবনে মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (রহঃ) ----- সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং মাখরামা আল আবদী (রাযিঃ) হাজার এলাকা থেকে কিছু কাপড় মক্কায় বিক্রি করার জন্য আনলে রাসূল (সাঃ) আমাদের কাছে এসে একটি পায়জামা খরিদ করলেন। সেখানে একব্যক্তি ছিল, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করে দিত। তিনি তাকে বললেন, ওজন করে দেয়ার সময় ওজনে বেশি করে দিবে। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৮৫পৃঃ ৩০৯নং হাদীস/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-২০০১, ২ঃ৩০৫ঃ২২২০)*

📖 ইব্রাহীম ইবনে মূসা (রহঃ) ----- উম্মু সালমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর নিকট সবচে' বেশি পছন্দনীয় কাপড় ছিল কামীস। *(আবু দাউদ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ১০১পৃঃ ৩৯৮৪নং হাদীস)*

📖 ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) ----- আসমা বিনতে ইযায়ীদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) এর আস্তিন কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ১০১পৃঃ ৩৯৮৫নং হাদীস)*

কামিস ও জুতা ডানদিক থেকে পরা শুরু করা ও বামদিক থেকে খোলা

📖 নাসর ইবনে আলী জাহাযামী (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) যখন কামীস পরতেন তখন ডানদিক থেকে পরা শুরু করতেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৮৫পৃঃ ১৭৭২নং হাদীস)*

📖 হযরত উমার (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, তিনি যখন কোনো পোশাক পরতেন, ডানদিক থেকে শুরু করতেন আর যখন খুলতেন বামদিক থেকে শুরু করতেন। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ৩৬৫পৃঃ ৭৮৬নং হাদীস)*

📖 আনসারী ও কুতায়বা (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে ডানদিক থেকে শুরু করবে। আর যখন খুলবে তখন বাঁ দিকে থেকে শুরু করবে। অর্থাৎ জুতা পরতে গিয়ে যেন ডান পায়ে প্রথমে পরা হয় আর খুলতে গিয়ে যেন তা পরে হয়। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ প্রকাশকাল জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৯৯পৃঃ ১৭৮৬নং হাদীস /বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ৩০০ঃ৫৩২৪ আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ঃ৩৫২ঃ২২৫৬)*

📖 আযহার ইবনে মারওয়ান বাসরী (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৯০পৃঃ ১৭৮২নং হাদীস/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৯৯, ৫ঃ৯৪৩ঃ৪০৮৮ জাবির রাযিঃ এর রেওয়ায়েতে)*

www.pathagar.com

✍ মানুষের দিলের মধ্যে সুন্নাতের মহাব্বত পয়দা হয়ে গেলে দিল সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারের জন্য কষ্ট-মুসিবতকে হাসিমুখে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য তৈরী হয়ে যায়; কারণ দিল তাকে দ্বীনের জন্য কষ্ট-মোজাহাদা করার জন্য তাশ্‌কিল করে এবং কুরবানী মোজাহাদার মধ্যে সে জান্নাতের স্বাদ উপলব্ধি করতে থাকে। কিন্তু দিল তৈরী না থাকলে দিলের মধ্যে সুন্নাতের মহাব্বত না থাকলে সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারের কারণে শারীরিক কষ্ট-মুসিবতকে দিল আরো বেশি জর্জারিত করে ফেলে। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়ে অনুকূল-প্রতিকূল উভয় পরিবেশের মধ্যে সুন্নাতী যিন্দেগীর উপর চলার এক অভ্যাস গড়ে নিয়ে আসবে ও ঈমানীশক্তি হাসিল করে আসবে তখন সমস্ত প্রকার পরিবেশের মধ্যে সুন্নাতের উপর চলা সহজ হবে।

আংটি সম্পর্কিত বিবিধ হাদীস ঃ

📖 আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত নবীজী (সাঃ) কিসরা, কায়সার ও নাজ্জাশীর নিকট (পাঠানোর উদ্দেশ্যে) চিঠি লিখলেন। তাঁকে বলা হলো, তারা সীলমোহরবিহীন চিঠিগ্রহণ করেন না। তাই রাসূল (সাঃ) একটি আংটি তৈরী করলেন। তার বেষ্টনী ছিল রূপার এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খোদিত ছিল। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৭৬-৭৭পৃঃ ৯২নং হাদীস)*

📖 কুতায়বা প্রমুখ (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম (সাঃ) এর আংটি ছিল রূপার। আর এর উপরের নকশা ছিল হাবশী আঙ্গিকের। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৭৫পৃঃ ১৭৪৫নং হাদীস)*

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৭৯পৃঃ ৯৮নং হাদীস)*

📖 ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। তিনি তা পরলে সেটির পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে থাকত। তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কথাটি খোদিত ছিল। তিনি অন্য কাউকে নিজের আংটিতে অনুরূপ (বাক্য) খোদাই করতে নিষেধ করেছেন।[১] এ আংটিটি মুআইকীবের হাত থেকে আরীস কূপে পড়ে যায়। *(শামায়েরে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৮০-৮১পৃঃ ১০১নং হাদীস)* **ব্যাখ্যা ঃ** কেহ আংটি পরলে সে যেন রাসূলের অনুসরণে তার পাথর হাতের তালুর দিকে রাখে কারণ তাতে সৌন্দর্য কম প্রকাশ পায়। তিনি প্রয়োজনে আংটি পরতেন তবে সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য নয়।

টুপি ঃ

📖 হুমায়দ ইবনে মাসআদা (রহঃ) ----- আবূ কাবাশা আনসারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সঃ) এর সাহাবীগণের টুপি ছিল মাথাজোড়া বিস্তৃত। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৯৩পৃঃ ১৭৮৯নং হাদীস)*

www.pathagar.com

📖 হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) কোনো কোনো সময় সাদা টুপি পরতেন। *(আখ্‌লাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৮৩পৃঃ ৩০৩নং হাদীস)*

📖 হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে শামে (সিরিয়ার) তৈরী সাদা টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। *(আখ্‌লাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৮৩পৃঃ ৩০৪নং হাদীস)*

টুপি পরিধানের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মস্তিষ্ক মানুষের পুরা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখা বেশি জরুরী। উষ্ণ আবহাওয়া, বাতাসে ভাসমান ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষার জন্য টুপি ব্যবহার করা হয় যা কোনো অবৈজ্ঞানিক পন্থা নয়। নতুবা মাথায় খুকশী, উকুন, মাথাব্যথা, ঘা ও অন্যান্য ছোয়াচে রোগের সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই সর্বযুগের মানুষই মাথা ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করে। চীনারা লাল ঝুল বিশিষ্ট টুপি ব্যবহার করে। ইংল্যান্ডবাসীগণ হ্যাট ব্যবহার করে। জাপানী, জার্মানী প্রভৃতি জাতি 'ফেল্টক্যাপ' ব্যবহার করে। পাকিস্তানীগণ জিন্নাহ্ ক্যাপ, ভারতীয়গণ নেহেরু ক্যাপ ব্যবহার করে। কৃষকেরা জমি চাষকালীন ঝাঁপি ব্যবহার করে, ক্রিকেট আম্পিয়ারগণ মাথায় ক্যাপ ব্যবহার করে, রিক্সা চালকেরা মাথায় গামছা পেচিয়ে রাখে, আরবরা টুপি ব্যবহার করে যা শুধু ফ্যাশানের জন্যই নয়, মস্তিষ্ক রক্ষায় এর প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য পুলিশ, মিলিটারী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী খালি মাথায় কার্যক্ষেত্রে যায় না। প্রতিটি দেশেই এ নিয়ম পালিত হয়।

✍ যমীন চাষ করে যমীনের মধ্যে বীজ ফেললে উক্ত বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারাগাছ বের হয়, ডালপালা বের হয়, ফুল-ফল সবই হয় কিন্তু যমীন চাষ না করে যতই ভাল বা উন্নতমানের বীজ এবং যত অধিকসংখ্যক বীজই ছড়ানো হোক না কেন তা অঙ্কুরিত হবে না। সাহাবায়ে-কিরাম ঈমানী মেহনতের দ্বারা দিলের যমীনকে এমনভাবে চাষ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যখন যে অবস্থায় যে হুকুম এসেছে তখন সে অবস্থায় তাঁরা তা খুশিমনে আমল করতে আরম্ভ করেছে। আজ আমরা ঈমানী মেহনতের মাধ্যমে দিলের যমীনকে চাষ না করে ইসলামের হুকুম-আহ্কাম মানতে অগ্রসর হচ্ছি যে কারণে হোঁচট খেলেই ইসলামের হুকুম-আহ্কাম থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। যারা প্রাথমিক হোঁচটে সরে না দাঁড়ায় তারাও আমলের মধ্যে রূহানীয়াত (বা জান) না পাবার কারণে আমল ছেড়ে দেয়। আল্লহ্ তাঁআলা মুসলমানদেরকে ঈমানী মেহনতের মাধ্যমে আমলের মধ্যে রূহ হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

পাগড়ী ঃ

📖 মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৮৯পৃঃ ৯৯৪নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪ঃ২৭৩ঃ৯৭৪৯/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-২০০৯, ২ঃ৫৬৫ঃ২৮২২ রাবী আবু বকর*

www.pathagar.com

ইবনে আবু শায়বা/ আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৮০:২৯৪ আবু যুবায়ের (রহঃ) জাবির রাযিঃ এর রেওয়ায়েতে/মুসলিম/আবু দাউদ/নাসাঈ)

📖 হযরত ফাজর ইবনে আমর ইবনে হুবাইস (রাযিঃ) তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবীজী (সাঃ)কে কালো পাগড়ী বাঁধাবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৮০পৃঃ ২৯৩নং হাদীস)*

📖 ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) পাগড়ী বাঁধলে তাঁর দু'প্রান্ত (শামলা) তাঁর উভয় কাঁধের মাঝ বরাবর ছেড়ে দিতেন। নাফে (রহঃ) বলেন, ইবনে উমার (রাযিঃ)ও তাই করতেন। উবাইদুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সালেমকেও আমি তদ্রূপ করতে দেখেছি। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মূসা বঙ্গাঃ ৯০পৃঃ ৯১৭নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪ঃ২৭৩ঃ১৭৪২)*

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- আবূ জাফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রুকানা তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে রুকানা (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, রুকানা (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) সঙ্গে কুস্তি লড়েছিল, নবীজী (সাঃ) তাকে আছড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। রুকানা বলেন আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপর পাগড়ী পরিধান করা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৯৪পৃঃ ৯৭৯১নং হাদীস)*

📖 একদল বর্ণনাকারী হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) আব্দুল আযীযের বরাতে নবী করীম (সাঃ) থেকে উহা মুরসালরূপে বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইবনে নসর আল মারূযী তাঁর কিতাবুস সালাত এ বলেন, আমাকে সাহল ইবনে উসমান আসকারী ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া ইবনে আবূ জায়েদাহ্ থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইয়াহিয়া বলেন, আমাকে ইকরামা ইবনে আম্মার, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আদ দাওলা থেকে, তিনি আব্দুল আযীয থেকে ও তিনি হুযায়ফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আহযাবের রাত্রিতে আমি নবীজী (সাঃ) এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলাম, তিনি পাগড়ী বাঁধাবস্থায় নামাযে নিমগ্ন ছিলেন। যখনই কোনো কাজে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন নামাযে দাঁড়াতেন। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ইফাবা ২য় সংস্করণ ৯ম খন্ড ৩৯০পৃঃ ৯ম পারা সূরা আলীফ লাম মীম ৪৫-৪৬নং আয়াতের তাফসীর)*

পাগড়ী ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোতে দিনের বেলা প্রখর রোদ পড়ে বিশেষ করে মরুভূমি এলাকার দেশগুলিতে দিনের বেলা বের হলে লূ হাওয়া শরীরে লেগে শরীরের তাপমাত্রা ১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার অধিক হয়ে থাকে যা থেকে হার্ট স্টোক (Heart stock) রোগ হয়। দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দু হলো মাথা ও ঘাড়ের পিছনের অংশ। টুপি ও পাগড়ী ধুলাবালি, উষ্ণ হাওয়া ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে মাথাকে রক্ষা করে যা কোনো অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নয়। এজন্যই প্রত্যেক দেশের সামরিক বাহিনী মাথায় ক্যাপ ব্যবহার করে থাকে। নিয়মিত পাগড়ী পরলে স্থায়ী সর্দি, মাথা ব্যথা ও বিবিধ মানসিক রোগ হয় না। গবেষণায় দেখা গেছে, পাগড়ী পরিধানকারীদের মাথা ব্যথার আশঙ্কা খুব কম থাকে এবং ইহা ঋতু পরিবর্তনজনিত রোগ থেকে রক্ষা করে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ সাঃ ৯ম খন্ড মুঃ নুরুল ইসলাম)*

www.pathagar.com

✍ আমরা যদি দৈনন্দিন কাজের রুটিনের মধ্যে আখিরাতকে অন্তর্ভূক্ত করি তাহলে পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর চলার জন্য কোনো সমস্যা থাকতো না। আজ আমরা দুনিয়াকে সামনে রেখে দুনিয়াবী সমস্ত কাজের রুটিন তৈরী করি বিধায় দ্বীনের উপর চলতে গেলে সমস্তপ্রকার সমস্যা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। কিন্তু আখিরাতকে সামনে রেখে দুনিয়াবী কাজের রুটিন বানালে কোনো সমস্যা থাকতো না; যেমন মৃত্যুর আযাব, কবরের কঠিন আযাব, হাশরের ময়দানের ভয়াবহ কষ্ট, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব। চব্বিশ ঘন্টার যিন্দেগীর মধ্যে যখন এসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করব তখন সুন্নাতী যিন্দেগীর উপর উঠতে যে প্রতিকূল অবস্থা, তা আখিরাতের আযাবের ভয়ের কারণে এবং জান্নাতের নাজ-নিয়ামতের শখের কারণে দুনিয়াবী লাভক্ষতি সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার সাহায্য করবে।

পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে না পড়া ঃ

📖 হাফস ইবনে উমার (রহঃ) ----- আব্দুর রহমান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে পায়জামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আপনি একজন অভিজ্ঞ লোকের নিকট প্রশ্ন করেছেন। এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, একজন মুসলমানের পায়জামা পায়ের গোছার অর্ধেক হয়ে থাকে। তবে তা গিরা পর্যন্ত হলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই এবং গুনাহ্ নেই। অবশ্যই টাকনু গিরার নীচ পর্যন্ত হলে সে দোযখে যাবে। যে ব্যক্তি অহংকার করে নিজের পায়জামা ঝুলিয়ে পরবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লহ্ তা'আলা তার প্রতি রহমাতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ১২৮পৃঃ ৪০৪৯নং হাদীস)*

📖 আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, আল্লহ্ তা'আলা রহমতের দৃষ্টি করবেন না ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে ব্যক্তি বড়মানুষী ও গরিমাবশে স্বীয় পরিধেয় কাপড় হেঁচড়াইয়া চলে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৪৩পৃঃ ২২৩৫নং হাদীস /তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪ঃ২৭৯ঃ১৭৩৬/মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯০, ৭ঃ৯১৩ঃ২৭৮)*

📖 সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযিঃ) বলেন, উসমান (রাযিঃ) তাঁর অর্ধ জঙ্ঘাদেশ পর্যন্ত লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরতেন এবং বলতেন, এরূপই ছিল আমার সাথী বন্ধু নবীজী (সাঃ) এর লুঙ্গি পরার নমুনা। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৯২পৃঃ ৯২০নং হাদীস)*

পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় না ঝুলিয়ে পরার সুফল ঃ কাপড় গোড়ালীর নীচে ঝুলিয়ে পরলে রাস্তার ধুলাবালি, মল, বিষ্ঠা ও বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু কাপড়ে লেগে শরীরে প্রবেশ করে। ফলে শরীর রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। ইংল্যান্ডের জনৈক চিকিৎসক বলেছেন, পুরুষেরা পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে পুরুষের বীর্য পাতলা হয়ে যায়।

✍ রাসূল (সাঃ) এর যমানায় সুন্নাত হাদীসের কিতাবের মধ্যে ছিল না, সুন্নাত ছিল সাহাবায়ে-কিরামের যিন্দেগীর মধ্যে। সুন্নাতী যিন্দেগী যখন মুসলমানদের যিন্দেগীর মধ্যে চলে আসবে তখন সুন্নাতের নূর, সুন্নাতের শক্তি জাহির হবে। যদি কেহ নামাযকালীন সময় ঈমান আনে আর নামাযের বাইরে ঈমান পরিত্যাগ করে, তবে কি সে মুসলমান থাকবে ?

www.pathagar.com

ইসলাম এমন ধর্ম নয় যে, নামাযের সময় হুকুম আসে আর নামাযের বাইরে কোনো হুকুম আহকাম থাকে না। নামাযে দাঁড়ালে পরিধেয় কাপড় গোড়ালির উপর উঠাতে হয়, আর নামাযের বাইরে গোড়ালীর নীচে কাপড় পরতে হয়। আযান দিলে মহিলাদের মাথায় কাপড় দিতে হয়, আর আযান শেষে মাথা থেকে কাপড় ফেলে দিতে হয়। চব্বিশ ঘন্টাই ইসলামী হুকুম আহকামের মধ্যে থাকার নামই ইসলাম।

নবীজীর্ পাদুকা ঃ

📖 ইসহাক ইবনে মানসূর (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নবীজী (সাঃ) এর পাদুকাদ্বয়ের দু' টি করে ফিতা ছিল। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৮৯পৃঃ ১৭৮০নং হাদীস /আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ঃ১৪৩ঃ৪০৮৭ রাবী মুসলিম ইবনে ইব্রাহীম রহঃ এর রেওয়ায়েতে)*

এক পায়ে জুতা/মোজা দিয়ে না চলা ঃ

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা কেউ যেন একপায়ে জুতা পড়ে না হাঁটে। হয় উভয় পা সম্পূর্ণ খোলা রাখবে অথবা উভয় পায়ে পরিধান করবে। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ- ৯৪, ৯ম খন্ড ৩০০পৃঃ ৫৩২৫নং হাদীস আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ঃ৩৫২ঃ২২৫৭/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯২, ৪ঃ২৮৯ঃ১৭৮১/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৯, ৫ঃ১৪৪ঃ৪০৮৯)*

📖 আবূ ওয়ালীদ তিযালিসী (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমাদের কারো জুতার ফিতা যখন ছিঁড়ে যাবে তখন সে যেন একটি জুতা পরে চলাফেরা না করে; যতক্ষণ না সে অন্যটি ঠিক করে নেয়। আর তোমাদের কেউ যেন একটি মোজা পরে চলাফেরা না করে এবং বাম হাতে না খায়। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন- ৯৯, ৫ম খন্ড ১৪৪পৃঃ ৪০৯০নং হাদীস)*

এক পায়ে জুতা/মোজা দিয়ে না চলার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ এক পায়ে জুতা/চামড়ার মোজা আর এক পায়ে খালি থাকলে শীতের দিনে যে পায়ে জুতা পরা আছে সেটা উষ্ণ থাকবে রক্ত চলাচল ঠিকমত হবে। যে পায়ে জুতা থাকবে না সেটা শীতল হবে ফলে রক্ত চলাচল ঠিকমত হবে না। শিরা-উপশিরা অকেজো, অসাড় ও পঙ্গু হয়ে যাবে। যে পায়ে জুতা/চামড়ার মোজা থাকবে না সেই পা বা শরীরের সেই অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবে। কেননা প্রত্যেক অঙ্গে উষ্ণতার ভারসাম্যতা থাকবে না। একটি লৌহদন্ডের একপ্রান্তে আগুন অন্যপ্রান্ত ঠান্ড পানিতে ডুবালে লৌহদন্ডটি উষ্ণতার ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারে না। যার ফলে লৌহদন্ডটি সহজেই ভেঙ্গে যায়। শরীরের অবস্থাও ঠিক তাই। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ সাঃ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ১৬৬পৃঃ সাহিত্য মেলার প্রকাশ)*

✍ সরকার অনুমোদিত টাকা ময়লা হয়ে গেলে অথবা ছিঁড়ে গেলে কেউ তা ফেলে দেয় না পকেটে রেখে দেয়; কিন্তু রাস্তায় পড়ে থাকা চোখ ঝলশানো কাগজ পকেটে তুলে রাখে না কারণ এতে সরকারী সীলমোহর নেই এবং এর কোনো মূল্যায়ন হবে না। তেমনিভাবে

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতী যিন্দেগী বাহ্যিক নজরে যতই ছেঁড়া-ফাঁটা দেখা যাক না কেন আখিরাতে এর মূল্যায়ন হবে।

দাঁড়িয়ে জুতা না পড়া ঃ

📖 আযহাব ইবনে মারওয়ান বাসরী (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৯০পৃঃ ১৭৮২নং হাদীস 'পোষাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়)*

ডানদিক থেকে জুতা পরা ও বামদিক থেকে খোলা ঃ

📖 আনসারী ও কুতায়বা (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে ডানদিক থেকে শুরু করবে। আর যখন খুলবে তখন বা দিক থেকে শুরু করবে। অর্থাৎ জুতা পরতে গিয়ে ডান পায়ে প্রথমে পরা হয় আর খুলতে গিয়ে যেন তা পরে হয়। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৯১পৃঃ ১৭৮৬নং হাদীস)*

✍ বন্যপ্রাণী বাঘ, ভাল্লুক, সিংহের শান্তি আল্লাহ্ তাঁআলা রেখেছেন জঙ্গলে কিন্তু বন্যপ্রাণী যদি মনে করে যে এখন কম্পিউটার, রকেট ও মোবাইল ইন্টারনেটের যুগ। মানুষ এখন চাঁদে, গ্রহে-নক্ষত্রে যাচ্ছে আর আমরা এই যুগেও পুর্বপুরুষের মতো জঙ্গলে বাস করবো ? আমরা কি আধুনিকতা গ্রহণ করবো না ? আমরা আর বনে থাকবো না, আমরা শহরে বেরিয়ে যাবো; তবে শহরবাসী বন্যপ্রাণীকে মেরে ফেলবে। সাপ যদি মনে করে যে, আমরা কেন গর্তে বাস করবো, আমরা বড় বড় অট্টালিকায় বাস করবো তাই আমরা গর্ত থেকে বেরিয়ে যাবো, তবে মানুষ তাকে মেরে ফেলবে। মাছের শান্তি পানিতে, মাছ যদি পানি থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসে তবে মাছের শান্তির পরিবর্তে অশান্তি আসবে। তেমনিভাবে মানুষের শান্তি আল্লহ্ তাঁআলা রেখেছেন দ্বীনের মধ্যে, রাসূল (সাঃ) এর তরীকার মধ্যে; যদি মডার্ন সাইন্সের মধ্যে খুঁজি তবে কি শান্তি পাবো না অশান্তি পাবো ?

জুতা মোজা ঝেড়ে পায়ে দেয়া ঃ

📖 হাদীসে জুতা মোজা ঝেড়ে পরিধান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। *(যাদুল মাআদ - আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম)*

জুতা মোজা ঝেড়ে পায়ে দেয়ার সুফল ঃ জুতা মোজার মধ্যে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ বা ক্ষতিকর অন্যকিছু থাকতে পারে। এমতাবস্থায় ঝেড়ে না পরিধান করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

জুতা মোজা ঝেড়ে পায়ে না দেয়ার অপকারীতা সম্পর্কিত একটি ঘটনা ঃ জনৈক ব্যক্তি জুতা পরার জন্য জুতার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেয়া মাত্রই চিৎকার করে জখমী পা জুতা থেকে বের করে। জখমস্থানে প্রবিষ্ট কাঁচ লক্ষ্য করা গেল। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল, ঐ ঘরে ভাঙ্গা গ্লাসের কাঁচের টুকরা ফেলে দেয়ার সময় নিজের অজান্তে দুর্ঘটনাক্রমে একটুকরা কাঁচ ঐ জুতার মধ্যে পড়ে যায়, যা থেকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জুতা পায়ে দেয়ার সময় হুযূর (সাঃ) এর সুন্নাত আদায় করলে দুনিয়ার দুর্ঘটনা থেকে রেহাই

www.pathagar.com

পাওয়া যেত আর আখিরাতে ফায়দাতো রয়েই গেছে। আল্লহ্ তাঁআলা আমাদের সবাইকে বাকি যিন্দেগী হুযূর (সাঃ) এর সুন্নাত মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন।

নবীজীর বিছানা ঃ

📖 আলী ইবনে হুজর (রহঃ) আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার আর এর ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছাল। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৮৪পৃঃ ১৭৬৭নং হাদীস/ আখ্লাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ২২৭ঃ৪৬২/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ঃ১৪৭ঃ৪১০০ রাবী আবু তাওবা রহঃ)*

📖 রাসূল (সাঃ) কখনও তিনি চামড়ার বিছানায় শুতেন কখনও চাটাইয়ে এবং কখনও শুধু মাটিতে শুয়ে পড়তেন। কখনও খাটে শুতেন আবার কখনও কালো কম্বল বিছিয়ে শুতেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৮৮, ১ম খন্ড ৯৯পৃঃ)*

📖 জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়িশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার ঘরে রাসূল (সাঃ) এর বিছানা কিরূপ ছিল ? তিনি বলেন, চামড়ার বিছানা, তার ভিতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। অনুরূপভাবে হাফসা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার ঘরে রাসূল (সাঃ) এর বিছানা কিরূপ ছিল ? তিনি বলেন, একখানা চট ছিল। আমি সেটিকে দু' ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম এবং তাঁর উপর তিনি ঘুমাতেন। একরাতে আমি মনে মনে বললাম, এ চটখানা যদি চারভাঁজ করে বিছিয়ে দেই, তাহলে তা তাঁর জন্য আরেকটু আরামদায়ক হবে। তাই আমি সেটিকে চারভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম। সকালবেলা তিনি বললেন, গতরাতে তুমি আমাকে কি বিছিয়ে দিয়েছিলে ? আমি বললাম, আপনার বিছানাই তো। তবে সেটিকে আপনার জন্য একটু নরম ও আরামদায়ক করার লক্ষ্যে আমি চারভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এটিকে পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। কারণ এর কোমলতা আমার রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ২১৭-২১৮পৃঃ ৩২৯নং হাদীস)*

আরামদায়ক বিছানা পরিহারের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ডাঃ নিকসন বলেন, কর্মঠ ব্যক্তি আরামদায়ক বিছানা ব্যবহার করলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে যায়। জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্মে অলসতা আসে।

নবীজীর চাদর ঃ

📖 হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী প্রত্যেক ঈদের সময় কারুকার্য করা ইয়ামানী চাদর পরিধান করতেন। *(আখ্লাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ১৭৭পৃঃ ২৮৪নং হাদীস)*

www.pathagar.com

বুলেট প্রুভ ড্রেস ও হেলমেট (Helmet) ঃ

📖 নবীজী (সাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর দেহে জঙ্গী পোশাক ছিল। তাঁর শিরে তখন লৌহ শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) ছিল। মনে হয় তিনি স্থান-কাল অনুসারে যথোপযোগী পোশাক ব্যবহার করতেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ২য় খন্ড ৮৮নং হাদীস)*

📖 আবুল ওয়ালীদ (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবীজী (সাঃ) মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথার উপর লৌহ শিরস্ত্রাণ ছিল। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ২৮৯পৃঃ ৫২৭৯নং হাদীস)* **লৌহবর্ম বা বুলেট প্রুফ ড্রেস ঃ** ইহা এমন পোশাক যা লোহার শিকল দিয়ে তৈরী হয় এবং যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় যাতে তরবারির আঘাতে ক্ষতি করতে না পারে। **লৌহটুপি বা হেলমেট ঃ** লৌহ টুপিকে লৌহ শিরস্ত্রাণ বলে। এটি যুদ্ধের সময় মাথা রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে লৌহ শিরস্ত্রাণ এর পরিবর্তে বিকল্প হিসাবে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে হেলমেট ব্যবহার করে থাকে।

📖 মুসাদ্দাদ ----- সাইদ ইবনে ইয়াযীদ (রাযিঃ) এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন, রাসূল (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধের দিন একটির উপর আরেকটি করে দু'টি লৌহবর্ম (বুলেট প্রুভ ড্রেস) পরিধান করে সকলের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৯২, ৩য় খন্ড ৪৬৩পৃঃ ২৫৮২নং হাদীস/শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৮৭ঃ৯৯৯/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-২০০৯, ২ঃ৬০ঃ২৮০৫ রাবী হিশাম ইবনে সাফওয়ার রহঃ)*

শরীরের কিছুঅংশ রোদে ও কিছুঅংশ ছায়ায় না বসা ঃ

📖 ইবনে সারাহ (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাশিম মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রোদের মধ্যে বসে থাকে, এরপর সেখানে ছায়া পড়ে, ফলে তার শরীরের কিছুঅংশ রোদের মধ্যে এবং কিছুঅংশ ছায়ার মধ্যে থাকে; তবে তার উচিত সেখান থেকে উঠে যাওয়া। *(আবু দাউদ ২ঃ৬৬৩ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৪৮৯পৃঃ ৪৭৪৬নং হাদীস)*

শরীরের কিছুঅংশ রোদে আর কিছুঅংশ ছায়ায় করে না বসার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ শরীরের যে অংশ রোদে আছে শীতের দিনে শরীরের সে অংশের রক্ত চলাচল ঠিকমত হবে। শরীরের যে অংশ ছায়ায় আছে সেটা শীতল হবে ফলে রক্ত চলাচল ঠিকমত না হবার কারণে শরীরের উপর এর খাবার প্রভাব পড়ে শিরা-উপশিরা অকেজো, অসাড় ও পঙ্গু হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। শরীরের যে অংশ ছায়ার থাকবে শরীরের সেই অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবে। কেননা প্রত্যেক অঙ্গে উষ্ণতার ভারসাম্যতা থাকবে না। একটি লৌহদন্ডের একপ্রান্তে আগুন অন্যপ্রান্ত ঠান্ড পানিতে ডুবালে লৌহদন্ডটি উষ্ণতার ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারে না। যার ফলে লৌহদন্ডটি সহজেই ভেঙ্গে যায়। শরীরের অবস্থাও ঠিক তাই।

www.pathagar.com

কাপড়ে তালি লাগানো না পর্যন্ত তা পরিত্যাগ না করা ঃ

📖 ইয়াহইয়া ইবনে মূসা (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চাও তবে তোমার জন্য দুনিয়ার মধ্যে একজন মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ যেন যথেষ্ট হয়। আর তুমি ধনীদের সঙ্গে উঠাবসা করা থেকে বেঁচে থাকবে। কাপড়ে যতক্ষণ তালি না লাগাও ততক্ষণ তা পুরানো হয়েছে বলে ছেড়ে দিবে না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৯২পৃঃ ১৭৮৭নং হাদীস)* **ব্যাখ্যা ঃ** হুযূর (সাঃ) এর প্রতিটি কথা ও কর্ম মানুষকে আখিরাতমুখী যিন্দেগী গড়ার ইঙ্গিত দেয়। কারণ তিনি দুনিয়ার যিন্দেগীর স্থায়িত্ব কত অল্প তা তিনিই সবচে' বেশি জানেন বিধায় মানুষকে আখিরাতমুখী যিন্দেগী গড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

📖 আহমাদ ইবনে মানী (রহঃ) ----- আবূ বুরদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়িশা (রাযিঃ) আমাদের সামনে একটি তালি লাগানো চাদর একটি মোটা তহবন্দ (লুঙ্গি) বের করলেন এবং বললেন, রাসূল (সাঃ) এ দু'টো পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ২৭২পৃঃ ১৭৩৯নং হাদীস/শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৯১ঃ৯৯৯)*

✍ মানুষ আসবাব, পদ, ডিগ্রীর মধ্যে শান্তি খুঁজতেছে। আসবাব ও ডিগ্রী যদি উঁইপোকা খেয়ে ফেলে তবুও আসবাব ও সনদপত্র তা রোধ করতে পারে না। যদি পায়খানার মধ্যে ফেলে দেয়া হয় তবে তা থেকে উঠে আসতে পারে না, অপরের কাছে নিজের দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করতে পারে না। এসব আসবাব যেগুলি নিজেদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারে না, তা কিভাবে অপরের দুঃখ কষ্ট দূর করবে ! দুনিয়াতে যতো মতবাদ আছে সবগুলি আসবাব সমতুল্য যা নিজেদের দুঃখ-ই দুর করতে পারে না, তবে এগুলি কিভাবে অপরের দুঃখ দুর করবে ! একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর তরীকা হচ্ছে যিন্দা।

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ অধ্যায়

চুল, মোচ, দাড়ি ও নখ কাটার সুন্নাতসমূহ ঃ

১. নবীজী (সাঃ) এর চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৪৩ঃ২৯)* বাবরী কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৪২ঃ২৭)* কাধের কাছাকাছি ঝুলে থাকতো। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৬৩ঃ৬৪)*

২. রাসূল (সাঃ) প্রায়ই মাথায় তেল ব্যবহার করতেন ও দাড়ি আঁচড়াতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ৪৫-৪৬ঃ৩৩)*

৩. ডান দিক থেকে তৈল লাগানো শুরু করা। *(শামায়েল)*

৪. রাসূল (সাঃ) কেশ বিন্যাশ, জুতা পরিধান ও পবিত্রতা অর্জনে (উযূ করতে) যথাসম্ভব ডান থেকে শুরু করাই পছন্দ করতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৭৩ঃ৮৫)*

৫. দাড়ি একমুষ্টি বা তার চে' কিছু বড় রাখা। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ঃ৩৫৬ঃ২২৬৩ /তিরমিযী)*

৬. দাড়ি বড় করা ও মোচ ছোট করা। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ঃ৩৫৬ঃ২২৬৬/মুসলিম)*

৭. দাড়িতে মেহেদী লাগানো বা দাড়ি সাদা রাখা উভয়টায় সুন্নাত *(মুয়াত্তা মালিক)*

৮. গোঁফ যতদূর সম্ভব ছোট করে ছাঁটা। *(তিরমিযী)*

৯. প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার জুমুআর নামাযের পূর্বে নখ কাটা। *(আদ রুরুরুল মুখতার ২ঃ২৫০)*

১০. ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুল পর্যন্ত নখ কাটা অতঃপর বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত কাটা এবং সর্বশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটা। *(ফতাওয়ায়ে আলমগীরী ৫ঃ৩৫৮)* ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত এবং বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কাটা। *(শামী ৬ঃ৪০৬/শামায়েল)*

১১. মহিলাদের নখে মেহদী লাগানো। *(আবু দাউদ)*

১২. মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, বোগলের লোম উপড়ে ফেলা ও নাভির নীচের পশম চল্লিশ দিনের মধ্যে কাটা। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ মে-৯১, ২ঃ৩১ঃ৪৯০)*

১৩. শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন চুল, নখ, দাঁত প্রভৃতি বস্তু মাটির নীচে পুঁতে রাখা উচিত। *(মালাবুদ্দা মিনহু -কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী বঙ্গাঃ মাওঃ হাফিজুর রহমান যশোরী ২১৯পৃঃ)*

১৪. রাসূল (সাঃ) মাথায় তৈল মালিশ করতে ইচ্ছা করলে বাম হাতের তালুতে তৈল রাখতেন এবং প্রথমে চোখের পলকে, অতঃপর চোখে ও শেষে মাথায় লাগাতেন। অনুরূপভাবে দাড়িতে তৈল লাগাতে চাইলে প্রথমে চোখে, অতঃপর দাড়িতে তৈল লাগাতেন। *(যাদুল মাআদ)*

www.pathagar.com

দাড়ি রাখা ঃ

📖 হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লহ্ তাঁআলা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে শয়তান বললো, আমি তাদেরকে (আরও) শিক্ষা দিব। ফলে তারা আল্লহ্ তাঁআলা সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করবে; (যেমন দাঁড়ি মুন্ডানো, দেহে দাগ লাগানো ইত্যাদি)। *(নাসাঈ)*

পবিবর্তনের একদিক হচ্ছে আকৃতি বিকৃত করা। এটা হারাম; যেমন দাড়ি মুন্ডানো। আর পরিবর্তনের অন্য আর দিক হচ্ছে আকৃতিকে সুন্দর করা। এটা ওয়াজিব যেমন গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগল ও নাভীর নীচের চুল উপড়ানো। এ ধরনের পরিবর্তন জায়েয; যেমন পুরুষের মাথার চুল মুন্ডানো অথবা কর্তন করা অথবা এক মুঠির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তৃন করা। এসব বিষয়ের ফয়সালাকারী শরীয়ত -প্রথা বা দেশাচার নয়। কেননা, প্রথমতঃ প্রথা শরীয়তের সমান মর্যাদা রাখে না। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক জায়গায় প্রথা ভিন্ন ভিন্ন এবং তা প্রতি যুগে পরিবর্তিত হতে থাকে। *(হায়াতুল মুসলিমীন)*

📖 আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, হে মুসলমানগণ ! তোমরা কাফির-মুশরিকদের রীতি পরিহার করে চলো। তোমরা দাড়ি বেশী পরিমাণ রাখিও এবং মোচ যথাসম্ভব কেটে ফেলো।

এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ইবনে উমার (রাযিঃ) যখন হজ্জ বা ওমরা করতেন, তখন (চুল কাটার সঙ্গে) দাড়িকে মুষ্টিবদ্ধ করে মুষ্টির নীচে যা অতিরিক্ত থাকতো তা কেটে ফেলতেন। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৫৬পৃঃ ২২৬৬নং হাদীস)*

📖 মুসাদ্দাদ (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, ৫টি জিনিস স্বভাবগত। (১) খাতনা করা। (২) নাভীর নীচের চুল সাফ করা (৩) বোগলের লোম উপড়ে ফেলা (৪) নখ কাটা (৫) গোঁফ ছোট করে ছাঁটা। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৯৬৯পৃঃ ৪৯৫০নং হাদীস)*

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) গোঁফ ছাঁটতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৯৬৯পৃঃ ৪৯৫৯নং হাদীস)*

নীম দাড়ি বা বাচ্চা দাড়ি (ঠোটের নীচের পশম) অনেকের মতে দাড়ির অন্তর্ভূক্ত। অতএব তা না কামানো উত্তম। *(ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪ঃ২৩০)*

দাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ দাড়ির উপকারিতা আজ মানুষের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। শেভকারী চায় যে তার মুখে যেন একটিও দাড়ি না থাকে, সেজন্য সে একই জায়গায় বারংবার ক্ষুর চালায়, ফলে চামড়ার মলিনতা নষ্ট হয়ে যায় যা চোখে তাৎক্ষণিকভাবে ধরা না পরলেও এর প্রদাহ অনুভূত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত শেভ করলে নাকে সাপ্লাইকারী ম্যাকজিলারী নার্ভ বিশেষ করে ম্যাডিবুলার ডিবিশনের প্রশাখাগুলো মুখের স্নায়ুমন্ডলীতে বারংবার আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন উত্তেজিত ও উৎপীড়িত হয়। 'অফথালমিক ডিভিশন' চোখে সাপ্লাইকারী সিমপ্যাথেটিক্যালী নার্ভ ইরিটেড (উৎপীড়িত) হয়। যদ্দরুন চোখ দিয়ে পানি পড়তে পারে এবং বছরের পর বছর দাড়ি কামাতে থাকলে চোখের জ্যোতি হ্রাসসহ দৃষ্টিশক্তির উপর নানারূপ সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও ছোঁয়াচে রোগ, মুখে ব্রণ, একজিমা, এলার্জি ও যৌন উত্তেজনায়

www.pathagar.com

দুর্বলতা ইত্যাদি রোগ হয়। পক্ষান্তরে দাড়ি রাখলে উল্লেখিত রোগব্যাধি থেকে হিফাযত থাকা যায়।

✍ সমস্ত দুনিয়ার মানুষের মধ্যে আম্বিয়ায়ে-কিরামগণ হচ্ছে সবচে জ্ঞানী ও উত্তম মানুষের নমুনারূপে আর্বিভূত। সমস্ত আম্বিয়ায়ে-কিরাম ও সাহাবায়ে-কিরাম দাড়ি রেখেছেন। দাড়ি কামাবার মধ্যে কল্যাণ থাকলে আম্বিয়ায়ে-কিরামগণ সর্বপ্রথম দাড়ি কামিয়ে ফেলতেন।

মুসলমান হয়ে দাড়ি না রাখা সম্পর্কে এক হিন্দুব্যক্তির উক্তি ঃ

ঢাকার কোনো এক অফিসে এক মুসলমান চাকুরীজীবি পার্শ্বের টেবিলের এক হিন্দু চাকুরীজীবিকে কোনো একটি ব্যাপারে মালায়ন কোথাকার সম্বোধন করে গালি দিল। গালির জবাবে হিন্দু ব্যক্তি মুসলমান ব্যক্তিকে বললো, ভাই তুমি যে আমাকে মালায়ন বলেছো এতে আমি রাগ করিনি। একজন অপরিচিত ব্যক্তি এই অফিসে ঢুকলে কি করে বুঝবে কে মুসলমান আর কে মালায়ন ? তোমার ও আমার লেবাছ, চেহারা-ছুরত একই প্রকৃতির। কাপড় না খুললে অপরিচিত কেহ বুঝতে পারবে না কে কোন্ ধর্মের ? আফসোস ! আজ মুসলমানদের অবস্থা এরকম হয়ে গেছে যে, কাপড় না খুললে বোঝার উপায় নেই সে মুসলমান কিনা ?

প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে চিনবার জন্য তাদের শরীরে আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; যেমন হিন্দুরা ধুতি পরিধান করে, পিতার মৃত্যুতে শোক পালনার্থে মাথা কামিয়ে ৪০ দিন টুপি পরিধান করে। শিখরা মাথার চুলে ঝুঁটি রাখে যা কখনও তারা কাটে না। খৃস্টানগণ গলায় ক্রুশের চিহ্ন ব্যবহার করে। কিন্তু আফসোস আজ অধিকাংশ মুসলমান হুযূর (সাঃ) এর লেবাস-পোশাক ও সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে অমুসলমানদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, তাদেরকে মুসলমান বলে চিহ্নিত করার কোনো উপায় নেই। এমনকি নামের দ্বারা মুসলমান বলে চিহ্নিত করার উপায় নেই, যদি না কাপড় খুলে খাতনা করা আছে কিনা দেখে নেয়া না হয়।

✍ সুন্নাত এখতিয়ার করনেওয়ালার মধ্যে আল্লহ্ তা'আলা এমন শক্তি পয়দা করে দেন যা বস্তুর শক্তিকে ফেল করে দেয়। যখন মুসলমানেরা সুন্নাতের শক্তি দ্বারা উপকৃত হবে তখন বস্তুবাদীরা হয়রান হয়ে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করবে কোন্ শক্তি বস্তুর শক্তিকে নিঃশেষ করে দিল ? বস্তুর শক্তি যেখানে শেষ হয়ে যায় সুন্নাতের শক্তি সেখান থেকে কাজ করে।

✍ কম্পিউটারের সমস্ত যন্ত্রাংশ ঠিক থাকলে কম্পিউটার চলবে। যদি দু' একটি যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে যায় তবে বাহ্যিক নজরে কম্পিউটারের একটা নক্সা দেখা গেলেও উক্ত কম্পিউটার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। তেমনিভাবে ইসলামের সমস্ত হুকুম-আহকাম নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করলাম; লেনদেন, মোয়ামালাত-মোয়াশারাত ঠিক রাখলাম কিন্তু দাড়ি রাখলাম না, তবে বাহ্যিক নজরে ইসলামের নক্সা দেখা গেলেও ইসলামের এ গাড়ি চলবে না। পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর চললে খোদায় পাকের মদদ আসবে ইসলামের গাড়ি চলবে।

www.pathagar.com

নখ কাটা ঃ

📖 য়াহয়া ইবনে য়াহয়া ও কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের জন্য মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, বোগলের লোম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নীচের পশম কাটার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল যে, চল্লিশ দিনের অধিক যেন না হয়। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ৯৯৯৫, ২য় খন্ড ৩৯পৃঃ ৪৯০নং হাদীস)*

হাত পায়ের নখ কাটার তরতীব ঃ হাতের নখ কাটতে প্রথমে ডান হাতের শাহাদাৎ (তর্জনী) আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুল পর্যন্ত কাটা অতঃপর বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত কাটা। সর্বশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটা। পায়ের নখ কাটতে প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত কাটা। অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুলে শেষ করা। *(শামায়েল/ফাতাওয়ায়ে শামী)*

নখ কাটার সুফল ঃ নখ কাটা রুচিশীলতার দাবী। নখ বড় থাকলে নখের মধ্যে বিভিন্নভাবে কম-বেশি ময়লা জমবে তা যতই পরিষ্কার করা হোক না কেন। নখের মধ্যে ময়লা ও রোগ-জীবাণু আটকে থাকে যা খানার মাধ্যমে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে হযম প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া নখ বড় থাকলে কাজের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। নখ ছোট থাকলে হাত দিয়ে যতো সহজে জিনিসপত্র ধরা যায় কিন্তু নখ বড় থাকলে সেভাবে ধরা যায় না। এসব অসুবিধার জন্যই ইসলামে নখ কাটার বিধান দেয়া হয়েছে।

চুল ঃ

📖 কাতাদা (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আনাস (রাযিঃ)কে বললাম, রাসূল (সাঃ) এর মাথার চুল কিরূপ ছিল ? তিনি বলেন, বেশি কুঞ্চিতও ছিল না, একদম সোজাও ছিল না। তাঁর বাবরী চুল ছিল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত। *(শামায়েলে তিরমিযী মাওঃ মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৪২পৃঃ ২৭নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ৩৩৬ঃ৫৮৫৭)*

নবীজীর চুলের আকৃতি ঃ 📖 রাবাআ ইবনে আযেব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি লাল বর্ণের একজোড়া কাপড় পরিহিত কোনো লোককে রাসূল (সাঃ) এর চে' অধিক সুন্দর দেখিনি, যখন তাঁর বাবরী চুলগুলো তাঁর কাঁধের কাছাকাছি ঝুলে থাকতো। *(শামায়েলে তিরমিযী মাওঃ মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৬৩পৃঃ ৬৪নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ৩৩৫ঃ৫৮৫৬ অনুরূপ/ আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ঃ৯৬৫ঃ৪৯৩৫ অনুরূপ)* **ব্যাখ্যা ঃ** এটি লাল কাপড় নিষিদ্ধ হবার আগের ঘটনা।

📖 ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর মাথার চুল তাঁর কানের অর্ধেক পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৪৩পৃঃ ২৯নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ৩৩৬ঃ৫৮৬০/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ঃ৯৬৫ঃ৪৯৩৭ রাবী মুসাদ্দাদ রহঃ)* **ব্যাখ্যা ঃ** বিভিন্ন হাদীসে চুলের বিভিন্নরূপ বর্ণনা এসেছে। কোনটিতে কানের অর্ধেক পর্যন্ত, কোনটিতে কাঁধ বরাবর বলা হয়েছে কারণ তিনি চুল কাটতে দেরী করলে তা কাঁধ ছুই ছুই অবস্থায় এসে যেত এবং চুল কাটলে তা খাটো হয়ে যেত। যিনি তা যে অবস্থায় দেখেছেন তিনি সেরূপ বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

📖 আল-কানাবী ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, ইয়া আল্লহ্ ! আপনি মস্তক মুন্ডনকারীদের উপর রহম করুন। তখন সাহাবীরা বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! যারা চুল ছোট করে কাটবে তাদের কি হবে ? তখন তিনি বলেন, ইয়া আল্লহ্ ! আপনি মস্তক মুন্ডনকারীদের উপর রহম করুন। তখন (সাহাবীগণ) পুনরায় বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যারা চুল ছোট করে কাটে তাদের জন্য কি ? তখন তিনি পূর্বের ন্যায় জবাব প্রদান করেন। অর্থাৎ মাথার চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও রহম করুন। *(আবু দাউদ ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৩:৯৩৩:১৯৭৬/মুয়াত্তা মালিক ইফাবা মার্চ-৮২, ৪৪৮:১২২৩)*

মাথা মুন্ডন ঃ 📖 আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাযিঃ) অবশ্যই মাথা মন্ডন করতেন এবং সর্বদা আমল করতেন। *(মিশ্কাত আরবী হাশিয়া ৩০৮পৃঃ)*

📖 হযরত ছাবিত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি অবশ্যই নবী করীম (সাঃ)কে দেখেছি মাথা মুন্ডন করা অবস্থায় এবং প্রত্যেকে তারা নবী করীম (সাঃ) এর কেশ মুবারক নিজ হাতে গ্রহণ করার জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। *(মুসলিম ২য় খন্ড আরবী ২৫৬পৃঃ)*

✍ দুনিয়ার মানুষ তার পছন্দনীয় অথবা প্রিয় ক্রিকেট বা ফুটবল তারকা, গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকার অভিনয়, চাল-চলন, লেবাস-পোশাক ইত্যাদি নকল করার জন্য বারবার চেষ্টা বা প্রকটিস করে, রিয়ারসেল দেয়। কিন্তু আফ্সোস ! মুসলমান আজ নবীর লেবাস-পোশাক, চাল-চলন, কথাবার্তা, আমল-আখলাক ইত্যাদি আয়ত্ব করার জন্য মোটেই তৈরী না।

✍ কেহ যদি মাছের বাজারে যেয়ে স্বর্ণ তালাশ করে তবে কি স্বর্ণ পাওয়া যাবে ? যেখানে যে জিনিস রাখা হয়নি সেখানে সে জিনিস খুঁজলে পাওয়া যাবে না এবং খোঁজকরাও বোকামী। আল্লহ্ তা'আলা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, কামিয়াবী ও সফলতা রেখেছেন পরিপূর্ণ দ্বীনের মধ্যে। আর পরিপূর্ণ দ্বীন হচ্ছে হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সুন্নাতের পরিপূর্ণ এত্তেবা।

মাথায় তেল ব্যবহার দাড়ি ও চুল আঁচড়ান ঃ

📖 আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) প্রায়ই তাঁর মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। অতিরিক্ত তেল ব্যবহারের দরুন তাঁর মাথায় ব্যবহৃত কাপড়টি তেলীর কাপড়বৎ মনে হতো। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ৪৫-৪৬:৩৩)* **ব্যাখ্যা ঃ** মাথার তেল যাতে পাগড়ীতে না লাগে সেজন্য মাথায় রুমালবৎ এক-টুকরা কাপড় দিয়ে মাথা জড়িয়ে রাখতেন।

📖 সুলায়মান ইবনে দাউদ (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যার মাথায় চুল থাকে সে যেন তা পরিচর্য করে। *(আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৯৫৭পৃঃ ৪১৯৬নং হাদীস)*

📖 রাসুল (সাঃ) মাথায় তৈল মালিশ করতে ইচ্ছা করলে বাম হাতের তালুতে তৈল রাখতেন এবং প্রথমে চোখের পলকে, অতঃপর চোখে ও শেষে মাথায় লাগাতেন।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে দাড়িতে তৈল লাগাতে চাইলে প্রথমে চোখে, অতঃপর দাড়িতে তৈল লাগাতেন। *(যাদুল মাআদ)*

ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ান ঃ আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) কেশ বিন্যাশ, জুতা পরিধান ও পবিত্রতা অর্জনে (উযূ করতে) যথাসম্ভব ডান থেকে শুরু করাই পছন্দ করতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মাওঃ মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৭৩পৃঃ ৮৫নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১ঃ১৯২ঃ১২৯)*

চুলে মেহেদী লাগানো ঃ

📖 আবূ রিমসা আত-তাইমী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবীজীর নিকট নিয়ে আসলাম। লোকেরা নবীজী (সাঃ)কে আমায় দেখিয়ে দিল। আমি তাঁকে দেখে বললাম, ইনি সত্যই আল্লাহ্‌র নবী। তাঁর গায়ে ছিল দু'খানা সবুজ রঙ্গের কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর)। তাঁর কয়েকটি চুলে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল, তা ছিল লাল বর্ণের। *(শামায়েলে তিরমিযী মাওঃ মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ৫১-৫২পৃঃ ৪৩নং হাদীস)*

মাথায় তেল ব্যবহার, দাড়ি ও চুল আঁচড়ানোর সুফল ঃ মাথায় তেল ব্যবহার করলে মস্তিষ্ক ঠান্ডা থাকে। আর মস্তিষ্ক ঠান্ডা মানে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্রম ঠিক থাকা। এজন্যই রাসূল (সাঃ) প্রায়ই মাথায় তেল ব্যবহার করতেন! নিয়মিত দাড়ি না আঁচড়ালে দাড়িতে জট লেগে যায়। চুল না আঁচড়ালে চুলের মধ্যে ধুলাবালি রোগ-জীবাণু আটকে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে, উকুন বৃদ্ধি পায় ও চুলে জট লেগে যায়।

✍ দিলের মধ্যে সুন্নাত পালনের আগ্রহ আসবে রাসূলের প্রতি মহাব্বত দিলের মধ্যে পয়দা হওয়ার দ্বারা। আর এই মহাব্বত আসবে ঈমান হাসিলের দ্বারা। যিনি যতবেশি ঈমানদার তিনি ততবেশি সুন্নাতের তাবেদার হয়ে থাকেন। ঈমানের পরিপক্কতা ছাড়া মহাব্বত আসে না। মহাব্বত ছাড়া তাবেদারী আসে না। ঈমানী মেহনতের দ্বারা দ্বীন যে স্তরে আছে সে স্তরে-তো থাকবে, যে স্তরের দরকার সেটাও দান করবেন। যিকির যে স্তরে আছে সে স্তর-তো থাকবে, যিকিরের যে স্তর দরকার সেটাও দান করবেন। আখলাকের যে স্তর আছে সে স্তর-তো থাকবে, আখলাকের যে স্তর দরকার সে স্তরও দান করবেন। মোয়ামালাতের যে স্তর আছে সেটা-তো থাকবে, মোয়ামালাতের যে স্তর দরকার সে স্তরও দান করবেন। ইল্‌মের যে স্তর আছে সে স্তর-তো থাকবেই, আর যে স্তর দরকার তা আল্লহ্ তাঁআলা ইল্‌মে লাদুনী মাধ্যমে দান করবেন। নজর হিফাযতের যে স্তর আছে সে স্তর-তো থাকবেই, যে স্তর দরকার সে স্তরও দান করবেন। জবানের হিফাযতের যে স্তর আছে সে স্তর-তো থাকবেই, যে স্তর দরকার সে স্তরও দান করবেন।

মোচ ছাঁটা ঃ

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ফেৎরতের মধ্যে (অর্থাৎ আল্লহ্ তাঁআলা প্রদত্ত স্বভাবগত কার্যাবলীর মধ্যে বা পূর্ববর্তী সকল নবীর চিরাচরিত রীতি-নীতির মধ্যে) পরিগণিত (১) নাভির নীচের লোম কামিয়ে ফেলা। (২) নখ কেটে ফেলা। (৩) গোঁফ কেটে ফেলা। *(বুখারী ২ঃ৮৭৪ আঃ হক ৬ঃ৩৫৫ঃ২২৬৪/আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯৯, ৫ঃ৯৬৯ঃ৪৯৫০)* বিঃ দ্রঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার

www.pathagar.com

(রাযিঃ) মোচ এত মিহি করে কাটতেন যে, ঐ স্থানের চামড়া দৃষ্ট হতো এবং ঠোঁটদ্বয়ের উভয় পার্শ্বসংলগ্ন লোমও কাটতেন বা নিম দাড়ির উভয় পার্শ্ব কেটে ছেঁটে রাখতেন।

📖 সাহল ইবনে উসমান (রহঃ) ----- ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করো; মোচ কেটে ফেলো এবং দাড়ি লম্বা করো। *(মুসলিম ইফাবা-৯৫, ২:৩২:৪৯৩)*

📖 হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) প্রত্যেক জুমুআর দিনে নিজের গোঁফ ছোট করতেন এবং আঙ্গুলের নখ কাটতেন। *(আখলাকুন নবী সাঃ -হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী রহঃ মৃত্যু ৩৬৯ হিজরী, ইফাবা অক্টো-৯৪, ৩৫৮পৃঃ ৭৭০নং হাদীস)* মোচ মুন্ডানো বিদ্আত। (مُلَتَقَى) মোচ কেটে এতো ছোট করবে যেন দৃশ্যতঃ মুন্ডানোর ন্যায় মনে হয়। *(ফতওয়ায়ে শামী)*

মোচ ছাঁটার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মোচ ছোট রাখা মানুষের স্বাভাবিক রুচীর দাবী। মোচের মাধ্যমে মানুষের শরীরে রোগ-জীবাণু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রবেশের বেশি সম্ভাবনা থাকে। মোচ না ছাঁটলে মোচে যে সমস্ত ধুলাবালি, ঘাম ও রোগ-জীবাণু লেগে থাকে, তা পানীয় পান করার সময় ও শ্বাস গ্রহণের সময় মোচের উক্ত ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু পানিতে চুবনি খেয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। ফলে শরীর রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই ইসলামে মোচ ছাঁটার বিধান দেয়া হয়েছে, তবে মোচ কামানোর কথা বলা নেই। ফতোয়ায়ে শামীর বর্ণনা মতে মোচ কামানো বিদ্আত, ছাঁটা সুন্নাত।

✍ হুযূর (সাঃ) এর যমানায় সুন্নাত হাদীসের কিতাবের মধ্যে ছিল না, সুন্নাত ছিল সাহাবায়ে-কিরামের যিন্দেগীর মধ্যে। সুন্নাতের শান হাদীসের কিতাবাদি কণ্ঠস্থ করার নাম নয়, সুন্নাতের শান হচ্ছে আপাদমস্তক। সুন্নাতের ব্যবহার আপাদমস্তকের মধ্যে না হলে সুন্নাতের শক্তি জাহির হবে না। মর্টারের সেল হাত দিয়ে মারলে (নিক্ষেপ করলে) এর শক্তি জাহির হবে না। তেমনিভাবে সুন্নাতের ব্যবহার স্ব স্ব স্থানে না হলে সুন্নাতের শক্তি জাহির হবে না। আর সুন্নাতের শক্তি যদি জাহির না হয় তবে সুন্নাতের পাঠদানকারী ও শিক্ষার্থী উভয়ই সুন্নাতের সুফল থেকে বঞ্চিত হবে।

নাভির নীচের পশম চল্লিশ দিনের মধ্যে কাটা ঃ

📖 আবুত তাহির ও হারমালা ইবনে য়াহায়া (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন, ফিতরাত ৫টি। খাতনা করা, ক্ষৌরকার্য (নাভির নীচের পশম কাটা) করা, মোচ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বোগলের পশম উপড়ে ফেলা। *(মুসলিম ইফাবা-৯৫, ২য় খন্ড ৩১পৃঃ ৪৮৯নং হাদীস/আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫:১৭০:১৫২ অনুরূপ/নাসাঈ ইফাবা ডিসে-২০০০, ১:৫৩:১০)*

📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন ----- আয়িশা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, দশটি কাজ স্বভাবজাত। (১) গোঁফ ছোট করা (২) দাড়ি লম্বা করা (৩) মিস্ওয়াক করা (৪) নাকের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করানো (৫) নখ কাটা (৬) উযূ-গোসলের সময় আঙ্গুল, গিরা ও জোড়াসমূহ ধৌত করা (৭) বোগলের পশম পরিষ্কার করা (৮) নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা (৯) পানির দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। রাবী জাকারিয়া বলেন, হযরত মূসআব বলেছেন, আমি দশম নম্বরটি ভুলে গিয়েছি, তবে সম্ভবত তা হলো কুলকুচা করা। *(আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯০, ১ম খন্ড ২৭-২৮পৃঃ ৫০নং হাদীস)*

www.pathagar.com

📖 যাহয়া ইবনে যাহয়া ও কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের জন্য মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, বোগলের লোম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নীচের পশম কাটার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল যে, চল্লিশ দিনের অধিক যেন না হয়। *(মুসলিম ইফাবা-৯৫, ২য় খন্ড ৩১৭পৃঃ ৪৯০নং হাদীস)*

গৌফ, লজ্জাস্থানের পশম ও নখ কাটা প্রতি সপ্তাহে মুস্তাহাব। প্রতি সপ্তাহে না পারলে ১৫ দিন পর করবে। আর তাও না পারলে উর্ধ্বে ৪০ দিন। ৪০ দিনে পর কেটে পরিষ্কার না করলে গুণাহগার হবে। কারণ ইহা পাক-পবিত্রতার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয়। *(ফতওয়ায়ে আলমগিরী ১:১৮৮)*

বোগলের লোম উপড়ে ফেলার সুফল ঃ বোগলের ঘামগ্রন্থী থেকে নির্গত ঘামের গন্ধ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঘামগ্রন্থী থেকে নির্গত ঘামের গন্ধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বোগলের লোমকূপে রোগ-জীবাণু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া, উকুন বাসা বেধে শরীরের উপর কুপ্রভাব ফেলে। এজন্যই দয়ার নবীজী (সাঃ) বোগলের লোম পরিষ্কার করার সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

নাভির নীচের পশম পরিষ্কারের সুফল ঃ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, গুপ্তাঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা গুপ্তাঙ্গের ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। ইসলাম শুধুমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখেনি বরং এরও একধাপ উপরে অর্থাৎ পাক পবিত্রতার দিকেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। নাভির নীচের পশম পরিষ্কার না করলে বিভিন্ন রোগের জীবাণু এতে আটকে শরীরের উপর কুপ্রভাব ফেলে। এমনকি যৌনশক্তি পর্যন্ত হ্রাস পায়।

✍ সুন্নাতের বৈজ্ঞানিক সুফল জানা থাকলে হুযূর আকরাম (সাঃ) এর প্রতি মহাব্বত পয়দা হয়। হুযূর আকরাম (সাঃ) এর প্রতি মহাব্বত অনুপাতে ঈমানীশক্তি সঞ্চার হয়। হুযূর আকরাম (সাঃ) এর প্রতি যার যতবেশি ভালবাসা হবে, সে ততবেশি হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সুন্নাতের পাবন্দী হবে এবং সাদৃশ্য হতে পছন্দ করবে এবং সচেষ্ট হবে। সাহাবায়ে-কিরাম হুযূর আকরাম (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার কারণে এমন ঈমানীশক্তি অর্জন করেছিলেন যে, কোনো শক্তিই তাঁদেরকে পরাভূত করতে পারেনি এবং সমস্ত দুনিয়া তাঁদের সম্মুখে নতশির রয়েছে।

নখ ও চুল মাটিতে পুতে রাখা ঃ

📖 হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) যখন শিঙ্গা লাগাতেন কিংবা লোম পরিষ্কার করতেন, কিংবা নখ কাটতেন তখন এগুলিকে বাকী গোরস্তানে পাঠিয়ে দাফন করে দিতেন। *(আফ্‌আলুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো-৮৪, ৩৫৯পৃঃ ৭৭৫নং হাদীস)*

✍ সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর থেকে পরিপার্শিকতার অবস্থা দেখে সে বুঝে নেয় তার কি কি প্রয়োজন। জন্মের পর থেকে সন্তান প্রতিনিয়ত আসবাব থেকে সমস্যার সমাধান দেখার কারণে সে আসবাবের কথা জবানে সর্বদা বলতে থাকে, কানে শুনতে থাকে, দেমাগে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। ফলে কামিয়াবী হাছিলের নক্সা আসবাবের মধ্যে দেখতে পাবার কারণে আসবাবের পিছে মেহনত করতে থাকে। আল্লহ্ তা'আলা আসবাবের মধ্যে কামিয়াবী রাখেননি রেখেছেন জরুরত পুরা হওয়া। নবীদের কাছে আসবাব থাকে না; পক্ষান্তরে দুনিয়াদারদের কাছে সব ধরনের আসবাব থাকা সত্ত্বেও তারা ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লহ্ তা'আলা কামিয়াবী রেখেছেন নবীর পরিপূর্ণ এত্তেবার মধ্যে।

www.pathagar.com

৭ম অধ্যায়

খানাপিনা ও আধুনিক বিজ্ঞান

দ্বীনদারীর সীমাহীন লাভ জানা না থাকার কারণে আমরা আল্লহ্ তাআলার হুকুম ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লহ্ তাআলার হুকুম পুরা করলে ডবল বেনিফিট (ক) দুনিয়ার বেনিফিট (খ) আখিরাতের বেনিফিট। যেমন উযূর কথা ধরুন। দুই উযূর মধ্যবর্তী সময়ে উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেসব ধুলাবালি লাগে, তা উযূর মাধ্যমে দুরীভূত হয় যা দুনিয়ার বেনিফিট। আর আখিরাতের বেনিফিট হচ্ছে উযূর জন্য সাওয়াব-তো রয়েছে। মিস্ওয়াকের কথাই ধরুন। মানুষের মুখের ফাঁকা অংশে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া থাকে যা (Security) নিরাপত্তা রক্ষী হিসাবে কাজ করে। খাওয়ার পর ও নামাযের পূর্বে মিস্ওয়াক করলে মুখের পরিবেশ ঠিক থাকে, ফলে ব্যাকটেরিয়া ঠিকমত কাজ করতে পারে। খাবার পর মিস্ওয়াক না করলে দাঁত ও জিহ্বার উভয়পৃষ্ঠে লেগে থাকা খাদ্যকণা মুখের পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলে, যে কারণে ব্যাকটেরিয়া ঠিকমত কাজ করতে পারে না। আখিরাতের লাভ হচ্ছে সত্তর গুণ সাওয়াব।

খানা-পিনা সম্পর্কিত হাদীসের মূলকথা ঃ

১. খানা খাওয়ার সময় মাথা ও শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাপড় দ্বারা আবৃত করা। *(ফতাওয়ায়ে শামী ৯ম খন্ড ৬৫৮পৃঃ ৬ষ্ট খন্ড ৩৪০পৃঃ)*

২. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। *(কানযুল উম্মাল ২ঃ২৪৪/আবু দাউদ ২ঃ৫২৮ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ১ঃ১৪৭ঃ২২৪/তিরমিযী ২ঃ৬)*

৩. খানা খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা ও কুলি করা। *(তিরমিযী)*

৪. একহাঁটু উঠিয়ে এবং অপর হাঁটু বিছিয়ে বসা। *(ফতাওয়ায়ে শামী ৬ঃ৩৪০)*

৫. উভয় হাঁটু বিছিয়ে এবং সামান্য সম্মুখে ঝুঁকে বসা। *(আবু দাউদ ২ঃ৫২৯)*

৬. খানা খেতে দু'হাঁটু উঠিয়ে নিতম্ব মাটি থেকে উঁচু রেখে বসা বা একহাঁটু উঠিয়ে এবং অপর হাঁটু বিছিয়ে বা দু'হাঁটুই বিছিয়ে নামাযের ন্যায় বসে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে খানা খাওয়া। *(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম ৯২৩ সাফা)*

৭. আসন আকারের বা হাতের উপর ভর করে কিংবা হেলান দিয়ে খেতে না বসা। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ট খন্ড ২৮০-২৮১পৃঃ ২১১৪নং হাদীস)*

৮. খানা খাওয়া আরম্ভ করার সময় নিয়ত করা, আল্লহ্ তাআলার নির্দেশে তাঁর ইবাদত করার জন্য শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে খানা খাচ্ছি। *(আত-তারগীব)*

৯. দস্তরখান মাটিতে (মেঝেতে) বিছিয়ে খানা খাওয়া। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪ঃ২৯১ঃ১৭৯৫/শামায়েল তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১০৮ঃ১৪৭/বুখারী ২ঃ৮১৯)*

১০. খাওয়ার শুরু করলে বিস্মিল্লাহ্ বলে নিবে। যদি শুরুতে খোদার নাম নিতে ভুলে যাও তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই নিম্নলিখিত দুআ পড়বে بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَه وَاٰخِرَه .

১১. **উচ্চারণ ঃ** বিস্মিল্লাহি আউয়ালাহু অআখিরাহু। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ২য় খন্ড ৩৩পৃঃ/শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১৩১ঃ১৮৯)*

www.pathagar.com

১২. খানা খাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খানা আরম্ভ করা, ডান হাতে খানা খাওয়া এবং নিজের সম্মুখস্থল থেকে খানা খাওয়া। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ঃ২৭১ঃ২১০৯)*

১৩. খানার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ না বললে শয়তানও খানায় শামিল হয়ে যায়। *(শামায়িলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ১৩১পৃঃ ১৮৮নং হাদীস)*

১৪. খানার শুরুতে ও খানার শেষে সামান্য কয়েক দানা লবণ মুখে দিলে সত্তর রকমের রোগ থেকে মুক্ত থাকা যাবে। *(নুযহাতুল মাজালেস ১ম খিন্দ)*

১৫. খানা খাওয়ার সময় একেবারে চুপ থাকা মাকরূহ এবং চিন্তান্বিত করে এরূপ কথা, পীড়াদায়ক কথা ও অশ্লীল কথা বলাও মাকরূহ। *(শামায়িলে তিরমিযী ৪০৪পৃঃ)*

১৬. উভয় হাঁটু উঠিয়ে বসা *(মুসলিম ২ঃ১৮০)*

১৭. খাদ্যের পরিমাণ যতটুকুই হোক না কেন এবং যেমন ধরনেরই হোক না কেন, তাতেই খুশী থাকা এবং আল্লহ্ তাআলার ফজল মনে করে খানা খাওয়া। *(মোয়াত্তা মালেক)*

১৮. রাসূল (সাঃ) তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং আহার শেষে আঙ্গুলগুলো চেটে খেতেন। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৫৩পৃঃ ৫৯২৬নং হাদীস/ শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ১০৪ঃ১৪১)*

১৯. তিন আঙ্গুল দ্বারা যদি সহজে খাওয়া যায় তবে ৪র্থ আঙ্গুল ব্যবহার না করা। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী আঙ্গুল ব্যবহার করা। *(তারগীব)*

২০. খানার মজলিসে যে সবার বুজুর্গ ও বড় এমন ব্যক্তি দ্বারা খানা শুরু করানো। *(মুসলিম)*

২১. একই ধরনের খানা হলে নিজের সম্মুখ থেকে খাওয়া। *(কানযুল উম্মাল ২ঃ২৪১)*

২২. এক জাতীয় খাবার (একাধিক সাথী একপ্লেটে খেতে বসলে) শুধুমাত্র সামনে থেকে কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় খাবার সব জায়গা থেকে খাওয়া। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩২৯-৩৩০পৃঃ ১৮৫৪নং হাদীস)*

২৩. খানা খাওয়ার সময় খাবার পড়ে গেলে তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খাওয়া। শয়তানের জন্য রাখা উচিত নয়। *(ইবনে মাজাহ্)*

২৪. খানা খাওয়ার সময় কেহ এসে গেলে তাকে খেতে বলা অথবা তাকে সাথে নিয়ে খানা খাওয়া। *(ইবনে মাজাহ্)*

২৫. মেহমান খেতে থাকলে যতক্ষণ সম্ভব তার সাথে খানা খেতে থাকা, যাতে সে পেট ভরে খেতে পারে। অপারগ হলে অক্ষমতা প্রকাশ করা। *(ইবনে মাজাহ্)*

২৬. জুতা খুলে খানা খাওয়া। *(দারেমী)*

২৭. যে খাদেম খানা প্রস্তুত করেছে তাকেও খানায় শরীক করে নেয়া, অথবা কিছু খাবার তার জন্য পৃথক করে দেয়া। *(ইবনে মাজাহ্)*

২৮. হাতে চর্বি লেগে থাকলে (হাত ধৌত করার পূর্বে) সেটা বাজুতে (বাহুতে) অথবা পায়ে মুছে নেয়া। *(ইবনে মাজাহ্)*

২৯. খানা শেষে দস্তরখান তুলে নেয়ার পর আহারকারী উঠবে। *(ইবনে মাজাহ্ ১ঃ২৩৭)*

৩০. (সকল কার্যে) ডান পার্শ্বের অবস্থানকারীরাই ক্রমান্বয়ে অধিকারী *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪ঃ৩৫২ঃ১৮৯৯)*

৩১. খানার পর বাসন, পেয়ালা ভালভাবে চেটে খাওয়া। এরূপ খেলে খানেওয়ালার জন্য বরতন দুআ করে। *(মিশকাত)*

www.pathagar.com

৩২. খানা শেষে আঙ্গুলসমূহ যথাক্রমে মধ্যমা আঙ্গুল, তর্জনী আঙ্গুল, বৃদ্ধাঙ্গুল, অনামিকা আঙ্গুল ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল চেটে খাওয়া। *(তিরমিযী/শামায়িলে তিরমিযী ৪০৪ সাফা/ تلاعن (نكساة ج/٤ مجمع الزوائد ج/٣*

৩৩. খানা খাওয়ার পর উভয় হাত ধোয়া। *(তিরমিযী ২:৬/আবু দাউদ)*

৩৪. খানার পর কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা। *(বুখারী ২:৮২০/মিশকাত ২:৩৬৬)*

৩৫. ঐ বাড়ীতে অধিক বরকত হয় যে বাড়ীতে খাওয়ার পর হাত ধুয়ে কুলি করার অভ্যাস আছে। *(ইবনে মাজাহ্)*

৩৬. কাঁচা পিঁয়াজ-রশুন খেয়ে মাসজিদ না আসা। *(তিরমিযী ১:৩৬৭)*

৩৭. তরল খাদ্য-দ্রব্যে মাছি পড়লে ডুবিয়ে দিয়ে তারপর ফেলে দেয়া কেননা উহার এক ডানায় উপশম ও অপর ডানায় রোগ রয়েছে। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯১, ৫:৪৩০:৩০৭৮/সুনানে মাজাহ)*

৩৮. দাঁত খিলাল করে বের হওয়া দ্রব্য ফেলে দেয়া এবং জিহ্বা দ্বারা মথিত দ্রব্য গিলে ফেলা। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ১:৯৮:৩৬/মিশকাত নূর মুঃ বঙ্গঃ ২:৮৬:৩২৫/ ইবনে মাজাহ্ /দারেমী)*

৩৯. ডানহাতে খানা খাওয়া অনুরূপভাবে অন্যকে খানা দিতে বা কারো নিকট থেকে খানা নিতে ডানহাত ব্যবহার করা। *(ইবনে মাজাহ্)*

৪০. খাদ্য দ্রব্যের (অথবা পানির) মধ্যে ফুঁক না দেয়া। *(আবু দাউদ/তিরমিযী)*

৪১. পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিশ্বাস না ছাড়া। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ১:৮৭:১১৮)*

৪২. একাধিক সাথী এক প্লেটে খাওয়া। *(মুসনাদে আহমাদ/সুনানে আবু দাউদ/সুনানে ইবনে মাজাহ্)*

৪৩. খানা খাওয়ার সময় যতবেশি হাত একত্রিত হবে ততবেশি বরকত লাভ হয়। *(আবু দাউদ ১:২৮৯)*

৪৪. দুপুরের খাওয়ার পর কায়লুল্লাহ ও রাত্রে খানার পর চল্লিশ কদম হাঁটাহাঁটি করা।

৪৫. একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বর্তনের চতুর্দিক থেকে কদুর টুকরাসমূহ বেছে বেছে খেয়েছেন। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬:২৭৯:২৯১০/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪:৩৩০:১৮৫৬ /মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭:৬৬:৫১৫৩)*

৪৬. দু'জনের খানা তিনজনের এবং তিনজনের খানা চারজনের প্রয়োজন মিটাতে পারে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬:২৭৯:২৯১১/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪:৩১৬:১৮২৭)*

৪৭. দাওয়াত খেতে গেলে অতিরিক্ত সঙ্গীর দাওয়াতের অনুমতি চাওয়া। *(বুখারী ২:৮২০ আঃ হক বঙ্গঃ ২:৩৯৪-৩৯৫:১১৮৭)*

৪৮. খাদ্যবস্তু সম্পর্কে খারাব উক্তি না করা। *(বুখারী ১:৩৩২: আঃ হক বঙ্গঃ ৬:২৮১:২১১৫)*

৪৯. **নবীজীর খানা ঃ** রাসূল (সাঃ) কখনও পেট ভরে রুটি বা গোস্ত খাননি *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ৬৭-৬৮:৭২/আহমদ)*

৫০. মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরিজনবর্গ এক একমাস এমনভাবে অতিবাহিত করতেন যে, চুলায় আগুন জ্বলতো না। শুধু খেজুর ও পানি খেয়ে দিন কেটে যেত। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ২৪৭:৩৭০)*

www.pathagar.com

৫১. পিঠের দাঁড়া সোজা রাখার মতো কয়েক লোকমা খানাই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আরো বেশি ছাড়া যদি সম্ভব না হয় তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ খানার জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য, এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪:৬৩৬:২৩৮৩)*

৫২. মুমিন ব্যক্তি এক উদরে খায় পক্ষান্তরে কাফির সাত উদরে খেয়ে থাকে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬:২৭৯:২৯৯৩)*

৫৩. যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অতিরিক্ত খাবে, কিয়ামতের দিন সে ঐ পরিমাণ ক্ষুধার্ত থাকবে। *(ইবনে মাজাহ)*

৫৪. অধিক ঠান্ডা বা গরম খানা না খাওয়া। *(যাদুল মুত্তাদ ২য় খন্ড –আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম)*

৫৫. হাই আসলে বামহাত দিয়ে তা বন্ধ করা।

৫৬. হুযূর (সাঃ) দুধ ও মাছ, দুধ ও যে কোনো টক জাতীয় খাবার এবং দুই গরম জাতীয় খাবার কখনও একত্রে ভক্ষণ করতেন না। দুই রকম ঔষধ, দুই তৈলাক্ত খাবার কখনও একত্রে খেতেন না, দুই বিপরীত জাতীয় জিনিস কাঠিন্য ও নরমকারী, একটি দ্রুত হযমশীল ও অপরটি বিলম্বে হযমশীল, ভূণা ও সাধারণ রান্না খাবার, একটি তাজা ও অপরটি বাসি খাবার একত্রে খেতেন না। এছাড়া তীব্র গরম খানা ও চাটনী তিনি খেতেন না। *(যাদুল মুত্তাদ ২য় খন্ড –আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম)*

নবীজী (সাঃ) এর খানাপিনারও একটি স্বতন্ত্র পন্থা রয়েছে। যা ছিল তাই নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন আর যা নেই তা নিয়ে ভাবতেন না। হালাল ও পবিত্র খানা যাকিছু পেতেন তাই খেতেন। হ্যাঁ যদি অরুচিকর হতো তা হারাম না হলেও বর্জন করতেন। কোনো দিন তিনি কোনো খাদ্য খাদেমের ব্যাপারে ত্রুটি ধরেননি। ভালো মনে হলে খেয়েছেন নইলে রেখে দিয়েছেন, যেন সেটা তিনি অনভ্যাস বশতই রেখে দিয়েছেন। তাই বলে ব্যক্তিগত অরুচির জন্য তিনি তা উম্মতের জন্য অবৈধ করে যাননি। বরং তাঁর খাবার পাত্রে অন্যরা খেয়েছেন। তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। হালুয়া ও মধু তাঁর খুব পছন্দনীয় ছিল। তাছাড়া উট, ভেরা, মুরগী, দুম্বা, জংলী গাধা ও খরগোসের গোস্ত খেয়েছেন, সামুদ্রিক মাছও খেয়েছেন, বকরীর গোস্ত খেয়েছেন। কাঁচা ও পাকা দু'ধরনের খুরমাই খেতেন। খালেস দুধ, পানি মিশানো দুধ, ছাতু ও পানি মিশানো মধুও তিনি গ্রহণ করেছেন। খেজুর ভিজানো পানি পান করেছেন। দুধ ও আটা দিয়ে তৈরী পিঠা খেয়েছেন। সিরকা দিয়ে রুটিও খেয়েছেন। গোস্তের ঝোলে রুটি ভিজিয়ে ছারীদ খেয়েছেন। চর্বির পাকানো ঈহালা দিয়েও তিনি রুটি খেয়েছেন। ভুনা গোস্ত ও কলিজা খেয়েছেন। কদু তরকারী ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়খাদ্য। ঘিয়ে তৈরী ছারীদ, পানীয়, রুটি, যায়তুন এবং খেজুরের সাথে খরবুজ ও শুকনা খেজুর মাখন দিয়ে খেয়েছেন। কেউ সুগন্ধি কিছু দিলে তা ফিরাতেন না। নবীজীর অভ্যাসই ছিল সামনে যা পেলেন খেয়ে নিতেন, না মিললে-তো ধৈর্য ধরতেন। এমনকি ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথরও বেঁধেছেন। দু'মাসেও হয়তো তাঁর রান্নাঘরে আগুন জ্বলতো না। সফরে অধিকাংশ সময় মাটিতে বসেই খেয়ে নিতেন। তিনি তিন আঙ্গুলে খেতেন। খাওয়া শেষে তা ধুয়ে নিতেন। *(যাদুল মুত্তাদ ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৮৮, ১ম খন্ড ৯৫পৃঃ 'হযরতের ব্যবহার্য বস্তু' পরিচ্ছেদ)*

www.pathagar.com

খানার আগে ও পরে হাত ধোয়া ঃ

📖 সালমান ফারসী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি তাওরাত কিতাবে পড়েছি যে, খাওয়া-দাওয়ার পর উযূ করলে আহারে বরকত হয়। এ বিষয়ে আমি নবীজীর সাথে আলাপ করলাম, নবীজী (সাঃ) বললেন, খাওয়ার আগে ও পরে উযূ করলে আহারে বরকত হয়। *(শামায়িলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১৩০পৃঃ ১৮৭নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪ঃ৩২৮ঃ১৮৫২ /আবু দাউদ/আহমাদ/হাকেম)*

📖 আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘরে বরকত বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে, সে যেন তার খাবার উপস্থিত হলে হাত ধুয়ে নেয় এবং তা তুলে নেয়ার পরও হাত ধুয়ে নেয়। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ৩০০পৃঃ ৬৫৪নং হাদীস/অনুরূপ মালাবুদ্দা মিনহ বঙ্গাঃ মাওঃ হাফিজুর রহমান যশোরী ১৪১পৃঃ)*

খানার পূর্বে হাত ধোয়া ও কুলি করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মানব শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনাবৃত থাকে উহাতে ধুলাবালি ও বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু লাগতে পারে। হাত না ধুয়ে খানা খেলে হাতের লেগে থাকা রোগ-জীবাণু খাদ্যের মাধ্যমে পেটে প্রবেশ করে যা দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। কিন্তু হাত ধুয়ে নিলে কোনো প্রকার রোগ-জীবাণু পেটে প্রবেশ করতে পারে না। খানার পূর্বে কুলি করলে সারা-দিনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ও নানাবিধ কারণে মুখের মধ্যে যে সমস্ত ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে, উহা কুলির মাধ্যমে মুখ থেকে বের হয়ে যায়। ফলে মুখের অভ্যন্তরভাগের ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করতে পারে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল মানুষকে সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে রাসূল (সাঃ) চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আমাদেরকে জীবন-যাপনের পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন।

খানার পূর্বে হাত না ধোয়া সম্পর্কিত একটি শিক্ষানীয় ঘটনা ঃ একব্যক্তি তার দরজায় উঁইপোকা নিধনকল্পে বিষের সম-পরিমাণ পানি মিশ্রিত করে দরজায় দেয়। উক্ত বিষ দরজায় লেগে থাকে। ঘটনাক্রমে ঐ বিষের উপর এক ব্যক্তির হাত যায়, ফলে বিষ তার হাতে লেগে যায়। উক্ত ব্যক্তি হাত না ধুয়ে খানা খেতে শুরু করার কিছুক্ষণ পরপরই লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পোস্ট মর্টান করে দেখা গেল, বিষের ক্রিয়ায় লোকটি মারা গেছে। লোকটির পেটে বিষ যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে দেখা গেল, লোকটির অজান্তে দরজায় দেয়া বিষ তার হাতে লাগে এবং লোকটি হাত না ধুয়ে খানা খাওয়ার কারণে বিষের ক্রিয়ায় লোকটি মারা যায়। সুবহানাল্লহ ! ইসলাম মানব স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কত সজাগ ! আল্লহ তাআলা আমাদের সবাইকে বাকী যিন্দেগী নবীজীর সুন্নাত মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন।

খানার শুরুতে লবণ মুখে দেয়া ঃ

📖 হযরত আলী (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, খানার শুরুতে মুখে একটু লবণ দিও এবং খানা শেষ হবার পর আর একটু লবণ মুখে দিও। এতে সত্তর

www.pathagar.com

রকমের রোগ থেকে মুক্ত থাকা যাবে। এগুলির মধ্যে কুষ্ঠ, শ্বেত, দাঁতের ব্যথা ও পেটের ব্যথার ন্যায় জটিল রোগ বিদ্যমান। *(নুযহাতুল মাজালেজ)*

খানার শুরুতে লবণ মুখে দেয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ খানার শুরুতে কয়েক দানা লবণ মুখে দিলে, জিহ্বা ও গলার মধ্যে খাদ্যকণিকা ও তৈলাক্ত খাবার লেগে থাকার দরুন সৃষ্ট রোগের জীবাণু মারা যায়। কিছু কিছু জীবাণুর কার্যক্রমকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। খানা খাওয়ার শুরুতে লবণ খেলে লালা সৃষ্টিকারী মাংসপেশী হযমকারী অম্ল নিঃসৃত হতে সহায়তা করে, যা পরিপাকে সহায়তা করে থাকে এবং মুখের রুচি আনায়ন করে।

✍ কুরআন হেফয করা ও হাদীসের কিতাবাদি কণ্ঠস্থ করার নাম দ্বীন নয়। এটাতো দ্বীনের আলফাস। দ্বীন হচ্ছে, কুরআন হাদীস মোতাবেক যিন্দেগী চালানো অর্থাৎ সমস্ত কাজের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুকরণ অনুসরণের নাম। খালোই এর মধ্যে একটা ছিদ্র থাকলে খালোই এর সমস্ত মাছ বের হবার জন্য যথেষ্ট। তেমনিভাবে একটা আদনা ছে আদনা সুন্নাতও যদি মুসলমান অবহেলা করে ছেড়ে দেয়, তবে সুন্নাতের উপর আমল না করার কারণে সুন্নাতের খিলাফ কাজ করতে বাধ্য হবে। আল্লহ্ তাআলা আমাদেরকে হুযূর আকরাম (সাঃ) এর প্রত্যেকটা সুন্নাতের উপর খাড়া হবার তৌফিক দান করুন, আমীন।

দস্তরখান বিছিয়ে মেঝেতে খানা খাওয়া ঃ

🕮 হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কখনও উচ্চ-দস্তরখানে (বা চৌকিতে) এবং রকমারি চাটনি ও হজমির ক্ষুদ্র পেয়ালার সমাবেশ করেও আহার করেননি, কখনও পাতলা রুটি বানানো হয়নি। রাবী বলেন, আমি (ইউনুস) কাতাদাকে বললাম, তাহলে কিসের উপর (থালা) রেখে তাঁরা আহার করতেন ? তিনি বলেন, সচরাচর চামড়ার এই দস্তরখানের উপর। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ১০৮:১৪৭/বুখারী ২:৮১১, ইফাবা মার্চ-৯৪, ৯:৭১:১৮৮১/তিরমিযী ২:১ ইফাবা জুন-৯২, ৪:২৯১:১৭১৫/নাসায়ী/ইবনে মাজাহ্)* ব্যাখ্যা ঃ তিনি বড় পাত্রে আহার করতেন, তাঁর সাথে অনেক লোক একত্রে আহার করতেন।

🕮 আলী ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) কখনও সুকুরজা অর্থাৎ ছোট ছোট পাত্রে আহার করেছেন, তার জন্য কোনো সময় নরম রুটি তৈরী করা হয়েছে কিংবা কখনও টেবিলের উপর খানা খেয়েছেন বলে আমি জানি না। কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে কিসের উপর আহার করতেন ? তিনি বললেন, দস্তরখানের উপর। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ১০৪পৃঃ ৪৯৩৮নং হাদীস, ৯:৭১:৪৮৮১)*

মেঝেতে দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়ার সুফল ঃ মেঝেতে দস্তরখান বিছিয়ে খানা খেলে খাদ্য ও মুখের মধ্যের দূরত্বের কারণে মুখের লালাগ্রন্থি থেকে খাদ্য মুখে আসা যাওয়া পর্যন্ত অধিকক্ষণ লালা নিঃসরণের সুযোগ পায়, ফলে উক্ত লালা খাদ্যদ্রব্যকে হযম প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। তাছাড়া প্লেট থেকে মুখ পর্যন্ত খাদ্য পৌছাতে হাতের যে ব্যায়াম হয়, টেবিল-চেয়ারে বসে খানা খেলে তা হয় না। এ ব্যায়ামের কারণে হাতের পেশীগুলি সতেজ ও সবল থাকতে সহায়তা করে। *(মাসিক আত-তাওহীদ এপ্রিল-৯৭)*

www.pathagar.com

✍ দ্বীনের দায়ী (দাওয়াত দেনেওয়ালা) পরিবেশের মোহতাজ নয় কিন্তু আবিদ পরিবেশ তালাশ করে। দায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করে। দায়ীর দ্বারা ইবাদতের রাস্তা খুললে আবিদ ইবাদত করে নতুবা আবিদের বুযুর্গী ছুটে যায়। দায়ী ভয়ভীতি ও দুনিয়ার মাল-আসবাবের দ্বারা আছর (প্রভাবান্বিত) নেয় না। সেতো সমস্ত পরিবেশের মধ্যেই আল্লাহ্‌র রাসূলের এত্তেবা করতে থাকে। হুযূর আকরাম (সাঃ) বৃদ্ধ, জোয়ান, শিশু, চাকর, মহিলা সবাইকে দায়ী বানিয়ে গেছেন। মূসা (আঃ) দায়ী ছিলেন বিধায় নীল দরিয়া দ্বারা মোতায়াচ্ছির হয়নি আছর নেননি (প্রভাবান্বিত হয়নি)। ইব্রাহীম (আঃ) আগুনের ফিরিশ্‌তা থেকে আছর নেননি। আমরা যখন দ্বীনের দায়ী হবো তখন ফরয, সুন্নাত এমন কি মুস্তাহাব আমলও করা আমাদের জন্য সহজ হবে।

সুন্নাত তরিকায় বসে খানা খাওয়া ঃ

📖 হযরত আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি একদা নবীজীর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আসন আকারের বা হাতের উপর ভর করে কিংবা হেলান দিয়ে খেতে বসি না। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ২৮০-২৮১পৃঃ ২১১৪নং হাদীস)*

📖 আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী (সাঃ)কে জানুদ্বয় উপরে তুলে উপরি বসে খেজুর খেতে দেখেছি। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৬৮পৃঃ ৫১৫৮ নং হাদীস)*

📖 হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) আহারের সময় হাঁটু উঁচু করে বসতেন এবং হেলান দিয়ে বসতেন না। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ২৭২পৃঃ ৫৬৫নং হাদীস)*

📖 হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, আমিতো (আল্লাহ্‌র) দাস। তাই আমি দাসের অনুরূপ আহার করি এবং দাসের মতো বসি। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ২৭৮পৃঃ ৫৮৫নং হাদীস)*

📖 হযরত আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) মাটির উপর বসতেন এবং যমীনের উপর বসেই আহার করতেন। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ২৭৯পৃঃ ৫৮৬নং হাদীস)* ব্যাখ্যা ঃ পাটির উপর বসতেও দোষ নেই।

সুন্নাত তরিকায় বসে খানা খাওয়ার সুফল ঃ চেয়ার টেবিলে বসে খানা খেলে স্বাভাবিক অবস্থায় পেট যতটা সম্প্রসারিত হয় কিন্তু মাটিতে (মেঝেতে) বসে সুন্নাত তরিকায় খানা খেলে স্বাভাবিকভাবে পেট ততটা সম্প্রসারিত হয় না; কারণ সুন্নাত তরিকায় বসার কারণে পেটের উপর চাপ পড়ে, যার ফলে চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খাওয়ার তুলনায় কিছুটা কম খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। যার ফলে বহুবিধ রোগব্যাধি থেকে হিফাযত থাকা যায়। তাছাড়া চেয়ার টেবিলে খানা খেলে সুন্নাতবিরোধী হয় ও ইয়াহুদী-নাছারাদের কাজের সাদৃশ্য হয়। আল্লহ্ তাআলা আমাদেরকে ইয়াহুদী নাছারাদের সাদৃশ্য কাজ থেকে হিফাযত করুন।

www.pathagar.com

✍ সুন্নাতের মধ্যে আল্লহ্ তাআলা রেখেছেন শান্তি কামিয়াবী ইজ্জত ও সফলতা। সুন্নাতের খিলাফ চলার মধ্যে রেখেছেন অশান্তি, প্রেশানী, জিল্লতী। নদীর তীরে দাঁড়ালে নদীর পানির মধ্যে চন্দ্র-সূর্য দেখা যায় কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য কোনটাই নদীর পানির মধ্যে নেই; আছে উহার প্রতিচ্ছবি। তেমনিভাবে সুন্নাতের খিলাফ চলার মধ্যে ইজ্জত সম্মনের যে নক্সা দেখা যায় তার মেছাল চিলের সঙ্গে দেয়া যায়। চিল সমস্ত পাখির উপরে উড়তে দেখা যায় কিন্তু এরা খায় মরা-পচা। আজ দুনিয়াতে সুন্নাতের খিলাফ চলার মধ্যে যে সফলতা দেখা যাচ্ছে তা চিলের মতো। বাহ্যিক নজরে দেখা যায় সবার উপরে কিন্তু তাদের খাদ্য-খাবার মরা-পচা।

তিন আঙ্গুলে খানা খাওয়া ঃ

📖 মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে নুমায়র (রহঃ) ----- কাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) তিন আঙ্গুল দিয়ে খানা খেতেন এবং খানার পর আঙ্গুলগুলি চেটে খেতেন। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৫৩পৃঃ ৫৯২৬নং হাদীস/শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১০৪ঃ১৪৯)* **ব্যাখ্যা ঃ** রাসূল (সাঃ) পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুল, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী চাটতেন অতঃপর রুমাল দিয়ে হাত মুছতেন। এটি তিবরানীর রিওয়ায়েতের সংক্ষিপ্তসার। অপর হাদীস থেকে জানা যায় তিনি চার বা পাঁচ আঙ্গুলও ব্যবহার করেছেন। অতএব তিন আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করা জরুরী নয়।

📖 হযরত কাব ইবনে উজরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে তিন আঙ্গুল অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুল, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করতে দেখেছি। আরো দেখেছি যে, তিনি আঙ্গুলগুলো মোছার পূর্বে চেটেছেন; মধ্যমা ও তর্জনীও যার অন্তর্ভূক্ত ছিল। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ২৭৭পৃঃ ৫৮১নং হাদীস)* **ব্যাখ্যা ঃ** তিন আঙ্গুলে আহার করা উত্তম তবে তিন আঙ্গুলেই আহার করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নবীজী (সাঃ) রুটি, খেজুর অথবা শুকনা খাবার তিন আঙ্গুলের সাহায্যে খেয়েছেন। আমাদের দেশীয় ঝোলযুক্ত খাবার খেতে পাঁচ আঙ্গুলের ব্যবহার জরুরী যা সুন্নাতবিরোধী নয়; তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে গোটা হাতে যেন খাবার মেখে না যায়।

✍ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) একবার হজ্জের সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় উটের উপরে মাথাকে নীচু করলেন। কিন্তু উপরে কোনো গাছের ডালপালা ছিল না। সাথীরা জিজ্ঞাসা করলে বললেন, আমি রাসূল (সাঃ) এর সহিত সফরে ছিলাম। এখানে একটি গাছের একটা ডাল নীচু হয়ে থাকায় রাসূল (সাঃ) মাথা নীচু করে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুসরণে আমি এখানে মাথা নীচু করলাম। আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে সাহাবীদের অনুকরণ-অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

খানার মাঝখান থেকে না খাওয়া ঃ

📖 আবূ রাজা (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, বরকত নাযিল হয় খানার মাঝখানে। সুতরাং এর পাশ থেকে তোমরা খাবে, মাঝখান থেকে খাবে না। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩০৯পৃঃ ১৮১২নং হাদীস)*

www.pathagar.com

✍ মানুষের ইল্‌মের যাত্রাপথ যে স্থানে গিয়ে শেষ হয়েছে আসমানী ইল্‌মের যাত্রা সেই স্থান থেকে শুরু হয়েছে। যে কারণে রাসূলের মুখনিসৃত এ বাণী এখনও রহস্যাবৃত রয়েছে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আশা করা যায় অদুর ভবিষ্যতে আসমানী ইল্‌মের সুফল উদ্ভাবন করে উন্মোচন করবে ইসলাম ধর্মের সত্যের বাণী।

ডানপার্শ্ব থেকে খানা শুরু করা ঃ

📖 ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল (সাঃ) এর কাছে কিছু পানি মিশ্রিত দুধ আনা হলো। তাঁর ডানপার্শ্বে ছিল একজন বেদুঈন আর বামপার্শ্বে ছিলেন আবূ বকর। তিনি পান করলেন তারপর ঐ বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, ডান থেকে ডানে হওয়া উচিত। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৪৯-৫০পৃঃ ৫৯৯নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪ঃ৩৫২ঃ১৮৯৯/বুখারী ইফাবা মার্চ-৯৪, ৯ঃ১৮৯ঃ৫১০৪)*

✍ আল্লাহ্‌ তাআলার নিজাম হচ্ছে, দেখা জিনিসের উল্টা অর্থাৎ আকলের খেলাফ দেমাগের বিপরীত কাজ করা। মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তাড়িত হয়ে নীল নদের সম্মুখে এলেন তখন তাঁর উম্মাত বললেন, হে মূসা পিছনে ফেরাউনের বাহিনী আর সামনে আমাদের নীল নদ, আমরা-তো ধরা পড়ে গেছি। মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে হাতের আশা (লাঠি) দ্বারা যখন নীল নদের পানিতে আঘাত করলেন তখন নীল নদের মধ্যে বারো কৃওমের পার হবার জন্য বারোটা রাস্তা হয়ে গেল। যদি আল্লাহ্‌ লাঠি ফেরাউনের মাথায় মারার কথা বলতেন, তবে সকলেরই দেমাগে ধরতো কিন্তু আল্লাহ্‌ বলেছেন নদীর পানিতে মারো যা দেমাগের খেলাফ। মূসা (আঃ) জন্মের পর আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁকে বাক্সে ভরে তাঁর মা নীল নদের পানিতে ভাসিয়ে দিলেন যা দেমাগের খেলাফ। আবার বাক্সটি স্রোতের সঙ্গে গিয়ে ভিরল ফেরাউনের ঘাটে; ইহাও দেমাগের খেলাফ, আকলের খেলাফ তা সত্ত্বেও আল্লহ্‌ তাআলা মূসা (আঃ)কে হালাক (ধ্বংস) করেননি। মানুষ যখন আকল না খাটিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুম দেখে চলবে তখন আল্লহ্‌ তাআলা তার সঙ্গে এরকম মোয়ামালা করবেন।

বাম হাতে আহার না করা ঃ

📖 ইসহাক ইবনে মানসুর (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ বাম হাতে আহার করবে না এবং বাম হাতে পান করবে না। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩০৬পৃঃ ১৮০৬নং হাদীস)*

📖 আবূ ওয়ালীদ তিয়ালিসী (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমাদের কারো জুতার ফিতা যখন ছিঁড়ে যাবে তখন সে যেন একটি জুতা পরে চলাফেরা না করে; যতক্ষণ না সে অন্যটি ঠিক করে নেয়। আর তোমাদের কেউ যেন একটি মোজা পরে চলাফেরা না করে এবং বাম হাতে না খায়। *(আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ১৪৪পৃঃ ৪০৯০নং হাদীস)*

www.pathagar.com

বাম হাতে আহার করার কুফল ঃ ইসলাম ধর্মে বাম হাত শৌচাকার্যের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যে হাত দিয়ে শৌচাকার্য করা হয় উক্ত হাত দিয়ে খানা খাওয়া রুচিশীল ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু আজকাল একশ্রেণীর মুসলমানকে চা ও পানীয় দাঁড়িয়ে বাম হাতে পান করতে দেখা যায় অথচ তারা বামহাত দিয়ে খানা খেতে নারাজ। ছদর সাহেব (হাফেযী হুযূর) জনৈক ব্যক্তিকে বাম হাতে চা পান করতে দেখে বললেন, বাবা ডান হাতে খাও। তখন উক্ত লোকটি বললো, বাম হাতও হাত। তখন ছদর সাহেব রাগেরস্বরে বললেন, মানুষের দু'টো মুখ। একমুখ দিয়ে মানুষ খানা খায় আর একমুখ (মল-মুত্রদ্বার) দিয়ে মানুষ বের করে। যে মুখ দিয়ে মানুষ বের করে সে মুখ (মল-মুত্রদ্বার) দিয়ে তুই খানা খাস না কেন ? সেটাও-তো মুখ ?

· ডান হাতে আহার করা ঃ

📖 আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রাহমান (রহঃ) ----- সালিম (রহঃ) এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন তোমাদের কেউ যখন আহার করে, সে যেন ডান হাতে আহার করে এবং ডান হাতে পান করে কেননা শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩০৭পৃঃ ১৮০৭নং হাদীস)*

📖 জুতা পরা, চিরুনী করা, উযূ করা ও লেনদেন করার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) ডানদিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। তিনি খেতে বা পান করতে এবং পাকাতে গিয়ে ডানহাত ব্যবহার করতেন। পক্ষান্তরে খারাব কিছু পরিষ্কার বা দূর করার জন্য বামহাত ব্যবহার করতেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৮৮, ১ম খন্ড ১১৩পৃঃ)*

📖 হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) তাঁর ডানহাত ব্যবহার করতেন উযূ ও আহার গ্রহণের কাজে। আর বামহাত ব্যবহার করতেন পেশাব পায়খানা কিংবা এ ধরনের কোনো ময়লা পরিষ্কার করার কাজে। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ৩৩২পৃঃ ৭২৬নং হাদীস)*

ডান হাতে খানা খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা দেখা গেছে, ডান হাতের তালু থেকে বিচ্ছুরিত অদৃশ্য পজিটিভরশ্মি (Positive ray)তে রয়েছে রোগমুক্তি এবং বাম হাতের তালু থেকে বিচ্ছুরিত নেগেটিভরশ্মি (Negative ray)তে রয়েছে রোগের জীবাণু। ফলে ডান হাতে খানা খেলে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বাম হাতে খানা খেলে বিভিন্ন ধরনের রোগ জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে। একমাত্র ইসলামই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছে যা অন্য কোনো ধর্মের বেলায় খাটে না। আল্লহ্ তাআলা আমাদেরকে হুযূর (সাঃ) এর সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারের মাধ্যমে দোজাহানের কামিয়াবী হাসিল করার তৌফিক দান করুন।

✍ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতিতে আজ মানুষ মহাশূন্যে আরোহণ করছে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে, মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে। বিমানের যাত্রী সীটের সামনে রাখা কম্পিউটার স্কীনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার, ই-মেইল করা, লাইভ টেলিভিশন দেখা, অন-লাইন শপিং, মোবাইল ইন্টারনেট, ট্রাভেল ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে খবরা-খবর জানতে পারছে। দুনিয়াতে আসবাব

www.pathagar.com

যতো আবিষ্কৃত হচ্ছে সমস্যা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক বিশ্বে সকল সুখের সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবনে শান্তি নেই। জীবন দুর্বিষহ প্রাণ উষ্ঠাগত। বিজ্ঞানের সকল প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি করা। কিন্তু অন্তরের প্রকৃত শান্তি ও জান-মালের নিরাপত্তা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক আবিষ্কার কিংবা গ্রহ-উপগ্রহে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার শুধুমাত্র মানুষের শরীরের চামড়াকে ঠান্ডা করতে পারে কিন্তু শরীরের ভিতর ও অন্তরকে ঠান্ডা করতে পারে একমাত্র তাওহীদ রিসালত ও আখিরাতের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের মন সুস্থমানদন্ডের উপর দাঁড়াতে পারে না। এ বিশ্বাস শুধুমাত্র মানুষের বিবেকে লুকায়িত বিশ্বাসই নয় বরং এ বিশ্বাসের সীমারেখা সুদুরপ্রসারী যা মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করে।

খানা খাওয়ার সময় মাথায় টুপি রাখা ও শরীরে কাপড় রাখা। *(ফাতাওয়ায়ে শামী ১ম খন্ড ৬৫৮পৃঃ, ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৪০পৃঃ)*

খানা খাওয়ার সময় মাথা ও শরীর কাপড় দ্বারা আবৃত করার সুফল ঃ

মাথার চুল খুবই সংবেদনশীল। চুলে ধুলাবালি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু লেগে থাকতে পারে, যা ঝুঁকে খানা খাওয়ার সময় খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পড়ে তা থেকে নানা ধরনের রোগব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। সুন্নাতের শক্তি বয়ানের দ্বারা বুঝানো যায় না এবং কারো বুঝেও আসে না। পাঁচ বছরের ছেলেকে বিয়ের স্বাদ যতই বুঝানো হোক না কেন তা তার বুঝে আসে না কিন্তু এই ছেলের বয়স যখন বিশ বছর হবে তখন বিয়ের স্বাদ তাকে বুঝাতে হবে না, সে আপনা-আপনিই বিয়ের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। তেমনিভাবে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার করার জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাতের মুহাব্বত সুন্নাতের শক্তি বুঝে আসবে না।

খানার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলার বরকত ঃ

📖 আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনে আবান (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, কেউ যখন খানা খাবে তখন বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলবে; শুরুতে যদি ভুলে যায় তবে 'বিস্‌মিল্লাহি ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহী' বলবে। উক্ত সনদে আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (সাঃ) তাঁর ছয়জন সাহাবী নিয়ে আহার করেছিলেন। এ সময় এক বেদুঈন এলো এবং সে দু' লোকমায় তা খেয়ে ফেললো। রাসূল বললেন, এ যদি বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলতো, তবে এ খানা তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৩৪পৃঃ ১৮৬৪নং হাদীস)*

📖 আবূ আইউব আল আনছারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট খাবার পরিবেশন করা হয়। খানার প্রথমদিকে তাতে এতবেশি বরকত অনুভূত হয় যে, ইতোপূর্বে আমি কখনও এরূপ দেখিনি। কিন্তু খানার শেষদিকে কম বরকত অনুভূত হলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এটা কেমন ব্যাপার ? তিনি বললেন, আমরা প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়েই খানা শুরু করেছিলাম কিন্তু পরে এমন একলোক এসে আহারে শরীক হয়েছে, যে মহান

www.pathagar.com

আল্লহ্ তাআলার নাম ছাড়াই খেতে আরম্ভ করে। ফলে তার সাথে শয়তানও খানায় শামিল হয়ে যায়। *(শামায়িলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১৩১পৃঃ ১৮৮নং হাদীস)* **ব্যাখ্যা ঃ** খানার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা সুন্নাত এবং তাতে বরকত হয় কিন্তু বিস্‌মিল্লাহ্ না পড়লে শয়তান আহারে অংশগ্রহণ করে এবং তাতে বরকতশূন্য হয়ে যায়।

📖 হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে আহারে বসতাম, তখন তিনি খাদ্যে হাত দেয়ার পূর্বে আমরা হাত দিতাম না। (একদা) আমরা তাঁর সাথে আহার করছিলাম, এমন সময় একটি মেয়ে মাটিতে পড়তে পড়তে আসলো, কেউ যেন তাকে ধাক্কা দিচ্ছিল। এসেই সে মুখে গ্রাস উঠিয়ে দিতে চাইলো কিন্তু নবীজী (সাঃ) তার হাত ধরে নিলেন। এরপর এভাবেই একজন বেদুঈন আসলো এবং এসেই পাত্রে হাত দিতে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার হাতটিও ধরে ফেললেন এবং বললেন, যখন কোনো খাদ্যের উপর 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলা না হয় তখন শয়তান ঐ খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়। সে আমাদের সাথে খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে এ মেয়েটির সাথে এসেছে, এমতাবস্থায় আমি তার হাত ধরে ফেলেছি। তারপর সে এ বেদুঈনের সাথে এসেছে। আমি তার হাতও ধরে ফেলেছি। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ ! এ দু'জনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মধ্যে রয়েছে। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গা. অক্টো-৯৪, ২৭৪-২৭৫পৃঃ ৫৭৩নং হাদীস/মুসনাদে আহমাদ/আবু দাউদ/নাসাঈ/হায়াতুস্ ঃ ৩ঃ২৫২/তাফসীর ইবনে কাসীর ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৯১, ৩ঃ৬৬৬ ডঃ মুজীবুর রহমান বঙ্গা. প্রকাশ ফেব্রু-৮৮, ৭ঃ১২২/যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ২ঃ৩৩-৩৪)*

খানার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ বলার সুফল ঃ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে অনেক রোগ-জীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের অভ্যন্তরে থেকে যেতে পারে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এসব ক্ষতিকর বস্তুর অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য রাসূল (সাঃ) খানার শুরুতে আল্লহ্ তাআলার নাম স্বরণ করতে বলেছেন।

✍ মানুষের জীবন-যাপনের পদ্ধতি কেমন হবে তার নমুনাস্বরূপ আল্লহ্ তাআলা রাসূল আকরাম (সাঃ)কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই নমুনার সঙ্গে যার জীবন-প্রণালী মিলে যাবে সেই আল্লহ্ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। রাসূলের সুন্নাতের যে পুরাপুরি অনুসরণ করবে, সে সুন্নাতের নূর অনুভব করবে এবং দুনিয়াতে বসেই জান্নাতের স্বাদ অনুভব করবে।

পানীয়দ্রব্য পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়া ঃ

📖 আবূ কাতাদাহ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, কোনো কিছু পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ছাড়বে না, মলমূত্র ত্যাগের সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ছুঁবে না এবং ডানহাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে না। *(বুখারী ১ঃ২৭ আঃ হক বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ১৮৭পৃঃ ১১৮নং হাদীস /তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ ৪ঃ৩৫০ঃ১৮৯৫ আবূ কাতাদা রাযিঃ রেওয়ায়েতে)*

খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয়ের মধ্যে ফুঁক না দেয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নাক ও মুখ দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2) ত্যাগ করে। নির্গত কার্বন-ডাই অক্সাইডে

www.pathagar.com

থাকে দেহের অভ্যন্তরের দুষিত বাষ্প ও অসংখ্য রোগ-জীবাণু। সেজন্য খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ফুঁক দেয়া হলে দুষিত বাষ্প ও রোগ-জীবাণুবাহী অপেক্ষাকৃত ভারী বায়বীয় পদার্থ কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2) খাবারের সঙ্গে মিশে পুনরায় দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ফলে শরীর রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এ সংবাদ কোনো নতুন আবিষ্কার নয়, যা চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই আল্লাহ্‌র নবী বিনা গবেষণায় অকপটে উল্লেখিত হাদীসের নিষেধাজ্ঞা আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন। সুবহানাল্লহ্ ! বিজ্ঞানের উদ্ভাবন মানুষকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের ইসলামী হুকুম আহকামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

✍ নামায আর নামাযী এক জিনিস নয়। নামাযের আয়াত হুযূর (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এক মুহূর্তে। নবীজী (সাঃ) সাহাবীদেরকে নামাযী বানিয়েছেন তেইশ বছর ধরে মেহনত করে। হজ্জের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে এক মুহূর্তে কিন্তু নবীজী (সাঃ) সাহাবীদেরকে হাজী বানিয়েছেন তেইশ বছর ধরে মেহনত করে। মদ হারামের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কয়েক মুহূর্তে কিন্তু মদ পরিহার করার যোগ্যতা সাহাবীদের অন্তরে তৈরী করেছেন তেইশ বছর ধরে মেহনত করে। হুযূর (সাঃ) মেম্বারে উঠে কয়েক মিনিটে বয়ান করলেন দাওয়াত না দিলে দুআ কবূল হবে কিন্তু এই বয়ানের যোগ্যতা সাহাবীদের মধ্যে তৈরী করেছিলেন ২৩ বছর ধরে মেহনত করে। তেমনিভাবে আমরা যদিও সাহাবায়ে-কিরামের মতো ২৩ বছর পারব না, তবুও যদি কমপক্ষে চারমাস আল্লাহ্‌র রাস্তায় যেয়ে ঈমানী মেহনত করে সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারের এক অভ্যাস তৈরী করে নিয়ে আসি ও ঈমানীশক্তি হাসিল করে নিয়ে আসি, তাহলে আমাদের জন্যও প্রত্যেকটা সুন্নাত এমনকি মুস্তাহাবের উপরও আমল করা আছান হবে।

একাধিক সাথী এক প্লেটে খাওয়া ঃ

📖 আলী ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) কখনও সুকুরজা অর্থাৎ ছোট ছোট পাত্রে আহার করেছেন, তার জন্য কোনো সময় নরম রুটি তৈরী করা হয়েছে কিংবা কখনও টেবিলের উপর খানা খেয়েছেন বলে আমি জানি না। কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে কিসের উপর আহার করতেন ? তিনি বললেন, দস্তরখানের উপর। *(বুখারী ইফাবা মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ১০৪পৃঃ ৪৯৩৮নং হাদীস)*

📖 মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ্‌র মধ্যে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ করল, আমরা খাদ্য খাই কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না (এর কারণ কি)। তিনি উত্তরে বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খানা খেয়ে থাকো। তোমরা সবাই মিলিতভাবে খানা খাও এবং বিস্‌মিল্লাহ্ বলো, এতে আল্লহ্ তাআলা তোমাদের জন্য বরকত দান করবেন। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ২ঃ৯২২-৯২৩ ডাঃ মুঃ মুজীবুর রহমান ৯ম প্রকাশ মার্চ-৮৭/ সুনানে আবূ দাউদ)*

একাধিক সাথী এক প্লেটে খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ খাদ্য বিশেষজ্ঞগণ গবেষণায় দেখেছেন, একাধিক সাথী একপ্লেটে খানা খেলে সকল খাবার গ্রহণকারীদের জীবাণু খাবারে মিলিত হয়ে অন্য সব রোগ-জীবাণুকে নিঃশেষ করে খাবারকে জীবাণুমুক্ত করে এবং কখনও কখনও খাবারে রোগ আরোগ্য জীবাণু মিশে খাবারকে কঠিন কঠিন

www.pathagar.com

রোগের প্রতিষেধক বানিয়ে দেয়, যা পাকস্থলীর রোগের জন্য খুবই উপকারী। *(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ৯৩পৃঃ বঙ্গঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

✍ রাসূলের প্রতিটি সুন্নাতের মধ্যে পরকালীন ফায়দা ছাড়াও হাজারো দুনিয়াবী ফায়দা রয়েছে। সুন্নাতকে অবশ্যই আল্লহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও রাসূল (সাঃ) এর তাবেদারীর নিয়তে করলেই দোজাহানের কামিয়াবী হাসিল হবে। আল্লহ্ তাআলা সূরা আহযাব এর মধ্যে বলেন, وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَفَوْزًاعَظِيْمًا

অর্থ ঃ "যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে, সে সফলতার শীর্ষে আরোহন করবে।" *(৩৩নং সূরা আহযাব ৭১নং আয়াত)* ইসলামের হুকুম-আহকাম হাল্কাভাবে বা তুচ্ছভাবে দেখে শৈথিল্য প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই। ইসলামের প্রতিটি বাণী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

✍ সুন্নাত নিজেও আলো অপরকেও আলোকিত করার ক্ষমতা রাখে। যতই অন্ধকার সুন্নাতের মোকাবেলা করার জন্য আসুক না কেন সুন্নাতের নূরের আলোয় তা আলোকিত হয়ে যায়। হুযূর আকরাম (সাঃ) এর উম্মতের মধ্যে যে অন্ধকার এসেছে তা দাওয়াতের মেহনত চালু না থাকার কারণে।

জুতা খুলে খানা খাওয়া ঃ

📖 হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন খাদ্য সামনে রাখা হয়, তখন পায়ের জুতা খুলে ফেল। কারণ জুতা খুলে ফেললে পদযুগল অনেক স্বস্তি পায়। *(ইবনে মাজাহ্/মিশ্কাত)*

খানা পরবর্তী সুন্নাতসমূহ ঃ

আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খাওয়া এবং পরে যাওয়া খাদ্য তুলে খাওয়া ঃ

📖 হাসান ইবনে আলী খাল্লাল (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী যখন আহার করতেন তখন তিনি তাঁর তিনটি আঙ্গুল চেটে নিতেন। তিনি বলেছেন, কারো লোকমা যদি পড়ে যায় তবে সে যেন এর ময়লা দূর করে নেয় এবং তা খেয়ে নেয়, শয়তানের জন্য যেন তা ছেড়ে না দেয়। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন পেয়ালা চেটে নেই। তিনি বলেছেন, তোমরাতো জানো না তোমাদের খানায় কোন্ অংশে বরকত আছে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩০৮পৃঃ ১৮১০নং হাদীস/শামায়িলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ১০৩ঃ১৩৭/ আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো-৯৪, ২৭৬ঃ৫৭৭)*

📖 ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, খানা খাওয়ার পরে হাত পরিষ্কার করার পূর্বে অবশ্যই প্রত্যেকে হাত নিজে চেটে খাবে অথবা (আদর সোহাগরূপে) অন্যকেও চাটাইতে পারে। *(বুখারী ২ঃ৮২০ আঃ হক বঙ্গঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ২৮৪পৃঃ ২৯২৩নং হাদীস)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে হাতিম (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) এর সূত্রে নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি আহার করে, সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কেননা, সে জানে না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে। আবূ

www.pathagar.com

বাকর ইবনে নাফি (রহঃ) ----- হাম্মাদ (রহঃ) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন বর্তন মুছে খায়। আর তিনি فِى اَىِّ طَعَا مِكُمُ الْبَرَ كَةِ وَيَنَا رِكُ لَكُم. উল্লেখ করেছেন।

(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৫৫পৃঃ ৫৯৩৫নং হাদীস)

যখন তিনি খানা খেয়ে উঠতেন, আঙ্গুলগুলো সাফ করে নিতেন। তাঁর কাছে হাত মোছার রুমাল ছিল না আর এ অভ্যাসও ছিল না যে, খেয়ে সেরেই হাত ধুয়ে ফেলতেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৮৮, ৯ম খন্ড ৯৬পৃঃ)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে নুমায়র (রহঃ) ----- কাব ইবনে মালিক (রাযিঃ) এর ছেলে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবীজী (সাঃ) তিন আঙ্গুল দিয়ে খানা খেতেন এবং খানার পর আঙ্গুলগুলি চেটে খেতেন। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৫৩পৃঃ ৫৯২৬নং হাদীস/ শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১০৪ঃ১৪১)*

📖 কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি প্রথমে মধ্যঙ্গুলি চাটতেন, এরপর তর্জনী ও এরপর বৃদ্ধাঙ্গুলি। (খাসায়েলে নবভী) গুঁড়ো হলে মধ্যাঙ্গুলির সাথের আঙ্গুলিও কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। *(তিবরানী/খাসায়েলে নবভী)*

খানার পর আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়া ও প্লেট মুছে খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আমেরিকান বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন, মানুষ খাবার ইচ্ছা করলে ক্ষুধার মাত্রানুপাতে আঙ্গুলের লোমকূপ দিয়ে হযমকারী আর্দ্র পদার্থ (Plazma) বের হয়। আঙ্গুল চেটে খেলে তা পাকস্থলীতে যেয়ে হযম প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। তাছাড়া খানা শেষে আঙ্গুল চাটার সময় সেলিভারী গ্ল্যান্ড (Salivary Gland) থেকে টায়ালিন (Ptylin) নামক এনজাইম রস বের হয় যা খাবার হযমে সাহায্য করে। কিন্তু আঙ্গুল চেটে না খেলে এ জাতীয় পদার্থ পাকস্থলীতে প্রবেশ করতে পারে না, ফলে পরিপাকক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। পাশ্চাত্যের স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের মতে, প্লেটের তলানীতে থাকে খনিজ লবণ ও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স (Vitamin B-Complex) যা শরীর গঠনের জন্য খুবই জরুরী।

✍ দোকানওয়ালারা দোকান করেই বসে থাকে না দোকানকে অর্থাৎ ব্যবসাকে লাভ পৌছানো পর্যন্ত মেহনত করে। আজ আমরা আল্লাহ্র হুকুম পুরা করি কিন্তু হুকুম থেকে ফায়দা উঠাবার জন্য যে পরিমাণ মেহনত দরকার সে পর্যন্ত মেহনত করি না। হাকীকৃত পর্যন্ত পৌছালে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা পুরা করবেন। শুধু হুকুম পুরা করলে ওয়াদা পুরা করবেন না। আমরা এখনও আহকামের আলফাসের মধ্যেই বসে আসি।

✍ খাচায় আবদ্ধ বাঘকে শিশু বাচ্চাও ভয় করে না কারণ বাঘের শক্তি খাচার মধ্যে প্রকাশ পাবে না; তেমনিভাবে আজ মুসলমানেরা সুন্নাতকে পরিহার করে বিদ্আত আর গোমরাহীর খাচায় বন্দী হবার কারণে সুন্নাতের শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে না।

খানার পর আল্লহ্ তাআলার শোকর আদায় করা ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, আহার্য্য উপভোগকারী আল্লহ্ তাআলার শোকর আদায় করলে যে পরিমাণ সাওয়াবের অধিকারী

www.pathagar.com

হয় সে পরিমাণ সাওয়াব লাভ করে ঐ ব্যাক্ত, যে অনাহারী থেকে ধৈর্যধারণ পূর্বক রোযা রেখেছে। *(বুখারী ২:৮২০ আঃ হক বঙ্গঃ ২৮৬পৃঃ ২১২৬-২১২৭নং হাদীস)*

📖 হাম্মাদ ও মাহমূদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ সেই বান্দার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হন যে বান্দা কোনো খানা খেয়ে বা পানীয় পান করে এর জন্য আল্লাহ্র হামদ ও প্রশংসা করে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৯৩পৃঃ ১৮২৩নং হাদীস)*

খানার পর আল্লহ্ তাআলার শোকর আদায় করার সুফল ঃ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে অনেক রোগ-জীবানু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের অভ্যন্তরে থেকে যেতে পারে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এসব ক্ষতিকর বস্তুর অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য রাসূল (সাঃ) খানা শেষে আল্লহ্ তাআলার নাম স্বরণের মাধ্যমে শোকর আদায় করতে বলেছেন।

✍ দিলের একীন যে রকম হবে কষ্ট-মোজাহাদা বরদাস্ত করা সেই পরিমাণ সম্ভব হবে। চাষী গোলাভরা ধান প্রাপ্তির আশায় রোদ-বৃষ্টি সহ্য করে মাঠে কাজ করতেছে, ব্যবসায়ী মুনাফা অর্জনের আশায় ব্যবসাস্থলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে থাকতেছে, চাকুরীজীবি বেতন পাবার আশায় নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত চেয়ারে বসে কাজ করছে অথচ সে কষ্ট মনে করতেছে না; তেমনিভাবে সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী এই আশা মুসলমানদেরকে সমস্ত প্রকার প্রতিকূলতা সহ্য করাবে।

খানার পরে হাত ধোয়া ঃ

📖 সালমান ফারসী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি তাওরাত কিতাবে পড়েছি যে, খাওয়া-দাওয়ার পর উযূ করলে আহারে বরকত হয়। এ বিষয়ে আমি নবীজীর সাথে আলাপ করলাম, নবীজী (সাঃ) বললেন, খাওয়ার আগে ও পরে উযূ করলে আহারে বরকত হয়। *(শামায়িলে তিরমিযী মুঃ মূসা বঙ্গঃ ১৩০পৃঃ ১৮৭নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪:৩২৮:১৮৫২ /আবূ দাউদ/আহমাদ/হাকেম)*

📖 আহমদ ইবনে মানী' (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, শয়তান অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্ন এবং খুবই লোলুপ। নিজেদের ব্যাপারে তোমরা একে ভয় করবে। হাতে চর্বির গন্ধ নিয়ে কেউ যদি রাতযাপন করে আর হাতের যদি কোনো ক্ষতি হয়, তবে সে যেন নিজেকেই মালামত করে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৩৪পৃঃ ১৮৬৫নং হাদীস)*

খানার পর হাত ধোয়ার সুফল ঃ খানা খাওয়ার পর হাত না ধুলে খাদ্যের কিছুঅংশ হাতে লেগে থাকে যা খাওয়ার জন্য পিঁপড়া, ইঁদুর তাকে দংশন করতে পারে। বিশেষ করে মিষ্টি জাতীয় খাবার হাতে লেগে থাকলে পিঁপড়া দংশন করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

খানার পর কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা ঃ

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুধ পান করার পর পানি চাইলেন এবং তা দ্বারা কুলি করলেন এবং বললেন, এতে চর্বি আছে। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ১৩২পৃঃ ১৮৭নং হাদীস)*

www.pathagar.com

খানার পর কুলি করে মুখ পরিষ্কার করার সুফল ঃ খাদ্যকণা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকে থেকে দাঁতের ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু কুলি করলে উক্ত খাদ্যকণা পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপরও যদি দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খাদ্যকণা আটকে থাকে তবে তা দুরীভূত করার জন্য মিস্ওয়াকের বিধান তো রয়েছেই।

ঘুমের পূর্বে মিস্ওয়াক করা ঃ

📖 হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) এর অভ্যাস ছিল দিনে অথবা রাত্রে যখনই তিনি নিদ্রা যেতেন, ঘুম থেকে উঠার পর উযূ করার পূর্বে মিস্ওয়াক অবশ্যই করতেন। *(মসনদে আহমদ/আবু দাউদ/মাআরিফুল হাদীস)*

রাত্রে খানার পর মিস্ওয়াক করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ দ্বীনদারীর সীমাহীন লাভ জানা না থাকার কারণে আমরা আল্লহ্ তাআলার হুকুম ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লহ্ তাআলার হুকুম পুরা করলে ডবল বেনিফিট (ক) দুনিয়ার বেনিফিট (খ) আখিরাতের বেনিফিট। মানুষের মুখের ফাঁকা অংশে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া থাকে যা (Security) নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করে। খাওয়ার পর ও নামাযের পূর্বে মিস্ওয়াক করলে মুখের পরিবেশ ঠিক থাকে ফলে ব্যাকটেরিয়া ঠিকমত কাজ করতে পারে। খাবার পর মিস্ওয়াক না করলে দাঁত ও জিহ্বার উভয়পৃষ্ঠে লেগে থাকা খাদ্যকণা মুখের পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলে, যে কারণে ব্যাকটেরিয়া ঠিকমত কাজ করতে পারে না। আখিরাতের লাভ হচ্ছে সত্তরগুণ সাওয়াব।

✍ আজ দুনিয়ার মানুষ যার যেভাবে বুঝে আসছে সে সেভাবে মেহনত করছে শান্তির জন্য। কেউ ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি খুঁজতেছে, কেউ রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি খুঁজতেছে, কেউবা বস্তুবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি খুঁজতেছে। আল্লহ্ তাআলা এগুলির কোনটির মধ্যেই শান্তি রাখেননি। আল্লহ্ তাআলা শান্তি রেখেছেন রাসূল (সাঃ) এর পরিপূর্ণ এত্তেবার মধ্যে। আল্লহ্ তাআলা আমাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর পরিপূর্ণ এত্তেবার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী হাছিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আহারের পরপরই পানি পান না করা ঃ

📖 হজমের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে রাসূল (সাঃ) আহারের পরেই পানি পান করতেন না। খাদ্য হজম হওয়ার নিকটবর্তী হলে পানি পান করতেন। *(মাদারেজুন নবুওয়াত)*

আহারের পরপরই পানি পান না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ডাঃ কর্ণেল টুপড়া গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, খানা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি পান করলে পাকস্থলীর রগগুলো ঢিলা হয়ে ঝিল্লি ফুলে যায় ফলে হযমশক্তি হ্রাস পায়। এছাড়াও হার্টের রোগ দেখা দেয়। *(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ১১৯ পৃঃ বঙ্গানুঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)* খাবার পাকস্থলীতে গেলে খাদ্য হজমের জন্য পাকস্থলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লি থেকে আঠালো শ্লেষ্মারস নির্গত হয়। খাবার সময় পানি করলে অথবা খানার পরপরই পানি পান করলে হজমের জন্য প্রয়োজনীয় রস পানিতে মিশে খুব পাতলা হয়ে যায়। ফলে উক্ত হালকা রস দ্বারা হজমক্রিয়া ভালোভাবে সাধিত হয় না, হজমে বিঘ্ন ঘটে। তাই খানা খাওয়ার পরপরই পানি পান না করা।

www.pathagar.com

✍ সুন্নাতের এতোসব বৈজ্ঞানিক সুফল শোনার পরও পরিপূর্ণরূপে সুন্নাতী যিন্দেগীর উপর উঠা যায় না। মাসজিদ মাদ্রাসা তৈরী করা ও ইল্‌ম হাসিল করার জন্য যেমন মেহনতের প্রয়োজন, সুন্নাতী যিন্দেগী হাসিলের জন্যও তেমনি মেহনতের প্রয়োজন। আল্লহ্ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে মানুষ কষ্ট, মোজাহাদা বরদাস্ত করে রোজানা নিজেও সুন্নাতের আমল করবে এবং সুন্নাতী যিন্দেগীর দাওয়াত দিয়ে সুন্নাতী যিন্দেগীর অভ্যাস তৈরী করে নিয়ে বাড়ীতে আসবে, তখন সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ হবে। সুন্নাতের খিলাপ কাজ তার সামনে হলে তার অন্তরে ব্যথা লাগবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাঁর রাস্তায় বের হয়ে পরিপূর্ণ সুন্নাতী যিন্দেগী হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

খাদ্য খেয়েই শয়ন না করা ঃ

📖 রাসূল (সাঃ) আহার শেষেই শুয়ে পড়তে নিষেধ করতেন। (কারণ এতে শরীর-মন ভারী হয়ে যায়) *(যাদুল মাআদ)*

📖 খানা খাওয়া শেষে সাথে সাথে ঘুমাবে না, অন্যাথায় অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। (كتاب الاذكار)

খাদ্য খেয়েই শয়ন না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পাকিস্তানের ডাঃ তারেক মাহমুদ স্বীয় গ্রন্থে লেখেন, খানা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিপাকক্রিয়া শুরু হয়। মানুষ শয়ন করলে পাকস্থলীও শয়ন করে ফলে পাকস্থলীর পরিপাকক্রিয়া পূর্বের ন্যায় কর্মতৎপর থাকে না, ফলে পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এজন্য শরীর কর্মতৎপর রাখা আবশ্যক নতুবা পাকস্থলীতে জমাকৃত খাদ্য পচে পেটে গ্যাস, হার্টের রোগ ও বহুবিধ রোগব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। এছাড়াও আরামে নিদ্রা আসে না এবং শরীর দুর্বল ও ক্লান্ত মনে হয়।

দুপুরের খানার পর কায়লুল্লাহ্ করা ঃ

📖 আলী ইবনে হুজর (রহঃ) ----- সাহল ইবনে সাদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমরা রাসূল (সাঃ) এর যুগে জুমুআর পূর্বেই কেবল আহারগ্রহণ করতাম এবং দুপুরের বিশ্রাম করতাম। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৩, ২য় খন্ড ৩১৪পৃঃ ৫২৫নং হাদীস)*

✍ মানুষের চোখ, কান, দিল ও দেমাগ যার পিছনে খাটে মানুষ তারই মেহনত করে। দুনিয়ার মধ্যে খাটলে দুনিয়ার মেহনত করে। ঈমানী দেখা, শুনা, বোল ও ঈমানী চিন্তা-ভাবনার দ্বারা যদি আখিরাতের পিছে খাটে তাহলে আখিরাতের মেহনত করে, নবীর অনুকরণ-অনুসরণ করতে থাকে। আল্লহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে চোখের দেখা কলেমা মোতাবেক, কানের শুনা কলেমা মোতাবেক, মুখের বলা কলেমা মোতাবেক, দেমাগের (মস্তিষ্কের) চিন্তা-ভাবনা কলেমা মোতাবেক করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

দুপুরের খাওয়ার পর কায়লুল্লাহ্ করা ও রাত্রে খানার পর চল্লিশ কদম হাঁটাহাটি করা

📖 দুপুরের খানা খাওয়ার পর কায়লুল্লাহ্ অর্থাৎ কিছুক্ষণ শুয়ে আরাম করবে এবং রাত্রে খানা খাওয়ার পর চল্লিশ কদম হাঁটাহাটি করবে। *(আল-হাদীস)*

www.pathagar.com

দুপুরের খাওয়ার পর কায়লুল্লাহ ও রাত্রে খানার পর চল্লিশ কদম হাঁটাহাঁটির বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ দুপুরের খানা খাওয়ার পর কিছুক্ষণ কায়লুল্লাহ্ অর্থাৎ বিশ্রাম নিলে শরীরের ক্লান্তি ও অবসন্নতা দূর হয়ে মস্তিষ্ক ও শরীর পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠে ফলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুপুরের খানার পর বিশ্রাম না করে হাঁটাচলা করলে পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন, দেহের তাপমাত্রা উহা থেকে বেড়ে যেতে পারে, যা হযমক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে ডিহাইড্রেশন, বমিবমি ভাব ও মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে।

স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের অভিমত, শয়নের পূর্বে পানাহার বিষ পান করার ন্যায়। রাতের খানার খেয়েই শয়ন করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। হাদীসে রাতের খানার পর চল্লিশ কদম হাঁটাহাঁটি করার কথা বলা হয়েছে। রাত্রে শরীরের তাপমাত্রা কম থাকার কারণে হাঁটাহাঁটি করলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিক (Normal) হযম উপযোগী হয়, ফলে সঠিকভাবে হযমক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

✍ মাটির সঙ্গে শিকড়ের (মূলের) সম্পর্ক থাকলে শিকড় মাটি থেকে রস পায় কিন্তু মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে রস পায় না। দ্বীনের মেহনতের সঙ্গে জুড়ে থাকলে শুধু সুন্নাতই নয় বরং মুস্তাহাবের উপরও আমল করা সহজ হবে। আল্লহ্ তাআলা সুন্নাতের মধ্যে এমন নূর (আলো) রেখেছেন যে ব্যক্তিই সুন্নাতের নূরকে মিটানোর জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ত্রুটি (অন্ধকার) অনুসন্ধান করার জন্য এসেছে, সে ব্যক্তিই সুন্নাতের নূরে নুরান্বিত (আলোকিত) হয়ে ফিরে গেছে। কারণ অন্ধকার যতই তীব্র হোক না কেন আলো পেলে তা দূর হয়ে যায়।

দাঁত খিলাল করে বের হওয়া দ্রব্য ফেলে দেয়া এবং জিহ্বা দ্বারা মথিত দ্রব্য গিলে ফেলা

📖 হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, যে ব্যক্তি সুরমা লাগায় সে যেন তিনবার লাগায়। যে এরূপ করল সে ভালো করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না। আর যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জা করে সে যেন (তিনটি ঢিলা দ্বারা) বেজোড় করে। যে এরূপ করল সে ভালো করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না। যে ব্যক্তি খানা খেলো এবং খিলাল দ্বারা দাঁত থেকে কিছু বের করল, সে যেন তা বাইরে ফেলে দেয় এবং যা জিহ্বা দ্বারা মথিত করে তা যেন গিলে ফেলে। যে এরূপ করল ভালো করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না এবং যে ব্যক্তি পায়খানায় যায়, সে যেন পর্দা করে, যদি সে পর্দা করতে বালি স্তূপকৃত ব্যতীত কিছু না পায়, তাহলে স্তূপকে যেন পিঠ দিয়ে বসে (কাপড় দ্বারা সম্মুখদিক ঢাকে) কেননা শয়তান মানুষের বসার স্থান নিয়ে খেলা করে, কেননা যে এরূপ করল ভালো করল, আর যে না করল সে মন্দ করল না। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গঃ ২য় খণ্ড ৮৬পৃঃ ৩২৫নং হাদীস/ইবনে মাজাহ্/দারেমী/আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ৯ঃ১৮ঃ৩৫)*

www.pathagar.com

দাঁত খিলাল করে বের হওয়া খাদ্যকণা ফেলে দেয়া এবং জিহ্বা দ্বারা মথিত দ্রব্য গিলে ফেলার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে ফাঁকে খাদ্যকণা লেগে থাকে যা খিলাল না করলে উক্ত খাদ্যকণার পচন শুরু হয়, যা থেকে জীবাণু সৃষ্টি হয়; যার ফলে দাঁতের গোড়া ফুলে যায় এবং দাঁতের মাংস ও দাঁত অকালে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি উক্ত জীবাণুযুক্ত খাদ্য পেটে গেলে মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। জিহ্বার চাপে বের হওয়া খাদ্যকণায় কোনোপ্রকার রোগ-জীবাণু থাকে না কিন্তু দাঁত খিলালের মাধ্যমে বের হওয়া খাদ্যকণায় রোগ-জীবাণু থাকে। এজন্যই দয়ার নবীজী (সাঃ) চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই জিহ্বা দ্বারা মথিত দ্রব্য গিলে ফেলতে ও দাঁত খিলাল দ্বারা বের হওয়া খাদ্যকণা ফেলে দিতে হুকুম দিয়েছেন। সুবহানাল্লহ্ ! আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যখন বিজ্ঞানের কোনো নামগন্ধ ছিল না তখন একজন উম্মী নবী কিভাবে এতবড় বিজ্ঞানভিত্তিক বাণী দিলেন ! যাঁর থেকে উক্ত বাণী এসেছে তিনিই তো সমস্ত দুনিয়ার বিজ্ঞানীদেরকে তাঁর ইল্‌মের খাজানা থেকে খুবই সামান্য পরিমাণ দান করেছেন।

খানার পর দাঁত পরিষ্কার করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ খানার পর নিয়মিত দাঁত না মাজলে ও দাঁত খিলাল না করলে শর্করা (Carbohydrate) জাতীয় খাদ্য মুখের লালার সঙ্গে মিশে ডেক্সট্রান (dextran) তৈরী করে। পরে তা ভেঙ্গে বিষাক্ত লাকটিক এসিড (lactic acid) তৈরী করে যা দাঁতের বহিরাবরণ (dental enamel)কে ক্ষয় করে নষ্ট করতে থাকে। এভাবে ল্যাকটিক এসিড দাঁতের বহিরাবরণ নষ্ট করে ফেললে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে একপ্রকার রোগজীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) দাঁতের মধ্যাবরণ (dentine)কেও ধ্বংস করে দাঁতের (pulp) পর্যন্ত পৌছে গেলে দাঁতে মারাত্মক ব্যথা (dental caries) অনুভূত হয়। ল্যাকটিক এ্যাসিড অপরিষ্কার দাঁতের ক্ষয় করে ফেলে। বিশেষ করে দাঁতের যে অংশ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য চিবানো হয় সেই অংশের মাঝখানে ক্ষয় করতে করতে গর্ত করে দাঁতের আবরণসমূহ নষ্ট করে ফেলে। খাদ্যদ্রব্য আহারকালে ঐ গর্তে খাদ্যকণা আটকে যেয়ে উহাতে ব্যাকটেরিয়া জমা হয়। এতে দাঁতে যন্ত্রণা ও দাঁত আরো ক্ষয় হতে থাকে। দাঁতের আবরণসমূহ নষ্ট হয়ে গেলে স্নায়ু উন্মুক্ত হয়ে যায় ফলে ঠান্ডা পানি, গরম পানি, মিষ্টিদ্রব্য এমনকি যাবতীয় খাদ্য খাবার সময় দাঁত শিরশির করে উঠে, দাঁতে যন্ত্রণা অনুভূত হয়। *(বিজ্ঞান ও নামায ২৬-২৭পৃঃ -শাহ মোহাম্মদউল্লাহ)*

✍ মানুষ আজ ডলারের মধ্যে সফলতার নক্সা দেখছে তাই ডলার কামাই করার পিছনে মেহনত করছে। ডলার কামাই করতে যেয়ে সে খোদায় পাকের হুকুম তরফ করছে, নবীর ছুন্নাতকে ছেড়ে দিচ্ছে। উইপোকা যদি ডলার খেয়ে ফেলে তবুও সামান্য উইপোকাকে ডলার খাওয়া থেকে রোধ করতে পারে না। ডলার যদি ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেয়া হয় তবুও সেখান থেকে উহা উঠে আসতে পারে না। দুনিয়ার মধ্যে সবচে' মূল্যবান বস্তু হীরা, মনিমুক্তা যদি ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেয়া হয় তবে সেখান থেকে উঠে আসতে পারে না। এগুলি সবই মুর্দা যা আমাদেরকে কোনো ফায়দা দিতে পারে না। একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর তরীকা যিন্দা যা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা পৌছাতে পারে।

www.pathagar.com

খাদ্যদ্রব্য খেয়ে কুলি করে নামায়ে দাঁড়ানো ঃ

📖 সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) খয়বরের যুদ্ধে যাওয়ার সময় উহার নিকটবর্তী ছাহবা নামক স্থানে পৌছে আসরের নামায পড়লেন। নামাযান্তে প্রত্যেকেই নিজ নিজ খাবার বস্তু বের করতে বললেন। সকলেই ছাতু আনলো এবং সব একসঙ্গে পানি দ্বারা গোলা হলো; রাসূল (সাঃ) খেলেন এবং সকলেই খেলো। অতঃপর রাসূল (সাঃ) মাগরিবের নামাযের জন্য তৈরী হলেন এবং শুধু কুলি করে নামায পড়লেন, নতুন উযূ করলেন না। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ১ম খন্ড ২০০পৃঃ ৫৪নং হাদীস/নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ঃ১৩২ঃ১৮৩ অনুরূপ)*

খাদ্যদ্রব্য খেয়ে হাত ধোয়া ঃ ইবনে আবূ দাউদ (রহঃ) ----- উবাইদ ইবনে হুসাইন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি দেখলাম, উসমান (রাযিঃ)কে ঝোলে ভিজানো রুটি দেয়া হলে তিনি তা খেলেন, অতঃপর কুলি করলেন, অতঃপর হাত ধুইলেন, অতঃপর উঠে গিয়ে লোকদের নামায পড়ালেন কিন্তু উযূ করেননি। *(তাহাবী মুঃ মুসা বঙ্গঃ জুলাই-২০০১, ১ম খন্ড ১৭১পৃঃ ২৮১নং হাদীস)*

খাদ্যদ্রব্য খেয়ে কুলি করে নামাযে দাঁড়ানোর সুফল ঃ খাবার খাওয়ার পর খাদ্যদ্রব্য মুখের অভ্যন্তরে ও দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে যা মানুষের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায়। নামাযের মতো মূল্যবান ইবাদতে যাতে একাগ্রতা নষ্ট না হয় এজন্যই রাসূল (সাঃ) ছাতু খেয়ে কুলি করে নামাযে দাঁড়ালেন। রাসূল (সাঃ) এর কথা মানার মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী একথা আজ দিবালোকের মতো সত্য।

খানা সম্পর্কিত বিবিধ হাদীস ঃ

আহারে লৌকিকতা পরিহার করা ঃ

📖 হযরত আসমা বিনতে এয়াযিদ (রাযিঃ) বলেন ঃ একবার রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সামনে খানা উপস্থিত করা হলো, এতদসঙ্গে আমাদের সামনেও খানা পেশ করা হলো। আমরা বললাম ঃ আমাদের খায়েশ নেই। (অথচ আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম; কিন্তু লৌকিকতার ছলে কথাটি বলে ফেললাম)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ "ক্ষুধা এবং মিথ্যাকে একত্রিত করো না।" *(ইবনে মাজাহ্/মিশ্‌কাত)*

নিজের সম্মুখস্থল থেকে খানা খাওয়া ঃ 📖 উমর ইবনু আবূ সালামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতিপালনে ছিলাম। খানা খাওয়ার সময় আমি বর্তনের বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন দিক থেকে লোকমা গ্রহণ করতাম। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বললেন, হে বালক ! খানা খাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খানা আরম্ভ করবে, ডান হাতে খানা খাবে এবং নিজের সম্মুখস্থল থেকে খানা খাবে। উমর ইবনু আবূ সালমাহ (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমি সারা জীবন খানা খাওয়ার এই সুন্নাত পালন করে চলেছি। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ২৭৯পৃঃ ২১০৯নং হাদীস)*

কদু তরকারী সম্পর্কিত হাদীসঃ

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুনীর (রহঃ) ----- হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা এক দর্জি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে খানার দাওয়াত করল। হযরতের সঙ্গে আমিও সে

www.pathagar.com

দাওয়াতে গিয়েছিলাম। আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বর্তনের চতুর্দিক থেকে কদুর টুকরাসমূহ বেছে বেছে খেয়েছিলেন। ঐদিন থেকে আমি কদু তরকারী ভালবেসে থাকি। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ৮২-৮৩পৃঃ ৪৯১৩নং হাদীস, আঃ হক বঙ্গঃ ৬ঃ২৭৯ঃ২৯১০/শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ১৯৬ঃ১৬২/মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ৬৬ঃ৫৯৫৩ অনুরূপ/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২,৪ঃ৩৩০ঃ১৮৫৬ অন্য রেওয়ায়েতে)*

লাউ বা কদু খাওয়ার সুফল ঃ লাউ শ্বেতসার (Carbohydrate) জাতীয় ঠান্ডা খাদ্য। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে। ইহা হযমক্রিয়ায় সহায়তা করে। ইহা পেটের পীড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের মহৌষধ।

📖 হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবীজী (সাঃ) প্রচুর পরিমাণে কদু তরকারী খেতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ! আপনি প্রচুর পরিমাণে কদু তরকারী কেন খাচ্ছেন ? নবীজী (সাঃ) বললেন, কদু মগজে শক্তিবৃদ্ধি করে এবং স্মরণশক্তি প্রখর করে। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো-৯৪, ২৯৬-২৯৭পৃঃ ৬৪০নং হাদীস/ব্যাখ্যা ঃ বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন যে, কদু শক্তিবৃদ্ধি করে এবং পেট ঠান্ডা রাখে। (মুসনাদে আহমাদ/শরহুস সুরকানী)*

শাকসব্জি ঃ 📖 হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর নিকট সর্বাধিক প্রিয়খাদ্য ছিল শাকসব্জি ও তরিতরকারী। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো-৯৪, ২৭৩পৃঃ ৫৬৭নং হাদীস)*

ছারীদ ঃ 📖 মুহাম্মাদ ইবনে মুছান্না (রহঃ) ----- আবূ মূসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) বলেছেন, পুরুষের মাঝেতো অনেকেই কামেল হয়েছেন আর মাহিলাদের মাঝে মারয়াম বিনতে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া ছাড়া আর কেউ কামিল হয়নি। সকল খাদ্যের উপর যেমন ছারীদের (রুটি ও গোস্তের শুরুয়া সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য) মর্যাদা, তেমনি সকল নারীর উপর আয়িশার মর্যাদা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩২৩পৃঃ ১৮৪৯নং হাদীস)*

গোস্ত দাঁত দিয়ে কেটে খাওয়া ঃ 📖 আহমাদ ইবনে মানী (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ ইবনে হারিছ (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বিবাহ করান, তিনি এতে লোকদেরকে দাওয়াত করেন। তাদের মাঝে মাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাযিঃ)-ও ছিলেন। তিনি বলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা দাঁত দিয়ে কেটে গোস্ত খাও। কেননা তা অতি সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩২৩পৃঃ ১৮৪২নং হাদীস)*

📖 এক হাদীসে আছে, গোশ্ত দাঁতে কেটে খাও। এতে পরিপাকও চমৎকার হয় এবং এটা দেহের পক্ষে অধিক অনুকূল। *(খাসায়েলে নববী)*

খেজুর ঃ 📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুর রাহমান দারিমী (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে পরিবারের লোকদের কাছে খেজুর আছে, তারা ক্ষুধার্ত হতে পারে না। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৬৯পৃঃ ৫৯৬৩নং হাদীস)*

📖 মুহাম্মাদ ইবনে সাহল (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবীজী (সাঃ) বলেছেন, কোনো ঘরে খেজুর না থাকা, সে ঘরের অধিবাসীদের জন্য অনাহারস্বরূপ। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৯৩পৃঃ ১৮২২নং হাদীস)*

www.pathagar.com

📖 ইসমাঈল ইবনে মূসা ফাযারী (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) তাজা খেজুরের সাথে কাঁকুর খেতেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩২৭পৃঃ ১৮৫০নং হাদীস/বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯:১০১:৪৯৩৩)*

আজওজা খেজুর ঃ 📖 আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- সাদ (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেহ সকালে সাতটি করে আজওয়া (মদীনা শরীফে উৎপন্ন এক জাতীয় উৎকৃষ্ট মানের খেজুর) ভক্ষণ করে, সেদিন তাকে কোনো বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারে না। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৭০পৃঃ ৫৯৬৬নং হাদীস/ বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯:১০৪:৪৯৩৮, আঃ হক বঙ্গাঃ ৬:২৮৩:২৯২৯)*

📖 ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুব ও ইবনে হুজর (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে নকল করেন, মদীনার উঁচু ভূমির আজওয়া খেজুরে শিফা (রোগমুক্তি) রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, এগুলো প্রতিদিন সকালের আহারে বিষনাশক ওষুধের কাজ করে। *(মুসলিম ইফাবা ডিসে-৯৩, ৭:৭১:৫৯৬৮)*

খেজুরের সাথে খরবুজাহ্ খাওয়া ঃ 📖 আবদা ইবনে আব্দুল্লাহ্ খুযাঈ (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবীজী (সাঃ) তাজা খেজুরের সাথে খরবুজাহ খেতেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩২৬পৃঃ ১৮৪৯নং হাদীস)*

খেজুরের সাথে কাঁকুর খাওয়া ঃ 📖 ইসমাঈল ইবনে মূসা ফাযারী (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ ইবনে জাফার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) তাজা খেজুরের সাথে কাঁকুর (ক্ষীরা বা শসা জাতীয় ফল) খেতেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩২৭পৃঃ ১৮৫০নং হাদীস/তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯:১০৫:৪৯৪০)*

খেজুর ও কিশ্‌মিশ একত্রে মিশিয়ে নবীয না বানানো ঃ 📖 সুফইয়ান ইবনে ওয়াকী (রহঃ) ----- আবূ সাঈদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) নবীজের ক্ষেত্রে কাঁচা খেজুর ও পক্ক খেজুর একসঙ্গে মিলাতে, কিশ্‌মিশ ও পক্ক খেজুর একসঙ্গে মিলাতে এবং মাটির পাত্রে নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৪৫পৃঃ ১৮৮৩নং হাদীস)*

ইঁদুর জমাট ঘি-তে পড়ে মারা গেলে করণীয় ঃ

📖 সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান ও আবূ আম্মার (রহঃ) ----- মায়মূনা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, একবার একটি ইঁদুর (জমাট) ঘিতে পড়ে মারা যায়। এ সম্পর্কে নবীজী (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ইঁদুরটি এবং এর চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘি ফেলে দিবে। তারপর তা (বাকী ঘি) খাবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩০৬পৃঃ ১৮০৫নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ১:২০৬:১৬৯)* **ব্যাখ্যা ঃ** ইহা জমাট ঘি এর মাছআলা। তরল ঘি এর ক্ষেত্রে উহার চারিপার্শ্ব থেকে ঘি ফেলবার উপায় নেই।

www.pathagar.com

জাল্লালা এর গোস্ত ও দুধপান না করা ঃ

📖 হান্নাদ (রহঃ) ----- ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) জাল্লালা (গোবর পায়খানা ইত্যাদি নাপাক জিনিস যে পশুর খাদ্যে পরিণত হয় এবং যার গোস্ত ও দুধে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেই পশুকে জাল্লালা বলে) এর গোস্ত খেতে এবং দুধপান করতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৯৮পৃঃ ১৮৩৯নং হাদীস)*

জাল্লালা এর গোস্ত ও দুধপান না করার সুফল ঃ আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে হুযূর (সাঃ) জাল্লালার গোস্ত ও দুধ পানের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন, স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞগণ আজ সে কথারই প্রতিধ্বনি শোনাচ্ছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের অভিমত, নাপাক জিনিস যে পশুর খাদ্যে পরিণত হয়, সেসব পশুর গোস্ত ও দুধে নাপাকীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুবহানাল্লহ ! আজ হুযূর (সাঃ) এর বাণীর সুফলতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। আল্লহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে হুযূর (সাঃ) এর নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা হাসিল করার তৌফিক দান করুন।

অতিরিক্ত সঙ্গীর দাওয়াতের অনুমতি ঃ

📖 আবূ মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, মদীনাবাসী এক সাহাবীর একটি ক্রীতদাস ছিল; সে খানা পাকাতে খুব পটু ছিল। একদা তার মনিব তাকে বললেন, তুমি পাঁচজন লোকের উপযোগী খানা তৈয়ার করো। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে অন্য চারজন সঙ্গীসহ দাওয়াত করতে চাই; আমি তাঁর ক্ষুধার্তরূপ অনুধাবন করেছি। অতঃপর ঐ সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে তাঁর সঙ্গে আরও চারজন সঙ্গীসহ দাওয়াত করলেন। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত একজন তাঁদের সঙ্গী হলো, যার দাওয়াত ছিল না। নবীজী (সাঃ) দাওয়াতকারীকে বললেন, একব্যক্তি অতিরিক্ত আমাদের সঙ্গে এসেছে, তার জন্য দাওয়াতে শরীক হওয়ার অনুমতি আছে কি ? ঐ সাহাবী বললেন, হ্যাঁ অনুমতি আছে। *(বুখারী ২:৮২০ আঃ হক বঙ্গঃ ২য় খন্ড ৩৯৪-৩৯৫পৃঃ ১৯৮৭নং হাদীস)*

খাদ্যবস্তু সম্পর্কে খারাব উক্তি করবে না ঃ

📖 ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, যুহায়র ইবনে হারব ও ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) ---- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) কখনও কোনো খাবারকে খারাব বলেননি। কোনো খাবার পছন্দ হলে খেয়েছেন আর নাপছন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন। *(মুসলিম ইফাবা ডিসে-৯৩, ৭:৮৮:৫২০৭/বুখারী ৯:৩৩২:৯১ ইফাবা মার্চ-৯৪, ৯:৮৯:৪৯০২, আঃ হক ৬:২৮৯:২৯১৫/আখলাকুন নবী সাঃ ২৭২পৃঃ ৫৬২নং হাদীস)*

একত্রে খানা খাওয়ার আদব ঃ 📖 হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, দস্তরখান বিছাবার পর অর্থাৎ কোনো মজলিসে একত্রে খাওয়া শুরু করার সময় ততক্ষণ উঠবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দস্তরখান উঠিয়ে নেয়া না হয়; অর্থাৎ সকলের খাওয়া শেষ না হয় এবং কোনো ব্যক্তি খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলেও সকল

www.pathagar.com

লোক ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত খানা থেকে হাত উঠাবে না। তবে একান্ত অপারগ হলে অপারোগতা প্রকাশ করবে। নতুবা বৈঠকের সাথীদের লজ্জা করবে এবং তারা খানা বন্ধ করে দিবে। অথচ হতে পারে তাদের খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। *(ইবনে মাজাহ্)*

পেটের এক-তৃতীয়াংশ খানার জন্য ঃ

📖 সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (রহঃ) ----- মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, পেটের চে' মন্দ আর কোনো পাত্র মানুষ ভরাট করে না। পিঠের দাঁড়া সোজা রাখার মতো কয়েক লোকমা খানাই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আরো বেশি ছাড়া যদি সম্ভব না হয়, তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ খানার জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য, এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৬৩৬পৃঃ ২৩৮৩নং হাদীস)*

📖 মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) কখনো পেট ভরে রুটি বা গোশ্ত খাননি। তবে লোকজনের সাথে একত্রে আহার করলে তিনি পেট ভরে খেতেন। মালেক (রহঃ) বলেন, আমি এক বেদুঈনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাফাফ' অর্থ কি ? সে বললো, লোকদের সাথে একত্রে আহার করা। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৬৭-৬৮পৃঃ ৭২নং হাদীস /আহমদ)*

📖 আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরিজনবর্গ এক একমাস এমনভাবে অতিবাহিত করতাম যে, আমাদের চুলায় আগুন জ্বলতো না। শুধু খেজুর ও পানি খেয়ে আমাদের দিন কেটে যেত। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ২৪৭পৃঃ ৩৭০নং হাদীস)*

📖 হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, একব্যক্তি ছিল, সে অনেক বেশী পরিমাণ খানা খেত। সে ইসলাম গ্রহণ করল, অতঃপর সে কম পরিমাণ খানা খেত। এই ঘটনা নবীজী (সাঃ) এর নিকট ব্যক্ত করা হলে নবীজী (সাঃ) বললেন, মুমিন ব্যক্তি এক উদরে খায় পক্ষান্তরে কাফির সাত উদরে খেয়ে থাকে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গ ৬ষ্ঠ খন্ড ২৭৯পৃঃ ২৯৯৩নং হাদীস)*

📖 আল-আনসারী (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, দু'জনের খাদ্য তিনজনের জন্য যথেষ্ট। তিনজনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ ১৯৯২, ৪র্থ খন্ড ৩১৬পৃঃ ১৮২৭নং হাদীস/বুখারী ইফাবা মার্চ-৯৪, ৯ঃ৮২ঃ৪৮৮৭, আঃ হক ৬ঃ২৮০ঃ২৯৯১/মুসলিম ইফাবা ৭ঃ৮৫ঃ৫৯৯৫ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাযিঃ এর রেওয়ায়েতে অনুরূপ)*

✍ দ্বীনের জন্য কষ্ট-মোজাহাদার দ্বারা নফস অধীন হয়। মুসলমান দ্বীনের বুলন্দির জন্য যেই পরিমাণ কষ্ট-মোজাহাদা বরদাস্ত করবে আল্লাহ্ তার অন্তরকে সেই পরিমাণ স্বচ্ছ করে দিবেন, যদ্বারা সে অন্তরের মধ্যে ঈমানের ঝলক, ঈমানের নূর উপলব্ধি করবে, আল্লহ্ তাআলার হুকুম পুরা করার মধ্যে লজ্জত উপলব্ধি করবে।

খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, গাড়ী-বাড়ীর না থাকার সমস্যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার না করায় সমস্যা দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে, আখিরাতের প্রত্যেকটা ঘাটি কবর, হাশর, মিজান, পুলসিরাতে ভোগ করতে

www.pathagar.com

হবে। আল্লহ্ তাআলা আমাদেরকে সুন্নাতের পাবন্দী করে দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

অধিক খানার অপকারিতা ঃ

অতিরিক্ত খাদ্য পরিপাকযন্ত্র হযম করতে পারে না, ফলে উক্ত খাদ্য পাকস্থলীতে গিয়ে বিষেরক্রিয়া করে। এই বিষ-ই হয় তার মৃত্যুর কারণ। এছাড়া অতিরিক্ত ভোজনে অগ্নিমন্দা, পেট ফাঁপা, বদ-হযম, ডাইরিয়া, আমাশা ইত্যাদি রোগ হয়। যে খাদ্য শরীরে পুষ্টিসাধন করে শরীরে বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করে, কর্মশক্তি ও তাপ উৎপাদন করে রোগ প্রতিষেধক ঔষধ তৈরী করে, সে খাদ্যই তার উল্টা ক্রিয়া করে মানব জীবনে দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এর কার্যকারিতা। ঘণ ঘণ সংকোচন ও প্রসরণের ফলে খাদ্যদ্রব্য ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এরপর পাকস্থলী অভ্যন্তরস্থ গ্রন্থিগুলি হতে পাচক-রস নির্গত হয় যা মথিত খাদ্যে মিশ্রিত হয়। অতিরিক্ত খাদ্য পাকস্থলীর সংকোচন ও প্রসারণে বাধা দেয়, ফলে কোনো পাচকরস নির্গত হতে পারে না যার ফলে হযমে বাধাগ্রস্ত সৃষ্টি করে। আমিষ জাতীয় খাদ্য ও শর্করা জাতীয় খাদ্যকে এমিনো এসিড ও গ্লুকোজে পরিণত করতে পারে না। চর্বি জাতীয় খাদ্য ও গ্লিসারিনে রূপান্তরিত হয় না। উপরোক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন হতে না পারলে পাকস্থলী রোগ-জীবাণুর ঘাঁটিতে পরিণত হয়। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ সাঃ ১ম খন্ড ১ম সাহিত্য মেলার সংস্করণ সেপ্টে-৯৪, ১৪০-১৪২পৃঃ মুঃ নুরুল ইসলাম)* স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের অভিমত, পরিপূর্ণ ক্ষুধা অবস্থায় খানা খেলে ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য সুন্দরভাবে পরিপাক হয় কিন্তু ক্ষুধাহীন অবস্থায় খানা খেলে পরিপাক ক্রিয়ায় নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। চৌদ্দশ'বছর পর চিকিৎসা বিজ্ঞান ইসলামের শাশ্বত বিধানকে স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

📖 পারস্যরাজ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুচরদের চিকিৎসার জন্য একজন পারস্য চিকিৎসককে মদীনা পাঠিয়ে দেন। চিকিৎসক সেখানে দু'বছর থাকেন কিন্তু কেউ তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসেনি। তিনি বিরক্ত হয়ে নবীজী (সাঃ) এর কাছে যেয়ে বললেন, আপনার ও আপনার সাহাবাদের চিকিৎসার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে কিন্তু এই দু'বছরের মধ্যে কেউ আমার কাছে আসেনি বা ডাকেনি। নবীজী (সাঃ) উত্তরে বললেন, এখানকার লোকেদের অভ্যাস হলো, তারা ক্ষুধা না পেলে খায় না আর খাওয়ার পুরাপুরি তৃপ্তি আসার আগেই খাবার ছেড়ে দেয়। একথা শুনে চিকিৎসক বললেন, এজন্যই এদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। *(প্রলিজ্ঞান শেখ সাদী রহঃ/বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান ৩৯৩পৃঃ)*

✍ কোনো এক পথিক একটি পুরাতন আয়না জঙ্গলে ফেলে চলে গেছে। পরবর্তী সময়ে কোনো এক হাবসী জঙ্গলে এসে আয়নাটি হাতে নিয়া তা দ্বারা নিজের কালো বিশ্রী চেহারা এবং লম্বা লম্বা দাঁত ও মোটা মোটা ঠোঁট দেখে আয়নাকে গালি দিয়া বলতে লাগলো কম্বখত বদ-নছীব হতভাগা, এতো বিশ্রী তুই, এ কারণেই তোকে এই অনাবাদী জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে, যদি তোর ছুরোত সুন্দর হতো তবে মানুষ তোকে নিজ ঘরে সাজিয়ে রাখতো। আসলে এই আহম্মক বুঝতে পারেনি, এই আয়নার কোনো দোষ নেই বরং বদ-ছুরোত তার নিজের। তদ্রূপ আবূ জাহেলের দৃষ্টিতে নবী করীম (সাঃ) এর মোবারক চেহারা বিশ্রী ছিল অথচ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) এর বরকতময় চেহারা দেখলে এমন মনে হয় যে, তাঁর বরকতময় চেহারার মধ্যে সূর্য জ্বলছে।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে ইসলামের সৌন্দর্যতা ও নবী করীম (সাঃ) এর সুন্নাত তরীকার সৌন্দর্যতা ইসলামের শত্রুদের দৃষ্টিতে অসুন্দর, অসামঞ্জস্য ও বিশ্রী অথচ পূর্ণ ঈমানদারগণের দৃষ্টিতে ইসলামের বিধি-বিধান ও নবী করীম (সাঃ) এর সুন্নাত তরীকা সর্বাধিক সুন্দর ও প্রিয়। *(কাশফুলে মাআরিফাত)*

অধিক খানার অপকারিতা রোগ-ব্যাধিসমূহ ঃ

ডায়বেটিস ঃ খাদ্য বিশেষজ্ঞগণের অভিমত ৮০% রোগ-ব্যাধি খাবারের কারণে হয়। বেশী খাবার খেলে লালগ্রন্থিকে বেশী কাজ করার কারণে ইনসুলিন (Insulin ডায়বেটিস বা বহুমুত্র রোগের প্রতিষেধক) হরমন কমে যায় এবং রক্তে চিনির (Suger) পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস (Diabeties) নামক স্থায়ী রোগ দেখা দেয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ থেকে শরীরে মেদ সৃষ্টি হয় যা চর্বি আকারে মাংস পেশীর স্তরে স্তরে জমে থাকে। শরীরের প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যগ্রহণ করলে তার সবটাই শরীর গঠনে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের মতে, অধিক আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত খানা না খাওয়া এবং কিছু ক্ষুধা থাকাবস্থায় খানা শেষ করলে ডায়বেটিস, ব্লাড-প্রেসার, হৃদরোগ থেকে হিফাজত থাকা যায়।

ব্লাড-প্রেসার ঃ অধিক ভোজনে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় যা মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ধমনী সহ্য করতে না পেরে ফেটে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে Stroke রোগ হয়।

প্যারালাইসিস ঃ অধিক ভোজনে রক্তবাহী শিরাগুলি সংকীর্ণ হয়ে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করে। এভাবে শিরাগুলি যখন একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায়, যা মস্তিষ্কের কোনো অংশে প্রকাশ পেলে মানুষ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়।

হৃদরোগ ঃ রক্তবাহী শিরা ও ধমনী হৃদপিন্ডে রক্ত সরবরাহ করে থাকে। অধিক ভোজনে রক্তবাহী শিরা সংকীর্ণ হয়ে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়ে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, যাকে Heart fail বলে। এভাবে মানুষ মারা যায়। রক্তবাহী শিরার সংকীর্ণতার প্রভাব হৃদপিন্ডের উপর পড়ে ফলে হৃদরোগ হয়। অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণে শরীরে চর্বি বা মেদ বেড়ে যায়। ফুসফুসে অতিরিক্ত মেদবহুল অঙ্গের চাপ পড়লে ফুসফুস ঠিকমত কাজ করতে পারে না ফলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। অনুরূপভাবে কিডনীতে মেদবহুল অঙ্গের চাপ পড়লেও কিডনী ঠিকমত কাজ করতে পারে না এবং মুত্রাশয়ের জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় ফলে ঘণ ঘণ প্রসাবের বেগ (চাপ) আসে।

শরীর মোট হওয়া ঃ অধিক ভোজনে এ রোগ হয়। এছাড়াও অস্থিমজ্জার ব্যথা, শরীরের জোড়ায় জোড়ায় রোগ দেখা দেয়। এছাড়াও বহুবিধ রোগ-ব্যাধি হয়।

✍ চোখের কাজ দেখা কিন্তু যে ব্যক্তির চোখ দেখতে পায় না, দৃষ্টিশক্তি যার কাজ করে না তাকে কিছুতেই চক্ষুষ্মান বলা হবে না। এই দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণে তার নামের প্রথমে যুক্ত হয় অমুক অন্ধ। মুখের কাজ কথা বলা কিন্তু যার মুখ কথা বলতে পারে না তাকে বলা হয় অমুক বোবা। পায়ের কাজ চলাফেরা-হাঁটাচলা করা কিন্তু যার পা হাঁটাচলা করতে পারে

www.pathagar.com

না তার নাম হবে প্যারালাইসিস অমুক। তেমনিভাবে আমরা যদি বিশ্বপ্রকৃতির গোপন ভাষা শুনতে না পাই তবে তো আমরা হবে যাব কালা।

খানা ভালভাবে চিবিয়ে খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মুখের লালা হযম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। খানা ভালভাবে না চিবিয়ে খাওয়ার দরুন পাকস্থলীতে গেলে চিবানোর দ্বারা যে পরিমাণ লালা খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পিচ্ছিল হওয়ার প্রয়োজন তা হয় না, ফলে হযম প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে এবং দাঁতের উপরও এর খারাব প্রভাব পড়ে।

খানার পর হাত মুখের উপর ও পায়ে মালিশ করা ঃ

📖 সায়ীদ (রহঃ) সাহাবী জাবির (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, অগ্নিস্পর্শে তৈরী খাদ্য খেলে নতুন উযূ করতে হবে কি ? জাবির (রাযিঃ) বললেন, না। হুযূর (সাঃ) এর যমানায় আমরা ঐ শ্রেণীর খাদ্য খাওয়ার সুযোগ খুব কম পেতাম। (খেজুরের উপর জীবিকা নির্বাহ হতো) ঐ শ্রেণীর খাদ্য খাওয়ার সুযোগ হলে (হাত ধোয়ার পর) আমাদের-তো রুমাল ছিল না, তাই ধৌত হাত পায়ে মুছে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতাম, নতুনভাবে উযূ করতাম না। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ২৮৪পৃঃ ২১২৪নং হাদীস)*

📖 আহারের পর তিনি (রাসূল সাঃ) হাত ধৌত করতেন এবং হাতের আর্দ্রতা হাতে মুখমন্ডলে ও মাথায় মালিশ করে শুকিয়ে নিতেন। এক রেওয়ায়েতে উযূর অঙ্গসমূহে হাত মালিশ করাও বর্ণিত হয়েছে। *(ইবনে মাজাহ)*

📖 হাতে চর্বি লেগে থাকলে (হাত ধৌত করার পূর্বে) সেটা বাজুতে (বাহুতে) অথবা পায়ে মুছে নেয়া। *(ইবনে মাজাহ্)*

খানার পর হাত পায়ে ও মুখের উপর মালিশ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, খাদ্যগ্রহণের সময় হাতের আঙ্গুল থেকে নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ ও খাবারের তৈলাক্ত অংশ চেহারা ও পায়ে মুছে ফেললে চামড়া বা ত্বকের খশখশে ভাব দুরীভূত হয়ে যায় ফলে চামড়া ফাটে না।

✍ কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম আসার পর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) (স্বীয় মাস্‌জিদে) সর্বপ্রথম আছরের নামায সকলকে লইয়া কাবা শরীফের দিকে পড়লেন। একব্যক্তি (নুতন প্রথায়) নবী (সাঃ) এর সঙ্গে নামায পড়ে অন্য এক মহল্লার মাস্‌জিদের নিকট দিয়া যাচ্ছিলেন, ঐ মাস্‌জিদের মুসল্লিগণ পূর্ব-নিয়মানুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ছিলেন। তাঁরা রুকু অবস্থায় থাকাকালে ঐব্যক্তি তাঁদেরকে ডেকে বললেন, আমি শপথ করে সাক্ষ্য দিতেছি। এইমাত্র আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে মক্কামুখী হয়ে নামায পড়ে এসেছি। ইহা শুনে ঐ নামাযীগণ রুকু অবস্থায়ই মক্কা শরীফের দিকে ফিরে গেলেন। *(বুখারী আঃ হক ১ম খন্ড ৭৭-৭৮পৃঃ৩৬নং হাদীসের সারমর্ম/মুয়াত্তা মালিক ইফাবা সেপ্টে-৮২, ২৪০পৃঃ ৫৫৭নং হাদীস)* সাহাবাদের অন্তরে রাসূল (সাঃ) এর কিরূপ মহাব্বত থাকলে রুকুর হালতেই ক্বিবলা পরিবর্তন করে নিতে পারেন !

হাত দিয়ে খানা খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আমেরিকান বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন, মানুষ খাবার ইচ্ছা করলে ক্ষুধার মাত্রানুপাতে আঙ্গুলের লোমকূপ দিয়ে হযমকারী আর্দ্র পদার্থ প্লাজমা (Plazma) বের হয়ে খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে হযমে

www.pathagar.com

সাহায্য করে। কিন্তু চামচ দিয়ে খানা খেলে এ জাতীয় পদার্থ পাকস্থলীতে প্রবেশ করতে পারে না, ফলে পরিপাকক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হলে সুন্নাতের প্রতি মানুষের যে মহাব্বত সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের না হলে সুন্নাতের প্রতি সেই মহাব্বত সৃষ্টি হয় না। পরিবেশ মানুষকে ভালো করে আবার পরিবেশ মানুষকে খারাব করে। পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর বিরাট কাজ করে। উল্টাপাল্টা লোকও মাস্‌জিদের পরিবেশে গেলে উল্টাপাল্টা কাজ করতে পারে না। মুসলমান যখন বেশির থেকে বেশি সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় লাগাবে তখন মুসলমানের মধ্য থেকে উল্টাপাল্টা অভ্যাস দূর হয়ে হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সুন্নাতী যিন্দেগীর অভ্যাস গড়ে উঠবে। তখন বাড়ীতে ফিরে এসেও পরিপূর্ণ সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ হবে।

অধিক ঠান্ডা বা গরম খানা না খাওয়া

📖 হযরত আসমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল (সাঃ) এর কাছে গরম খাদ্য আনা হলে তিনি তা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত ঢেকে রাখতেন। হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) থেকে শুনেছি যে, ঠান্ডা খাদ্যের মধ্যে বিশেষ বরকত রয়েছে। *(দারেমী/মাদারেজুন নবুওয়াত)*

📖 হুযূর (সাঃ) তীব্র গরম খানা ও চাটনী তিনি খেতেন না। *(যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড - আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম)*

অধিক ঠান্ডা বা গরম খানা না খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ বেশি গরম খানা খেলে পাকস্থলী ঢিলা হয়ে যায় এবং খুব ঠান্ডা খানা খেলে পরিপাক করার জন্য পাকস্থলীকে অধিক শক্তি ও তাপ প্রয়োগ করতে হয়। যার কুপ্রভাব শরীরের উপর পড়ে।

এক জাতীয় খাবার শুধুমাত্র সামনে থেকে কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় খাবার সব জায়গা থেকে খাওয়া

📖 মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (রহঃ) ----- ইকরাশ ইবনে যুআয়ব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুর্‌রা ইবনে উবায়দ গোত্র তাদের সম্পদের যাকাত দিয়ে আমাকে রাসূল (সাঃ) এর নিকট প্রেরণ করল। আমি মদীনায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাঁকে মুহাজির ও আনছারদের মাঝে বসা পেলাম। তিনি (ইকরাশ) বলেন, অতঃপর তিনি রাসূল (সাঃ) আমার হাত ধরে উম্মু সালমা (রাযিঃ) এর ঘরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, কোনো খাবার আছে কি ? তখন আমাদের সামনে একটি বড় পেয়ালা ভর্তি ছারীদ ও গোস্ত আনা হলো। আমরা তা থেকে খাওয়া শুরু করলাম। আমি পেয়ালার এদিক-ওদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলাম আর রাসূল তাঁর সামনে থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর বামহাত দিয়ে আমার ডানহাত ধরে বললেন, ইকরাশ ! এক জায়গা থেকে খাও। কারণ এতো একই খাবার। অতঃপর আমাদের সামনে বিভিন্ন ধরনের খেজুর ভর্তি একটি পাত্র আনা হলো, আমি তখন আমার সামনে থেকেই খেতে লাগলাম, আর রাসূল (সাঃ) পাত্রের এদিক-ওদিক থেকে নিয়ে খেতে লাগলেন এবং বললেন, একরাশ তোমার যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে খাও কারণ এটা একই খাবার নয়। অতঃপর আমাদের সামনে পানি

www.pathagar.com

আনা হলো। তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর দু'হাত ধুলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল উভয় বাহু ও মাথা মাসহ্ করলেন এবং বললেন, হে ইকরাশ ! এটাই হলো আগুনে পাকানো খাবার থেকে উযূ। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩২৯-৩৩০পৃঃ ১৮৫৪নং হাদীস)*

হাই আসলে বামহাত দিয়ে তা বন্ধ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ হাই আসার সময় মানুষকে দীর্ঘশ্বাস নিতে হয় তাই বাতাসে মিশ্রিত ধুলাবালি মুখের মাধ্যমে যাতে মানুষের পেটে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য হাত দিয়ে তা প্রতিরোধ করার কথা বলা হয়েছে। ডানহাত দিয়ে হাই প্রতিরোধ করলে হাই এর সঙ্গে নির্গত জীবাণু ডান হাতে লেগে খানার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পেটে গিয়ে নানাবিধ রোগ-ব্যাধি হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই ডান হাতের পরিবর্তে বামহাত ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাঁচি, থুথু, কফ ইত্যাদি থেকে নেগেটিভরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় এবং বামহাত থেকেও নেগেটিভরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এজন্যই নেগেটিভের সঙ্গে নেগেটিভের সংস্পর্শে কোনো খারাব ক্রিয়া করে না।

✍ আজ বিধর্মীগণ জাহেরী মূর্তির সামনে আপাদমস্তক ঝুকিয়ে দিচ্ছে যাতে মূর্তি থেকে ফায়দা নিতে পারে; আর মুসলমানেরা মূর্তিকে শরীরের মধ্যে রেখে ইবাদত করতেছি; তাহলে মুসলমানদের ইবাদত কিভাবে কবূল হবে ? মুসলমানদের দিলের মধ্যে ব্যবসা, চাকরী, ক্ষেত-খামার, টাকা-পায়সা, স্ত্রী-পুত্র, আসবাবেব মহাব্বতের মূর্তি ঢুকিয়ে নিছে। এসব বাতেনী মূর্তি দিলের মধ্যে থাকলে দুনিয়াবী লাভক্ষতিতে দিল টুকরা টুকরা হয়ে আখিরাত অদৃশ্য হয়ে যায়। মুসলমান যখন ঈমানী মেহনতের দ্বারা অন্তর থেকে এসব বাতেনী মূর্তি বের করে ফেলবে তখন হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার করা কোনো কষ্টের মনে হবে না, সহজ মনে হবে।

হালাল উপার্জন ঃ

📖 হান্নাদ, আবূ যুরআ প্রমুখ (রহঃ) ----- আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল, যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য আহার করে, সুন্নাত অনুসারে আমল করে এবং যার নিপীড়ন থেকে লোকেরা নিরাপদ থাকে সে জান্নাতে দাখিল হবে। জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, এ ধরণের লোক বর্তমানে অনেক। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমার পরবর্তী যুগেও এমন লোক হবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ ৭১৯পৃঃ ২৫২২নং হাদীস)*

হারাম থেকে নিবৃত থাকা সর্বোত্তম ইবাদতকারী ঃ বিশ্র ইবনে হিলাল সাওওয়াফ (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কে আমার নিকট থেকে এ বিষয়গুলো গ্রহণ করবে, অনন্তর এগুলোর উপর নিজেও আমল করবে এবং যে আমল করবে তাকেও শিখাবে। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি আছি। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং পাঁচ পর্যন্ত গুনে গুনে বললেন, হারাম থেকে বাঁচবে তবে সর্বাপেক্ষা ইবাদতকারী লোক হিসাবে গণ্য হবে। তোমার তকদীরে আল্লাহ্ যা বন্টন করে রেখেছেন সে বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকবে তবে সর্বাপেক্ষা অমুখাপেক্ষী লোক হতে পারবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে তবে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে। নিজের জন্য যা পছন্দ করো মানুষের জন্য তা পছন্দ করবে, তাহলে মুমিন হতে পারবে। বেশি হাসবে না

www.pathagar.com

কেননা হাস্য-কৌতুক হৃদয়কে মুর্দা বানিয়ে দেয়। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ একাশকাল জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৬০০পৃঃ ২৩০৮নং হাদীস)*

হালাল উপার্জনের ফাযীলাত ঃ 🕮 হাফেয আবূ নাঈম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, অনেক গুনাহ্ এমনও আছে যেগুলির কাফ্ফারা নামায, রোযা, হজ্জ, ও উমরার দ্বারা হয় না। সাহাবাগণ আরোয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই গুনাহ্গুলির কাফ্ফারা কোন্ আমল দ্বারা হয় ? নবী করীম (সাঃ) বললেন, হালাল উপার্জন করতে যে কষ্ট ও মেহনত বর্দাস্ত করতে হয়, উহার দ্বারাই ঐ গুনাহ্গুলির কাফ্ফারা হয়ে যায়। *(মোখতাসার তাযকিয়া এ কুর্তাবী ৪২পৃঃ)*

🕮 নবী (সাঃ) বলেছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করাও একটি ফরয। *(মিশ্কাত ১:২৪২/বায়হাকী)*

🕮 হযরত মেকদান ইবনে মায়াদী কারার (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচে' উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লহ্ তা'আলার প্রিয় নবী হযরত দাউদ (আঃ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্যগ্রহণ করতেন। *(বুখারী ১:২৭৮:১০/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-২০০৯, ২:২৭৭-২৭৮:২১৩৮)*

বিধবা ও মিসকীনদের জন্য উপার্জনের ফাযীলাত ঃ 🕮 ইয়াকূব ইবনে হুমায়দ ইবনে কাসিব (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, বিধবা ও মিসকীনদের জন্য উপার্জনকারী আল্লাহ্র পথে জিহাদরত ব্যক্তির ন্যায়। আর যারা রাত্রিতে নফল ইবাদত করে ও দিনে রোযা রাখে তাদের সমতুল্য। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০৯, ২য় খন্ড ২৯৪০পৃঃ ২৭৮নং হাদীস)*

মানুষের কর্ম ও চরিত্রে হালাল খানা খাওয়ার একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। কারো পানাহার যদি হালাল না হয়, তবে তার পক্ষে সচ্চরিত্রতা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে যায়। হারাম খাদ্য মনকে কলুষিত করে পক্ষান্তরে হালাল খাদ্য মানুষিক প্রশান্তি আনায়ন করে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি অব্যাহত রাখে। কামাই হচ্ছে উযূ। উযূ ছাড়া নামায হয় না। সেজন্য সারাদিন যদি কেহ শুধু উযূই করে, নামায না পড়ে তাহলে তার কি অবস্থা হবে ? হালাল উপার্জনের চেষ্টা করব তবে আল্লহ্ তা'আলার হুকুম বাদ দিয়ে নয়।

✍ ইসলাম এমন ধর্ম নয় যে, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় করলাম আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক আর কামাই ও খরচ নিজের মনমতো করলাম। চব্বিশ ঘন্টার যিন্দেগী যখন নবীর সঙ্গে মিল থাকবে তখন ইসলামের নূব জাহির হবে। যে মুসলমানের যিন্দেগী দেখে যতো মানুষ ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে আমল করতে থাকবে, সে সমস্ত লোকের আমলের একটি অংশ ঐ মুসলমান ব্যক্তি পাবে, যার যিন্দেগী দেখে অন্যান্যরা ইসলামী যিন্দেগী এখতিয়ার করেছে। আল্লহ্ তা'আলা আমাদের যিন্দেগীকে হুযূর আকরাম (সাঃ) এর পাকিজা যিন্দেগী মোতাবেক চলার তৌফিক দান করুন।

হালাল মালে বরকত ঃ হালাল জানোয়ার গরু প্রতিদিন কত সংখ্যক জবাই হচ্ছে ? কুরবানীর ঈদে কত সংখ্যক জবাই হচ্ছে ? মানত ও কাফ্ফারা ইত্যাদিতে প্রতিদিন কত গরু-ছাগল যবেহ্ হচ্ছে ? গরু কি দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ? কুকুর,

www.pathagar.com

শিয়াল, শুকর ৬-৭টা করে বাচ্চা দেয়, এবং এগুলোকে কেহ যবেহ্ করে না। তা সত্ত্বেও দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর-বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশী। আর গরু মাত্র একটা বাচ্চা দেয়; গরুর সংখ্যা কি কুকুর, শিয়ালের চে' কম ? ভারতে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে গরুর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। নতুবা যবেহ্ না করার কারণে প্রতিটি বাড়ী গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল। আল্লহ্ তা'আলা হালাল জিনিসের মধ্যে এমনই বরকত রেখেছেন। বরকত মানে এই নয় যে, রাতারাতি তিনতলা বাড়ীর মালিক হবো। বরকত বলতে বুঝায় অল্পে জরুরত পুরা হবে।

মক্কায় পৌছে কোনো কোনো হাজী শত শত ভেড়া-দুম্বা কুরবানী করেন। গড়ে জনপ্রতি একটি কুরবানী-তো অবশ্যই হয়। এ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-দুম্বা সেখানে সব সময় পাওয়া যায়। এগুলো বাইরে থেকে আমদানী করার ব্যবস্থা করতে হয় না। এমনিভাবে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন হালাল মালে বরকত দান করেন।

হারাম খানার অপকারিতা ঃ হারাম খানা খেলে মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দুআ কবূল হয় না। তেমনিভাবে হালাল খানা খেলে অন্তরে একপ্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তা দ্বারা অন্যায়-অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ হয় এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়; ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দুআ কবূল হয়। এ কারণেই আল্লহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি হিদায়েত করেছেন, يايها الرسل كلوا من اطيبات واعملوا صالحا

অর্থ ঃ হে আমার রাসূলগণ ! তোমরা পবিত্র খাদ্যগ্রহণ করো এবং নেক আমল করো। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হালাল খাদ্যগ্রহণে দুআ কবূল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবূল না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে বেশী। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লহ্ তা'আলার দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার ! ইয়া পরওয়ারদেগার !! কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দুআ কি করে কবূল হতে পারে ? *(মুসলিম/তিরমিযী/তাফসীর ইবনে কাছীর)*

হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিন্ড জাহান্নামেরই যোগ্য ঃ

📖 হযরত জাবির (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, যে মাংস হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিন্ড জাহান্নামেরই যোগ্য। *(মিশ্‌কাত ১ঃ২৪২/আহম্মদ/দারেমী/বায়হাকী)*

www.pathagar.com

দশ দেরহাম মূল্যের কাপড়ে এক দেরহামও হারাম হলে এ পোশাক পরিহিত তার নামায কবূল হবে না ঃ

📖 হযরত ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দশ দেরহাম দিয়ে একটি কাপড় খরিদ করল, এর মধ্যে যদি একটিমাত্র দেরহামও হারাম থাকে, এ পোশাক পরিহিত অবস্থায় তার নামায কবূল হবে না। অতঃপর তিনি দু'কানে আঙ্গুল প্রবেশ করে বললেন, একথা যদি আমি হুযূর (সাঃ) এর নিকট না শুনে থাকি, তবে আমার এ কর্ণদ্বয় বধির হয়ে যাবে। *(মুসনাদে আহমদে)*

হালাল ও হারাম নির্ধারণের কারণ ঃ

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর কুরআন মজীদে সূরা আরাফ এর মধ্যে ইরশাদ ফরমান,

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ ঃ "আপনি বলে দিন, আমার রব অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ্, অন্যায় অত্যাচার এবং আল্লহ্ তাআলার সাথে এমন জিনিসকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লহ্ তাআলার প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জানো না।" *(পনং সূরা আরাফ ৩৩নং আয়াত)*

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে সূরা মায়িদাহ্ এর মধ্যে ইরশাদ করেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতজীব, রক্ত, শুকরের গোস্ত, যেসব জন্তু আল্লহ্ তাআলার নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত হয়, যা শ্বাসরোধে মারা হয়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উঁচু থেকে পড়ে মারা যায়, যা শিং এর গুতায় মারা যায়, যাকে

www.pathagar.com

হিংস্র জন্তু খেয়েছে, তবে জবাই করলে হালাল। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে বলি দেয়া হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব সীমালঙ্ঘন। আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএত তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম। *(৫ম সূরা মায়িদাহ্ ৩নং আয়াত)*

আল্লহ্ সুবহানা ওয়াতাআলা কুরআন মজীদে সূরা বাকারা এর মধ্যে বলেন,

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ كُلُوْامِمَّافِى الْاَرْضِ حَلٰلًا وَّلَاتَتَّبِعُوْاخُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّمُّبِيْنٌ.

অর্থ ঃ "হে মানবজাতি, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" *(২য় সূরা বাকারা ১৬৮নং আয়াত)*

অর্থ ঃ আল্লহ্ তাআলা যেসব জিনিস তোমাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে হালাল ও পবিত্রগুলো খাও এবং আল্লহ্ তাআলাকে ভয় করো। *(৫ঃ৮৮)*

অর্থ ঃ যেসব জন্তু আল্লহ্ তাআলা নাম নিয়ে জবাই হয়নি সেগুলো খেওনা; তা খাওয়া ফাসেকী। *(৬ষ্ঠ সূরা আনআম ১২১নং আয়াতের প্রথমাংশ)*

হিংস্র প্রাণী কর্তৃক দংশনজনিত জীবের গোস্ত হারাম বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, হিংস্র প্রাণী অথবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনজনিত বিষক্রিয়া জীবদেহেই থেকে যায়। ফলে উক্ত জীবের গোস্ত ভক্ষণ করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ বিষের ক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, এমনকি মারা যাবারও সম্ভাবনা থাকে।

হিংস্র প্রাণীর গোস্ত হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ঠান্ডা পানীয় পান করলে মন-মেজাজ ও স্নায়ুগুলি ঠান্ডা হয়ে যায়। মধু সেবন করলে শরীর, মন-মস্তিষ্ক সবল ও শক্তিশালী হয়। গরুর গোস্ত খেলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, চা পান করলে শরীরের শীতলতা দূর হয়। খাদ্যের প্রকৃতি যেমন হবে খাদ্যের ক্রিয়াও তদানুরূপ হবে অর্থাৎ খানার প্রভাব শরীরের উপর ক্রিয়াশীল। হালাল প্রাণীর গোস্ত খাওয়া মানুষের আমল আখলাকে যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনিভাবে হিংস্র প্রাণীর গোস্ত খেলে মানুষের স্বভাব চরিত্রের মধ্যে হিংস্রতা এসে যায়। তাছাড়া হিংস্র প্রাণীর গোস্ত মানবস্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর।

রক্ত পানের নিষেধাজ্ঞা মানার সুফল ঃ প্রাণীর দেহ থেকে রক্ত নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমাট বেঁধে যায়। পাকস্থলী উক্ত রক্ত হযম করতে না পেরে মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়। এমন কি পাকস্থলীর অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যকেও হযম অযোগ্য করে দিয়ে শরীরে কুপ্রভাব ফেলে। রক্তপান হিংস্র প্রাণীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের স্বভাব চরিত্রে হিংস্রতা নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

আল্লহ্ রব্বুল ইয্যত কুরআন মজীদে সূরা বাকারা এর মধ্যে ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْامِنْ طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْالله اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ-اِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِوَمَااُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ الله.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! পবিত্র খাদ্য খাও, যেগুলো আমি তোমাদেরকে খাদ্য হিসাবে দিয়েছি; আর আল্লহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করো যদি তোমরা প্রকৃত ইবাদতকারী হও। হারাম করা হয়েছে তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং যেসব জন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য নামে উৎসর্গ করা হয়। *(২য় সূরা বাকারা ১৭২-১৭৩নং আয়াত)*

মৃত জীবজন্তুর গোস্ত না খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, মরে যাওয়া জীবজন্তুর শরীরের সমস্ত রক্ত জীবদেহেই থেকে যাওয়ার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়। ফলে হাজার হাজার জীবাণু সৃষ্টি হয়ে খুব দ্রুত গোস্তে ছড়িয়ে পড়ে গোস্তকে জীবাণুযুক্ত করে ফেলে যা খাওয়া মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এজন্যই মরা জীবজন্তুর গোস্ত না খাওয়ার হুকুম এসেছে।

✍ কোনো রোগী বছরের পর বছর-ও যদি বিছানায় মুমূর্ষু অবস্থায় থেকে থাকলেও তার শরীর ফুলে দুর্গন্ধ বের হয় না কিন্তু কোনো মানুষ মারা গেলে ৮/১০ ঘন্টার মধ্যে ফুলে দুর্গন্ধ বের হয়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মৃত জীবজন্তুর গোস্ত মানবস্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর। এজন্যই মৃত জীবের গোস্ত খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।

কুকুর হত্যা ঃ

📖 ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) ----- ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) কুকুর হত্যা করতে হুকুম দিয়েছেন। তবে শিকারী কুকুর, বকরী পাহারাদানের কুকুর অথবা অন্য জীবজন্তু পাহারা দেয়ার কুকুর ব্যতীত। অতঃপর ইবনে উমরের নিকট বলা হলো যে, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-তো ক্ষেত পাহারার কুকুরের কথাও বলে থাকেন। ইবনে উমার (রাযিঃ) বললেন, আবূ হুরায়রার ক্ষেত আছে। *(মুসলিম ইফাবা সেন্টে-৯২, ৫ঃ৪০০ঃ৩৮৭৪)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আবূ খলফ ও ইসহাক ইবনে মানসূর (রহঃ) ----- জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) কুকুর হত্যা করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর কোনো বেদুঈন নারী তার কুকুরসহ আগমন করলে আমরা তাও হত্যা করে ফেলতাম। পরে নবীজী (সাঃ) তা হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, চোখের উপর সাদা দুই টিকাবিশিষ্ট ঘন কৃষ্ণ বর্ণের কুকুর তোমরা হত্যা করো। কেননা উহা হলো শয়তান। *(মুসলিম ইফাবা সেন্টে-৯২, ৫ঃ৪০১ঃ৩৮৭৫)*

📖 ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) ----- ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করে যা গৃহপালিত জীবজন্তু

www.pathagar.com

পাহারাদানের জন্য নয় কিংবা শিকার করার জন্যেও নয়, তাহলে প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত করে কমতে থাকবে। *(মুসলিম ইফাবা সেপ্টে-৯২, ঃঃ৪০২ঃ৩৮৭৮/বুখারী ইফাবা মে-৯২, ঃঃ৪৩৯ঃ৩০৮২ অনুরূপ/মার্চ-৯৪, ৯ঃ৯২৫ঃ৪৯৭২)*

কুকুর হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ কুকুরের স্বভাব এতো খারাব প্রকৃতির যে, কুকুর নিজেই নিজের মলদ্বার শুকতে থাকে। তাজা গোস্তের চে' মরা গোস্ত বেশি পছন্দ করে। কুকুরের গোস্ত খেলে কুকুরের স্বভাব-প্রকৃতি মানুষের মধ্যে এসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কুকুরের গোস্ত খাওয়া মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় কুকুরের গোস্ত হারাম করা হয়েছে।

✍ হকের দাওয়াত না দিলে খাওয়া-দাওয়া, লেবাস-পোশাক, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিতে বাতেলের মহাব্বত করবে; এসবকিছুতে বাতেলকে এখতিয়ার করবে যদিও সে নামায আদায় করে, রোযা রাখে, হজ্জ করে ও যাকাত দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ব্যবসার দ্বারা যিন্দেগী চালাতে চায় সে সর্বহালতে ব্যবসা করে; যদিও ঝড়-বৃষ্টি, রোগ-শোক এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি সুন্নাতী যিন্দেগী চালাতে চায় তাকেও সর্বহালতে ঈমানী মেহনত, দাওয়াতের মেহনত করতে হবে।

শুকর হারাম হওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ রোদে দাঁড়ালে যেমন শরীর উত্তাপ হয় তেমনিভাবে ঘরের মধ্যে থাকলে ঠান্ডা অনুভূত হয় অর্থাৎ পরিবেশের প্রভাব তার উপর পড়ে। খাদ্যের প্রকৃতি যেমন হয় খাদ্যর ক্রিয়াও তদানুরূপ হয়। ঠান্ডা পানীয় পান করলে মন-মেজাজ ও স্নায়ুগুলি ঠান্ডা হয়ে যায়। মধু সেবন করলে শরীর, মন-মস্তিষ্ক সবল ও শক্তিশালী হয়, চা-কফি পান করলে তাৎক্ষণিকভাবে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। গরুর গোস্ত খেলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ খানার প্রভাব শরীরের উপর ক্রিয়াশীল। শুকর ঘৃণিত প্রাণীকুলের অন্তর্গত। মরা-পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস শুকরের খাদ্য। কুস্বভাবের পশুর গোস্ত ভক্ষণ করলে তাদের শরীর ও মন কুস্বভাবের হতে বাধ্য। শুকর এমন এক জীব যার কাম, ক্রোধ ও লোভ অত্যাধিক। শুকরের গোস্ত খেলে শুকরের অনুরূপ কাম-প্রবৃত্তি জাগবে। কাম-প্রবৃত্তি বেশি হলে, ন্যায়-অন্যায় বিচারের যোগ্যতা তার থাকে না। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, শুকরের গোস্ত ও চর্বি সহজে পরিপাক হয় না বিধায় শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না; ফলে উহা রক্তের সঙ্গে থেকে রক্তে কোলিস্টোল (Cholesterole) বেড়ে যাওয়ায় রক্তবাহী ধমনী সংকীর্ণ হয়ে রক্ত সঞ্চলনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে প্যারালাইসিস ও মানসিক রোগব্যাধি দেখা দেয়। এ ছাড়াও ট্রাইকিনসিস, হাঁপানী, এলার্জী, শারীরিক অসুস্থতা ও যৌন অক্ষমতা রোগ হয়।

✍ দাওয়াত জারী থাকলে মুসলমানদের মধ্যে ফরযের গুরুত্ব আসবে, সুন্নাতের গুরুত্ব আসবে, মুস্তাহাবের গুরুত্ব আসবে; দ্বীন একজন থেকে অন্যজনের কাছে পৌঁছাবে, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে পৌঁছাবে, একদেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছাবে কিন্তু দাওয়াত চালু না থাকলে দ্বীন যেখানে ছিল সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। মানুষ যে লাইনে মেহনত করে সে লাইনের হাকীকৃত তার সামনে খুলতে থাকে, তেমনিভাবে মুসলমান যখন সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারের মেহনত করবে তখন সুন্নাতের হাকীকৃত তার সামনে খুলতে থাকবে। সুন্নাত খিলাফের অপকারিতা তার সামনে আসতে থাকে, যা দেখে সে সঠিক পথে চলতে পারবে।

www.pathagar.com

হালাল জীবজন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লহ্ তাআলার নাম উচ্চারিত করা

আল্লহ্ জাল্লা শানুহুর কুরআন মজীদে সূরা আনআম এর মধ্যে ইরশাদ করেন,

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بايته مؤمنين.

অর্থ ঃ "যবেহ্ করার সময় যে জন্তুর উপর আল্লহ্ তাআলার নাম উচ্চারিত হয়, তা খাও যদি তোমারা তাঁর আয়াতসমূহে বিশ্বাসী হও?" *(৭ম সূরা আনআম ১১৮নং আয়াত)*

হালাল জীবজন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লহ্ তাঁআলার নাম উচ্চারিত করার হিকমত ঃ সূর্যের আলোতে আয়না আলোকোজ্জ্বল হয় এবং আয়নার মধ্যে সূর্যকিরণের প্রতিবিম্ব ঘটে। সূর্য প্রভাব বিস্তারকারী এবং আয়না প্রভাব গ্রহণকারী। সূর্য ছাড়া যেমন আয়নার মধ্যে যে আলো আসে এবং কাঁচের মধ্যে যে প্রজ্জ্বলন ক্ষমতার সৃষ্টি হয়, উহার প্রকাশ ঘটবে না। অপরদিকে তেমনি আয়না না থাকলে আলো বিকিরণের প্রকাশ ঘটবে না। *(যুক্তির আলোকে ইসলামের বিধান ২২৯ পৃঃ মাওঃ ধ্বনভী রহঃ বঙ্গঃ হাফেয মাওঃ মুজীবুর রহমান)*

✍ সুন্নাতের হুকুম শুধুমাত্র নামায আদায়কালীন সময় আসে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হুযূর আকরাম (সাঃ) কিভাবে করেছেন সেই মোতাবেক কাজ করাটাই হচ্ছে নবীর সুন্নাত। সাহাবীদের যিন্দেগী দেখে দেখে আর মাস্‌জিদে নববীর পরিবেশ দেখে বিধর্মীগণ ইসলামী যিন্দেগী গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করত। আমরা মুসলমানগণ যদি হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার না করি তবে বিধর্মীগণ ইসলামী যিন্দেগী গ্রহণের পরিবর্তে ইসলামী যিন্দেগী থেকে দূরে সরবে। মুসলমানগণ যখন চব্বিশ ঘন্টার যিন্দেগী হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সুন্নাত মোতাবেক কাটাবে, তখন তার যিন্দেগীই হবে ইসলামের নমুনা। যার যিন্দেগী দেখে যতো মানুষ সুন্নাতের উপর আমল করবে, সমস্ত আমলের একটা অংশ ঐব্যক্তি পাবে, যার যিন্দেগী দেখে অন্যান্যরা তাদের যিন্দেগীতে সুন্নাতের আমল চালু করেছে।

মোরগের গোস্ত আহার ঃ

📖 হাম্মাদ (রহঃ) ----- আবূ মূসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে মোরগের গোস্ত আহার করতে দেখেছি। *(তিরমিযী ইফাবা-৯২, ৪ঃ৩১৯ঃ১৮৩৪)*

হাঁস-মুরগীর গোস্ত হালাল হওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত ভক্ষণ মানুষের মন মেজাজের উপযোগী ও উপকারী সেসব প্রাণীর গোস্ত ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে। খাদ্যের প্রকৃতি যেমন হয় মানুষের উপর এর প্রভাবও তেমন পড়ে।

গরুর গোস্তের উপকারীতা ঃ গোরুর গোস্তে প্রচুর পরিমাণে নিকোটিনিক এসিড থাকে যার অভাবে বিভিন্ন চর্মরোগ হয়। ইহা স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য।

সুন্নাত তরিকায় যবেহ্ ঃ

📖 আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- শাদ্দাদ ইবনে আওস (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) থেকে আমি দু'টি কথা স্মরণ রেখেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে তোমার উপর ইহ্সান অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন

www.pathagar.com

কতল করবে, দয়ার্দ্রতার সাথে কতল করবে; আর যখন যবেহ্ করবে দয়ার সাথে যবেহ্ করবে। তোমাদের সকলেই যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং যবেহ্কৃত জন্তুকে কষ্ট না দেয়। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৪, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৩৪পৃঃ ৪৮৯৬নং হাদীস)*

হালাল প্রাণী সুন্নাত তরিকায় যবেহ্ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ জীবের রক্তে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ও বর্জ পদার্থ থাকে, যা সুন্নাত তরিকাতে যবেহ্ করার দরুন গলার সামনের বড় রগ ও ধমনিগুলি কেটে যাওয়ার কারণে শরীরের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে আসে। এছাড়া যবেহ্র দরুন প্রাণীর পাশুলি নাড়াচড়া ও ছটফট করার কারণে সমস্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত জীবাণু ও অবশিষ্ট সকলপ্রকার বর্জপদার্থ (মলমূত্র ব্যতীত) রক্তের সহিত বেরিয়ে আসে; ফলে উক্ত রোগ-জীবাণু মাংসপেশী, অস্থি, অস্থিমজ্জা, চর্বি ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায় না। কিন্তু সুন্নাতের খিলাফ যে কোনো নিয়মে যবেহ্ করলে উক্ত প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে জীবাণু ও অন্যান্য বর্জপদার্থ থেকে যায়, যা গোশ্ত ও চর্বির সাথে মিশে জটিল রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

কুকুর চাটা পাত্র মাটি দ্বারা ঘষে ধোয়া ঃ

📖 মূসা ইবনে ইসমাঈল ----- আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাঃ) বলেছেন, কুকুর কোনো পাত্রে লেহন (জিহ্বা দ্বারা চাটা) করলে তা সাতবার ধৌত করো। ৭ম বার মাটি দ্বারা (ঘর্ষণ করতে হবে)। *(আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯০, ১ঃ৩৮ঃ৭৩/মুয়াত্তা মালিক ইফাবা সেপ্টে-৮২, ৯১পৃঃ ৭৮নং হাদীস)*

📖 আহমদ ইবনে ইউনুস ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কারো পাত্রে কুকুর যদি মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে জিহ্বা দিয়ে পানি পান করে তাহলে তা সাতবার পাক করতে হবে, তার মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা (ঘষে ধুবে)। *(আবু দাউদ বঙ্গঃ জুন-৯০, ১ম খণ্ড ৪৬-৪৭পৃঃ ৭১নং হাদীস/নাসাঈ ডিসে-২০০০, ১ঃ২০১ঃ৩৪০ রাবী ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম)*

📖 মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আলা সানআনী (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য শিকার ও ছাগ-পালের পাহারাদারীর জন্য কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে, কোনো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধৌত করতে করবে এবং ৮ম বারে মাটি দিয়ে মেজে নেবে। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ম খণ্ড ৭৬পৃঃ ৬৭নং হাদীস/সাহাবী মু মুসা বঙ্গঃ জুলাই-২০০১, ১ঃ৬১ঃ৫৭)* **ব্যাখ্যা ঃ** আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) এর বর্ণনার তুলনায় তার বর্ণনায় অধিক সংখ্যক বার ধৌত করার কথা উল্লেখ আছে। তাই কম সংখ্যকের চেয়ে অধিক সংখ্যকের উপর আমল করা উত্তম।

কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র মাটি দ্বারা ঘষে ধোয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, কুকুরের মুখের লালা খুবই বিষাক্ত। ছয়বার পানি দ্বারা ধৌত করার পরও পাত্রে জীবাণু থেকে যায়, যা মাটি দিয়ে না ধুলে জীবাণুমুক্ত হয়না। কারণ মাটিতে জীবাণু বিধ্বংসী (এমোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl বা মাটির লবণাক্ততা) রয়েছে যা কুকুরের মুখের

www.pathagar.com

লালার বিষাক্ত জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এজন্যই রাসূল (সাঃ) কুকুর চাটা পাত্র ছয়বার পানি দিয়ে ধৌত করার পরও মাটি দিয়ে ঘষে ধৌত করার হুকুম দিয়েছেন।

যব ও মোটা আটা ঃ

📖 সাহল ইবনে সাদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তাকে বলা হলো রাসূল (সাঃ) কখনও ময়দার রুটি খেয়েছেন কি ? তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) আল্লহ্ তাঁআলার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কখনও ময়দা দেখেননি। তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূল (সাঃ) এর যমানায় আপনাদের নিকট চালুনী ছিল কি ? তিনি বলেন, সেকালে আমাদের নিকট চালুনী ছিলনা। তাকে বলা হলো, তাহলে আপনারা যবের রুটি কিরূপে তৈরী করতেন ? তিনি বলেন, যবের আটায় আমরা ফুৎকার দিতাম, এতে যা যাওয়ার তা উড়ে যেত, তারপর আমরা আটাকে খামির করে নিতাম। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ১০৭পৃঃ ১৪৬নং হাদীস/ বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ৯০পৃঃ ৪৯০৬নং হাদীস/তিরমিযী/নাসাঈ)*

📖 রাসূল (সাঃ) মাঝে মাঝে গমের রুটিও খেয়েছেন। *(খাসায়েলে নববী)*

যব ও মোটা আটার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, যব ও মোটা আটা একপ্রকার বলবর্ধক খাদ্য যা আমাশয় ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের প্রতিষেধক। আটার ভূষিতে রয়েছে আটার চে' বেশি ভিটামিন। আটা খুব মিহিন করে পিষলে এ ভিটামিনের আর অস্তিত্ব থাকে না। এ কারণেই হুযূর (সাঃ) মোটা আটার রুটি খেতেন।

খেজুরের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ 📖 হাদীসে আছে, উৎকৃষ্ট মানের সাতটি খেজুর খেলে এক ওয়াক্তের খানা খাওয়ার কাজ হয়। অর্থাৎ খানার মধ্যে যেমন কার্বোহাইড্রেটসহ অন্যান্য বহু উপাদান থাকে, সাতটি খেজুরের মধ্যে সেগুলো-তো আছেই আরও আছে ফলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। *(ফাকেহাতাওঁয়া আবদা/তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন আমপাড়া ২ড ৮৩পৃঃ)*

📖 রাসূল (সাঃ) বলেন, নেফাসের মধ্যে নারীদের খাদ্য তালিকায় যখন তাজা খেজুর অথবা শুকনা খেজুর থাকে, তখন তার সন্তান হয় অত্যন্ত সহনশীল। *(নুযহতুল মাজালিস ২য় খন্ড)*

গর্ভবতী নারীদেরকে গর্ভাবস্থায় খেজুর খাওয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গর্ভবতী নারীদেরকে গর্ভাবস্থায় লৌহের স্বল্পতা পূর্ণ করার জন্য আয়রন ক্যাপসুল সেবন করানো হয়। ডাঃ নিকস ক্লোর গবেষণায় দেখেছেন যে, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতিদিন একটি করে খেজুর খাওয়ালে গর্ভবতীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং বাচ্চার শরীরেও শক্তি বৃদ্ধি পায়। যে সমস্ত গর্ভবতী নারীরা খেজুর খান তাদের গর্ভজনিত সকল জটিলতা দূর হয়ে যায় এবং গর্ভপাতের আশঙ্কা কমে যায়। *(সায়েন্স অ্যাওর ওয়ান্ড)* খেজুর শ্বেতসার (Carbohydrate) জাতীয় খাদ্য। ইহা পুষ্টিসাধন, কর্মশক্তি আনায়ন ও শরীরে তাপ সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

তরল খাদ্যদ্রব্যে মাছি পড়লে ডুবিয়ে ফেলে দেয়া ঃ

📖 হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন,

اذا وقع الذباب فى اناء احدكم فليغسمه ثم ليطرحه فـان فى احد جناحيه شفاءً وفى الاخر داءً

অর্থাৎ তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়ে গেলে উহাকে ঐ পাত্রে ডুবিয়ে বের করে দিবে। কেননা উহার এক ডানায় উপশম ও অপর ডানায় রোগ রয়েছে। অপর হাদীসে আছে, মাছি রোগ-জীবাণু বহনকারী ডানাটিই পাত্রে ডুবিয়ে দেয়। *(সুনানে মাজাহ্/মুসলিম/ যাদুল মাআদ)*

📖 খালিদ ইবনে মাখলাদ (রহঃ) ----- উবাইদ ইবনে হুনায়ন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলতে শুনেছি যে নবীজী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা কারো পাত্রে মাছি পড়লে তাকে ডুবিয়ে দেবে। তারপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় থাকে রোগ-জীবাণু আর অপর ডানায় থাকে উহার প্রতিষেধক। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯১, ৫ম খন্ড ৪৩০পৃঃ ৩০৭৮নং হাদীস)*

তরল খাদ্য-দ্রব্যে মাছি পড়লে ডুবিয়ে ফেলার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ

আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, মাছির বাম ডানায় বিষ আর ডান ডানায় বিষনাশক ঔষধ রয়েছে। সুবহান্নাল্লাহ্ রাসূল (সাঃ) কত বড় চিকিৎসক ! চৌদ্দশ' বছর পর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান রাসূল (সাঃ) এর বাণীর সত্যায়ন করল। রাসূল (সাঃ) জ্ঞানের ভান্ডার উন্মোচন করে বিশ্ব মনীষীদের চলার পথ সুগম করলেন।

✍📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবীজী (সাঃ) নজ্দ দেশের প্রতি একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা ছুমামা ইবনে উছাল নামক তথাকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসলো এবং (নবীজীর আদেশে) তাকে মাস্জিদে নববীর খুঁটির সহিত বেঁধে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ছুমামা ! তোমার ধারণা কি ? সে উত্তর করল আমার ধারণা ভালোই (যে, আপনি কোনোপ্রকার জুলুম-অত্যাচার করবেন না)। যদি আপনি আমাকে মেরে ফেলেন তবে স্মরণ রাখবেন এর প্রতিশোধের চেষ্টা করা হবে; আর যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাবেন। আর যদি আমার নিকট হতে ধন আদায়ের ইচ্ছা করে থাকেন তবে যতো ইচ্ছা আপনি বলুন, আমি উহা দিয়ে দিব। ঐদিন তাকে বাঁধা অবস্থায়ই রেখে দেয়া হলো। পরদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে পুনরায় ঐ প্রশ্ন করলেন। সে উত্তর করল, আমি পূর্বে যা বলেছি আজও তাই বলছি। অর্থাৎ যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন, তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাবেন। এই দিনও তাকে পূর্বাবস্থায় রাখা হলো। তৃতীয় দিনও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ঐ প্রশ্ন করলেন। এবারও সে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ করলেন। ছেড়ে দেওয়া হলে পর সে মাস্জিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে চলে গেল এবং সেখানে গোসল করে মাস্জিদে ফিরে আসলো ও ইসলামের কলেমা পড়ল এবং বললো, হে মুহাম্মাদ (সাঃ) ! আমার নিকট দুনিয়াতে কোনো বস্তু

www.pathagar.com

আপনার চে' অধিক ঘৃণিত ছিল না কিন্তু এখন একমাত্র আপনিই সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। কোনো ধর্ম আপনার ধর্ম হতে অধিক ঘৃণিত ছিল না কিন্তু এখন আপনার ধর্মের তুল্য প্রিয়ধর্ম আর নেই। আপনার দেশের চে' অধিক ঘৃণিত দেশ আর ছিল না কিন্তু এখন আপনার দেশের চে' প্রিয় দেশ আর নেই।

আমি ওমরা করতে মক্কা যাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় আপনার সৈন্যদল আমাকে নিয়ে এসেছিল। সেই ওমরার বিষয় আপনার আদেশ কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ ঘোষণাপূর্বক তাকে ওমরা করার পরামর্শ দিলেন। সে মক্কা আসলে পর কোনো ব্যক্তি তাকে বললো, তুমি ধর্মত্যাগী হয়েছো ? উত্তর করল, না না, আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাতে মুসলমান হয়েছি। আমি শপথ করে ঘোষণা দিতেছি, মক্কাবাসীগণ (আমার দেশ) ইয়ামামা হতে একদানা খাদ্যও আর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুমতি ব্যতিরেকে পাবে না। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ১ম খন্ড ২৭৩-২৭৪পৃঃ ৩০১নং হাদীস ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ২৩ঃ৪০২০)* দ্বীন কবূল করার কারণে সবচে' ঘৃণিত ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছে। সর্বাধিক ঘৃণিত ধর্ম প্রিয় ধর্মে পরিণত হয়েছে, সবচে' ঘৃণিত দেশ সবচে' প্রিয় দেশে পরিণত হয়েছে। আল্লহ্ রব্বুল ইয্যত আমাদেরকেও রাসূল (সাঃ) এর প্রতিটি সুন্নাতকে সর্বাধিক প্রিয়বস্তুতে পরিণত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

নবীজীর খানা ঃ

📖 হুঁযূর (সাঃ) দুধ ও মাছ, দুধ ও যে কোনো টক জাতীয় খাবার এবং দুই গরম জাতীয় খাবার কখনও একত্রে ভক্ষণ করতেন না। দুই রকম ঔষধ, দুই তৈলাক্ত খাবার কখনও একত্রে খেতেন না। দুই বিপরীত জাতীয় জিনিস কাঠিন্য ও নরমকারী, একটি দ্রুত হযমশীল ও অপরটি বিলম্বে হযমশীল, ভূণা ও সাধারণ রান্না খাবার, একটি তাজা ও অপরটি বাসি খাবার একত্রে খেতেন না। এছাড়া তীব্র গরম খানা ও চাটনী তিনি খেতেন না। *(যাদুল মাআদ ২য় খন্ড -আল্লামা ইবনুল কাইয়্যম)*

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক ঃ 📖 ইসহাক ইবনে মূসা আনসারী (রহঃ) ----- আবূ কাতাদার পুত্রবধু কাবশা বিন্তে কাব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ কাতাদা (রাযিঃ) একবার তার কাছে এলেন। কাবশা বলেন, আমি তার উযূর পানি ঢেলে দিলাম। তিনি আরো বলেন, এমন সময় একটি বিড়াল এসে পানি পান করতে শুরু করল। আবূ কাতাদা বিড়ালটির জন্য পানির পাত্রটিকে কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করল। তিনি আমাকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি এতে বিস্ময় প্রকাশ করছো ! বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয় কারণ বিড়াল তো তোমাদের আশে-পাশেই ঘোরাফেরা করে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৪, ১ম খন্ড ৮৭পৃঃ ৯২নং হাদীস/আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ১ঃ৩৯ঃ৭৫ অনুরূপ/নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ঃ৭৬-৭৭ঃ৬৮/তাহাবী মুঃ মূসা বঙ্গঃ জুলাই-২০০১, ১ঃ৫১-৫২ঃ৬৭)* **বিঃ দ্রঃ** হানাফী মাযহাব মতে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক তবে মাকরূহ।

www.pathagar.com

পানীয় সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত হাদীস ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ঃ৩০৬ঃ২৯৮৯)*

সোনা রূপার পাত্রে পানীয় পান না করা। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃজুন-৯২ ৪ঃ৩৪৫ঃ১৮৮৪)*

মশকের মুখ উল্টে ধরে তা পান না করা। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৩৫০ঃ১৮৯৬)*

পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়া। *(বুখারী আঃ হক ৬ঃ৩০৫ঃ২৯৭৫)*

নবীজী পাত্রে শ্বাস ফেলতে ও ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৩৫০ঃ১৮৯৪)*

নবীজী (সাঃ) পাত্রে কিছু পানের সময় তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন এ হলো অধিক স্বাচ্ছন্দবোধক ও তৃপ্তিদায়ক। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৩৪৮ঃ১৮৯০)*

পানি দেখে পান করা। *(বুখারী ২ঃ৮৪৯/মুসলিম ২ঃ১৮৩/তিরমিযী ২ঃ৪)*

রাসূল (সাঃ) এর কাছে অধিক প্রিয় পানীয় ছিল ঠান্ডা ও মিষ্টি শরবত। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৩৫৩ঃ১৯০৯)*

রাসূল (সাঃ) এর নিকট একটি কাঠের পেয়ালা ও একটি কাঁচের পাত্রও ছিল। *(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম)*

রাসূল (সাঃ) মাটির পাত্রও ব্যবহার করতেন। *(মাসুলাতে নববী)*

খুরমা ও কাঁচা খেজুর কিংবা খুরমা ও কিশমিশ একত্রে বেশী সময় ভিজিয়ে না খাওয়া। *(বুখারী আঃ হক ৬ঃ৩০৪ঃ২৯৭৩)*

নবীজী (সাঃ) নবীজ পান করেছেন। *(আবু দাউদ ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৩ঃ১৫৫ঃ২০১৭)*

রাসূল (সাঃ) হযরত জাবির (রাযিঃ) এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলে উক্ত সাহাবী বকরীর দুধ পেশ করলে রাসূল (সাঃ) তা পান করলেন। *(বুখারী আঃ হক ৩ঃ৩০৫ঃ২৯৭৪)*

রাসূল (সাঃ) বলেন, পানীয় পানের সময় তিনবার শ্বাসগ্রহণ করলে উত্তমরূপে তৃপ্তিলাভ হয়, পিপাসা ক্লেশ সত্বর দূর হয় এবং অতি সহজে গলধঃকরণ হয়। *(মুসলিম ইফাবা ডিসে-৯৩, ৭ঃ৪৯ঃ৫১৯৫)*

পানাহার শেষের দুআ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লহ্ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ায়েছেন, পান করিয়েছেন, অধিকন্তু আমাদেরকে মুসলমান দলভূক্ত করেছেন।"

নবীজী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা কেউ উটের মতো পান করবে না বরং দু'বারে বা তিনবারে পান করবে। যখন পান করবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলবে, আর যখন পান করে উঠবে তখন 'আল-হামদু লিল্লাহ্' বলবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৪৮পৃঃ ১৮৯১নং হাদীস)*

www.pathagar.com

পানীয় সম্পর্কিত হাদীস ঃ

সোনা রূপার পাত্রে পানীয় পান না করা ঃ

📖 যায়িদ ইবনে ইয়াযীদ আবূ মাআন রুক্কাশী (রহঃ) ----- উম্মু সালমা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্যের খচিত পাত্রে পান করে সে কেবল তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৮৯পৃঃ ৫২১৪নং হাদীস)*

📖 মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (রহঃ) ----- মুহাম্মাদ ইবনে জাফর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন হুযায়ফা (রাযিঃ) পানি পান করতে চাইলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি রূপার পাত্রে তার কাছে পানি নিয়ে এলো। তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আমি এ থেকে তাকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম কিন্তু সে এ থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করেছে। রাসূল (সাঃ)-তো সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে ও রেশম ও দীবাজ (একপ্রকার রেশম) এর কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এতো তাদের জন্য (কাফিরদের জন্য) হলো দুনিয়াতে, আর তোমাদের জন্য হলো আখিরাতে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৪৫পৃঃ ১৮৮৪নং হাদীস/বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ৯৫-৯৬ঃ২৯৩৩)*

📖 হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, তোমরা চিকন বা মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করো না এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে কিছু পান করো না এবং উহার বর্তনে খানা খেয়ো না। কাফিরগণ দুনিয়াতে ঐ সবের দ্বারা ভোগ বিলাস করে, তোমরা আখিরাতে (বিহিশ্‌তে) ঐসব লাভ করবে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ট খন্ড ২৮১পৃঃ ২১১৫নং হাদীস)*

সোনা রূপার পাত্রে পানীয় পান না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ সোনা রূপার পাত্রে পানি ঢাললে পানির নিজস্ব গুণ হারিয়ে বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয় যা মানবদেহে খারাব প্রতিক্রিয়া করে। এসব রাসায়নিকক্রিয়ার জন্যই মহানবী (সাঃ) এ নিষেধ বাণী দিয়েছেন।

✍ নিষেধাজ্ঞা মানার ক্ষতি জানা থাকলেও ঈমানীশক্তি দুর্বল হলে নিষেধাজ্ঞার উপর আমল করা যায় না। আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়ে মুসলমান যখন এসব নিষেধাজ্ঞা মানার অভ্যাস ও দ্বীনের দায়ী (দাওয়াত দেনেওয়ালা) বনে নফ্‌সানী শক্তিকে অনুগত রাখার ঈমানীশক্তি হাসিল করে নিয়ে আসবে, তখন বাড়ীতে এসেও এসব নিষেধাজ্ঞা মানা সহজ হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর রাস্তায় বের হয়ে রাসূল (সাঃ) এর প্রত্যেকটা নিষেধাজ্ঞা মানার অভ্যাস করে দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফিল্টারিং করা পানি পান করা ঃ

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- আবূ সাঈদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) মশকের মুখ উল্টে ধরে তা পান করতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৫০পৃঃ ১৮৯৬নং হাদীস)*

www.pathagar.com

পানির পাত্র সম্পূর্ণ উপুড় না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ নদী, কূপ, নলকূপ ও ঝর্ণার পানিতে দ্রাব্য ও অদ্রাব্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। মশকের পানি কয়েক ঘন্টা স্থিরাবস্থায় রাখলে অদ্রবীভূত পদার্থ বালি, কাঁকর, কার্বনেট, সালফেট, আয়রন প্রভৃতি মশকের পানির নীচে জমা পড়ে তলানী সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পানি অটোমেটিকালি (Automatically) ফিল্টার ও পাতন হয়ে বিশুদ্ধ হয়। ফিল্টারিং প্রক্রিয়ায় পানিতে ভাসমান দ্রব্যগুলি দূরীভূত হয়ে পানি বিশুদ্ধ হয়। এরূপ বিশুদ্ধ পানি পান করতেই নবীজী (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। সুবহানাল্লহ ! রাসূল (সাঃ) কত বড় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী ! আল্লহ্ তাঁআলা আমাদের সবাইকে বাকি যিন্দেগী সুন্নাত মোতাবেক চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা ঃ

📖 আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩০৬পৃঃ ২১৮৯নং হাদীস)*

📖 মুসাদ্দিদ (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) মশকের মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ৯৯৩পৃঃ ৫৯৯৩নং হাদীস ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯:৯৯২:৫৯৯০)*

মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পানিতে অদ্রবণীয় তৈলাক্ত পদার্থগুলো ও ভাসমান পদার্থগুলো পানির উপরে ভেসে থাকে। মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলে, পানির উপরের ভাসমান পদার্থগুলো পানির সঙ্গে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে পাকস্থলীর ক্ষতিসাধন করার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া আয়রন ও অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে যা কিছুসময় পানি স্থিরাবস্থায় থাকলে পানির নীচে তলানীরূপে পড়ে। এজন্যই রসায়নবিদগণ উপর ও নীচের অংশ বাদ দিয়ে মধ্যের অংশ পান করতে নির্দেশ দেন।

✍ মানুষ জন্মের পর থেকে চোখ দিয়ে আসবাব থেকে হওয়া দেখছে, কান দিয়ে আসবাব থেকে হওয়ার কথা শুনছে, মুখ দিয়ে আসবাব থেকে হওয়ার কথা বলছে, মস্তিষ্ক আসবাব থেকে হওয়ার কথা চিন্তা করছে ফলে অন্তরের মধ্যে আসবাবের একীন বসে যাচ্ছে। অন্তরের মধ্যে আসবাবের একীন প্রবেশের রাস্তাগুলো যখন বন্ধ করে জবানের ব্যবহার যখন কলেমা মোতাবেক করব অর্থাৎ মুখে ঈমানের কথাই বলবো; কর্ণের ব্যবহার কলেমা মোতাবেক করব অর্থাৎ কানে শুধুমাত্র কলেমার কথাই শুনব; মস্তিষ্কের ব্যবহার কলেমা মোতাবেক করব অর্থাৎ মস্তিষ্কে ঈমানী কথাই চিন্তা-ভাবনা করব; নজরের দেখা কলেমা মোতাবেক দেখব অর্থাৎ চোখ দিয়ে ঈমানী দেখা দেখব, তখন অন্তরের মধ্যে আল্লহ্ তাআলা আখিরাতের মহাব্বত ঢুকিয়ে দেবেন ফলে রাসূলের সুন্নাতের পাবন্দী করা সহজ হবে।

পানিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা ঃ

📖 নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পানি পান করতে চায়, সে যেন চুমুক দিয়ে পান করে এবং পশুর মতো পানিতে মুখ লাগিয়ে পান না করে, কারণ এতে কলিজা বেদনা হয়। *(বায়হাকী/যাদুল মাআদ)*

www.pathagar.com

পানিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার বৈজ্ঞানিক কুফল ঃ পানিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলে নাক ও মুখ দিয়ে নির্গত দুষিত নিঃশ্বাস পানির সঙ্গে মিশে পানিকে দুষিত করে ফেলে। তাছাড়া দাড়ি ও মোচ পানিতে চুবনী খাওয়ার কারণে দাড়ি ও মোচে লেগে থাকা ধুলাবালি ও ময়লা পানির সঙ্গে মিশে পানিকে দুষিত করে দেয় যা মানবদেহের উপর খারাব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

পানিতে ফুঁক দেয়া ও শ্বাস না ফেলা ঃ

📖 আলী ইবনে খাশরাম (রহঃ) ----- আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) পানীয় বস্তুতে ফুঁকতে নিষেধ করেছেন। জনৈক ব্যক্তি বললো, পাত্রে আবর্জনার মতো পরিলক্ষিত হলে ? তিনি বললেন, তা ঢেলে ফেলে দাও। লোকটি বললো, আমি-তো একশ্বাসে পানি পান করে তৃপ্তি পাই না। তিনি বললেন, তাহলে তোমার মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিবে (এবং শ্বাস ফেলবে)। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৪৯পৃঃ ১৮৯৩নং হাদীস/মুয়াত্তা মুহাম্মদ ইফাবা বঙ্গঃ আগষ্ট-৮৮, ৬৯২ঃ ৯৪৩)*

📖 হযরত আবূ কাতাদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, নবীজী (সঃ) বলেছেন, পানি পান করার সময় কেহ পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়বে না এবং প্রসাব করার সময় প্রসাবাঙ্গ ডানহাতে স্পর্শ করবে না এবং ডানহাতে ইস্তিঞ্জা করবে না। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩০৫পৃঃ ২১৭৫নং হাদীস, ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ৯৯৪ঃ৫৯১৫)*

📖 ইবনে আবূ উমার (রহঃ) ----- আবূ কাতাদা (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) পাত্রের ভিতর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম ইফাবা ডিসে-৯৩, ৭ঃ৪৯ঃ৫৯১৩)*

📖 ইবনে আবূ উমার (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী পাত্রে শ্বাস ফেলতে ও ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৫০পৃঃ ১৮৯৪নং হাদীস/মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ৪৯ঃ৫৯১৩ অনুরূপ)*

পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়া ও ফুঁক না দেয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গত হয় যা পানির সঙ্গে মিশে

পানি + কার্বন ডাই-অক্সাইড = কার্বনিক এ্যাসিড

অর্থাৎ $H_2O + CO_2 = H_2CO_3$ তৈরী হয়।

কার্বনিক এ্যাসিড অম্লধর্মী (Acidic) যা পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর। এটা কার্বনেট ও বাই-কার্বনেট তৈরী করতে পারে।

এছাড়াও পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে যে কোনো মুহূর্তে পানি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে শ্বাস আদান-প্রদানে বিঘ্ন ঘটতে পারে। মানুষের নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহাভ্যন্তরের দুষিত বায়ু বের হয়। পানি বা খাদ্যদ্রব্যে ফুঁক দিলে দেহাভ্যন্তরের দূষিত বায়ু পুনরায় দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগব্যাধি সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। স্বচ্ছ ও সতেজ বায়ু সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরী বিধায় রাসূল (সাঃ) পানি বা খাদ্যদ্রব্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।

www.pathagar.com

আজ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ যেসব স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ক তত্ত্ব প্রকাশ করছেন, তা আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই নবীজী (সাঃ) বলে গেছেন।

📖 হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, একবার জুমুআর দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন, বললেন, তোমরা বসো। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিঃ) ইহা শুনলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাসজিদের দরজায় বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহা দেখলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ! আগাইয়া আসো। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ বঙ্গঃ ২য় খন্ড ২৬৯পৃঃ ১৩৩৪নং হাদীস/আবু দাউদ)* সাহাবায়ে-কিরাম রাসূল (সাঃ)কে কিরূপ মহাব্বত করতেন আর কিরূপ মান্য করতেন তা উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায়।

✍ ইসলামের আকীদা কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র বিশ্বাস যখন মুসলমানের মন মগজে কায়েম হয়ে যায় তখন মনের মধ্যে তারই (ইসলামের) আধিপত্যকে স্বীকার করে নেয় এবং সুদূরপ্রসারী এ বিশ্বাস জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমল-আখলাক, আচার-ব্যবহার, চরিত্র, লেনদেন, মোয়ামালাতের মাধ্যমে অর্থাৎ তার সবকিছুতেই আকীদা-বিশ্বাস জীবন্তরূপ নিয়ে ফুটে উঠে। আকীদা-বিশ্বাস যখন নিশ্চিত হয়ে যায় অর্থাৎ অন্তরে যখন একমাত্র আল্লাহ্র প্রভুত্বই স্থান পায়, তখন অন্তর ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করার কারণে মনের মধ্যে শক্তি পাওয়া যায়।

উটের মতো পানীয় পান না করা ঃ

📖 আবূ কুরায়ব (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা কেউ উটের মতো পান করবে না বরং দু'বারে বা তিনবারে পান করবে। যখন পান করবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলবে, আর যখন পান করে উঠবে তখন 'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলবে। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৩৪৮ঃ১৮৯১)*

📖 হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি দেখেছেন নবীজী (সাঃ) একঢোক পানিপান করে থামলেন এবং 'বিস্‌মিল্লাহ্' বললেন। তারপর একঢোক পানিপান করে থামলেন। এভাবে তিনবার 'বিস্‌মিল্লাহ্' বললেন এবং পানিপান শেষ করলেন। সর্বশেষ আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন অর্থাৎ 'আল-হামদুলিল্লাহ্' পড়লেন। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গঃ অক্টো-৯৪, ৩০৬পৃঃ ৬৬৮নং হাদীস)*

ঢক-ঢক করে পান না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ ঢক-ঢক করে পানি পান করলে পানি খাদ্যনালী থেকে শ্বাসনালীতে ঢুকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে মৃত্যুর কারণও হতে পারে। এজন্য ধীরে ধীরে চুষে চুষে পানি পান করলে মুখের মধ্যে ও দাঁতের ফাঁকে যেসব খাদ্যকণা লেগে থাকে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। পানীয় পানের সময় মুখের অভ্যন্তরে পানির সঙ্গে কোনো কিছু অসাবধানতা বশতঃ চলে গেলে তা ঠোঁটের সঙ্গে বেধে যায় অথবা মুখের মধ্যে তা অনুভূত হয় যাদ্দরুন তা ফেলে দেয়া সহজতর হয়।

তিনশ্বাসে পানি পান করা ঃ

📖 কুতায়বা ও ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নবীজী (সাঃ) পাত্রে কিছু পানের সময় তিনবার শ্বাস নিতেন

www.pathagar.com

এবং বলতেন এ হলো অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধক ও তৃপ্তিদায়ক। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৪৮পৃঃ ১৮৯০নং হাদীস)*

📖 ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ও শায়বান ইবনে ফাররূখ (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পান করার সময় রাসূল (সাঃ) তিনবার শ্বাসগ্রহণ করতেন এবং বলতেন, এতে উত্তমরূপে তৃপ্তিলাভ হয়। পিপাসার ক্লেশ সত্বর দূর হয় এবং অতি সহজে গলধঃকরণ হয়। আনাস (রাযিঃ) বলেন, পান করার সময় আমিও তিনবার শ্বাসগ্রহণ করে থাকি। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৪ ৯পৃঃ ৫৯১৫নং হাদীস)*

📖 আবূ কুরায়ব (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা কেউ উটের মতো পান করবে না বরং দু'বারে বা তিনবারে পান করবে। যখন পান করবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলবে, আর যখন পান করে উঠবে তখন 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৪৮পৃঃ ১৮৯১নং হাদীস)*

তিনশ্বাসে পানি পান করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পানি খুব দ্রুতবেগে পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে হার্ট ও লাঙ্গের ক্ষতি হয় এমনকি নাড়ীভুড়ি উল্টেপাল্টে যেতে পারে। এজন্যই নবীজী (সাঃ) তিনশ্বাসে পানীয় পানের হুকুম দিয়েছেন। *(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ৯২৩পৃঃ বঙ্গঃ মাওঃ হাবীবুর রহমান)* একশ্বাসে পানি পান করলে হঠাৎ দম (শ্বাস) আটকে যেতে পারে বা পাকস্থলীর ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এজন্য তিনশ্বাসে পানিপান করা যুক্তিসঙ্গত ও সুন্নাত।

✍ যেখান থেকে মানুষের ঈমান নষ্ট হয় সেখান থেকে মানুষ কষ্ট পায়। ব্যবসা থেকে মানুষ ঈমান নষ্ট করলে ব্যবসা থেকে কষ্ট পায় কারণ ব্যবসাকে সে রব বানিয়ে নেয়। চাকরী থেকে ঈমান নষ্ট করলে চাকরী থেকে কষ্ট পায় কারণ চাকরীকে সে রব বানিয়ে নেয়। হুযূর (সাঃ) এর সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা-মহাব্বত দিলের মধ্যে না থাকলে সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারের ক্ষেত্রে সে কষ্ট পায়। হুযূর (সাঃ) প্রতি ভালবাসা অনুপাতে ঈমানীশক্তি সঞ্চার হয়। সাহাবায়ে-কিরাম রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার দ্বারা এমন ঈমানীশক্তি অর্জন করেছিল যে, সমস্ত দুনিয়া তাঁদের সম্মুখে নতশির হয়েছে।

পানি দেখে পান করা ঃ

📖 বড় পাত্রের মধ্যে যদি নজরে না আসে তাহলে তাতে মুখ লাগিয়ে পান না করা কারণ তাতে কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর বস্তু থাকতে পারে যা পানকারীর জন্য ক্ষতিসাধন করতে পারে। *(বুখারী ২:৮৪৯/মুসলিম ২:১৮৩/তিরমিযী ২:৪)*

পানি দেখে পান করার সুফল ঃ ইংল্যান্ডে এক মুসলমান রোগাক্রান্ত হয়ে একটি হাসপাতালে ভর্তি হয় কিন্তু হাসপাতালের নিয়ম হচ্ছে রাত দশটার পর আর লাইট বা বাতি জ্বালানো যাবে না। রাত বারোটার দিকে ঐ মুসলমান রোগী পিপাসিত হয়ে নার্সের নিকট পানি চাইলে নার্স পানি এনে দেয়। কিন্তু রোগীটি বাতি জ্বালানোর জন্য বলে যাতে সে পানি দেখে পান করতে পারে যা হুযূর (সাঃ) এর সুন্নাত। নার্স রাত দশটার পর বাতি জ্বালানোর নিষেধাজ্ঞার কথা রোগীকে জানায়; কিন্তু রোগী পানি না দেখে পান করবে না বলে জানায়। উপায়ান্ত না দেখে নার্স বেচারী ডাক্তারকে ঘটনাটি জানায়। ডাক্তার বেচারা

www.pathagar.com

নার্সকে বললো, রোগী যখন পানি না দেখে পান করবেই না, তবে তুমি বাতি একটু জ্বালিয়ে দাও। কিন্তু বাতি জ্বালালে রোগী দেখলো পানির মধ্যে একটি পোকা। তৎক্ষণাৎ রোগীটি পানি পাল্টিয়ে দেয়ার কথা বললো। নার্স পানির মধ্যে পোকার কথা ডাক্তারকে জানান। ডাক্তার রোগীর নিকট এসে বললো, তুমি পানির মধ্যে পোকা আছে দেখেছিলে বলেই আলো জ্বালাতে বলেছিলে। রোগী বললো, পানির মধ্যে পোকা আছে এটা আমি দেখিনি, তবে পানি দেখে পান করা নবীজীর সুন্নাত। ডাক্তার উক্ত পোকাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখল, পোকাটি এতই বিষাক্ত যে, পোকাটি রোগীর পেটে যাওয়া মাত্রই রোগী মারা যেত। এ ঘটনাটি ডাক্তারকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে। সে বললো, পানি দেখে পান করার একটা সুন্নাতের দ্বারা যদি একটি জীবন বেঁচে যেতে পারে, তবে অন্যান্য সুন্নাতের মধ্যে কতোই না উপকার নিহিত রয়েছে। অতঃপর উক্ত ডাক্তার মুসলমান হয়ে যায়।

ঠান্ডা ও মিষ্টি শরবত ঃ

📖 ইবনে আবূ উমার (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) এর কাছে অধিক প্রিয়-পানীয় ছিল ঠান্ডা ও মিষ্টি শরবত। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৫৩পৃঃ ১৯০৯নং হাদীস)*

📖 রাসূল (সাঃ) ঠান্ডা ও সুপেয় পানি অধিক পছন্দ করতেন। *(যাদুল মাআদ)*

মিষ্টি পানি পান করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, মিষ্টি পানিতে সালফার ও আয়োডিন থাকে যা সুস্বাস্থের জন্য প্রয়োজন। এজন্যই নবীজী (সাঃ) মিষ্টি পানি পান করতেন।

মশকের পানি পান ঃ

📖 মুসাদ্দিদ (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) মশকের মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ম খন্ড ৯৯৩পৃঃ ৫৯৯৩নং হাদীস ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯:৯৯২:৫৯৯০)*

মশকের পানি অধিক ঠান্ডা ঃ মাটির মশকের গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এসব ছিদ্র দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে এবং কিছু কিছু পানি বেরিয়ে এসে বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্প হবার সময় অবশিষ্ট পানি হতে কিছু তাপ শোষণ করে নেয়। এজন্যই মাটির কলসীর পানি ঠান্ড থাকে।

মিঠাবস্তু এবং মধু ঃ

📖 হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিঠাবস্তু এবং মধু ভালবাসতেন। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ষ্ট খন্ড ২৮৯পৃঃ ২৯৯৭নং হাদীস, ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯:৯৮৮:৫০৯৯)*

মিঠাবস্তু মধুর বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মধুর কোনো প্রকার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। ইহা সমস্ত রোগের সেফা। ইহা কাশী, হাঁপানী, মানসিক ব্যাধি, কোষ্ঠকাঠিন্য, চক্ষুরোগ ও

www.pathagar.com

প্যারালাইসিস রোগের প্রতিষেধক। *(মুফারাদাত খাওয়াসুল আদবিয়া ২৪৩পৃঃ)* আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, মধুতে রয়েছে শক্তিশালী জীবাণুনাশক ক্ষমতা। নিয়মিত মধুপান করলে রক্তকণিকা ২০-৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মধু সহজেই পরিপাক হয়। খুশখুশে কাশির জন্য মধুর সাথে লেবুর রস পান করলে উপশম হয়।

নবীজীর পেয়ালা ঃ

মাটি, কাঠ ও কাঁচের তৈরী পেয়ালা ঃ 🕮 হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাইব খাব্বাব (রাযিঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি (খাব্বাব) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে রোদে শুকানো গোস্ত একটি পাত্রে নিয়ে আহার করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি পানিভর্তি একটি মাটির পাত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং পানি পান করলেন। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৪, ২৭৩পৃঃ ৫৭০নং হাদীস)*

পাত্রের ভাঙ্গা অংশের দিক থেকে পানীয় পান না করা ঃ

🕮 নবীজী (সাঃ) পাত্রের ভাঙ্গা অংশের দিক থেকে পানি পান করতে এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। *(আবু দাউদ/যাদুল মাআদ ৩য় খন্ড)*

পাত্রের ভাঙ্গা অংশের দিক থেকে পানীয় পান না করার সুফল ঃ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় জড়বাদ, বস্তুবাদ, ভাববাদ ধর্মজ্ঞানীদের সামনে বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম বিজ্ঞানের বহু ব্যাখ্যায় সহায়তা করেছে। রাসূলের প্রতিটি হাদীসের মধ্যে বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের সন্ধান লাভ করে চলেছেন।

পাত্রের ভাঙ্গা অংশের দিক থেকে পানীয় পান করলে ঠোঁট কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এমন কি পেয়ালার ভাঙ্গা কণিকাগুলো পানির সঙ্গে পাকস্থলীতে প্রবেশকালে অথবা পাকস্থলীতে প্রবেশের পর দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য প্রিয় নবীজী (সাঃ) এর এ নিষেধাজ্ঞা।

খুরমা ভিজানো পানীয় পান ঃ 🕮 হযরত আবূ উসাইদ (রাযিঃ) তাঁর বিবাহ উপলক্ষে নবীজী (সাঃ)কে দাওয়াত করলেন। নববধুই সেবিকা ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জন্য রাত্রি বেলায়ই কিছু খুরমা একটি পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলাম (সেই পানিই নবীজীকে শরবতরূপে পান করানো হয়েছিল)। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩০৪পৃঃ ২১৭২নং হাদীস)*

বকরীর দুধ ঃ

🕮 হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবীজী (সাঃ) এক সঙ্গীসহ এক মদীনাবাসী সাহাবীর নিকট তার বাগানে প্রবেশ করলেন। ঐ সাহাবী তখন বাগানের পানি সেচনের কাজ করছিলেন। নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঐ সাহাবীকে সালাম করলেন। সাহাবী সালামের উত্তরদানে স্বীয় মাতাপিতা নবীজীর চরণে উৎসর্গ বলে আরোয করলেন। সময়টি অত্যন্ত উত্তাপের সময় ছিল। নবীজী (সাঃ) বললেন, তোমার নিকট রাত্রিবেলা মশকে সুরক্ষিত পানি আছে কি ? নতুবা বাগানের এই হাউজ থেকে পানি পান করি। ঐ

www.pathagar.com

সাহাবী আরোয করলেন, আমার নিকট রাত্রে মশকের মধ্যে সুরক্ষিত পানি রয়েছে। এই বলে তিনি তাঁর ঝুপড়িতে গেলেন এবং একটি পাত্রে মশক থেকে পানি নিয়ে উহার উপর ছাগল হতে দুধ দোহন করে দিলেন। প্রথমবার নবীজী (সাঃ) পান করলেন, দ্বিতীয়বার পুনরায় ঐরূপে পানীয় আনলেন, উহা সঙ্গীব্যক্তি পান করল। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩০৫পৃঃ ২১৭৪নং হাদীস)*

📖 রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, একমাত্র দুধই এমন বস্তু যা খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ দিতে পারে। *(নসরুল্লাহ)*

বকরীর দুধের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ বকরীর দুধ দ্রুত হযমশীল পানীয় যা টি,ভি ও ক্যান্সার রোগের প্রতিষেধক। ইহা কাশি, আমাশয়, হৃদরোগ, জন্ডিস রোগের জন্য খুব উপকারী পানীয়। এ দুধে শরীর গঠনের উপাদান আমিশ (protein), শর্করা (Sugar), স্নেহজাতীয় খাদ্য (Fat), ভিটামিন (Vitamin), ধাতব লবণ (Mineral Salt), আয়োডিন (Iodine), সোডিয়াম (Saduim), পটাশিয়াম (Potassium) ও পানি রয়েছে। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ সাঃ ১ম খন্ড ১৫৪পৃঃ)*

গাভীর দুধের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গাভীর দুধ সকল বয়সের মানুষের জন্য বলবর্ধক পানীয়। ইহা শুক্রবর্ধক ও কফনাশক।

মায়ের দুধের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, মাতৃস্তন থেকে দুধ বের হওয়ার সাথে সাথে বাইরের আর্দ্রতা দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যেই এক-বর্গইঞ্চির মধ্যে ছয় লক্ষ জীবাণু সৃষ্টি হয়, যা আগুনে জ্বালালে নষ্ট হয় কিন্তু ঠান্ডা হলে আবার জীবাণু সৃষ্টি হয়। মাতৃস্তনে মুখ লাগিয়ে দুগ্ধপান করলে মাতৃদুগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হতে না পেরে উক্ত দুধ সন্তানের জন্য খুবই উপকারী হয়। মাতৃদুগ্ধে জীবাণু ধ্বংসকারী ল্যাকটোফেরিন, লাইসেজাইম, ইমিউনোগ্লোবিউলিন থাকে কিন্তু লৌহ না থাকায় জীবাণু সংক্রামিত হতে পারে না। মাতৃদুগ্ধপান মা ও শিশুর মধ্যে মাতৃস্নেহ দৃঢ় করে সন্তানের রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মায়ের স্তন্য ক্যান্সারের সম্ভাবনা হ্রাস করে। *(সুন্নতে রাসুল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ৩২৪-৩২৫পৃঃ বঙ্গাঃ মাওঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

নেশা হারাম ঃ

📖 ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলকে বি'ত (بتع) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন যেকোনো পানীয়ই হারাম। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ প্রকাশকাল ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ২৬পৃঃ ৫০৪০নং হাদীস)*

আল্লহ্ জাল্লা শানুহুর পবিত্র কুরআন মজীদে সূরা মায়িদাহ্'র মধ্যে বলেন,

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ ঃ শয়তান-তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে এবং আল্লহ্ তাঁআলার স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। তোমরা কি আসলে বিরত হবে ? *(৫ম সূরা মায়িদাহ্ ৯১নং আয়াত)*

একদিন হযরত আব্দুর রাহমান বিন আউফ (রাযিঃ) খাবারের ব্যবস্থা করলেন এবং রাসূল (সাঃ) এর কয়েকজন সাহাবীকে দাওয়াত করলেন। মেহমানদের জন্য তিনি মদ দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। তাঁরা তা পান করে নেশাগ্রস্ত হলেন। মাগরিবের সালাতের সময় উপস্থিত হলে তাঁরা একজনকে তাদের সালাতের ইমামতি করার জন্য সামনে বাড়িয়ে দিলেন। ইমাম সালাতে সূরা কাফিরূন পাঠকালে لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ অর্থ "তোমরা যার পূজা করো, আমি তার পূজা করি না, এস্থলে أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ লা বাদ দিয়ে তোমরা যে দেব-দেবীর পূজা করো আমিও তারই ইবাদত করি" পড়লেন এবং এভাবে সমস্ত লা বাদ দিয়ে পড়লেন। তখন আল্লহ্ তাআলা নাযিল করলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى

অর্থ ঃ "হে মুমিনগণ ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছে যেও না।" ফলে একদল মদ সব সময়ের জন্য বর্জন করল। তাঁরা বললো, যে বস্তু আমাদের ও সালাতের মধ্যে অন্তরায় হয়, তাতে কোনো কল্যাণ নেই। অন্য একদল সালাতের সময় ব্যতীত অন্য সময় পান করা হতে বিরত হলেন না। তাঁরা ঈশার সালাতের পর পান করতেন এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত তাঁদের নেশা শেষ হয়ে যেত। কিংবা ফজর সালাতের পর পান করতেন এবং যুহর সালাতের মধ্যে নেশামুক্ত হয়ে যেতেন। এরূপ অবস্থায় একদিন ইতবান ইবনে মালিক (রাযিঃ) আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন এবং কয়েকজন মুসলমানকে তাতে দাওয়াত দিলেন। মেহমানদের অন্যতম ছিলেন সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)। গৃহস্বামী মেহমানদের জন্য একটি উটের মাথা ভুনা করেছিলেন। তাঁরা তা আহার করার পর মদপান করে নেশাগ্রস্ত হলেন। এরপর তাঁরা প্রথানুসারে গৌরব চর্চা ও আভিজাত্য চর্চায় মগ্ন হলেন। কবিতা আবৃত্তি ও কাব্য প্রতিযোগিতা শুরু হলো। সাদ (রাযিঃ) একটি কবিতা শুনালেন যাতে আনছারদের কুৎসা ও নিন্দা করলেন। পক্ষান্তরে তিনি নিজ গোত্রের গৌরব চর্চা করলেন। তখন জনৈক্য আনসার ব্যক্তি উটের চোয়ালের একটি হাড় নিয়ে এসে সাদ (রাযিঃ)'এর মাথায় প্রচন্ড আঘাত করে জখমী করে দিলেন। সাদ (রাযিঃ) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এসে আনছারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। তখন তিনি দুআ করে বললেন, اللهم بين لنافى الخمر بيا ناشافيا

অর্থ ঃ "ইয়া আল্লহ্ ! মদের ব্যাপারে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান নাযিল করুন।" তখন সূরা মায়িদাহ'র আয়াত নাযিল হলো। *(তাফসীরে মাজহারী ৯ম খন্ড ৫৮৩-৫৮৪পৃঃ ইফাবা বঙ্গাঃ প্রকাশকাল-৯৭ সূরা বাকারা ২১৯)*

📖 আবূ রাবী সুলায়মান ইবনে দাউদ আতাকী (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ হারাম হওয়ার দিন আমি তালহার বাড়ীতে লোকদের মদ পান করাচ্ছিলাম। তারা শুকনো ও কাঁচা খেজুরের মদ পান করত। হঠাৎ

www.pathagar.com

শুনতে পেলাম একব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে, তিনি বললেন, বের হয়ে দেখো। আমি বের হয়ে দেখলাম, একব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে ঃ শুনে রাখো, মদ হারাম করা হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর মদীনার অলিগলি দিয়ে মদের ঢল প্রবাহিত হতে থাকে। আবূ তালহা আমাকে বললেন, বের হও এবং এগুলো ঢেলে দিয়ে আসো। তারপর আমি সেগুলো ঢেলে দেই। তারা সকলে বা তাদের কেউ কেউ বলেন, অমুকের সর্বনাশ ! অমুকের সর্বনাশ ! তাদের পেটে মদ আছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না একথাও আনাস (রাযিঃ) এর হাদীসের অন্তর্ভূক্ত কিনা। এরপর আল্লহ্ তাঁআলা নাযিল করেন, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা খেয়েছে তাতে তাদের পাপ নেই। যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। *(৫ঃ৯৩)। (মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ৬পৃঃ ৪৯৬৭নং হাদীস)*

📖 হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম ইসলামে যে বস্তুকে পরিপূর্ণ পাত্রের ন্যায় উল্টে দেয়া হবে তা হবে শরাব। অর্থাৎ ইসলামে সর্বপ্রথম যে আদেশ লংঘন করা হবে এবং তার বিধান উল্টিয়ে দেয়া হবে তা হবে শরাবের নিষিদ্ধতা। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, এটা কিরূপে হবে অথচ শরাব সম্পর্কে আল্লহ্ তাঁআলার বিধান বর্ণিত হয়ে গেছে এবং সকলেই তা জানে ? তিনি বললেন ঃ শরাবের অন্য নাম রেখে তাকে হালাল সাব্যস্ত করা হবে। *(দারেমী/মিশকাত)*

✍ মানুষের দিলের মধ্যে যে জিনিসের মহাব্বত ঢুকে সেই জিনিসের মধ্যে সে আলো দেখতে পায়; সেই জিনিস হাসিলের জন্য দুঃখ-কষ্ট, মুসিবত, প্রেশানী সহ্য করা তার জন্য কোনো কষ্টই মনে হয় না। তেমনিভাবে মানুষের দিলের মধ্যে যখন আখিরাতের ভয় ঢুকবে তখন সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ারের জন্য তার উপর দুঃখ-কষ্ট, মোজাহাদা, প্রেশানী, প্রতিকূল অবস্থা আসলে সে হাসিমুখে গ্রহণ করে নেয়, এগুলি কষ্টেরই মনে হয় না।

মদের মাধ্যমে চিকিৎসা একটি রোগ ঃ

📖 মাহমূদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- আলকামা ইবনে ওয়াইল এর পিতা ওয়াইল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবীজী (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলেন, তখন সুওয়ায়াদ ইবনে তারিক (বর্ণনান্তরে তারিক ইবনে সুওয়ায়দ) রাসূল (সাঃ)কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তাকে এ থেকে নিষেধ করেন। সুওয়ায়দ (রাযিঃ) বললেন, আমরা-তো এর মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি। তখন রাসূল বললেন, এ ঔষধ নয় বরং এটা একটি রোগ। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৪৩৩পৃঃ ২০৫২নং হাদীস)*

📖 হুমায়দ ইবনে মাসআদা (রহঃ) ----- আবূ তালহা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন বললেন, হে আল্লাহ্র নবী, আমার তত্ত্বাবধানে লালিত কিছু ইয়াতীমের জন্য মদ কিনেছিলাম। তিনি বললেন, মদ ঢেলে দাও এবং মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেলো। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৫, ৩য় খন্ড ৫৬৬পৃঃ ১২৯৬নং হাদীস)*

মদের খারাবী সম্পর্কিত একটি ঘটনা ঃ

📖 ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিঃ) একবার জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাকো কেননা এটাই হচ্ছে সমস্ত দুষ্কর্ম ও অশ্লীলতার মূল। তোমাদের পূর্ব যুগের একজন বড় আবিদ ব্যক্তি ছিল। সে জনগণের

www.pathagar.com

সাহচর্যে থাকতো না। একটি পতিতা মহিলার তাঁর (আবিদ ব্যক্তির) প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সে (পতিতা নারী) সাক্ষ্য নেয়ার বাহানায় তার চাকরানীর মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠায়। সে (আবিদ) তার সাথে চলে আসে। অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশেষে সে মহিলাটির নিকট হাযির হয়ে দেখতে পায় যে, সেখানে একটি শিশু ও মদের একটি কলস রয়েছে। সে (পতিতা নারী) তখন তাঁকে বলে, আল্লহ্ তা'আলার কসম ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য নেয়ার উদ্দেশ্যে ডাকিনি। বরং ডেকেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আমার কাছে থেকে রাত কাটাবেন অথবা এই শিশুটিকে হত্যা করবেন কিংবা মদপান করবেন। তখন সে (আবিদ হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ্যপানের পাপকে ছোট মনে করে) একপেয়ালা মদপান করে ফেলে। তারপর বলে আমাকে আরো দাও। শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে শিশুটিকে হত্যা করে বসে এবং মহিলাটির সাথে ব্যভিচার করে ফেলে। তাই তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাকো। মদ ও ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে পারে না। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ৮ম খন্ড ২১-২২ঃ ১ম প্রকাশ সেপ্টে-৮৮, ৪র্থ পারা থেকে সূরা মায়িদাহ ৯৩নং আয়াতের তাফসীর বঙ্গঃ ডঃ মুজিবর রহমান)*

তৃষ্ণা নিবারণ, হযমক্রিয়া সম্পাদন, রক্ত-সঞ্চালনপ্রক্রিয়া ও দেহের সামগ্রিক কর্মকান্ড স্বাভাবিক রাখা পানীয় পানের উদ্দেশ্য। কিন্তু নেশা জাতীয় পানীয় মানব জীবন ব্যবস্থায় এর বিপরীতক্রিয়া করে অর্থাৎ যাবতীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিধায় তা হারাম করা হয়েছে। মদ মানুষের আকলকে বিকৃত করে দেয়, সুস্থ মানুষের অনুভূতিশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে উত্তাপ্ত করে দেয়; যে কারণে মদ্যপানকারী আজেবাজে বকতে থাকে। মদ্যপান মান-ইয্যত ধ্বংসকারী, অপবিত্র ও নোংরামী অনুভূতি দানকারী।

ইহা সুপ্ত ও অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে জাগ্রত করে মানব জীবনের শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মদ্যপানের দ্বারা স্নায়ুগুলি ক্ষণিকের জন্য সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলেও এর পরিনাম খুবই ভয়াবহ হয়। মদ্যপানের ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি অন্যান্য অংশের পূর্বেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে দেহের ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলে কথাবার্তা ও চলাফেরায় টলতে থাকে। মদ্যপানে পাকস্থলীতে ক্ষতরোগ, ক্যান্সার ও নানাবিধ রোগ-ব্যাধি হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই ইসলাম ধর্মে মদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আমেরিকান সরকার ১৯১৯ সালে মাদকদ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করতে সরকার সর্বপ্রকার প্রচার-মাধ্যম কাজে লাগানো বাবদ জন্য তৎকালীন ষাট মিলিয়নের বেশি ডলার খরচ করেন।

✍ ঈমানীশক্তি সকলপ্রকার পুঞ্জিভূত অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে সকলপ্রকার জটিলতার জট খুলে দেয়। ঈমানীশক্তি ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা খোলা সম্ভব নয়। মানব অন্তরের সুপ্ত মানবতাবোধ জেগে উঠলে মদ্যপানের উম্মাদনা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈমানীশক্তির কারণে সত্যের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠে যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করে সাহসের সাথে সত্যকে ধারণ করে।

✍ যদি নিষেধাজ্ঞা মানার ঈমানীশক্তি না থাকে তাহলে নিষেধাজ্ঞার উপর আমল করার সুফল জানা থাকলেও আমল করা যায় না। এম,বি,বি,এস ডাক্তার ধুমপানের কুফল জানা সত্ত্বেও ধুমপান পরিহার করতে পারেন না। মদ্যপায়ী মদ্যপানের কুফল জানা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

মদ্যপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেন না কারণ সে যে পরিবেশে রয়েছে এই পরিবেশে এসব বস্তুর সহজলভ্যতা তাকে এসব কাজে উৎসাহিত করছে। ধুমপায়ী ও মদ্যপায়ী যে পরিবেশে থাকার কারণে তার মধ্যে এই বদ-অভ্যাস তৈরী হয়েছে, সে যখন উক্ত পরিবেশ ছেড়ে আল্লাহ্‌র রাস্তার মধ্যে যেয়ে এসব বদ-অভ্যাস পরিত্যাগ করতে থাকবে আর আখিরাতের আযাবের ভয় তার মধ্যে ঢুকে এসব নিষেধাজ্ঞা মানার এক অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন বাড়ীতে ফিরে এসেও এসব নিষেধাজ্ঞার উপর আমল করা সহজ হবে। আল্লহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর রাস্তায় বের হয়ে ঈমানীশক্তি হাসিল করার মাধ্যমে এসব নিষেধাজ্ঞা মানার তৌফিক দান করুন, আমীন।

www.pathagar.com

৮ম অধ্যায়

রাত্রিকালীন সুন্নাত ও আধুনিক বিজ্ঞান

রাত্রের সুন্নাত সম্পর্কিত হাদীসের সারমর্ম ঃ

১. বিস্‌মিল্লাহ্ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করা এবং বিস্‌মিল্লাহ্ বলে দরজার খিল লাগানো। এমনকি পানির মশকের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ বলে একটি কাঠ রেখে দেয়া। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ঃ৩০৬ঃ২৯৭৭/তিরমিযী ২ঃ৩)*

২. যে সমস্ত পাত্রে খাদ্যদ্রব্য আছে সে সকল পাত্র বিস্‌মিল্লাহ্ বলে ঢেকে দেয়া *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-৯৩, ৭ঃ৩৯ঃ৫০৭৬)*

৩. প্রজ্বলিত আগুন বা নিস্তেজ আগুন নিভিয়ে দেয়া। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গঃ মার্চ-৯৪, ৯ঃ৯২ঃ৫১০৯)*

৪. উযূ করে শোয়া। *(তিরমিযী ২ঃ৯৭৭/আত তারগীব)*

৫. রাসূল (সাঃ) শয়নকালে মিস্‌ওয়াক করতন, উযূ করতেন এবং মাথার চুল ও দাড়িতে চিরুনী করতেন। *(যাদুল মাআদ)*

৬. শোয়ার পূর্বে পরিহিত কাপড় পরিবর্তন করে ঘুমের কাপড় পরিধান করা। *(তিরমিযী ২ঃ৯৭৭)*

৭. শোয়ার পূর্বে মিস্‌ওয়াক করা। *(মিশকাত/আহকামে যিন্দেগী ৪২৯পৃঃ মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন ডিসে-৯৮)*

৮. নবীজী (সাঃ) রাত্রিবেলা শোয়ার সময় (ডান) হাত (ডান) গালের নীচে রেখে এই দুআ পড়তেন, اللهم باسمك اموت واحيى

(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ঃ৪২৯ঃ২৩৯১/শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ১৭৬ঃ২৫৬)

৯. প্রথমে অন্ততঃ কিছুক্ষণ ডানহাত ডান গালের নীচে রেখে ডান কাতে শোয়া সুন্নাত। *(ابو داود)*

১০. ঘুম থেকে জেগে উঠার দুআ ঃ নবীজী (সাঃ) ঘুম থেকে জেগে নিম্নলিখিত দুআ পড়তেন ঃ

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লহ্ তাআলার জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুতুল্য নিদ্রায় নিমগ্ন করার পর পুনরায় জীবিত ও জাগ্রত করে উঠালেন। (বাস্তব মৃত্যুর পরও এরূপ) পুনঃ জীবিত হয়ে তাঁর দ রবারে উপস্থিত হতে হবে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ঃ৪২৯ঃ২৩৯১/শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ১৭৬ঃ২৫৬)*

১১ (বুঝমান বাচ্চাদের ঘুমিয়ে পড়া নিশ্চিত হলে) স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় শোয়া। *(মিশকাত)*

১২. যখন বাচ্চাদের বয়স নয় বা দশ বছর হয় তখন ভাই-বোনদের বিছানা পৃথক করে দেয়া। *(মিশকাত)*

১৩. রাসূল (সাঃ) প্রতি রাতেই এই চোখে তিনবার ঐচোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪ঃ২৮২ঃ১৭৬৩)*

১৪. ঘুমানোর সময় ডানকাতে ক্বিবলামুখী হয়ে ডানহাত গালের নীচে রেখে শয়ন করা। হাদীসে উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষেধ কারণ এভাবে শয়তান শয়ন করে। *(তিরমিযী ২ঃ৯৭৭ /শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ১৭৫পৃঃ ২৫৪নং হাদীস)*

www.pathagar.com

১৫. তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য মাথার নিকট নামাযের মুছল্লী রেখে ঘুমানো। *(নাসায়ী)*

১৬. উযূর পানি ও মিস্ওয়াক প্রস্তুত করে রাখা। *(মুসলিম)*

১৭. তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের নিয়ত করে ঘুমানো। *(নাসায়ী)*

১৮. সুবেহ্ সাদিকের পূর্বে ঘুম ভাংলে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা। *(মিশ্কাত)*

১৯. রাসূল (সাঃ) যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার। আর এর ভিতরে ভর্তি ছিল খেজুর গাছের ছাল। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪:২৮৪:১৭৬৭)*

২০. নিষেধাত্মক হাদীস ঃ নবীজী (সাঃ) ঈশার পূর্বে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৪, ১:১৬১:১৬৮)*

২১. খাদ্য-পানীয় ঢেকে রাখা। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬:৩০৬:২১৭৭)*

২২. ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করলে চোখের জ্যোতি বাড়ে এবং চোখের পাতায় লোম গজায়। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৫৭:৫৩)*

২৩. রাসূল (সাঃ) বলেছেন, নিদ্রা যাওয়ার সময় সুরমা ব্যবহার করো। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ সেপ্টে-৯২, ৩:৩৫১:২৩৫৯/তিরমিযী)*

২৪. শোয়ার পূর্বে বিছানা ভালভাবে ঝেড়ে নেয়া। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬:২২৯-২৩০:২৩৯২/উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম ১৯২পৃঃ)*

২৫. ঘুমানোর পূর্বে বিছানা ভালভাবে তিনবার ঝেড়ে নেয়া। *(তিরমিযী ২:১৭৭/মুসলিম ২:৩৪৯)*

২৬. রাসূল (সাঃ) শয়নের পূর্বে বিছানা ও আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র ঝাড়ু দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। *(রাহবারে খিদেগী)*

২৭. ঘুমানোর পূর্বে কয়েকবার দুরূদ শরীফ, তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ্', ৩৩ বার 'আল্-হামদুলিল্লাহ্' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু-আকবার' পড়া। *(মিশ্কাত ১:২০৯)*

২৮. রাসূল (সাঃ) প্রতিরাত্রে শয্য গ্রহণকালে সূরা নাস, ফালাক ও ইখলাস পড়ে উভয় হাত একত্র করে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে তিনবার হাত বুলাতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ১৭৬:২৫৭)*

রাত্রের সুন্নাত সম্পর্কিত হাদীস সমূহের সুফল ঃ

উপুড় হয়ে না শোয়া ঃ

📖 ঘুমাবার সময় ডানকাতে ক্বিবলামুখী হয়ে গালের নীচে হাত রেখে শয়ন করা। উপুড় হয়ে না শোয়া কারণ এভাবে শয়তান শয়ন করে। *(তিরমিযী ২য় খিন্দ ১৭৭সাফা)*

📖 বারাআ ইবনে আযেব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন তাঁর ডান গালের নীচে হাত রেখে বলতেন, প্রভু ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনর্জীবিত করবে, সেদিন আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রেহাই দিও। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ১৭৫পৃঃ ২৫৪নং হাদীস/বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ১:২০৯:১৭৮ সংক্ষিপ্ত)*

www.pathagar.com

ডান কাতে শোয়ার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ চিকিৎসকদের অভিমত, মানুষের হার্ট (Heart) বা হৃদযন্ত্র বুকের বামপার্শ্বে থাকে। বামপার্শ্বে হৃদযন্ত্র থাকার কারণে বামপার্শ্বে কাত হয়ে শয়ন করলে পাকস্থলী ও নাড়ীভুড়ির চাপ উহার উপর পড়ে। ফলে রক্তপ্রবাহ ও হার্টের তৎপরতা হ্রাস পায়, খাদ্যনালী হতে খাদ্য পাকস্থলীতে যেতে বাধাগ্রস্থ হয়; যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু ডানকাতে শুইলে হৃৎপিন্ড ও মস্তিষ্ক প্রায় আনুভূমিক অবস্থানে চলে আসে, হৃদযন্ত্রের উপর কোনরূপ চাপ পড়ে না, ফলে সহজেই রক্ত-সঞ্চালনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং আরামের সহিত গভীর নিদ্রা আসে। সুবহানাল্লহ ! হুযূর (সাঃ) কত বড় স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ ছিলেন ! আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে বর্তমানের ন্যায় আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার নাম গন্ধ যেখানে ছিল না, সেখানে একজন উম্মী নবী কত বড় বিজ্ঞানসম্মত কথা বলেছেন ? আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবন মানুষকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের রাসূল (সাঃ) এর বাণীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

✍ মানুষ মুখ দিয়ে কথা বলে কিন্তু মুখ ছাড়াও মানুষ কথা বলতে পারে, একথা সম্ভব। মানুষ হাত দিয়ে ধরে, পা দিয়ে চলে, কান দিয়ে শুনে, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেয়; এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও কথা বলা সম্ভব তবে তা হাশরের ময়দানে। কিন্তু হুযূর (সাঃ) এর পাকিজা সুন্নাতী যিন্দেগী যদি এখতিয়ার না করে, তবে আখিরাতের ঘাটিসমূহ অর্থাৎ কবরে মুনকারনকীরের প্রশ্নের জবাব দেয়া, ডান হাতে আমলনামা পাওয়া, পুলসিরাত সহজে পার হওয়া ও বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না। আল্লহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে চব্বিশ ঘন্টা রাসূল (সাঃ) এর পাকিজা সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার করে সুন্নাতের নূর হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

চামড়ার তৈরী বিছানার শয়নের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পাশ্চাত্যের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, চামড়ার তৈরী বিছানা ও অন্যান্য জিনিসপত্র মানবস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এজন্যই রাসূল (সাঃ) চামড়ার বিছানায় শয়ন করতেন।

আসরের সালাতের পর ও ঈশার সালাতের পূর্বে শয়ন না করা ঃ

📖 মুসাদ্দাদ (রহঃ) ----- আবূ বারযা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ঈশার সালাতের আগে শয়ন করতে এবং এরপরে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। (ঈশার সালাত ও ফজরের সালাত কাযা না হয়)। *(আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৪৯০পৃঃ ৪৭৭৪নং হাদীস)*

📖 আহমদ ইবনে মানী (রহঃ) ----- আবূ বারযা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) ঈশার পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৪, ১।৯৬১।৯৬৮)*

📖 ঈশার নামাযের পর যথাশীঘ্র সম্ভব ঘুমাতে চেষ্টা করা। *(তিরমিযী ২।১৭৭)*

📖 আসরের পর না ঘুমানো। *(شرعة الاسلام)*

www.pathagar.com

আছরের সালাতের পর ও ঈশার সালাতের পূর্বে শয়ন না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আছরের পর যমীনের উপরের তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার কারণে একপ্রকার গ্যাস বের হয়, যা মানুষের মন-মস্তিষ্কের উপর খারাব প্রভাব ফেলে। এজন্যই রাসূল (সাঃ) ঈশার পূর্বে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। *(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ১২৮ পৃঃ বঙ্গাঃ মুঃ হাবীবুর রহমান একাশকাল রমযান ১৪২০ হিজরী)*

শয়নের পূর্বে পরিহিত কাপড় পরিবর্তন করা ঃ

📖 শয়নের পূর্বে পরিহিত কাপড় পরিবর্তন করা। *(তিরমিযী ২ঃ১৭৭)*

📖 রাসূল (সাঃ) নিদ্রার আগে অন্য কাপড়ের লুঙ্গি পরতেন এবং গায়ের কোর্তা খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন। এরপর শয়ন করার আগে বস্ত্র দ্বারা শয্য ঝেড়ে নিতেন। *(যাদুল মাআদ/ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম বঙ্গাঃ মহিউদ্দিন খান ২য় সংস্করণ জানু-৮৮)*

শয়নের পূর্বে পরিহিত কাপড় পরিবর্তনের সুফল ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, হালকা ও ঢিলাঢালা পোশাক পরিধান করে শুইলে আরামের সহিত ঘুম আসে। মানুষের ঘুম যদি পূর্ণমাত্রায় ও আরামদায়ক না হয় তাহলে এর খারাব প্রভাব মানবস্বাস্থ্যের উপর এমন কি সমস্ত কাজ কর্মের উপর পড়ে। পাশ্চাত্যের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা শয়নের যে পোশাক আবিষ্কার করে গর্ববোধ করছে, রাসূল (সাঃ) চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই শয়নের সময় এ পোশাক পরিধানের হুকুম দিয়েছেন। সুবহানাল্লহ ! আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত পন্থা রাসূল (সাঃ) চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই মুসলমানদেরকে শিখিয়ে গেছেন।

শয়নকালে বিছানা ও আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র তিনবার ঝাড়া ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমাদের কেহ শুইবার জন্য বিছানায় আসলে পরিধেয় লুঙ্গি দ্বারা হলেও বিছানাকে (সেলাইবিহীন) লুঙ্গির ভিতর দিকের সাহায্যে ঝেড়ে ফেলবে কারণ তার দৃষ্টির অগোচরে অন্যকিছু বিছানায় অবস্থান করতে পারে। অতঃপর এই দুআ পড়বে,

باسمك ربى وضعت جنبى وبك ارفعه ان امسكت نفسى

فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ! তোমার নামের উপরই আমার বাহু বিছানায় রাখলাম এবং তোমারই সাহায্যে উহাকে উঠাতে সক্ষম হবো। এই নিদ্রার ভিতরই যদি আমার জান তুমি রেখে দাও তবে আমার জানের প্রতি তোমার করুণাবর্ষণ করিও; আর যদি তুমি আমাকে উহা ফেরত দাও তবে উহার রক্ষণাবেক্ষণ ঐরূপই করিও যেরূপ তুমি তোমার নেক্‌কার বান্দাদেরে করে থাকো। *(বুখারী আঃ হক ৬ঃ৪২৯-৪৩০ঃ২৩৯২/তিরমিযী ২ঃ১৭৭/মুসলিম ২ঃ৩৪৯)*

www.pathagar.com

শয়নকালে বিছানা ও আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র ঝেড়ে নেয়ার সুফল ঃ নিজের অজান্তে বিছানায় ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ, ধুলাবালি বা ক্ষতিকর অন্যকিছু থাকতে পারে। এমতাবস্থায় শয়নকালে বিছানা ঝেড়ে না নিলে কীট-পতঙ্গের দংশন বা অন্যকোনো ক্ষতিকর বস্তু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। ধুলাবালি মানুষের নিদ্রা ও সুস্বাস্থ্যের প্রতিবন্ধক। তাছাড়া সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও জরুরী। এজন্যই দয়ার নবীজী (সাঃ) শয়নকালে বিছানা ঝেড়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘুমের পূর্বে উযূ করা ঃ

📖 উসমান ইবনে আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) রাবাআ ইবনে আযিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন তুমি শয্যাগ্রহণ করবে তখন সালাতের ন্যায় তুমি উযূ করে নেবে। এরপর ডানকাত হয়ে শুয়ে পড়বে। এরপর তুমি বলো, হে আল্লাহ ! আমি আমার মুখমন্ডল তোমার দিকে সোপার্দ করলাম, আমার কাজ-কর্ম তোমার কাছে সমার্পণ করলাম, আমি পুরস্কার লাভের আশায় এবং শাস্তির ভয় পোষণপূর্বক তোমার উপর ভরসা করলাম, তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল বা ঠিকানা নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ তার উপর ঈমান আনলাম। তুমি যে নবীকে প্রেরণ করেছ তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। আর এই বাক্যগুলোকে আমার শেষকথা বানিয়ে নাও। এরপর যদি তুমি এরাতে ইনতিকাল করো তাহলে তুমি ইসলামের উপরই ইনতিকাল করলে। বরাআ (রাযিঃ) বলেন, আমি বাক্যগুলো স্মরণ রাখার জন্য পুনর্বার পড়লাম। তখন আমি বললাম, আমি তোমার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, যাকে তুমি রাসূলরূপে পাঠিয়েছ। অর্থাৎ তোমার নবীর স্থলে তোমার রাসূল বললাম। তিনি বললেন, তুমি বলো, আমি ঈমান এনেছি তোমার নবীর প্রতি যাকে তুমি পাঠিয়েছ। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯৪, ৮ঃ২২৬ঃ৬৬৩৪)*

ঘুমের পূর্বে উযূর সুফল ঃ উযূর দ্বারা দেহের রক্ত নবজীবন লাভ করে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লেগে থাকা ধুলাবালি পরিষ্কার হয়ে স্নায়ুগুলি সতেজ হয়ে উঠে এবং শরীর হালকা মনে হয়। শরীরের মধ্যে উৎফুল্লতা বিরাজ করে। আরামের সঙ্গে নিদ্রা আসে।

(রাত্রে) শয়নকালে পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা, মশকগুলোর মুখ বন্ধ রাখা ঃ

📖 কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহঃ) লাইস (রহঃ) থেকে অন্য সনদে মুহাম্মাদ ইবনে রুমহ্ (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা (শয়নকালে) পাত্রসমূহ ঢেকে রাখবে, মশকগুলোর মুখ বন্ধ রাখবে, দরজাগুলো বন্ধ রাখবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। কারণ শয়তান মশকের মুখ ছুটাতে পারে না এবং পাত্রও অনাবৃত করতে পারে না। যদি তোমাদের কেউ তার পাত্রের উপর রাখার জন্য কাঠি ছাড়া অন্যকিছুই না পায়, তবে সে যেন তাই রাখে এবং আল্লহ্ তাঁআলার নাম উচ্চারণ করে। কেননা ইঁদুর বাড়িওয়ালাদের বাড়ি দ্রুত জ্বালিয়ে দেয়। কুতায়বা তার হাদীসে দরজা বন্ধ করো কথাটি উল্লেখ করেননি। *(মুসলিম ইফাবা ডিসে-৯৩, ৭ঃ৩৮-৩৯ঃ৫০৭৬)*

www.pathagar.com

📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে, তবে তিনি বলেছেন, তোমরা পাত্র ঢেকে রাখবে আর তিনি পাত্রের উপর কাঠি রাখার কথা উল্লেখ করেননি। *(মুসলিম ইফাবা ডিসে-৯৩, ৭:৩৯:৫০৭৭)*

📖 জাবির (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, রাত্রিবেলা ঘুমাবার সময় (বিস্‌মিল্লাহ্ বলে) বাতি নিভিয়ে দিও, (বিস্‌মিল্লাহ্ বলে) ঘরের দরজা বন্ধ করে দিও, খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢেকে দিও অন্ততঃ একটি কাঠখন্ড হলেও উহার উপর আড়াআড়ি রেখে দিও। *(বুখারী আঃ হক ৬:৩০৬:২১৭৭ ইফাবা মার্চ-৯৪, ৯:৯৯২:৫১০৯)*

খাদ্য-পানীয় ঢেকে রাখার সুফল ঃ খাদ্য-পানীয় ঢাকা না থাকলে সাপ, বিচ্ছু, টিকটিকি ও বিষাক্ত পোকা-মাকড় খাদ্য-পানীয়ের মধ্যে পায়খানা করলে, পড়ে গেলে অথবা বিষ ঢেলে দিলে উহা মানুষের জীবননাশের কারণ হয়ে যেতে পরে। এজন্যই দয়ার নবীজী (সাঃ) অন্ততঃ একটি কাঠখন্ড হলেও উহার উপর আড়াআড়ি রেখে খাদ্য-পানীয় ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

শয়নকালে সুরমা ব্যবহার ঃ

📖 মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা ইছমিদ জাতীয় সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা ইহা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং এতে চোখের (পাতায়) লোম গজায়। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আরোও বলেন যে, রাসূল (সাঃ) এর একটি সুরমাদানী ছিল। তিনি তা থেকে প্রতিরাতেই সুরমা লাগাতেন। এই চোখে তিনবার এবং এই চোখে তিনবার। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:২৮২:১৭৬৩ /শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ৫৭:৫৩/যাদুল মাআদ ইফাবা মার্চ-৮৮, ১:১১৩)* ব্যাখ্যা ঃ ইসফাহান থেকে আমদানীকৃত একপ্রকার সুরমা। এতে চোখের বহু উপকার নিহিত।

শয়নকালে সুরমা ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ রাতে চোখে সুরমা ব্যবহার করলে সারাদিন যে সমস্ত ধুলাবালি চোখে প্রবেশ করে, তা সুরমার সাহায্যে চোখের কিনারা দিয়ে বের হয়ে আসে কিন্তু চোখে সুরমার কোনো দাগ পড়ে না। সুরমা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক আবিষ্কার ইসলামের বাণীকে চরম সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

৯ম অধ্যায়

কবর, পর্দা ও মাস্‌জিদ

📖 মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আযদী বাসরী (রহঃ) ----- আসমা বিনতে উমায়স খাছআমিয়া (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, "কত মন্দ সেই বান্দা যে নিজেকে বড় মনে করে আর গর্ব করে অথচ মহান সমুচ্চ আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। কতই না মন্দ সেই বান্দা, যে স্বেচ্ছাচারী হয় এবং সীমালঙ্ঘন করে অথচ পরাক্রমশালী সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লহ্ তাআলাকে ভুলে যায় ? কতই না নিকৃষ্ট সেই বান্দা যে সত্যবিমুখ এবং অনার্থক কাজে লিপ্ত হয় অথচ কবর ও হাড় মাটিতে যাওয়াকে ভুলে যায়। কতইনা মন্দ সেই বান্দা, যে অবাধ্য হয় এবং নাফারমানী করে অথচ তার শুরু ও শেষ পরিণতি ভুলে যায়। কত মন্দ সেই বান্দা যে দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জনের কৌশল অবলম্বন করে। কত মন্দ সেই বান্দা, যে সন্দেহজনক বিষয়ের উপর আমল করে দ্বীনের বিষয়ে ত্রুটি সৃষ্টি করে। কত নিকৃষ্ট সেই বান্দা যাকে লালসা পরিচালনা করে। কত মন্দ সেই বান্দা যাকে প্রবৃত্তি পথভ্রষ্ট করে। কত খারাপ সেই বান্দা যাকে বস্তুর আকর্ষণ লাঞ্ছিত করে।" *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৬৮২:২৪৫৯)*

কবরে রূহ না থাকা সত্ত্বেও কবরে শাস্তির স্বরূপ

ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের সুখ-দুঃখ যদিও আত্মার উপর কার্যকরী হয়, তবুও তার শরীরকে প্রভাবান্বিত করে। একইভাবে আলমে বরযখেও রূহের সুখ-শান্তি তার দেহের উপর কার্যকর হবে।

কবরের আযাব ঃ

📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুব ও আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- যায়িদ ইবনে সাবিত (রাযিঃ) এর সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম না, বরং আমাকে যায়িদ ইবনে সাবিত (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন। একদা রাসূল (সাঃ) নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর সাওয়ার ছিলেন। এ সময় আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ উহা লাফিয়ে উঠল এবং তাঁকে ফেলে দেয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, সেখানে ৬টি কিংবা ৫টি অথবা ৪টি কবর রয়েছে। বর্ণনাকরী বলেন, জারায়রী অনুরূপ বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কবরবাসীদেরকে কে চিনে ? তখন একব্যক্তি বললেন, আমি চিনি। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে ? তিনি বললেন, শিরক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন, এ উম্মতকে তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে। তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করবে এ আশঙ্কা না হলে আমি আল্লহ্ তাআলার নিকট দুআ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনান যা আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, তোমরা সকলে জাহান্নামের শাস্তি হতে আল্লাহ্ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবীগণ বললেন, জাহান্নামের শাস্তি হতে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে কবরের

www.pathagar.com

আযাব হতে আল্লহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করো। সাহাবীগণ বললেন, কবরের আযাব হতে আমরা আল্লহ্ তাআলার নিকট আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সমুদয় ফিতনা হতে আল্লহ্ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। তারা বললেন, প্রকাশ্য ও গোপন সমুদয় গোপন ফিত্না হতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাই। এরপর তিনি আবারও বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফিত্না হতে আল্লহ্ তাআলার নিকট পানাহ্ চাও। সাহাবীগণ বললেন, দাজ্জালের ফিত্না হতে আমরা আল্লহ্ তাআলার নিকট পানাহ্ চাই। *(মুসলিম ইফাবা ৮ম খণ্ড,৩৮৩-৩৮৪পৃঃ ৬৯৪৯নং হাদীস)* ৩৮-১৪

আলমে বরযখে পাশাপাশি সুখ-দুঃখ হবার স্বরূপ

একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুম থেকে উঠে কারো চেহারায় আনন্দের ছাপ পরিলক্ষিত হয়, আবার কারো চেহারায় হতাশার ছাপ ফুটে উঠে। তেমনিভাবে আলমে বরযখে কেহ শান্তিতে থাকবে আবার কেহ দুঃখ-কষ্টে থাকবে পাশাপাশি। *(যুক্তির আলোকে ইসলামের বিধান ২৬৫ পৃষ্ঠা ৯ম মুদ্রণ বঙ্গাঃ মাওঃ মুজীবুর রহমান)*

কবরের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার স্বরূপ

কবরের সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আত্মার উপর হয়ে থাকে। দেহ আত্মার অনুগামী হওয়ার কারণে আত্মার প্রশস্ততা দেহ অনুভব করে। এজন্যই হাদীস শরীফে মুমিনের কবর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। ইলেকট্রন ও প্রোটন যদিও চর্ম চোখে দেখা যায় না, তবুও ইলেকট্রন ও প্রোটনের অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করতে পারে না। তেমনিভাবে কবরের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা আমাদেরকে নির্দিধায় স্বীকার করে নিতে হয়।

কবরে ফিরিশ্তা গমনের স্বরূপ

মানুষকে যতই নিরেট স্থানে আবদ্ধ রাখা হোক, আজ্রাঈল ফিরিশ্তাকে সেখানে প্রবেশ করে তার রূহ বের করে নিয়ে আসতে কোনো প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করতে পারে না; তেমনিভাবে কবরের মাটি ফিরিশ্তাকে কবরের মধ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। *(যুক্তির আলোকে ইসলামের বিধান ২৬৬ পৃষ্ঠা ৯ম মুদ্রণ বঙ্গাঃ মাওঃ মুজীবুর রহমান)*

✍ ভারতের এক হিন্দু যোগীর সঙ্গে এক মুসলমান বুযুর্গের দিন তারিখ ধার্য করে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বহু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান এ প্রতিযোগিতা দেখার জন্য আসে। হিন্দুরা ধারণা নিয়ে আসে, যে জয়ী হবে তার ধর্ম সত্য। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে হিন্দু যোগী ও মুসলমান বুযুর্গের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতায় দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'জনই সমান-সমান হচ্ছে, কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারছে না। মুসলমান বুযুর্গ নিরাশ হয়ে গেলে তার মাথার মধ্যে বুদ্ধি এলো, মাটির উপরের জিনিস দিয়ে তাকে পরাজিত করা যাবে না, মাটির নীচের জিনিস দিয়ে তাকে পরাজিত করতে হবে। অতঃপর মুসলমান বুযুর্গ নিজের আঙ্গুল কেটে কিছুটা রক্ত বের করে মাটিতে ফেলে উক্ত রক্তের উপর মাটি চাপা দেন। অনুরূপভাবে হিন্দু যোগীও তাই করল। কিছুক্ষণ পর মুসলমান বুযুর্গের রক্তের উপর থেকে মাটি সরিয়ে দেখা গেল রক্তের রং অপরিবর্তিত রয়েছে কিন্তু হিন্দু যোগীর রক্তের উপর থেকে মাটি সরিয়ে দেখা গেল রক্তের রং পরিবর্তন হয়ে কালচে হয়ে গেছে। তখন মুসলমান বুযুর্গ দর্শকদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দুনিয়াতে

www.pathagar.com

ইসলাম ব্যতীত যতো মত, পথ বা ধর্ম আছে, সমস্ত মত, পথ ও ধর্মের সাধকগণ দীর্ঘদিন কষ্ট-ক্লেশ, সাধনা ও মোজাহেদা করে যে শক্তি, যে ক্ষমতা অর্জন করেছে তা শুধুমাত্র যমীনের উপরেই কার্যকর হবে; মাটির নীচে এসব কোনো কাজে আসবে না। মাটির নীচে তার শক্তি কাজে আসবে, যে ব্যক্তি আল্লহ্ তাআলাকে রব হিসাবে মেনে নিয়ে আল্লহ্ তাআলার জন্য কষ্ট-ক্লেশ, সাধনা ও মোজাহেদা করবে।

দৃষ্টির হেফাজত ঃ

চোখের যেনা হলো দৃষ্টি, মুখের যেনা হলো কথাবার্তা, জননেন্দ্রিয়ের যেনা খায়েস ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, আদম তনয়গণ যে যতটুকু যেনার অংশে লিপ্ত হবে আল্লহ্ তাআলা তা (অবশ্যই জ্ঞাত থাকবেন, বরং পূর্ব হতেই জ্ঞাত আছেন, এমনকি সে অনুসারে তা) লিখে রেখেছেন, যার পক্ষে যতটুকু লেখা আছে সে ততোটুকু অবশ্যই করে থাকে; (সেই অনুসারে সর্ববিষয় অগ্রিম জ্ঞানের অধিকারী আল্লহ্ তাআলা জানেন, এমনকি লিপিবদ্ধও করে রেখেছেন। যেনার অংশগুলি এই) চোখের যেনা হলো দৃষ্টি, মুখের যেনা হলো কথাবার্তা, অতঃপর মনে খায়েস ও আকর্ষণ উদিত হয় (তা অন্তরের যেনা) তারপর জননেন্দ্রিয় সেই খায়েস ও আকর্ষণকে কার্যে পরিণত করে (যা যেনার সর্বশেষ পর্যায়) অথবা মনের খায়েস ও আকর্ষণকে সে প্রত্যাখান করে। (যাতে যেনার চরম পর্যায় থেকে বেঁচে গেল বটে কিন্তু যেনার ভূমিকা অবলম্বনে তথা দৃষ্টিপাত ইত্যাদির দরুন গুনাহ্ হবে কারণ এই ভূমিকা কামভাবকে উত্তেজিত করবে এবং এস্থলে বা অন্যত্র যেনার চরম পর্যায়ে লিপ্ত হবে)। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৪৯৬-৪৯৭পৃঃ ২৩৭৯নং হাদীস)*

📖 ইসমাঈল ইবনে মূসা আল-ফাযারী ----- আবূ বুরায়দা (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (রাযিঃ)কে বলেন, হে আলী ! তোমার ১ম দৃষ্টিপাত (বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি যা অনিচ্ছাসত্ত্বে হয়েছে), তোমার ২য় দৃষ্টি (যা ইচ্ছাকৃত) যেন তার অনুসরণ না করে। কেননা প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য জায়িয আর দ্বিতীয়বার (ইচ্ছাকৃতভাবে) দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৯২, ৩য় খন্ড ২২২পৃঃ ২১৪৬নং হাদীস বিবাহ অধ্যায়)*

📖 মুসাদ্দাদ ----- ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, কোনো স্ত্রীলোক যেন অপর স্ত্রীলোকের খালি শরীরে স্পর্শ না করে, যাতে সে তার শরীরের কমনীয়তা ও লাবণ্যতা সম্পর্কে তার স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে পারে। যার ফলে তার স্বামী তাকে দেখার জন্য আকৃষ্ট হতে পারে। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৯২, ৩য় খন্ড ২২৩পৃঃ ২১৪৭নং হাদীস বিবাহ অধ্যায়)*

📖 নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে মানুষের পাশ দিয়ে চলাচল করে, সে ব্যভিচারিণী মহিলার ন্যায়। *(তিরমিযী)*

📖 হারুন ইবনে সাঈদ আল-আয়লী (রহঃ) ----- যায়নাব আছ-ছাকাফিয়্যা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, কোনো স্ত্রীলোক যখন ইশার নামায আদায় করতে

www.pathagar.com

(মাস্‌জিদে) আসে, তখন সে যেন ঐ রাতে খুশবু না লাগায়। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ মে-৯১, ২য় খন্ড ২৯৯পৃঃ ৮৭৯নং হাদীস)* **ব্যাখ্যা** ঃ ইহা মহিলাদের মাস্‌জিদে যেয়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ হবার পূর্বের ঘটনা।

অর্থ ঃ "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নতো রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এর মধ্যে তাদের জন্যে পবিত্রতা নিহিত আছে।" *(২৪ঃ৩০-৩১)*

দৃষ্টি হিফাযতের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ দুনিয়াতে সমস্ত অন্যায়ের মূল হোতা হচ্ছে দৃষ্টি। জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাস-বহুল বাড়ী দেখলে উহা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগে। তবে সে আকাঙ্ক্ষা শুধু ক্ষণিকের তরে শেষ হয়ে যায় না; উহা লাভের আশা তাকে শয়নে স্বপ্নে চিন্তাযুক্ত ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত করে ছাড়ে। কিন্তু যদি কোনো সুন্দরী নারী কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তার অন্তরের কিরূপ অবস্থা হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের চোখ হতে জ্যোতি বের হয়ে তা নারীর চোখেতে পড়া মাত্রই তার স্নায়ুমন্ডলীতে এক আঘাত হানে। এ আঘাত মগজে ধাক্কা দেয়া মাত্রই তার মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ আলোড়ন যৌন-প্রদেশসমূহে এক অপূর্ব চেতনা নিয়ে আসে। অনুরূপ ক্রিয়াই সাধিত হয় পুরুষের চোখে, মনে ও মগজে। ফলে মানুষের অন্তরচক্ষু শয়নে ও স্বপনে সেই ছবি দেখে হাসে ও কাঁদে। এজন্যই একবার মাত্র দেখা হলেও অন্তরের মধ্যে হাজারবার সে চেহারা ভেসে উঠে। দর্শনের মাধ্যমে যতো শীঘ্র মন তোলপাড় করে উঠে, শরীরে শিহরণ জাগায়, কামভাবে যৌনাঙ্গে নাড়া দিয়ে উঠে, অন্য কোনো অঙ্গের মাধ্যমে তা হয় না। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যেমন নেক আমল তেমনি চোখের এক একটা দৃষ্টি, কানের এক একটা শব্দ শুনাও নেক আমল। এজন্যই দৃষ্টির হিফাযতের জন্য দৃষ্টি হিফাযতের পরিবেশে যাওয়া দরকার কারণ

কিসরার বাদশাহ্ পাদ্রীদেরকে একত্রিত করে বললো, আরবের যাযাবররা যেদিকে যায় সেদিকেই তাদের বিজয় হয়, এর কারণ কি ? এক পাদ্রী জবাব দিল, তাঁদের যিন্দেগী না দেখে আমরা জবাব দিতে অক্ষম। অতঃপর একজন গুপ্তচর দীর্ঘ একমাস তাঁদের মধ্যে অবস্থান করে জবাব দিল, এরা রাত্রে মসল্লায় (জায়নামাযে) সাওয়ার হয় আর দিনে ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়। এদের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে মাল ও নারীর প্রতি এদের ঝুঁকাতে পারলে এদের থেকে খোদায়ী মদদ হটে যাবে। তারা মুসলমানদের থেকে খোদায়ী মদদ হটানোর জন্য সাহাবীরা যে জায়গায় তাবু গেরেছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীগণ তিনদিন তিনরাত তাবু থেকে মাস্‌জিদ পর্যন্ত উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় নিজেদেরকে তাঁদের হাতে সোপার্দ করার জন্য এবং সোনা-দানা রাস্তায় বিছিয়ে রাখে তা নেয়ার জন্য। অথচ মুসলমান জামাআত কোনো নারীর প্রতিও দৃষ্টিপাত করেনি এবং কোনো সোনাদানাও ধরেনি।

✍ পরিবেশ মানুষকে ভালো করে আবার পরিবেশ মানুষকে খারাব করে। উল্টাপাল্টা লোকও ভালো পরিবেশে যেয়ে কিছুদিন থাকলে তার উল্টাপাল্টা অভ্যাস দূর হয়ে যায়। আবার ভালো লোকও উল্টাপাল্টা পরিবেশে যেয়ে কিছুদিন থাকলে সেও উল্টাপাল্টা কাজ করতে শুরু করে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যেমন আমল তেমনি চোখের এক একটা

www.pathagar.com

দৃষ্টি, কানের এক একটা শব্দ শুনাও আমল। মুসলমান যখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় যেয়ে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দেখা, চলা, বলা ও শুনা যখন হারাম পরিহার করে দ্বীনের দায়ী (দাওয়াত দেনেওয়ালা) বনে ঈমানীশক্তি হাসিল করে নিষেধাজ্ঞার উপর আমল করার অভ্যাস গড়ে নিয়ে আসবে, তখন বাড়ীতে এসেও দৃষ্টি সুন্নাত মোতাবেক ব্যবহার করা সহজ হবে।

নজর লাগা ঃ

📖 উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবীজী (সাঃ) তাঁর গৃহে একটি মেয়ে দেখতে পেলেন, তার মুখমন্ডলে যেন ঝাঁজ লেগেছে। তখন নবীজী (সাঃ) বললেন, মেয়েটিকে ঝাঁড়-ফুঁক করাও; তার উপর নজর লেগেছে। *(বুখারী আঃ হক ৬ঃ৩৩২ঃ২২২৪)*

কুদৃষ্টি ঃ 📖 হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, কুদৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের জাল; এরই সাহায্যে সে সাধককে ফাঁদে আটকিয়ে থাকে। চোখের দৃষ্টির অনুসরণে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও প্রতারিত হয়। সুতরাং দৃষ্টির হিফাযত প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাযতের নামান্তর। এভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হিফাযত করে সাধক অনন্ত সাফল্যের চূড়ান্তে পৌছাতে পারে; অন্যথায় তার সকল নেক আমল ব্যর্থ হয়ে যায়। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ১ঃ২২৮ বঙ্গঃ মুফ্‌তী মুঃ ওবাইদুল্লাহ্‌ ২য় প্রকাশ মার্চ-৯৫)*

কুদৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অদৃশ্য আলোকরশ্মি নির্গত হয়; তেমনিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির চক্ষু থেকেও অদৃশ্য আলোকরশ্মি নির্গত হয় যার মাধ্যমে আবেগময় শক্তির বিজলী (Emotional Energy) থাকে। এ সকল বিদ্যুৎ দ্রুত লোমকূপের মাধ্যমে শরীরে সঞ্চারিত হওয়ায় শরীরের স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটে। যদি আবেগময়রশ্মি পজেটিভ হয় তবে মানুষের উপকার হয়, আর যদি এ রশ্মি নেগেটিভ হয় তবে লাগাতার ক্ষতি হতে থাকে। কুদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের চক্ষু থেকে নির্গতরশ্মি নেগেটিভ হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে এতো শক্তি নিহিত থাকে যে, শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলা উলট-পালট করে দেয়। *(সুন্নতে রাসুল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ২২৮-২২৯ পৃঃ বঙ্গঃ মাওঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

পর্দা ঃ

📖 আব্দুর রাহমান ইবনে সালাম ----- সাবিত ইবনে কায়স (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রোমের যুদ্ধের পর) উম্মে খাল্লাদ নামক এক রমনী ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার নিহত পুত্রের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এমতাবস্থায় জনৈক সাহাবী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তোমার নিহত পুত্রের খবর জানতে চাচ্ছো অথচ তুমি ওড়না জড়িয়ে আছো ! সে উত্তর করল, আমি আমার পুত্র হারিয়েছি কিন্তু লজ্জা-তো কখনও হারায়নি। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার পুত্র দু'জন শহীদের মর্যাদা পাবে। সে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ! তা কি কারণে সম্ভব হলো ? তিনি বললেন, কারণ সে আহলে কিতাবের হাতে শহীদ হয়েছে। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ সেপ্টে-৯২, ৩য় খন্ড ৪০৬-৪০৭পৃঃ ২৪৮০নং হাদীস)*

📖 উম্মে সালমা (রাযিঃ) এর রেওয়ায়েতে আছে যে, একবার তিনি ও হযরত মায়মুনা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকটে ছিলেন। ইতোমধ্যে অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে

www.pathagar.com

মাকতুম সেখানে উপস্থিল হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পত্নীদ্বয়কে বললেন ঃ তোমরা ইবনে মাকতুম থেকে পর্দা করো। উম্মে সালমা (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি আরোজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, এ লোকটি কি অন্ধ নয় ? সেতো আমাদেরকে দেখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ ? তোমরা কি তাক দেখতে পাও না ? *(আহমদ/তিরমিযী/ আবু দাউদ)*

📖 হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে মুসলমান কোনো নারীর রূপ ও সৌন্দর্য দেখে চক্ষু বন্ধ করে নেয়, আল্লহ্ তাআলা তার ইবাদতে এমন একটা স্বাদ সৃষ্টি করে দেন, যার স্বাদ সে ব্যক্তি তার অন্তর দিয়ে অনুভব করতে থাকে। *(আহমদ/তিবরানী)*

📖 হযরত উমার ফারুক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একমতে পৌছেছি। (১) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিলে ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লহ্ তাআলা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা করে নাও। (২) আমি আরোয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ! আপনার পত্নীগণের সামনে সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। (৩) নবী-পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তখন আমি বললাম, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লহ্ তাআলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাঁকে দান করবেন। অতঃপর ঠিক এই ভাষায়ই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল। *(তাফহীমুল মাআরিফুল কুরআন ৭ঃ৯৯৬, ৪র্থ সংস্করণ ডিসে-৮৩)*

হুমায়ন ইবনে হুরায়স (রহঃ) ----- আবূ আব্দুল্লাহ্ সালিম সাবলান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রাযিঃ) তার আমানতদারীতে অত্যান্ত মুগ্ধ ছিলেন এবং তাকে অর্থের বিনিময়ে কাজে নিযুক্ত করতেন। সে (সালিম) বলেন, আয়িশা (রাযিঃ) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিভাবে উযূ করতেন তা দেখান। তারপর তিনি তিনবার কুল্লি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করেন। তিনবার করে ডান ও বাম হাত ধৌত করেন এবং হাত মাথার অগ্রভাগে রাখেন ও মাথার পেছন পর্যন্ত একবার মাসেহ্ করেন। পরে তিনি উভয় কান মাসেহ্ করেন। তারপর মুখমন্ডলে হাত বুলান। সালিম বলেন, আমি যখন মুকাতাব[১] ছিলাম তখন তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। তিনি তখন আমার থেকে পর্দা করতেন না। তিনি আমর সম্মুখে বসতেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। একদিন আমি তাঁর নিকট এলাম, হে উম্মুল মুমিনীন ! আপনি আমার জন্য বরকতের দুআ করুন। তিনি বললেন, কিসের দুআ করব ? বললাম, আল্লহ্ তাআলা যেন আমাকে আযাদ করে দেন। তিনি বললেন, আল্লহ্ তাআলা তোমাকে বরকত দিন। (এই কথা বলে) তিনি আমার সামনে পর্দা ফেলে দেন। এরপর আমি তাঁকে কোনো দিন দেখিনি। *(নাসাঈ শরীফ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ৯ম খন্ড ৯৪পৃঃ ১০০নং হাদীস)*

পর্দা করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, বেগানা পুরুষের কামুকদৃষ্টি নারীর চোখ ও দেহকোষের উপর পতিত হলে রাসায়নিকক্রিয়া করে।

www.pathagar.com

ফলে নারীর দেহমনে প্রবল ঝড় উঠে ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে ইহা এতবেশি ক্রিয়াশীল হয় যে, এর প্রতিফলনরশ্মি দেহকোষেই নয় জরায়ুর অভ্যন্তরের গর্ভস্থ সন্তানের উপরও পতিত হয়। কারণ এ সময় নারীদেহের দুর্বলতার কারণে প্রতিরোধশক্তি খুবই কম থাকে। ফলে গর্ভাবস্থায় নারীদের অন্তরে যে চিন্তা দাগ কাটে, গর্ভস্থ সন্তানের শারীরিক কাঠামো ও বর্ণের দিক দিয়ে তদ্রূপই হয়ে থাকে। *(কুরআন হতে বিজ্ঞান ২৫ পৃষ্ঠা ১ম প্রকাশ আগষ্ট-৯৯)*

অনেকে নারীদের পর্দাকে স্বাস্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরূপে অবিহিত করে থাকে। চুরি-ডাকাতি খুবই লাভজনক কিন্তু যখন এর ধ্বংসকারীতা সামনে আসে তখন কোনো ব্যক্তিই এরূপ কাজকে লাভজনক কাজ বলার সাহস পায় না। বেপর্দার অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন বেপর্দার উপকারিতা বলা কোনো জ্ঞানী লোকের কাজ নয়। *(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৭ঃ১৯৯)*

ইউরোপীয় কোনো কোনো শহরে এক শ্রেণীর লোকের অভিমত, সব মানুষ বিবস্ত্র জীবন যাপন করলে যৌন-অপরাধ থাকবে না। এই ধ্যান ধারণার সমর্থকরা তাদের চিন্তাধারা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো কোনো শহরে নগ্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্র স্থাপন করে। ইচ্ছুক নর-নারীরা এসব কেন্দ্রে নগ্ন থাকার অভ্যাস করতে থাকে। এই প্রবণতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেখে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপলব্ধি করেন, এই প্রবণতা ব্যাপক হলে চারিত্রিক ধ্বংস ও সামাজিক অবক্ষয় ডেকে আনবে। তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং নগ্নতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

✍ আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে বিজ্ঞানের যখন কোনো নাম-গন্ধ ছিল না, তখন একজন উম্মী নবী কিভাবে এতবড় বিজ্ঞানভিত্তিক কথা বললেন ! হাদীসের বৈজ্ঞানিক সুফল শোনার দ্বারাই রাসূলের প্রতি মহাব্বত পয়দা হবে। রাসূলের প্রতি মহাব্বত অনুপাতে ঈমানীশক্তি সঞ্চার হয়। রাসূলের প্রতি যার যতবেশি ভালবাসা হবে সে ততবেশি রাসূলের সুন্নাতের পাবন্দ হবে এবং সাদৃশ্য হবার জন্য কুরবানী মোজাহাদা বরদাস্ত করতে সচেষ্ট হবে। সাহাবায়ে-কিরাম রাসূল (সাঃ) এর মহাব্বত ও ভালবাসার কারণে এমন ঈমানীশক্তি অর্জন করেছিলেন যে, কোনো শক্তিই তাদেরকে পরাভূত করতে পারেনি বরং সমস্ত পরাশক্তি তাদের সম্মুখে নতশির রয়েছে।

ব্যভিচারে কুফল ঃ অবৈধ মিলনের ফলে যে দুর্ভাগ্যবান সন্তানের জন্ম হয় তাকে নিয়ে সমাজ বিপদে পড়ে কারণ তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জন্মদাতা নেয় না, ফলে নারীর জীবনে নেমে আসে অভিশাপ। সে সমাজ থেকে হয় বহিষ্কৃত, বাপ মায়ের হয় কলঙ্ক। আত্মীয়-স্বজন হয় বৈরী, জাতির জন্য হয় কালিমা; ফলে গর্ভজাত শিশুকে হয় প্রাণ হারাতে হয় নতুবা স্নেহ মায়া-মমতাশূন্য জীবন কাটাতে হয়। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ সাঃ ১ম খন্ড ১ম সাহিত্য মেলায় সংস্করণ সেপ্টে-৯৪, ৯৪পৃঃ)*

www.pathagar.com

মাস্‌জিদ ঃ

মাস্‌জিদে ঢোকা ও বের হওয়ার হাদীসের মূলবাণী ঃ

যখনই মাস্‌জিদে প্রবেশ করবে ইতিক্বাফের নিয়ত করা। *(আদাবুল মাস্‌জিদ)*

বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া। *(ইবনে মাজাহ্ ১:৫৬)*

প্রথমে বাম পা খুলে জুতার উপর রেখে ডান পা জুতা থেকে খুলে ডান পা দিয়ে মাস্‌জিদে প্রবেশ করা। *(আত-তরগীব)*

ডান পা দিয়ে মাস্‌জিদে প্রবেশ করা। *(বুখারী ১:২৯ আঃ হক ১:১৯২:১২৯ দশম সংস্করণ-৮২/ ইলাউস সুনান ৫:১৬৬)*

জুতা-স্যান্ডেল প্রথমে বাম পায়ে তারপর ডান পায়ে পরা। *(বুখারী ২:৮৭০/মুসলিম ২:১১৭/তিরমিযী ২:৩০৭)*

দরূদ পড়া। *(ইবনে মাজাহ্ ১:৫৬)*

মাস্‌জিদে হেঁটে যাওয়া তাড়াহুড়া করে দৌড়ে না আসা। *(তিরমিযী ইফাবা অক্টো-১৩, ২:৬৩-৬৪:৩১২)*

হযরত আবূ উসাইদ (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যখন তোমাদের কেহ মাস্‌জিদে প্রবেশ করে সে যেন বলে, اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লহ্ ! তুমি তোমার করুণার দ্বার আমার জন্য খুলে দাও। *(মিশ্‌কাত নূর মুঃ ২:২৮৭:৬৫১/মুসলিম)*

মাস্‌জিদ থেকে বের হবার আদবসমূহ ঃ বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া। *(ইবনে মাজাহ্ ১:৫৬)*

বাম পা দিয়ে মাস্‌জিদ থেকে বের হওয়া *(বুখারী আঃ হক ১ম খন্ড ২৬০ পৃঃ দশম সংস্করণ-৮২)*

মাস্‌জিদ থেকে বের হতে আগে বাম পা রাখা। *(ইলাউস সুনান ১:৩২৩)* অতঃপর ডান পায়ে প্রথমে জুতা পরে বাম পায়ে জুতা পরা। *(মিশ্‌কাত ১:৪৬)*

মাস্‌জিদ থেকে বের হতে দুআ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লহ্ ! আমি চাই তোমার দান। *(মিশকাত নূর মুঃ ২:২৮৭:৬৫১/মুসলিম)*

মাস্‌জিদের আদবসমূহ ঃ ক্বিবলার দিকে পা না ছড়ানো। *(বুখারী)*

ক্বিবলার দিকে থুথু না ফেলা। *(বুখারী)*

মাস্‌জিদে কোনো প্রকার ঘোষণা না দেয়া। *(বুখারী)*

হারানো বস্তু মাস্‌জিদে (উচ্চস্বরে) তালাশ না করা। *(মুসলিম ইফাবা-৯৫, ২:৩৪১:১১৪০)*

মাস্‌জিদে কেনাবেচা না করা। *(তিরমিযী ১:৭৩)*

হারানো বস্তু তালাশের জন্য মাস্‌জিদে ঘোষণা না দেয়া। *(মুসলিম ১:১১০)*

আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ না করা এবং আঙ্গুল না ফুটানো। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-১৪, ২:১২৯:৩৮৬/আদাবুল মাস্‌জিদ)*

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। *(তিরমিযী ১:১১৪)*

www.pathagar.com

উযূ করে মাস্‌জিদের উদ্দেশ্যে বের হলে হাতের আঙ্গুল একটির ফাঁকে আরেকটি প্রবেশ না করানো

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- কা'ব ইবনে উজরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপ উযূ করে মাস্‌জিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়, তখন সে হাতের আঙ্গুল একটির ফাঁকে আরেকটি প্রবেশ না করায়। কারণ, সেতো সালাতেই আছে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ অক্টো-৯৩, ২য় খন্ড ৯২৯পৃঃ ৩৮৬নং হাদীস)*

কাঁচা রসূন, পিয়াজ ও কুরাছ আহার করে মাস্‌জিদের নিকটে না আসা

📖 ইসহাক ইবনে মানসূর (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রসূন, পিয়াজ ও কুরাছ (দুর্গন্ধযুক্ত পিয়াজ জাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদ) আহার করেছে, সে যেন আমাদের মাস্‌জিদের নিকটেও না আসে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৩৯০পৃঃ ১৮৯৩নং হাদীস)*

✍ কোনো লোক যদি দুনিয়ার সবচে' বড় বড় ডিগ্রীধারী হয়ে যায় আর মালদার বনে যায় অথবা সমস্ত দুনিয়ার বাদশাহ্ যদি বনে যায় তবুও তার ডিগ্রী, মাল ও পদ কোনোকিছুই তাকে মৃত্যুর কষ্ট, কবরের আযাব, হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে তাকে পরিত্রান দিতে পারবে না। আমরা যদি রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার করি, তবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত প্রকার বড় বড় কষ্ট থেকে হিফাযত করবেন।

✍ ঈমানী পরিবেশে গেলে ঈমানের পিপাসা জাগে, সুন্নাতী পরিবেশে গেলে সুন্নাতের পিপাসা জাগে। কারো মাথায় টুপি না থাকলেও সে যদি মাস্‌জিদে যায়, তবে সে টুপি তালাশ করে কারণ পরিবেশ তার চাহিদাকে পাল্টে দিচ্ছে। আমলের পিপাসা তার মধ্যে জেগেছে। টুপিওয়ালা লোক যদি সিনেমা হলে যায়, তবে তার মাথায় টুপি থাকলেও তা খুলে ফেলে কারণ বদদ্বীনের পরিবেশে গেলে মানুষের মধ্যে বদদ্বীনের পিপাসা জাগে। এজন্যই আমদেরকে মাস্‌জিদওয়ালা পরিবেশে অধিকাংশ সময় অবস্থান করা দরকার।

✍ আখিরাতের চিন্তা যখন মানুষের দিলের মধ্যে বসে যাবে তখন মানুষের যিন্দেগী ঠিক হয়ে যাবে। যে যতবেশি খায়েশাত control এর পরিবেশে থাকবে তার খায়েশাত ততবেশি control হবে। দুনিয়াতে দোকানদার দোকানদারীর পরিবেশ কায়েম করে দোকানদারী শুরু করে। রাজনীতিবিদ রাজনীতির পরিবেশ করে রাজনীতি করে। তেমনিভাবে আমাদের দিলের মধ্যে আখিরাতের পরিবেশ কায়েম করার জন্য জবানের বোল কলেমা মোতাবেক করতে হবে, কানের শুনা কলেমা মোতাবেক করতে হবে, চোখের দেখা কলেমা মোতাবেক করতে হবে এবং মস্তিষ্কের চিন্তা-ভাবনা কলেমা মোতাবেক করতে হবে। তবেই রাসূলের পরিপূর্ণ এত্তেবা করা আছান হবে। হুযূর (সাঃ) মদীনায় এরকম মেহনত করেছিলেন যেন সমস্ত মদীনা একটা মাস্‌জিদ। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে দেড় ঘন্টা কাটাচ্ছি আর দুনিয়ার বা বদ্বীনের পরিবেশে সাড়ে বাইশ ঘন্টা কাটাই, তাহলে দিলের মধ্যে দুনিয়া ঢুকবে না ফিরিশ্‌তাদের আছর পড়বে ?

www.pathagar.com

মাস্‌জিদে হারানো বস্তু তালাশ না করা ঃ 🕮 আবূত তাহির আহমাদ ইবনে আমর (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি কোনো লোককে মাস্‌জিদে হারানো বস্তু (উচ্চস্বরে) তালাশ করতে শুনবে, তখন সে বলবে আল্লাহ্ তোমাকে তা না দিক। কেননা, মাস্‌জিদ এর জন্য তৈরী করা হয়নি। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গঃ মে-৯৯, ২য় খন্ড ৩৪১পৃঃ ৯৯৪০নং হাদীস/নাসাঈ ইফাবা ডিসে-২০০০, ৯ঃ৪০০ঃ৭২০)*

✍ সুন্নাতের প্রতি মুসলমানদের অবহেলার কারণে বিদ্‌আতের বিস্তার ঘটছে। আমাদের পূর্বসূরীরা সুন্নাতের অনুকরণ অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছে। আমাদেরকে তাঁদেরই অনুকরণ-অনুসরণ করতে হবে; যার কোনো বিকল্প নেই।

পায়ে হেঁটে মাস্‌জিদে যাওয়া ঃ

🕮 মুসাদ্দাদ ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, মাস্‌জিদ হতে যার অবস্থান যতো দূরে, সে ততো অধিক সাওয়াবের অধিকারী। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ৩১১পৃঃ ৫৫৬নং হাদীস)*

🕮 আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী ----- উবাই ইবনে কাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার জনৈক মুসলিম ব্যক্তি যার অবস্থান ছিল মাস্‌জিদে নববী হতে সবচে' দূরে এবং তিনি সব-সময়ই পদব্রজে মাস্‌জিদে নববীতে এসে নামায পড়তেন। একদা আমি তাঁকে অনুরোধ করি যে, যদি আপনি একটি গাধা খরিদ করতেন তবে তার পিঠে আরোহণ করে প্রচন্ড গরম ও অন্ধকার রাতে সহজে যাতায়াত করতে পারতেন। জবাবে ঐ ব্যক্তি বললেন, আমার নিকট আদৌ পছন্দনীয় নয় যে, আমার বাসস্থান মাস্‌জিদের নিকটবর্তী হোক। অতঃপর এই সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)কে অবহিত করা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার কামনা এই যে, (আমার বাড়ী যেহেতু মাস্‌জিদ থেকে দূরে সেহেতু) যাতায়াতের জন্য অধিক পদক্ষেপের বিনিময়ে আমি অধিক সাওয়াবপ্রাপ্ত হবো। নবীজী (সাঃ) বলেন, তুমি যে সাওয়াবের কামনা করছো, মহান আল্লহ্ তাআলা তোমাকে দান করেছেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯০, ১ম খন্ড ৩১১পৃঃ ৫৫৭নং হাদীস /মুসলিম/ইবনে মাজাহ্)*

পায়ে হেঁটে চলাচলের সুফল ঃ খাদ্য-খাবার খেয়ে অলসভাবে জীবন কাটালে অর্থাৎ পায়ে হেঁটে চলাচল বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ না করলে ভুক্তখাদ্য ফেপে যায়। ফলে খাদ্যদ্রব্য রোগ-জীবাণুতে পরিণত হয়ে শরীরে কুপ্রভাব ফেলে।

মাসজিদে পানাহার ঃ

🕮 আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারিস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাঃ) এর সাথে মাস্‌জিদে বসে ভুনা গোশ্‌ত খেয়েছি। *(শামায়েলে তিরমিযী বঙ্গঃ মুঃ মুসা ১১৭পৃঃ ১৬৫নং হাদীস)*

মাস্‌জিদে শয়ন ঃ

উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ (রহঃ) ----- ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মাস্‌জিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর যমানায় শয়ন করতেন আর তখন তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক, তাঁর স্ত্রী ছিল না। *(নাসাঈ ইফাবা বঙ্গঃ ডিসে-২০০০, ১ম খন্ড ৪০২পৃঃ ৭২৫নং হাদীস)*

www.pathagar.com

১০ম অধ্যায় - ইবলীসের ধোকা

কুরআন ও ইবলীসের ধোকা ঃ

আল্লহ্ রব্বুল ইযযত পবিত্র কুরআন মজীদে সূরা আনআমের মধ্যে ইরশাদ করেন,,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ-فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ.

অর্থ ঃ "আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনাটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসলো, তখন কেন তারা কাকুতি-মিনতি করল না ? বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখালো, যে কাজ তারা করছিল।" *(৬ষ্ঠ সূরা আনআম ৪২-৪৪নং আয়াত)*

আল্লহ্ জাল্লা শানুহুর সূরা আরাফ এর মধ্যে ইরশাদ ফরমান,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

অর্থ ঃ "হে বনী আদম ! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলে দিয়েছে যাতে তাদের লজ্জাস্থান দেখা যায়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখো না।" *(৭ম সূরা আরাফ ২৭নং আয়াত)*

আল্লহ্ তাবারকতা ওয়াতাআলা সূরা বাকারার মধ্যে ইরশাদ ফরমান,

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ.

www.pathagar.com

অর্থ ঃ শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনাটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। *(২য় সূরা বাকারা ২৬৮নং আয়াতের প্রথমাংশ)*

আল্লহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কুরআন মজীদে সূরা আনআম এর মধ্যে ফরমান,

وَاِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌلَّكُمْ ۚ فَلَمَّاتَرَآءَ تِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْ اَرٰى مَا لَاتَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَا بِ.

অর্থ ঃ "আর যখন শয়তান সুদৃশ্য করে দিল তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বললো যে, আজকের দিনে কোনো মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর আমি হলাম তোমাদের সমার্থক, অতঃপর যখন সামনা-সামনি হলো উভয় বাহিনী, তখন সে দ্রুত পায়ে পেছনের দিকে পালিয়ে গেল এবং বললো, আমি তোমাদের সাথে নেই। আমি দেখছি যা তোমরা দেখছো না; আমি ভয় করি আল্লহ্ তাঁআলাকে। আর আল্লহ্ তাঁআলার আযাব অত্যন্ত কঠিন।" *(৮ম সূরা আনফাল ৪৮নং আয়াত)*

আল্লহ্ জাল্লা শানুহুর সূরা আন-নাহল এর মধ্যে ফরমাইতেছেন,

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ-اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-اِنَّمَاسُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ.

অর্থ ঃ "আপনি যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লহ্ তাঁআলার আশ্রয় গ্রহণ করুন। তাদের উপর তার আধিপাত্য চলে না যারা বিশ্বাস করে এবং আপন রবের উপর ভরসা রাখে। তার (শয়তানের) আধিপাত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।" *(১৬তম সূরা আন-নাহল ৯৮-১০০নং আয়াত)*

আল্লহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে সূরা বাকারা এর মধ্যে ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْافِى السِّلْمِ كَافَّةً ۠ وَّلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّمُّبِيْنٌ.

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে মুমিনদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের দাখিল হও এবং শয়তানের পদঙ্ক অনুসরণ করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" *(২য় সূরা বাকারা ২০৮নং আয়াত)*

আল্লহ্ তাবারকতা ওয়াতাআলা সূরা আন-নাহল এর মধ্যে বলেন,

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَاخَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ-وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ-يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ.

অর্থ ঃ "তারা কি আল্লহ্ তাঁআলার সৃষ্টি দেখে না, যার ছায়া আল্লহ্ তাঁআলার প্রতি বিনীতভাবে সিজ্দাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লহ্ তাঁআলাকে সিজ্দা করে যা কিছু আসমানে আছে ও যমীনে আছে। সৃষ্ট জীব ও ফিরিশ্তারা অহঙ্কার করে না। তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যে আদেশ পায় তা করে।" *(১৬তম সূরা আন-নাহল ৪৮-৫০নং আয়াত)*

আল্লহ্ জাল্লা শানুর পবিত্র কুরআন মজীদে সূরা ফাত্বির এর মধ্যে ফরমাইতেছেন,

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

অর্থ ঃ "শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাকে শত্রুই মনে করবে। সে তার দলের লোকদেরকে ডাকে কেবল এ জন্য যে, যেন তারা জাহান্নামী হয়।" *(৩৫নং সূরা ফাত্বির ৬নং আয়াত)*

আল্লহ্ রব্বুল ইযযত্ পবিত্র কুরআন মজীদে সূরা হাশর এর মধ্যে ফরমান,

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّى بَرِىءٌ مِّنْكَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ ঃ "তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফির বলে। যখন কাফির হয় তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" *(৫৯নং সূরা হাশর ১৬নং আয়াত)*

www.pathagar.com

প্রত্যেক মানুষের সাথে শয়তান রয়েছে ঃ

📖 হারূন ইবনে সাঈদ আয়লী (রহঃ) ----- নবীজীর স্ত্রী আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক রাতে রাসূল (সাঃ) তার নিকট থেকে বের হলেন। তিনি বলেন, এতে আমার মনে কিছুটা ঈর্ষা জাগল। অতঃপর তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, হে আয়িশা ! তোমার কি হয়েছে ? তুমি কি ঈর্ষা পোষণ করছ ? উত্তরে আমি বললাম, আমার মতো মহিলা আপনার মতো স্বামীর প্রতি কেন ঈর্ষা করবে না ? একথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, শয়তান কি তোমার নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে ? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার সাথেও কি শয়তান রয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। অতঃপর আমি বললাম, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান রয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার সাথেও কি রয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার সাথেও। তবে আল্লহ্ তা'আলা তার মুকাবেলায় আমাকে সহযোগীতা করেছেন। এখন তার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। *(মুসলিম ইফাবা ৮ম খন্ড ৩৪৯-৩৪২পৃঃ ৬৮৫০নং হাদীস)*

ইবলীস কর্তৃক বনী ইসরাঈলের জনৈক সন্যাসীকে যেনায় লিপ্ত করার কাহিনী ঃ

📖 বনী ইসরাঈলের জনৈক সন্ন্যাসী-যোগী সর্বদা উপাসনালয়ে যোগসাধনায় রত থাকতো এবং দশদিন অন্তর মাত্র একবার ইফতার করে রোযা রাখত। সত্তর বছর এমনিভাবে অতিবাহিত হবার পর ইবলীস শয়তান তাঁর পেছনে লাগে। সে তার সর্বাধিক ধূর্ত ও চালাক অনুচরকে তাঁর কাছে সন্ন্যাসী যোগীবেশে প্রেরণ করে। সে তাঁর কাছে পৌছে তাঁর চাইতেও বেশী যোগসাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এভাবে সন্ন্যাসী তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠে। অবশেষে কৃতিম সন্ন্যাসী আসল সন্ন্যাসীকে এমন দুআ শিখিয়ে দিল যদ্বারা জটিল রোগও আরোগ্যলাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব দ্বারা রোগগ্রস্ত করে আসল সন্ন্যাসীর কাছে পাঠিয়ে দিত। যখন সন্ন্যাসী রোগীদের উপর দুআ পাঠ করত, তখন শয়তান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। ফলে রোগী আরোগ্যলাভ করত। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই কারবার অব্যাহত রাখার পর সে জনৈক্য ইসরাঈলী সরদারের পরমা সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাববিস্তার করল এবং তাকে রোগগ্রস্ত করে সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত সে বালিকাটিকে সন্ন্যাসীর মন্দিরে পৌছে দিতে সক্ষম হলো এবং কালক্রমে সন্ন্যাসীকে বালিকার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত করতেও সক্ষম হয়। এর ফলে বালিকাটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। অপমানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শয়তান বালিকাটিকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শয়তান নিজেই ব্যভিচার ও হত্যার কাহিনী ফাঁস করে জনগণকে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। অতঃপর জনগণ সন্ন্যাসীর মন্দির বিধ্বস্ত করে সন্যাসীকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখন শয়তান সন্ন্যাসীর কাছে যেয়ে বললো, এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোনো উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সিজ্‌দা করো, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো। সন্ন্যাসী পূর্বেই পাপকর্ম করেছিল বিধায় কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। সে

www.pathagar.com

শয়তানকে সিজ্‌দা করল। তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দিল, আমি তোমাকে কুফরীতে লিপ্ত করার জন্যই এসব অপকৌশল অবলম্বন করেছিলাম। এখন আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারি না। *(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৮ঃ৩৮৭-৩৮৮; ৪র্থ সংস্করণ জুন-৯৩, ২৮ পারা ৫৯নং সূরা হাশর ১৬-১৭নং আয়াত/তাফসীরে কুরতুবী/তাফসীরে মাযহারী/তাফসীর ইবনে কাসীর)*

ইবলীস কর্তৃক বনী ইসরাঈল গোত্রের জনৈক পাদ্রীকে যেনায় লিপ্ত করার কাহিনী

নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন পাদ্রী ছিল। একদা ইবলীস শয়তান তাঁকে প্রতারিত করার জন্য ফন্দি করল যে, এক বাড়ীতে এসে একটি যুবতী মেয়ের গলা টিপে ধরলো। তাতে সে মেয়েটি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর শয়তান বাড়ীর লোকদের মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিল যে, পাদ্রীর নিকট এই রোগীর অব্যর্থ চিকিৎসা রয়েছে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে নিয়ে পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, একে আপনার নিকট রাখুন। পাদ্রী নিজের হিফাজতে মেয়েটিকে রাখতে অস্বীকার করল। কিন্তু অভিভাবকদের বারংবার অনুরোধে অবশেষে রাজী হয়ে গেল এবং মেয়েটিকে নিজ হিফাজতে রেখে চিকিৎসা করতে লাগল। কিছুদিন পর শয়তান পাদ্রীর মনে কুমন্ত্রণা দিতে লাগল। ফলে পাদ্রী মেয়েটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এভাবে একদিন মেয়েটি পাদ্রী কর্তৃক গর্ভধারণ করল। অতঃপর শয়তান পাদ্রীর মনে এই মর্মে ওয়াস্‌ওয়াসা সৃষ্টি করল যে, তার অভিভাবদের নিকট তুমি কি জবাব দিবে ? তারা এসে যখন দেখবে তাদের মেয়ে গর্ভধারণ করেছে, তখন তারা তোমাকেই দায়ী করবে, এভাবে তুমি তোমার মান-সম্মান সবই হারাবে। সুতরাং শয়তান তাকে উপায় শিখিয়ে দিল যে, এখন তুমি মেয়েটিকে হত্যা করে মাটির নীচে পুঁতে ফেলো, এভাবে তোমার সব সমস্যা মিটে যাবে। অভিভাবকরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে, সে মারা গেছে। পাদ্রী তাই করল। এদিকে শয়তান অভিভাকদের নিকট এসে তাদের মনেও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করল। অভিভাবকরা এসে মেয়েটির খোঁজ জানতে চাইলে পাদ্রী বললো, সে মারা গেছে। একথা শুনে তারা মোটেই বিশ্বাস করল না; তারা পাদ্রীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করার জন্য শুলিতে নিয়ে গেল। এ সময় শয়তান তার নিকট হাযির হয়ে বললো, তুমি আমাকে চিনো ? আমি নিজেই মেয়েটির গলা টিপে ধরেছিলাম, তার অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তোমার অন্তরে ওয়াস্‌ওয়াসা দিয়েছিলাম। এখন যদি তুমি এহেন বিপদ্‌ থেকে রক্ষা পেতে চাও, তবে আমার কথা শুনো। পাদ্রী বললো, তোমার কথা কি ? শয়তান বললো, খুবই সহজ, তুমি শুধু আমাকে দু'টি সিজ্‌দা করো। পাদ্রী কোনো উপায়ান্তর না দেখে শয়তানকে সিজ্‌দা করে কাফির হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান পাদ্রীকে উপহাস করতে করতে পলায়ন করল। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ২ঃ৩৩৮-৩৩৯ বঙ্গঃ মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ)*

www.pathagar.com

আল্লহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে সূরা মায়িদাহ্ এর মধ্যে বলেন,

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ.

অর্থ ঃ "বলুন, হে আহলে কিতাবগণ ! তোমরা নিজ ধর্মে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে নিজেরা গুমরাহ হয়েছে এবং অনেককে করেছে। তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।" *(৫নং সূরা মায়িদাহ্ ৭৭নং আয়াত)*

ইবলীস কর্তৃক আহলে কিতাবের জনৈক আবিদের দ্বারা বিদ্আত চালুর অভিনব পন্থা

রবীআ ইবনে আনাস থেকে ধারাবাহিকভাবে আবূ জাফর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর, আহমাদ ইবনে আব্দুর রাহমান, আবূ হাতিম ও ইবনে আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, রবীআ ইবনে আনাস বলেন, তাদের সময় এক শাসক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। কুরআন ও হাদীসের উপর সে বহুদিন পর্যন্ত আমল করতেছিলেন। একদিন তার নিকট শয়তান এসে হাযির হয় এবং তাকে বলে তুমি যা করতেছো পূর্বের লোকেরাও তো এগুলি করেছে। এ ধরনের গতানুগতিক আমলের দ্বারা কি ফায়দা হবে ? বরং একটা কাজ শুরু করো, যা এর পূর্বে আর কেহ করেনি। অতঃপর তুমি নতুন পথ আবিষ্কারপূর্বক লোকজনকে তার প্রতি আহ্বান করো, তখন দেখবে জনসাধারণ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। অতঃপর সে তাই করল এবং দীর্ঘ যুগ পর্যন্ত বহু লোককে মনগড়া বিদ্আতের পথে পরিচালিত করল। কিন্তু একদিন তার শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটে এবং সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আল্লহ্ তা'আলার নিকট বিদ্আত কর্মের জন্য তওবা করে। এমনকি তার রাজত্ব পর্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং নির্জনে একাগ্রচিত্তে আল্লহ্ তা'আলার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে খালেস দিলে তওবা করে কায়মনে ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে বলেন, তুমি যদি তোমার ও তোমার প্রভু সম্পর্কিত কোনো পাপের ব্যাপারে তওবা করতে, তাহলে তিনি তা ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তোমার পাপের পরিধি সীমিত নয়। ইহার পরিধি বহু লোক পর্যন্ত বিস্তৃত। তুমি বিদ্আদ সৃষ্টি করে অনেক লোককে গুমরাহ করেছো এবং তাদের অনেকে পাপের বোঝা কাঁধে তুলে ইহলীলা সাঙ্গ করে পরাপারে পাড়ি জমিয়েছে। তাই তাদের পাপের বোঝা তোমাকেই বহন করতে হবে। অতএব তোমার তওবা অগ্রহণযোগ্য। *(তাফ্সীর ইবনে কাসীর ইহ্যাবা সেন্টে-৯১ ৩:৫৯৩-৫৯৪ ৬ষ্ট পারা ৫ম সূরা মায়িদাহ্ ৭৭নং আয়াতের তাফ্সীর)*

ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি লোক ধর্মের খুবই পাবন্দ ছিল। কিছুদিন পর শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। সে তাঁকে বলে, আগের লোকেরা যা করে গেছে তুমিও তো তাই করছো। এতে কি হবে ? এর দ্বারা না

www.pathagar.com

জনগণের মধ্যে তোমার কোনো খ্যাতি-মর্যাদা লাভ হবে, না তোমার কোনো খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে ? বরং একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করো এবং জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দাও। তাহলে দেখতে পাবে যে তোমার খ্যাতি কিরূপ ছড়িয়ে পড়ছে এবং কিভাবে স্থানে স্থানে তোমার সম্পর্কে আলোচনা চলছে। সুতরাং সে তার কথা মতো তাই করল। তার ঐ বিদ্আতগুলি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং বহু যুগ পর্যন্ত লোকেরা তার অন্ধ অনুসরণ করতে থাকলো। এখন থেকে সে খুবই লজ্জিত হলো এবং সালতানাত ও রাজত্ব পরিত্যাগ করল। তারপর নির্জনে আল্লহ্ তাঁআলার ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়ল। কিন্তু আল্লহ্ তাঁআলা তাকে জানিয়ে দিলেন, তুমি যদি শুধু আমারই ব্যাপারে ভুল ও অপরাধ করতে তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিতাম। কিন্তু তুমি সাধারণ লোকের আমাল নষ্ট করে দিয়েছো এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বিভ্রান্তির পথে লাগিয়ে দিয়েছো। সেপথে চলতে চলতে তারা মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের পাপের বোঝা তোমার উপর থেকে কিরূপে সরতে পারে ? সুতরাং তোমার তওবা কবূল করা হবে না। *(তাফ্সীর ইবনে কাসীর ৭ঃ২৮০ ১ম প্রকাশ ফেব্রু-৮৮, ৬ষ্ঠ পারা, ৫ম সুরা মায়েদাহ্ ৭৭নং আয়াতের তাফ্সীর কথাঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, ইফাবা সেপ্টে-৯১, ৩ঃ৫১৩-৫১৪)*

জনৈক খৃস্টান সন্ন্যাসী কর্তৃক মানুষকে প্রতারিত করে করব পূজা আরম্ভের কাহিনী

ইমাম রাযী (রহঃ) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক খৃস্টান সন্ন্যাসী একটি দুর্বল, অসহায়, অভুক্ত পাখীর বাচ্চাকে উহার বাসা থেকে কাতর স্বরে অস্ফুট আওয়াজ করতে শুনল। অতঃপর সে দেখল উহার অসহায় কাতর আওয়াজ শুনে অন্যান্য পাখি উহার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে। তারা উহার বাসায় যায়তুন ফল নিক্ষেপ করতে লাগল যাতে উহা ভক্ষণ করে বাচ্চাটি ক্ষুধা মিটাতে পারে। এতদ্দর্শনে সন্ন্যাসী একটি ফন্দী বের করে একটি মূর্তি তৈরী করল। উহার অভ্যন্তরশূন্য রাখল যাতে উহার মধ্যে বাতাস ঢুকতে পারে। সে উহাকে এরূপ নির্মাণ করল যে, ইহার পেটের মধ্যে বাতাস ঢুকলে উহা থেকে ক্ষীণ আওয়াজ বের হয়। অতঃপর সে একটি কুঠরির মধ্যে পাখির মূর্তিটি টাঙ্গিয়ে রেখে কুঠরির মধ্যে বসে গেল এবং লোকদের মধ্যে প্রচার করতে লাগল যে, কুঠোরটি জনৈক নেক্কার পুরোহিতের কবরের উপর নির্মিত। যায়তুন ফল পাকার মৌসুমে সে উক্ত মূর্তিটির দিকে একটি জানালা খুলে দিল। ফলে উহার ফাঁপা পেটের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করে ক্ষীণ আওয়াজ উৎপন্ন করতে লাগল। অন্যান্য সমগোত্রীয় পাখি উক্ত ক্ষীণ ও করুণ আওয়াজ শুনে ভাবলো, পাখীটি বড় ক্ষুধার্ত তাই এরূপ আওয়াজ করতেছে। তারা উহার প্রতি সদয় হয়ে বিপুল পরিমাণ পাকা যায়তুন ফল উক্ত কুঠরির উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। জনসাধারণ শুধু সেখানে বিপুল পরিমাণ যায়তুন ফল দেখতো, কিন্তু উহা কোথা থেকে কিভাবে এসেছে তা তারা জানতো না। সন্ন্যাসী তাদেরকে বলতে লাগল, উহা এই কবরের বাসিন্দা নেক্কার পুরোহিতের কারামতের কারণে এখানে এসে থাকে। উহাতে জনসাধারণ ভক্তিতে গদ-গদ হয়ে তথায় হাদীয়া-তোহফা দিতে লাগল। আর সন্ন্যাসী উহা

www.pathagar.com

দ্বারা উদরপূর্তি করতে লাগল। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার প্রতি লানত বর্ষিত হোক। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ইফাবা ২য় সংস্করণ-৯২, ১:৪৬৩-৪৬৪ ১ম সূরা বাকারা ৯৯-১০৩নং আয়াতের তাফসীর)*

মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর ব্যাপারে ফিরিশ্‌তাদের অস্বীকৃতি সম্পর্কিত ঘটনার কারণে হারূত মারূত ফিরিশ্‌তাকে পরীক্ষার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, আল্লহ্ তাঁআলা যখন আদম (আঃ)কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেন, তখন ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, আয় আল্লহ্ ! তুমি কি তথায় এরূপ জাতি সৃষ্টি করবে যে জাতি উহাতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে, আমরাই তোমার প্রশংসা বর্ণনা করি এবং তোমার মাহাত্ম্য কীর্তন করব। আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, নিশ্চয় আমি এরূপ বিষয়ে অবগত রয়েছি যে বিষয়ে তোমরা অবগত না। তারা বললো, আমরা বনি আদম অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে তোমার প্রতি অনুগত। আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, তোমরা দু'জন ফিরিশ্‌তা উপস্থিত করো, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেখব তারা কিরূপ কার্য করে। তারা বললো, হে রব ! হারূত ও মারূতকে আমরা উক্ত উদ্দেশ্যে উপস্থিত করতেছি। অতঃপর আল্লহ্ তাঁআলা উক্ত ফিরিশ্‌তাদ্বয়কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করে যুহরা নক্ষত্রকে অদ্বিতীয় সুন্দরী নারীরূপে তাদের নিকট প্রেরণ করলেন। সে তাদের নিকট আসলে তারা (পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়) তার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে বললো, তোমরা এই কথাটি উচ্চারণ করলে আমি তোমাদের কথা শুনব। আল্লহ্ তাঁআলার কসম ! তোমরা আমার কথা না শুনলে আমি তোমাদের কথা শুনব না। সে এই কথাটির স্থলে শিরকমূলক বাক্য উচ্চারণ করল। হারূত ও মারূত বললো, না। আল্লহ্ তাঁআলার কসম ! আমরা কখনও আল্লহ্ তাঁআলার সাথে কাউকে শরীক করব না। ইহাতে সুন্দরী নারীটি চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে একটি শিশুকে কোলে করে তাদের নিকট পুনরায় উপস্থিত হলো। তারা তার নিকট পূর্বোল্লিখিত ইচ্ছা ব্যক্ত করল। সে বললো, আল্লহ্ তাঁআলার কসম, তোমরা এই শিশুকে হত্যা না করলে আমি তোমাদের কথা শুনব না। তারা বললো, আল্লহ্ তাঁআলার কসম ! আমরা কোনক্রমেই উহাকে হত্যা করব না। ইহাতে সে চলে গেল, কিছুক্ষণ পর সে একপেয়ালা শরাব নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলো। তারা তার নিকট পূর্বোক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করল, সে বললো, আল্লহ্ তাঁআলার কসম ! তোমরা এ শরাব পান না করলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করব না। তারা শরাব পান করল, অতঃপর মাতাল অবস্থায় তার সহিত যিনা করল এবং শিশুটিকে হত্যা করল। তাদের হুঁশ আসার পর সে তাদেরকে বললো, আল্লহ্ তাঁআলার কসম ! তোমরা যে সকল পাপকাজ করতে পূর্বে অসম্মতি জানিয়েছিলে, মাতাল অবস্থায় উহাদের প্রত্যেকটি করেছো। অতঃপর আল্লহ্ তাঁআলা তাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তি ইহাদের যে কোনোটি বেছে নিতে বললেন, তারা দুনিয়ার শাস্তিকে বেছে নিল। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ১:৪৪৩-৪৪৪ ইফাবা ২য় সংস্করণ-৯২ ১ম সূরা বাকারা ৯৯-১০৩নং আয়াতের তাফসীর)*

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে ধারাবাহিকভাবে কায়েস ইবনে উব্বাদ, রবী ইবনে আনাস, আবূ জাফর, আদম, ইমাম ইবনে রউওয়াদ ও ইমাম ইবনে আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন, হযরত আদম (আঃ) এর পর মানুষ যখন কুফর ও আল্লহ্ তাঁআলার নাফারমানীতে লিপ্ত হলো, তখন ফিরিশ্তাগণ আল্লহ্ তাঁআলার নিকট আরোয করল, হে রব ! যে মানব জাতিকে তুমি শুধু ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছো তারা তো কুফর, নরহত্যা, হারাম মাল ভক্ষণ, যিনা, চুরি ও শরাবখুরীতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ তাদের প্রতি বদদুআ করতে লাগলেন, তাদের অন্তরে পাপী মানুষের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি রইল না। আল্লহ্ তাঁআলা তাদেরকে বললেন, মানুষ-তো আমাকে দেখে না (তাই তারা পাপকাজ করতে সাহস পায়) ইহাতেও ফিরিশ্তাদের অন্তরে তাদের প্রতি দরদ বা সহানুভূতি আসলো না। তারা তাদেরকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করতে লাগল। ইহাতে আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, তোমারা নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন অতি উত্তম ফিরিশ্তা মনোনীত করো। আমি তাদেরকে আমার আদেশ-নিষেধসহ দুনিয়াতে পাঠাব। তারা হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফিরিশ্তাকে মনোনীত করল। আল্লহ্ তাঁআলা তাদের অন্তরে কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠালেন। আর নির্দেশ দিলেন, তোমরা আমারই ইবাদত করবে, আমার সহিত কাউকে শরীক করবে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না, হারাম ভক্ষণ করবে না এবং শরাব পান করবে না।

তারা পৃথিবীতে এসে কিছুকাল মানুষের মধ্যে ন্যায়ানুগ ফয়সালা জারী করল। তখন ছিল হযরত ঈদ্রীস (আঃ) এর যুগ। সে সময়ে সে যুগের একটি রমণী ছিল, যুহরা তারকা যেমন সৌন্দর্যে সকল তারকার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া, উক্ত রমণীটি ছিল সেরূপ সকল রাণীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। একদা তারা উক্ত রমণীর নিকট এসে তার সহিত যিনা করার বাসনা প্রকাশ করল। তারা তাদের বাসনাপূর্ণ করার জন্য তার নিকট কাকুতি-মিনতিসহকারে আবেদন জানালো। সে বললো, তোমরা আমার ধর্মগ্রহণ করলে আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারি। তারা বললো, তোমার ধর্ম কি ? সে তাদেরকে একটি মূর্তি দেখিয়ে বললো, আমি এর পূজা করে থাকি। ইহাই আমার ধর্ম। তারা বললো, উহার পূজা করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। এই বলে তারা চলে গেল। কিছুকাল এরূপেই চলল। অতঃপর রাণীর নিকট এসে পূর্বোক্ত বাসনা পুনব্যক্ত করল। সে তাদেরকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। তারা পূর্বের ন্যায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। অতঃপর পুনরায় তারা তার নিকট এসে পূর্বোক্ত বাসনা পুনব্যক্ত করল। রমণীটি যখন দেখল যে, তারা তার শর্তকে মেনে নিচ্ছে না তখন সে তাদেরকে বললো, তোমরা তিনটি কার্যের মধ্যে একটি কার্য করলেই আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করব। হয় তোমরা এই মূর্তির পূজা করবে নতুবা এই মানুষটি হত্যা করবে অথবা এই শরাবটুকু পান করবে। তারা বললো, ইহাদের কোনটিই হালাল নহে। তবে শরাব পান করাই ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম জঘন্য হারাম কাজ। এই বলে তারা শরাব পান করল। অতঃপর রমণীটির সহিত যিনা করল। যিনা করার পর তাদের ভয় হলো, তাদের নিকট উপস্থিত লোকটি তাদের পাপের কথা জানিয়ে দেবে তাই তারা তাকে হত্যা করল। হুঁশ আসার পর তারা আকাশে ফিরে যেতে চাইল কিন্তু ফিরতে পারল না। তাদের ও আকাশের ফিরিশ্তাদের মধ্যকার পর্দা তুলে নেয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

আকাশের ফিরিশ্‌তাগণ তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, যারা আল্লহ্ তাঁআলাকে দেখে না তাদের অন্তরে আল্লহ্ তাঁআলার ভয় কম থাকা স্বভাবিক। এই ঘটনার পর থেকে ফিরিশ্‌গণ পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ইস্তিগফার করতে লাগল। *(তাফ্‌সীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড ৪৪৮-৪৪৯পৃঃ ইফাবা ২য় সংস্করণ-৯২, ১ম পারা ১ম সূরা বাকারা ৯১-১০৩নং আয়াতের তাফ্‌সীর)*

ফিরিশ্‌তারা আদম সন্তানের বিপুল পাপরাশি আকাশে চলে যাওয়া দেখে তারা তাদেরকে তিরস্কার করল

📖 আল্লামা বাগবী (রহঃ) ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), কালবী ও কাতাদা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ফিরিশ্‌তারা যখন দেখল যে আদম সন্তানের বিপুল পাপরাশি আকাশে চলে যাচ্ছে, তখন তারা তাদের তিরস্কার করে বললেন যে, দেখো এরা কিরূপ বান্দা ! আপন সৃষ্টিকর্তারই নাফারমানী করছে। তখন আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাই এবং যে শক্তি তাদের মধ্যে রেখেছি তাই তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করি, তবে তোমরাও অনুরূপ পাপে লিপ্ত হবে। ফিরিশ্‌তাগণ বললেন, হে আমাদের রব ! আপনি মহা-পবিত্র, আমরা কখনও আপনার নাফারমানী করব না। তখন আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, তবে তোমাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন উত্তম ফিরিশ্‌তা মনোনীত করো। ফিরিশ্‌তারা হারূত, মারূত ও আযাঈলকে মনোনীত করলেন। আল্লহ্ তাঁআলা তাদের কামপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করলেন এবং বললেন, যাও তোমরা পৃথিবীতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে মানুষের সাথে ইনসাফ কায়েম করবে এবং শির্‌ক অন্যায়, হত্যা, ব্যভিচার ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকবে।

আল্লহ্ তাঁআলার নির্দেশমত ফিরিশ্‌তাত্রয় পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন। একপর্যায়ে আযাঈলের অন্তরে কামভাব জাগ্রত হলে তৎক্ষণাৎ তিনি আল্লহ্ তাঁআলার নিকট ক্ষমা চাইলেন ও তওবা করে দুআ করলেন, হে আমার রব ! আমাকে তুমি আসমানে উঠিয়ে নাও। আল্লহ্ তাঁআলা তার দুআ কবূল করলেন। এরপর আযাঈল ফিরিশ্‌তা এই পাপ খেয়ালের জন্য কাফ্‌ফারাস্বরূপ চল্লিশ বছর সিজ্‌দায় পড়ে রইলেন এবং এখন পর্যন্ত লজ্জায় মাথানতো করে থাকছেন। হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তা মানুষের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং সন্ধ্যায় ইস্‌মে আযমের সাহায্যে আকাশে চলে যেতেন। কিন্তু একমাস যেতে না যেতে তাদের কাছে আল্লহ্ তাঁআলার পরীক্ষা এসে হাযির হলো, তা হচ্ছে যুহরা নামের এক নারী তার স্বামীর মুকাদ্দমা তাদের ইজলাসে পেশ করা হলো। যুহরা ছিল পারস্যবাসীদের রাণী ও পরমা সুন্দরী। তারা তাকে দেখামাত্রই আসক্ত হয়ে পড়লেন এবং তাকে ফুসলানো শুরু করলেন। যুহরা রাণী অস্বীকার করলেন এবং বললেন, যে পর্যন্ত তোমরা মূর্তিপূজা না করবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের কাছে আসবো না। সর্বপ্রথম সে তাদের কাছে শরাব পেশ করল এবং তারা (হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়) শরাব পান করলেন। তারপর তারা তার সহিত যিনা করলেন। জনৈক ব্যক্তি তা দেখে ফেললে তারা তাকে হত্যা করলেন। *(তাফ্‌সীরে মাযহারী ১ম খণ্ড ২৫৭-২৫৮পৃঃ ইফাবা প্রকাশকাল জুন-৯৭, ১ম সূরা বাকারা ১০২নং আয়াতের তাফ্‌সীর)*

www.pathagar.com

ইবলীস কর্তৃক সুলায়মানী যাদুর সূচনা ঃ

📖 হযরত আব্বাস (রাযিঃ) থেকে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইবনে জুবায়ের মিনহাল, আমাশ, আবূ মুআরিয়াহ্, আবূ সায়েব সালিমাহ ইবনে জুনাদাহ সাওয়াঈ ও ইমাম ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হযরত সুলাইমান (আঃ) মল ত্যাগ করতে যাবার সময় এবং কোনো স্ত্রীর নিকট গমন করার পূর্বে স্বীয় আংটিটি জারাদাহ্ (جرادة) নাম্নী জনৈকা মহিলার নিকট রেখে যেতেন। একসময় তাঁর সম্মুখে আল্লহ্ তা'আলার পরীক্ষা উপস্থিত হয়। একদা স্বীয় আংটিটি জারাদার নিকট রেখে যাবার পর শয়তান তাঁর রূপ ধরে এসে জারাদার নিকট থেকে আংটিটি নিয়ে গেল। সে উহা পরিধান করার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান, জ্বিন ও মানুষ তার অনুগত হয়ে গেল। এদিকে সুলাইমান (আঃ) এসে জারাদার নিকট স্বীয় আংটিটি চাইলে সে বললো, তুমি মিথ্যা বলতেছো, তুমি সুলাইমান না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সম্মুখে আল্লহ্ তা'আলার তরফ থেকে পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছে। এ সময়ে শয়তানরা যাদু ও কুফর সম্বলিত কতগুলো পুস্তক রচনা করে সেগুলি হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করে রাখল। একসময়ে তারা উক্ত পুস্তক বের করে জনগণের সম্মুখে পাঠ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, এসকল কিতাবের সাহায্যেই সুলাইমান লোকদের উপর বিজয়ী হয়েছে এবং শাসন চালিয়েছে। জনগণ তাদের কথা বিশ্বাস করল এবং সুলাইমান (আঃ) এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কাফির বলতে লাগল। তাদের উক্ত ধারণার অপনোদনে আল্লহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন,

واتبعوا ما تتلوا الشيا طين على ملك سليمان-الى قوله تعا لى لوكا نوا يعلمون.

📖 ইমরান (তার অপর নাম হারিছ) হতে ধারাবাহিকভাবে, সিরীন ইবনে আব্দুর রাহমান, জারীর ইবনে হামীদ ও ইমাম ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, ইমরান বলেন, একদা আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে একটি লোক তাঁর নিকট আগমন করল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন ? লোকটি বললো, আমি ইরাক থেকে এসেছি। তিনি বললেন, ইরাকের কোন্ অঞ্চল থেকে ? সে বললো, কূফা শহর থেকে। তিনি বললেন, কি সংবাদ নিয়ে এসেছেন ? সে বললো, কূফার লোক বলতেছে হযরত আলী (রাযিঃ) মরেননি; তিনি অদূর ভবিষ্যতে আর্বিভূত হবেন। এতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আতঙ্কিত হয়ে বললেন, কি বলতেছেন ? হযরত আলী (রাযিঃ) না মরলে আমরা না তার স্ত্রীদিগকে অন্যত্র বিবাহ দিতাম, আর না তাঁর সম্পত্তি তাঁর উত্তাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম ? শুনুন ! এ বিষয়ে আপনাদিগকে একটি তথ্য প্রদান করতেছি। হযরত সুলাইমান (আঃ) এর যুগে শয়তানগণ (দুরাচারী জ্বিনেরা) আকাশে গোপনে কান পেতে কখনও দু' একটি সত্য তথ্য সংগ্রহ করত। অতঃপর তারা একটি সত্যের সহিত ৭০টি মিথ্যা যুক্ত করে লোকদের নিকট প্রচার করত। লোকেরা সেগুলি বিশ্বাস করে অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিত। একসময়ে আল্লহ্ তা'আলা সুলাইমান (আঃ)কে এই সকল মিথ্যা কথা সম্বন্ধে অবহিত করলেন। তিনি সেগুলিকে স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শয়তান রাস্তায় দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

লোকদিগকে বললো, হে লোকসকল ! তোমরা শুনো। সুলাইমানের অতুলনীয় সম্পদ তাঁর সিংহাসনের নীচে সংরক্ষিত রয়েছে। তার কথায় লোকেরা সেস্থান থেকে সেগুলি বের করলে শয়তান বললো, ইহা হচ্ছে যাদু। অতঃপর লোকেরা পুরুষানুক্রমে সেগুলি সংরক্ষণ ও বর্ণনা করে আসতেছে। উহারই একাংশ ইরাকের লোকেরা বর্ণনা করে বেড়ায়। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ইফাবা ২য় সংস্করণ জুন-৯২, ১ম খন্ড ৪৩৬পৃঃ)*

📖 সুদ্দী (রহঃ) বলেন, হযরত সুলাইমান (আঃ) এর যুগে শয়তানরা (দুরাচারী জ্বিনেরা) আকাশের ফিরিশ্তাদের কথোপকথনে গোপনে কান লাগিয়ে মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কিত দুই একটি সত্য তথ্য সংগ্রহ করে উহা গণকদের নিকট পৌঁছে দিত। তারা লোকদের নিকট উহা প্রচার করে যখন দেখতে পেল যে, উহা বাস্তব ঘটনা দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং লোকেরা তার প্রতি আস্থাবান হয়ে পড়েছে, তখন উহার সহিত ৭০টি মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে তাদের নিকট প্রচার করত। এরূপে বনি ইসরাঈল জাতির লোকদের মধ্যে এই ধারণা বিস্তারলাভ করল যে, জ্বিনেরা গায়েবী খবর বলতে পারে। তারা গায়েব জানে। এতে হযরত সুলাইমান (আঃ) উক্ত কিতাব সংগ্রহ করে সিন্দুকে পুরে স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখলেন। কোনো শয়তান তাঁর সিংহাসনের নিকটবর্তী হলেই পুড়ে মারা যেত। তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা করলেন, যদি কাউকে বলতে শুনি যে, শয়তানরা (অর্থাৎ দুরাচারী জ্বিনেরা) গায়েব জানে, তবে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। তাঁর মৃত্যুর পর এবং প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাঁর সমসাময়িক আলিমগণের মৃত্যুর পর একদা শয়তান মানুষরূপ ধারণ করে বনি ইসরাঈল জাতির একদল লোকের নিকট এসে বললো, আমি কি তোমাদিগকে এরূপ সম্পদ ভান্ডারের সন্ধান দিব, যা খেয়ে তোমরা শেষ করতে পারবে না ? তারা বললো বেশ ! সে-তো ভালোকথা। আপনি আমাদিগকে এরূপ সম্পদ ভান্ডারের সন্ধান দিন। সে বললো, তোমরা সুলাইমানের সিংহাসনের নীচের মাটি খনন করো। এই বলে সে তাদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেল এবং দেখিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তারা বললো, আপনি কাছে আসুন। সে বললো, না আমি কাছে আসবো না। তবে এখানে তোমাদের নাগালের মধ্যেই রইলাম। আমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তোমরা আমাকে হত্যা করিও। তারা খনন করে উহা উপরে তুললে শয়তান বললো, সুলাইমান এই যাদুর সাহায্যেই মানুষ, জ্বিন এবং পক্ষীকুলের উপর আধিপত্য চালাতো। এই বলে সে উড়ে গেল। লোকদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেল যে, সুলাইমান একজন যাদুকর ছিলেন। আর বনি ইসরাঈল জাতির লোকেরা উক্ত কিতাবসমূহকে প্রিয়সম্পদ হিসাবে ধরে রাখল। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ইফাবা ২য় সংস্করণ জুন-৯২, ১ম খন্ড ৪৩৬-৪৩৭ পৃষ্ঠা/তাফসীরে মাযহারী ইফাবা-৯৭, ১ম খন্ড ২৫১-২৫২পৃঃ ২য় সূরা বাকারা ১০২নং আয়াতের তাফসীর)*

ইবলীস কর্তৃক সুলায়মানী যাদুর পুস্তক রচনার কাহিনী ঃ

📖 শাহর ইবনে হাওশাব হতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকর, হোসাইন ইবনে হাজ্জাজ, কাসিম ও ইমাম ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হযরত সুলাইমান (আঃ) সিংহাসনচ্যুত থাকবার অবস্থায় তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে শয়তান (দুরাচারী জ্বিনেরা) একখানা যাদুর

www.pathagar.com

পুস্তক রচনা করল। তারা উহাতে লিখল, যে ব্যক্তি অমুক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাহে সে যেন সূর্যের দিকে মুখ করে ------ ; যে ব্যক্তি অমুক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাহে, সে যেন সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে এই কথা উচ্চারণ করে ------ ইত্যাদি। তারা উক্ত পুস্তকের পরিচিত স্থানে লিখল, এই পুস্তকখানা সুলাইমান ইবনে দাউদের নির্দেশে আসিফ ইবনে বারখিয়া কর্তৃক লিখিত একটি জ্ঞানভান্ডার। তারা উহা তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখল। তাঁর মৃত্যুর পর ইবলীস জনগণকে বললো, ওহে লোকসকল ! সুলাইমান কোনো নবী ছিলেন না; সে ছিল একজন যাদুকর। তোমরা তাঁর ঘরে রক্ষিত তাঁর সম্পদরাজির মধ্যে তাঁর যাদুকে সন্ধান করো। অতঃপর সে তাদেরকে নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দিল। তারা তথা হতে উহা বের করে এনে দেখল, উহাতে যাদু লিখিত রয়েছে। ইহাতে তারা বললো, আল্লাহ্‌র কসম ! সুলাইমান একজন যাদুকর ছিল। এ হচ্ছে তাঁর যাদু। আমরা একেই শক্ত করে ধরবো, একেই আকড়িয়ে থাকবো। মুমিনগণ বললো না। তিনি যাদুকর ছিলেন না। অতঃপর নবীজী (সাঃ) আর্বিভূত হয়ে যখন দাউদ (আঃ) ও সুলাইমান (আঃ)কে নবী হিসাবে উল্লেখ করলেন, তখন ইয়াহুদীরা বলতে লাগল, দেখো মুহাম্মদ (সাঃ) কি বলে ! সে সত্যের সহিত মিথ্যাকে মিলিয়ে দেয়। সে সুলাইমানকে নবী বলে আখ্যায়িত করে। সুলাইমান কোনো নবী ছিলেন না; সে ছিল একজন যাদুকর। যাদুর সাহায্যে হাওয়ায় উড়ে বেড়াতো। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ইফাবা ২য় সংস্করণ জুন-৯২, ১ম খন্ড ৪৩৮-৪৩৯ পৃঃ)*

ইবলীস কর্তৃক অগ্নিপূজার সূচনা ঃ

📖 হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের অগ্নিকুন্ড থেকে মুক্তি পেয়ে শামদেশে চলে যাওয়ার পর পাপাত্মা ইবলীস কাফিরদেরকে ডেকে বিরাট একটি জনসভা করে সকলকে বললো, ইব্রাহীম (আঃ) প্রকাশ্যে তোমাদের নিকট এক নিরাকার আল্লাহ্‌র কথা প্রচার করলেও আসলে সে অগ্নির উপাসক। সে প্রত্যেহ নিয়মিতভাবে সকালে ও বিকালে অগ্নিপূজা করে। সেজন্যই তোমাদের অগ্নিকুন্ডের ভীষণ অগ্নি তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তোমরা যদি সেই অগ্নির পূজা করো, তবে একদিকে পরকালেও দোযখের ভীষণ অগ্নি থেকে রক্ষা পাবে, অপরদিকে অগ্নিদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে দুনিয়ায় তোমাদের কোনো বাসনাই অপূর্ণ থাকবে না। শয়তানের কথা সকলের খুব পছন্দ হলো। তারা শয়তানের নিকট অগ্নিপূজার নিয়ম-প্রণালী জানতে চাইলে সে বললো, একটা বিরাট অগ্নিকুন্ড তৈরী করে উহাকে দিনরাত সর্বদা আগুন জ্বালিয়ে রাখবে যেন কোনো সময়ই উহার তেজ না কমে বা নিভে না যায়। আর তোমরা প্রত্যেহ সকালে ও বিকালে উহাকে সিজ্‌দা করবে এবং অগ্নিদেবের স্তব পাঠ করতে করতে সাতবার করে চারদিকে ঘুরবে। সে তাদেরকে একটা মনগড়া স্তব বা মন্ত্র শিখিয়ে দিল। এভাবে দুনিয়াতে অগ্নিপূজা আরম্ভ হয়।

📖 নমরূদের প্রজাদের মধ্যে অনেকেই পাপাত্মা ইবলীস ধোকা দিয়ে অগ্নিপূজকে পরিণত করেছিল। তাদের বংশধরদের মধ্যে বহুকাল পর্যন্ত অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল। অনেকে আবার তাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রথা মতো মূর্তিপূজাও করত। ইতোমধ্যে হযরত

www.pathagar.com

ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) নবীগণের আপ্রাণ চেষ্টায় অনেক অগ্নিপূজক ইসলাম গ্রহণ করায় দুনিয়াতে অগ্নিপূজকের সংখ্যা অনেক কমে যায়। ইবলীস শয়তান চিন্তা করল, কিরূপে পুনরায় অগ্নিপূজা প্রচলিত করা যায় ? সে সময়ে পারস্য দেশে কেশতাসান নামক বাদশাহ্ এর শাসনকালে জারদাস্ত নামক একজন লোক ছিল। বাল্যকাল থেকেই জারদাস্তের মনে সাধ জেগেছিল নবী হওয়ার। বিশ বছর বয়সে সে এই উদ্দেশ্যে জঙ্গলে চলে যায় সাধনা করার জন্য। দীর্ঘ পাঁচ বছর জঙ্গলে বসে সাধনা করার পর একদিন ইবলীস জনৈক সাধু মানুষের বেশে জারদাস্তের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি আল্লাহ্র প্রেরিত ফিরিশ্তা জীবরাঈল। তোমার সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে আল্লহ্ তাঁআলা তোমাকে নবীরূপে মনোনীত করেছেন এবং আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমাকে ধর্ম প্রচারের নিয়মাবলী শিখিয়ে দেয়ার জন্য।

ইবলীস বললো, অগ্নিপূজা আল্লাহ্ তাঁআলার মনোনীত একমাত্র ধর্ম। যারা একাগ্রচিত্তে অগ্নিদেবকে পূজা করবে, তারা পরকালে নরকের অগ্নি থেকে রক্ষা পাবে এবং অগ্নিদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তার দুনিয়ার যাবতীয় বাসনা পূর্ণ হবে। অতি প্রাচীনকাল থেকে দুনিয়ায় অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল কিন্তু কতকগুলো নকল ও ভন্ড নবীর আবির্ভাবের ফলে দুনিয়া থেকে অগ্নিপূজা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। তাই আল্লহ্ তাঁআলা তোমার দ্বারা দুনিয়ায় অগ্নিপূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমাকে নবীরূপে মনোনীত করেছেন। অগ্নিপূজার যাবতীয় নিয়ম-কানুন আমি তোমাকে পর্যায়ক্রমে বলে দিব, তুমি সেগুলো তদানুযায়ী ধর্মপ্রচারে নেমে পড়বে।

ইবলীসের কথা শুনে নিজের সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের সাধনা সার্থক হয়েছে মনে করে জারদাস্ত অত্যন্ত খুশি হলো। ইবলীস প্রত্যেহ দু' একবার করে এসে অগ্নিপূজার বিভিন্ন মনগড়া নিয়মপ্রণালী জারদাস্তকে শিখিয়ে দিতে লাগল। সুদীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত ইবলীসের শিক্ষানুযায়ী জারদাস্ত অগ্নিপূজার নিয়মপ্রণালী ও মন্ত্রতন্ত্র লিখে নিল, তাতে বিরাট একখানা গ্রন্থ হয়ে গেল। ইবলীসের পরামর্শ অনুযায়ী জারদাস্ত এই কিতাবের নাম রাখল 'জেন্তাবেস্তা'। জেন্তাবেস্তা লেখা সমাপ্ত হলে জারদাস্ত জঙ্গল থেকে বের হয়ে এসে নিজেকে আল্লাহ্র প্রেরিত নবী এবং জেন্তাবেস্তাকে আল্লহ্ তাঁআলার বাণী বলে প্রচার করতে লাগল। জারদাস্ত ও ইবলীসের যৌথ প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই অনেকে অগ্নিপূজার নতুন ধর্মগ্রহণ করল।

ইবলীস বনি ইসরাঈলের জনৈক বুযুর্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়

বনি ইসরাঈলের এক বুযুর্গকে পথভ্রষ্ট করতে ইবলীস অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। একদিন সে বুযুর্গ কোনো প্রয়োজনে কোথাও যাচ্ছিলেন। ইবলীস তাঁর পিছনে পিছনে চলল। রাস্তার মধ্যে তাঁকে রাগান্বিত করার জন্য ও তাঁকে অসৎ কাজে লিপ্ত করার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করল। কখনও কখনও তাঁকে ভয় প্রদর্শন করতে চাইল কিন্তু কোনো দিক দিয়ে সফল হতে পারল না। তিনি একস্থানে বসেছিলেন, শয়তান পাহাড় থেকে একটি বড় পাথর নড়াচড়া করে নীচে ছেড়ে দিল যাতে পাথর ঐ বুযুর্গের উপর

www.pathagar.com

পড়ে। পাথর নীচে পড়তে দেখে তিনি আল্লহ্ তাআলার যিকিরে লিপ্ত হলেন। ফলে পাথর অন্যদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। অতঃপর শয়তান সিংহ, বাঘ প্রভৃতির আকৃতিতে তাঁকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করল কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। একবার বুযুর্গ নামায পড়ছিলেন, ইবলীস শয়তান সাপের আকৃতিতে নিয়ে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত জড়াতে লাগল। অতঃপর তাঁর সিজ্‌দার স্থানে হা করে বসে পড়ল। এতেও বুযুর্গের উপর কোনো প্রভাব পড়ল না। এখন শয়তান নিরাশ হয়ে বলতে লাগল আমি আপনাকে পথভ্রষ্ট করার যতো প্রকারের চেষ্টা করেছি সবই শেষ হয়েছে কিন্তু কোনো কাজে আসেনি। তাই এখন আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা করছি। আর কোনো দিন আপনাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করব না। আশা করি আপনিও বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করবেন। বুযুর্গ বললেন, কমবখ্‌ত ! ইহা-তো শেষ ষড়যন্ত্র। তোর বন্ধুত্বের কোনো প্রয়োজন আমার নেই। এখন শয়তান সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে পড়ল। তাই সে স্বীয় আকৃতিতে বুযুর্গের সামনে এসে বলতে লাগল, আমি মানুষকে কিভাবে পথভ্রষ্ট করি তা আপনাকে বলতে চাই। বুযুর্গ বললেন, অবশ্যই বল। শয়তান বললো, আমি তিন জিনিসের দ্বারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করি। (১) কৃপণতা (২) হিংসা (৩) নেশা (মাদকদ্রব্য)

যখন মানুষের মধ্যে কৃপণতার স্বভাব জন্ম নেয় তখন সে সম্পদ সঞ্চয় করে কিন্তু সম্পদ খরচ না করার প্রতি ঝুঁকে যায়। আর অন্যের হক নষ্ট করার চেষ্টায় লেগে যায়। অন্যের সম্পদ নাহক (হারাম বা অবৈধ) পন্থায় ছিনিয়ে নেয়ার চিন্তায় থাকে।

হিংসুক আমার হাতের খেলনা; যেমন বল শিশুদের হাতের খেলনা। আমরা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইবাদতের সামান্য দামও দেই না; যদিও তারা (হিংসুকগণ) এমনও বুযুর্গ হয়ে যায় যে, দুআ করে মৃতব্যক্তিকে জীবিত করতে পারে, তবুও তাদের ব্যাপারে আমরা নিরাশ হই না। এক ইঙ্গিতে তাদের সমস্ত সাধনা মাটি করে দিতে পারি।

মানুষ যখন নেশায় বিভোর হয়ে যায়, তখন আমরা তাকে ছাগলের ন্যায় কানে ধরে অতি সহজে অসৎ কর্মের দিকে নিয়ে যাই। ইবলীস একথাও বলেছিল যে, মানুষ যখন রাগান্বিত হয় তখন ইবলীসের হাতের বলের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। শিশু যেমন তার ইচ্ছামত বল এদিক-ওদিক চালাতে পারে; তখন ইবলীসও মানুষের স্বীয় খিয়াল-খুশী মোতাবেক যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালিত করতে পারে। সুতরাং মানুষের উচিত সে যেন রাগান্বিত হওয়া অবস্থায় নিজকে নিয়ন্ত্রিত করে কাজ করে যাতে ইবলীসের খেলনায় পরিণত না হয়। *(তাম্বীহুল গাফেলীন ৮০-৮১ পৃঃ ইমাম ফকীহ্ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহঃ বঙ্গানুঃ মাওঃ বশির উদ্দিন)*

ইবলীস কর্তৃক ইমাম শাফেঈ (রহঃ)কে ধোকা দেয়ার চেষ্টা

একদা ইবলীস ইমাম শাফেঈ (রহঃ)কে প্রশ্ন করেছিলেন, এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত ? সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং যে কাজে ইচ্ছা আমাকে ব্যবহার করছেন। অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বিহিশ্‌ত দিবেন নতুবা দোযখে নিক্ষেপ করবেন; সবই দেখি তাঁর ইচ্ছা, এটা কি কোনো ইনসাফ, না ন্যায়ের কাজ হলো ? না তিনি অন্যায় করলেন ? ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একটু চিন্তা করে বললেন, সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে তোর অভিপ্রায় অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই এটা জুলুম হবে, আর

www.pathagar.com

যদি তিনি তাঁর মর্জি মোতাবেক সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে স্মরণ রাখ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা স্বীয় অভিপ্রায়ে সকলপ্রকার প্রশ্ন ও জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণমুক্ত ও পবিত্র। একথা শুনে ইবলীস বিফল হয়ে পালালো এবং বলতে লাগল, হে শাফেঈ ! আমি এই একটিমাত্র প্রশ্নের দ্বারা সত্তর হাজার আবিদ ও খোদাভীরু লোককে গোমরাহ করেছি এবং উবুদিয়তের (----------) খাতা থেকে তাঁদের নাম কাটিয়ে দিয়েছি। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ১:১৩০-১৩১ শয়তানের শত্রুতা অধ্যায়-১৬)*

ইবলীস কর্তৃক জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ)কে ধোকা দেয়ার চেষ্টা ঃ

একদা হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ) দেখলেন যেন মাসজিদের দরজার কাছে বৃদ্ধ লোকের ছুরতে ইবলীস দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ইবলীসকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে মালাউন ! কে তোকে হযরত আদম (আঃ)কে সিজদা করতে নিষেধ করেছিল। জবাবে ইবলীস তাঁর কাছে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল, ওহে জুনায়েদ ! তুমি বলতো, আমার জন্য আল্লহ্ তাঁআলা ব্যতীত আর কাউকে সিজদা করা কি জায়িয ছিল ! হযরত জুনায়েদ (রহঃ) ইবলীসের এই তাৎক্ষণিক সূক্ষ্ম জবাব তথা তাঁর প্রতি পাল্টা প্রশ্নের ধরনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। তখন আল্লহ্ তাঁআলার তরফ থেকে আওয়াজ এলো, জুনায়েদ ! তুমি ইবলীসকে বলো যে, তুই ভীষণ মিথ্যাবাদী। তুই সত্যবাদী হলে, তোর প্রতি আল্লহ্ তাঁআলার তরফ থেকে হযরত আদম (আঃ)কে সিজদা করার নির্দেশকে তুই কিছুতেই অমান্য করতে পারতি না। যেহেতু আল্লহ্ তাঁআলার নির্দেশ অমান্য করার হুকুম কারো নেই। ইবলীস হযরত জুনায়েদ (রহঃ) এর প্রতি গায়েবী এলহাম আগমনের ব্যাপারে অনুমান করে তখনই সেখান থেকে ছুটে পালালো। *(তাযকেরাতুল আউলিয়া ২:৩৬৪-৩৬৫)*

যাকারিয়া নামক জনৈক বুজুর্গের মৃত্যু শয্যায় ইবলীসের ধোকা ঃ

যাকারিয়া নামক জনৈক বুজুর্গের মৃত্যুশয্যায় তাঁর একবন্ধু তাঁকে কালিমার তালক্বীন করছিলেন। কিন্তু উক্ত বুজুর্গ তা পাঠ না করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি পুনরায় তালক্বীন করলে এবারও সে বুজুর্গ মুখ ফিরিয়ে নেন। যখন তৃতীয়বার তালক্বীন করলেন, তখন তিনি স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করে বললেন, না। এতে বন্ধু অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর বুজুর্গের জ্ঞান ফিরলে চক্ষু উন্মোচন করলে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আমাকে কিছু পড়তে বলেছিলে ? বন্ধু বললেন, হ্যাঁ আপনাকে আমরা কালিমা পড়ার জন্য তিনবার উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। দু'বার আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন আর তৃতীয়বার অস্বীকার করে না বলে দিয়েছেন। বুজুর্গ বললেন, প্রকৃত ঘটনা এই যে, অভিশপ্ত শয়তান একপেয়ালা পানি হাতে নিয়ে আমার মাথার কাছে দাঁড়ানো ছিল। বারবার সে পানির পাত্রটি নড়াচড়া দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, পানির প্রয়োজন আছে কি ? আমি প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলে সে আমাকে বলেছিল, তাহলে তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, 'হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র' আমি তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। পুনরায় সে আমার দিকে এসে একই কথা বললো। তখনও আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তৃতীয়বার যখন সে

www.pathagar.com

উক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করল, তখন আমি স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করে বলেছি, না কিছুতেই আমি তা সাক্ষ্য দিব না। অতঃপর শয়তান পানির পাত্রটি সজোরে যমীনের উপর নিক্ষেপ করে পলায়ন করেছে। সুতরাং তোমাদের তালক্বীনের সময় আমি শয়তানের প্রতারণাকে প্রত্যাখান করেছিলাম। কালিমা তাইয়্যেবা প্রত্যাখান করিনি। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ১:১৪৭-১৪৮ বঙ্গঃ মুফ্তী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ ৩য় প্রকাশ মার্চ-৯৫)*

ইমাম আহ্মদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মৃত্যুকালে ইবলীসের ধোকা

ইমাম আহ্মদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর ছেলে বলতেছেন, পিতার ইন্তিকালের সময় আমি তাঁর নিকট বসা ছিলাম, আমার হাতে কাপড় ছিল যেন ইন্তিকালের পর পিতার চোয়াল বেঁধে দিতে পারি। তিনি বারংবার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছেন ও হুঁশে আসতেন। যখনই হুঁশ হতো বলতেন এখন নয় এখনও নয়। তৃতীয়বার যখন বললেন তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আব্বা আপনি কি বলতেছেন ? তিনি বললেন, তোমার খবর নেই অভিশপ্ত শয়তান দুঃখে এবং ক্ষোভে আমার নিকট দাঁড়িয়ে তার আঙ্গুল আমার মুখের মধ্যে দাবিয়ে দিচ্ছিল ও বলছিল, আহ্মদ তুমি আমার হাত থেকে বেঁচে গেলে, আমি বলতেছিলাম এখনও নয় এখনও নয় অর্থাৎ জান বের না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না। *(ফাযায়িলে আমাল ২:২৭৬ বঙ্গঃ মাওঃ মুঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ্ সংশোধিত সংস্করণ ১লা আগষ্ট-৯৯)*

ইবলীস কর্তৃক ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহঃ)কে ধোকার প্রচেষ্টা

ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহঃ) তিনদিন পর্যন্ত তাওয়াক্কুলের উপর ছিলেন, কোনো খাদ্য জুটেনি। হঠাৎ শয়তান এসে তাঁকে বললো, তুমি বলখের বাদশাহী এবং তথাকার নিয়ামত ত্যাগ করে এই লাভ করেছো যে, আজ ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় হজ্জে যাচ্ছো ? তুমি কি বলখের সিংহাসনে থাকলে আজ রাজকীয় হালে যেতে পারতে না ? আমি আসমানের দিকে হাত তুলে বললাম, আয় আল্লহ ! তুমি আমাকে প্রেশান করবার জন্য বন্ধুর বিরুদ্ধে শত্রুকে নিযুক্ত করেছো? তৎক্ষণাৎ গায়েবী আওয়াজ আসল, হে ইব্রাহীম ! তোমার পকেটের মধ্যে যাকিছু আছে উহা বের করে ফেলে দাও তাহলে তোমার অগোচরে যাকিছু রয়েছে, তা আমি বের করে ফেলে দিব। আমার পকেটে চারি দাঙ্গ পরিমাণ রূপা ছিল। আমি উহা ফেলে দেয়ামাত্রই শয়তান আমার নিকট থেকে পলায়ন করল, এবং গায়েব থেকে আমার মধ্যে শক্তি এসে পড়ল। *(তাযকেরাতুল আউলিয়া ১:১২০ সংক্ষিপ্ত)*

আল্লহ্ জাল্লা শানুহু সূরা মায়িদাহ্ এর মধ্যে ইরশাদ ফরমান,

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا

اِذَامَاالتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সেজন্য তাদের কোনো গুনাহ্ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লহ্ তাঁআলা সৎকর্মীদের ভালবাসেন। *(৫ম সূরা মায়িদাহ্ ৯৩নং আয়াত)*

মদ্যপান সমস্ত দুষ্কর্ম ও অশ্লীলতার মূল ঃ

📖 বাগবী ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কালবী ও কাতাদা, আব্দুর রাহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম থেকে পর্যায়ক্রমে আবূ বকর, ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম ও যুহরী বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন, তিনি উসমান ইবনে আফ্ফানকে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা মদ পরিত্যাগ করো। কেননা উহা অন্যায় ও অপবিত্রতার উৎস।

অতঃপর তিনি এই ঘটনাটি বলেন, তোমাদের পূর্ব যুগে একজন আল্লাহ্ ওয়ালা আবিদ লোক ছিলেন যিনি বাড়ীঘর, লোকালয় ত্যাগ করে নির্জনে ইবাদত করতেন। তাঁর প্রতি এক দুষ্টু মহিলার দৃষ্টি পরে। অতঃপর মহিলা তার পরিচারিকার মাধ্যমে আবিদকে এই বলে ডেকে পাঠালেন যে, তাঁকে কোনো বিষয়ের সাক্ষী রাখা হবে। আবিদ পরিচারিকার সহিত মহিলার বাড়ী গেলেন। তিনি যখন তার ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন যে দরজাটি অতিক্রম করতেছিলেন তখন সেটিই পিছন থেকে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছিল। এভাবে কয়েকটি দরজা অতিক্রম হবার পর মহিলার সাথে সাক্ষাত হয়। সে মহিলার পাশে রাখা হয়েছিল একহাড়ি মদ এবং একটি শিশু। মহিলা তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র কসম ! আমি আপনাকে কোনো সাক্ষ্যের জন্য ডাকিনি। বরং আপনাকে এখানে ডাকার উদ্দেশ্য হলো, আমার সঙ্গে সঙ্গম করবেন অথবা এই শিশুটিকে হত্যা করবেন অথবা মদ পান করবেন। আবিদ ব্যক্তি ভাবলেন, ইহার মধ্যে সবচে' সহজ গুনাহ্ হলো মদ্যপান। তাই তিনি পাত্রে নিয়ে মদ্যপান করতে লাগলেন এবং বলতেছিলেন, ঢাল আরো ঢাল। যখন তার মস্তিষ্ক চরম পর্যায়ে পৌঁছে তখন প্রথমে সে উক্ত মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং পরে সেই শিশুটিকে হত্যা করে। *(তাফ্সীর ইবনে কাসীর ইফাবা প্রকাশকাল সেপ্টে-৯৯, ৩ঃ৫৪৮-৫৪৯ ৭ম পারা ৫ম সূরা মায়িদাহ্ ৯৩নং আয়াতের তাফ্সীর)*

📖 ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিঃ) একবার জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাকো কেননা এটাই হচ্ছে সমস্ত দুষ্কর্ম ও অশ্লীলতার মূল। তোমাদের পূর্ব যুগের একজন বড় আবিদ ব্যক্তি ছিল। সে জনগণের সহচর্যে থাকতো না। একটি পতিতা মহিলার তাঁর (আবিদ ব্যক্তির) প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সে (পতিতা নারী) সাক্ষ্য নেয়ার বাহানায় তার চাকরানীর মাধ্যমে তাকে ডেকে পাঠায়। সে (আবিদ) তার সাথে চলে আসে। অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশেষে সে মহিলাটির নিকট হাযির হয়ে দেখতে পায় যে, সেখানে একটি শিশু ও মদের একটি কলস রয়েছে। সে

www.pathagar.com

(পতিতা নারী) তখন তাঁকে বলে, আল্লহ্ তাঁআলার কসম ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য নেয়ার উদ্দেশ্যে ডাকিনি। বরং ডেকেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আমার কাছে থেকে রাত কাটাবেন অথবা এই শিশুটিকে হত্যা করবেন কিংবা মদপান করবেন। তখন সে (আবিদ হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ্যপানের পাপকে ছোট মনে করে) একপেয়ালা মদপান করে ফেলে। তারপর বলে আমাকে আরো দাও। শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে শিশুটিকে হত্যা করে বসে এবং মহিলাটির সাথে ব্যভিচার করে ফেলে। তাই তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাকো। মদ ও ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে পারে না। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই। *(তাফ্সীর ইবনে কাসীর বঙ্গঃ ডঃ মুজীবুর রহমান ৮ঃ২১-২২ ১ম প্রকাশ সেপ্টে-৮৮, ৪র্থ পারা ৫ম সূরা মায়িদাহ ৯৩নং আয়াতের তাফ্সীর)*

📖 ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সমস্ত কুকার্যের মূল উৎস (মদ্যপান) থেকে বেঁচে থাকো। পূর্বেকার যুগের জনৈক ইবাদতগুজার ও সাধু লোক ছিল। জন-কোলাহল থেকে দূরে বিজন একস্থানে সে ইবাদতে মগ্ন থাকতো। একদা জনৈকা স্ত্রীলোকের তার সাথে সখ্যতা সৃষ্টি হয়। এ সুবাদে কোনো এক বিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদানের অজুহাতে আপন কৃতদাসের মাধ্যমে স্ত্রীলোকটি তাকে খবর দিলে সে এসে উপস্থিত হয়। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের পর স্ত্রীলোকটি প্রতিটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়। তার সাথে ছিল একটি ছোট বালক। স্ত্রীলোকটি বললো, আমি তোমাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকিনি, এটি কেবল বাহানামাত্র। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি এই শিশুটিকে হত্যা করবে অথবা আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে কিংবা একপেয়ালা মদপান করো। অন্যথায় আমি চিৎকার করে লোকজন জড়ো করে তোমাকে অপমান করে ছাড়বো। লোকটি কোনো দিশা না পেয়ে মদ্যপানে রাজী হলো। একপেয়ালা মদপান করে সে বলতে লাগল, আরো দাও। এভাবে সে বারবার পান করল। অবশেষে সে স্ত্রীলোকটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো, এমনকি সে শিশুটিকেও হত্যা করল। ওহে লোকসকল ! মদ্যপান পরিহার করো, তা থেকে পূর্ণ-মাত্রায় দূরে থাকো। আল্লহ্ তাঁআলার কসম, একই ব্যক্তির হৃদয়ে মদ্যপান ও ঈমান কস্মিনকালেও একত্র হয় না। একটি থাকে-তো অপরটি বের হয়ে যায়। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ২ঃ৩০৭-৩০৮ বঙ্গঃ মুফ্তী মুঃ উবাইদুল্লাহ্ ৩য় প্রকাশ অক্টো-৯৫)*

জুয়া ঃ

আল্লহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কুরআন মজীদে সূরা মায়িদাহ্ এর মধ্যে বলেন,

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে এবং আল্লহ্ তাঁআলার স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। তোমরা কি আসলে বিরত হবে ?" *(৫ম সূরা মায়িদাহ্ ৯১নং আয়াত)*

জুয়ার খারাবী ঃ জুয়ার মাধ্যমে অসংখ্য লোক তাদের আসল বা লাভের অংশ হারায় অথচ অনেক লোক জুয়ার লোভে বছরের পর বছর টাকা লাগিয়ে অভাবে পতিত হয়ে স্বপরিবারে দারিদ্রের শিকার হয়। যারা জুয়ায় টাকা পায় তারা বিনা কষ্টে লব্ধ টাকায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশ্লীলতায় নিমগ্ন হয়। যাদের জুয়া খেলার টাকা নেই তারা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদির মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের চেষ্টা করে, ফলে সমাজে অপরাধ বৃদ্ধি পায়।

এক প্রতিবেদনে একথা জানা যায়, অষ্ট্রেলিয়ায় মানুষের গৃহহীন ও দারিদ্র হয়ে পরার প্রধান কারণ জুয়া। জুয়ার কারণে ক্রমবর্ধমানহারে মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে। অষ্ট্রেলীয় পত্রিকা জানায়, বড় শহরগুলোতে জুয়ার কারণে সর্বস্ব হারিয়ে বহু লোক জরুরী গৃহায়ন বিভাগে সাহায্যপ্রার্থী হয়। এদের সংখ্যা হবে মোট সাহায্য প্রার্থীর শতকরা ৪০ ভাগ। স্যালভেশন আর্মির হিসাব অনুযায়ী অষ্ট্রেলিয়ায় গৃহহীন লোকের সংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। ১৯৯৬ সাল থেকে গৃহহীনদের সংখ্যা বেড়েছে ২৫ হাজার। আর এদের গৃহহীন হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে জুয়া। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, অষ্ট্রেলিয়ার জীবনযাত্রায় জনপ্রিয় অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে জুয়া। তবে সমাজকর্মীরা বলেছেন, বার ও ক্লাবগুলোতে জুয়ার মেশিনের ছড়াছড়ির কারণে জুয়া খেলা অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অষ্ট্রেলীয় সমাজে জুয়ার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ব্যবসায়ীরা জুয়ার মাধ্যমে মানুষের সব অর্থকড়ি গ্রাস করে তাদের নিঃস্ব করে ছাড়ছে। স্যালভেশন আর্মির কর্মকর্তা জন ডালজিয়েল বলেন, জুয়ার মেশিন ও জুয়ার আড্ডার কারণে লোকজন ফাঁদে পড়ছে। আর সেখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সবচে' বড় সমস্যা। ডালজিয়েল বলেন, দরিদ্র এলাকাগুলোতে জুয়ার মেশিন অহরহ দেখা যায়। উল্লেখ্য অষ্ট্রেলীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি বড় উৎস হচ্ছে জুয়া। *(সিডনি, ২৬শে জানুয়ারী, এপি/দৈনিক জনকণ্ঠ ২৭-১-২০০১, ৪পৃঃ)* ইসলাম বিদ্বেষীরা আজ বাধ্য হয়ে ইসলামের শাশ্বত বাণী জনসম্মুক্ষে তুলে ধরছে।

আল্লহ্ তাবারকতা ওয়াতাআলা কুরআন মজীদে সূরা নূহ্ এর মধ্যে ইরশাদ ফরমান,

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا - رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.

অর্থ ঃ "যদি আপনি তাদের (কাফিরদেরকে) রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপচারী কাফির। হে আমার পালনকর্তা ! আপনি আমাকে আমার পিতামাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।" *(৭১নং সূরা নূহ্ ২৭-২৮নং আয়াত)*

www.pathagar.com

ইবলীস কর্তৃক মূর্তিপূজা আরম্ভের কাহিনী ঃ

ইমাম বগভী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আদম ও হযরত নূহ (আঃ) এর আমলের মাঝামাঝি পাঁচজন দ্বীনদার-পরহিজগার ব্যক্তি যাদের বহু অনুসারী ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর তাদের ভক্তরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লহ্ তাঁআলার হুকুম আহকামের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করে বললো যে, যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা করো যদি তাঁদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতালাভ করবে। তারা শয়তানের ধোকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করে স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায় একে একে তাদের সমস্ত সম্প্রদায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলে শয়তান এসে তাদেরকে বললো, তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল এবং তারা এই মূর্তিরই পূজা করত। এভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হয়। *(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৮ঃ৫৭৯-৫৮১, ২৯ পারা ৭১নং সূরা নূহ ২৭-২৮নং আয়াতের তাফসীর)*

ইবলীস কর্তৃক বনী আদম শিকারের বস্তু প্রকাশ ঃ

একদা হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের সাথে ইবলীস শয়তানের সাক্ষাত হয়। ইবলীসের হাতের বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে ইয়াহইয়া (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐটা কি তোমার হাতে ? ইবলীস বললো, এটা শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির তাড়না যা দিয়ে আমি বনী আদমকে শিকার করে থাকি। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে শিকার করার জন্যেও কি তোমার কাছে কিছু আছে ? ইবলীস বললো, না; তবে একরাত্রে আপনি পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছিলেন, সে সুযোগে আমি আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করে নামায থেকে উদাসীন করে দিয়েছিলাম। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বললেন, আজ থেকে আমি আর কোনো দিন তৃপ্ত হয়ে আহার করব না। ইবলীস বললো, তাহলে আমিও আজ থেকে আর কোনো দিন বনী আদমকে নছীহত করব না। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ১ম খন্ড ৪২পৃঃ মুফতী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ্ ৩য় একাশ মার্চ-৯৫)*

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ.

অর্থ ঃ "শয়তান (আদম ও হাওয়াকে)কে তা থেকে পদস্খলিত করল। তারা যে সুখে ছিল তা তাদের বের করে ছাড়ল। আমি বললাম নেমে যাও। তোমরা পরস্পর শত্রু যমীন তোমাদের আবাসস্থল, সেখানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে।" *(১ম সূরা বাকারা ৩৬নং আয়াত)*

www.pathagar.com

ইবলীস কর্তৃক হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)কে জান্নাত থেকে বের করার কাহিনী ঃ

আল্লামা বাগাবী (রহঃ) বলেন, ইবলীস যখন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)কে প্ররোচিত করার জন্য জান্নাতে যেতে চাইল তখন জান্নাতের প্রহরী তাকে বাধা দিল; তখন তার কাছে সাপ এলো। পূর্ব থেকেই সাপের সাথে ইবলীসের বন্ধুত্ব ছিল। এই সাপ সব জন্তুর মধ্যে সুদর্শন ছিল। উটের মতো চারটি পা ছিল। সেও জান্নাতের প্রহরী ছিল। ইবলীস সাপকে বললো, তুমি আমাকে মুখের মধ্যে রেখে জান্নাতে পৌঁছে দাও। সে মুখের মধ্যে নিয়ে গমন করল। জান্নাতের প্রহরীরা দেখে বুঝলো না যে ইবলীস তার মুখের মধ্যে বসে আছে। এভাবে সাপ শয়তানকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিল। ইবনে জারীর, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আবুল আলীয়া, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও মুহাম্মদ কায়স (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) প্রায়ই জান্নাতের বাইরে বর্হিদ্বারে ভ্রমণ করতে আসতেন। একদিন অভ্যাসবশত ঐরূপ ভ্রমণ করতে এলে ইবলীস তাঁদেরকে তখন প্ররোচিত করে। বাগাভী (রহঃ) বলেন, আদম (আঃ) যখন জান্নাতে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি বললেন যদি এখানে অনন্তকাল থাকা যেত ! শয়তান তখন আদম ও হাওয়া (আঃ) এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তখন তাঁরা জানতেন না যে, ইবলীস শয়তান তাঁর ঐকথা শুনামাত্রই বিলাপ করে ক্রন্দন করতে শুরু করল। তার বিলাপ দেখে তাঁরাও চিন্তিত হলেন। সর্বপ্রথম ইবলীসই বিলাপকারী। যখন আদম ও হাওয়া (আঃ) বিলাপ ও ক্রন্দন শুনতে পেলেন, তখন তাঁরা বললেন, তুমি কাঁদছ কেন ? ইবলীস বললো, আমি তোমাদের জন্য কাঁদছি। তোমরা দু'জন মৃত্যুবরণ করবে আর জান্নাতের নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একথা শুনে তাঁরাও প্রভাবিত ও চিন্তিত হলেন। ইবলীস যখন দেখল যে তার কথা মন্ত্রের মতো কাজ করছে, তখন সে সমবেদনার স্বরে বললো هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ অর্থ ঃ "আমি কি তোমাকে বলে দেবো অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা।" *(২০ঃ১২০)* অর্থাৎ তা হচ্ছে ঐ নির্দিষ্ট বৃক্ষটি। ঐ বৃক্ষটি খেলেই তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করবে। হযরত আদম (আঃ) তা খেতে অস্বীকার করলেন। তখন শয়তান দেখল যে, শিকার তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাই সে আল্লহ্ তাঁআলার নামে কসম খেয়ে বললো, اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ অর্থ ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। *(৭ঃ২১)* আদম ও হাওয়া (আঃ) তখন ধোকায় পড়লেন। ভাবলেন কেউ কি আল্লহ্ তাঁআলার নামে মিথ্যা কসম করে থাকে ? তাই সর্বপ্রথম হাওয়া (আঃ) অগ্রসর হয়ে ঐ বৃক্ষ ভক্ষণ করলেন। তারপর হওয়া (আঃ) আদম (আঃ)কে দিলে তিনি তা ভক্ষণ করেন। সায়িদ ইবনে মুসায়্যিব (রাযিঃ) শপথ করে বলতেন, আদম (আঃ) স্বজ্ঞানে ভক্ষণ করেননি বরং হাওয়া (আঃ) তাঁকে শবার পান করিয়েছিলেন। আদম (আঃ) নেশায় মত্ত হয়ে গেলেন তখন হাওয়া (আঃ) তাঁকে টেনে ঐ বৃক্ষের নিকট নিয়ে গেলে তিনি তা ভক্ষণ করেন। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ও কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, আল্লহ্ তাঁআলা আদম (আঃ)কে বললেন, হে আদম আমি যেসব নিয়ামত

www.pathagar.com

জান্নাতে তোমাদের জন্য মুবাহ ও বৈধ করে দিয়েছিলাম, তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল না ? এ বৃক্ষটি তুমি কেন ভক্ষণ করলে ? তখন আদম (আঃ) বললেন, হে আমার রব, নিশ্চয় যথেষ্ট ছিল কিন্তু আমার জানা ছিল না যে, কেউ তোমার নামে মিথ্যা কসমও করে। সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাযিঃ) ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লহ্ তা'আলা আদম (আঃ)কে বললেন, হে আদম ! তোমাকে একাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে ? তিনি বললেন, হে আমার রব ! হাওয়ার কথায় ঐ গাছটি আমার কাছে ভালো লেগেছে। তখন আল্লহ্ তা'আলা বললেন, আমি তাকে (হাওয়াকে) আযাব দেবো অর্থাৎ গর্ভধারণের কষ্ট হবে। তারপর সন্তান প্রসবের সময়ও কষ্ট হবে এবং প্রত্যেক মাসে তার রক্তস্রাব হবে। একথা শুনে হাওয়া (আঃ) কাঁদতে লাগলেন। তখন বলা হলো, তোমার জন্য এবং তোমার কন্যাদের জন্য এ ক্রন্দন অবধারিত। *(তাফসীরে মাযহারী ১ম খন্ড ১২৯-১৩০পৃঃ ইফাবা প্রকাশকাল-৯৭ ১ম সূরা বাকারা ৩৬নং আয়াত)*

📖 ইবনে কাসীর, ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে, আল্লহ্ তা'আলা প্রথমে আকাশের সামনে, অতঃপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন করো। প্রত্যেকেই বিনিময় কি জানতে চাইলে বলা হলো, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলী পুরাপুরি পালন করলে পুরস্কার, সাওয়াব এবং আল্লহ্ তা'আলার কাছে বিশেষ সম্মানলাভ করবে। পক্ষান্তরে বিধানাবলী পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আযাব ও শাস্তি দেয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালাকার সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা এখনও আপনার আজ্ঞাবহ দাস কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেয়া হয়েছে তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা সাওয়াবও চাই না এবং আযাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

📖 তাফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর বাচনিক রিওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম, তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছো ? আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময় কি প্রতিদান পাওয়া যাবে ? উত্তর হলো, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে। (যা আল্লহ্ তা'আলার নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পন্ড করো, তবে শাস্তি পাবে। আদম (আঃ) আল্লহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যুহর থেকে আছর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত হতে পারিনি ইতোমধ্যে শয়তান তাঁকে সুপ্রসিদ্ধ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন। *(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৭ম খন্ড ২৩৮পৃঃ ৪র্থ সংস্করণ ডিসে-৮৩)*

www.pathagar.com

📖 হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন যে, আদম সন্তানের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফিরিশ্তার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানী অসওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফিরিশ্তাদের ইল্হামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লহ্ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

ইবলীস কর্তৃক পুং মৈথুন সূচনার কাহিনী ঃ

ইমাম ক্বালবী (রহঃ) বলেন, সর্বপ্রথম লূত জাতির অপকর্মটি (পুং মৈথুন) সূচনা করেছে ইবলীস শয়তান। সে একটি সুন্দর সুশ্রী কিশোর বালকের আকৃতি অবলম্বন করে লূত জাতির কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর তারা ইবলীসের সাথে সর্বপ্রথম কুকর্মে লিপ্ত হয়। তারপর থেকে তারা প্রত্যেক নবাগত মুসাফিরের সাথেই তাদের উক্ত কুকর্ম চালাতে থাকে। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ১:১৯৪ ৩য় প্রকাশ মার্চ-৯৫/তাফ্সীরে রাওনাকুত)*

ইবলীস তওবা করতে চায় ঃ

একদা ইবলীস মূসা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল, হে মূসা ! আপনাকে আল্লহ্ তা'আলা নবুয়তের সম্মানে ভূষিত করেছেন, আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তা অবশ্যই কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কি ? তুমি আমার কাছে কি চাও ? এবং তুমি কে ? ইবলীস বললো, হে মূসা ! আপনি আপনার রবের নিকট বলুন যে, আপনার এক মাখলুক তওবা করতে চায়। তখন আল্লহ্ তা'আলা মূসা (আঃ) এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, হে মূসা ! তুমি তাকে বলে দাও যে, আল্লহ্ তা'আলা তোমার দরখাস্ত শ্রবণ করেছেন। অতঃপর তাকে হুকুম করো, সে যেন আদম (আঃ) এর কবরে সিজ্দা করে। যদি সে এভাবে সিজ্দা করে নেয় তাহলে আমি তার তওবা কবূল করে নিব এবং তার সমস্ত গুণাহ্ মাফ করে দিব। হযরত মূসা (আঃ) ইবলীসকে এভাবে বললে, সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং অহঙ্কারের সাথে বলতে লাগল, হে মূসা ! আমি আদমকে বিহিশ্তে সিজ্দা করিনি, এখন তাঁর মৃত্যুর পর আমি তাকে সিজ্দা করতে পারি না। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ১ম খন্ড ৯৮-৯৯পৃঃ ৩য় প্রকাশ মার্চ-৯৫/তাম্বীহুল গাফেলীন ৮২পৃঃ)* তবে মূসা (আঃ) ! আপনি আমার পক্ষে সুপারিশ করে আমার প্রতি এহছান করেছেন এর শুকরিয়াস্বরূপ আপনাকে তিনটি বিষয় জানাচ্ছি। তা হলো তিনটি অবস্থায় আমার (ইবলীস শয়তানের) থেকে সতর্ক থাকবেন।

১. মানুষ যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন আমি তার অন্তরে অবস্থান করি আর রক্তের ন্যায় তার শিরা-উপশিরায় দৌড়াতে থাকি।
২. জিহাদের ময়দানে মুজাহিদের অন্তরে স্ত্রী পুত্রের ও সম্পদের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেই যাতে সে তাদের মহাব্বতের কারণে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে।

www.pathagar.com

৩. যখন কোনো পুরুষ গায়রে মাহরম নারীর সাথে কোথাও নির্জনে অবস্থান করে তখন আমি তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে উকিল হয়ে একের অন্তর অপরের প্রতি ঝুঁকাবার চেষ্টা করি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অসৎকাজে জড়িত হয়ে না পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই প্রচেষ্টা চলতে থাকে। *(তাম্বীহুল গাফেলীন ৮২পৃঃ ইমাম ফকীহ্ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহঃ বঙ্গানুঃ মাওঃ বশির উদ্দিন)*

একদা ইবলীস আল্লহ্ তাঁআলার নিকট আরয করল, আয় আল্লহ্ ! আপনি বনি আদমের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন কিন্তু আমার বার্তাবাহক কে হবে ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, তোমার বার্তাবাহক হবে গণক। ইবলীস বললো, আমার কিতাব কি হবে ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, শরীর গোদানোর (--------) নকশা। সে বললো, আমার কালাম কি হবে ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, মিথ্যা ? সে বললো, আমার কুরআন কি হবে ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, কবিতা। সে বললো, আমার মুআযযিন কে ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, বাঁশী ও বাদ্যযন্ত্র। সে বললো, আমার মাস্‌জিদ কি ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, বাজার। সে বললো, আমার গৃহ কি ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, হাম্মানখান (গোসলখানা)। সে বললো, আমার খাদ্য কি ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, যে খাদ্যের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া হবে না। সে বললো, আমার পানীয় কি ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, শরাব (মদ)। সে বললো, আমার শিকারের জাল (ফাঁদ) কি ? আল্লহ্ তাঁআলা বললেন, মেয়েলোক। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ১ঃ১০৩-১০৪ ৩য় প্রকাশ মার্চ-৯৫ বঙ্গানুঃ মুহম্মদী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ)*

সমগ্র মানব-জাতি ও জিন-জাতি যদি তাদের মধ্যকার সবচে' সৎ লোকটির ন্যায় সৎ হয়ে যায়, তবে তাতে তাঁর রাজ্যের বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি ঘটবে না। আর সমগ্র জিন-জাতি ও মানব-জাতি যদি তাদের মধ্যেকার সবচে' পাপিষ্ঠ হয়ে যায়, তাহলেও তাতে তাঁর রাজ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধিত হয় না। তবে বান্দা যদি নিজের দাসত্ব স্বীকার করে ও দাসোচিত কর্তব্য পালন করে, তবে সেটা তার নিজের কল্যাণ ও উপকার সাধন করে এবং তার জীবন ও জীবিকার উন্নতি নিশ্চিত করে। মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও দাস বলে স্বীকার করে, তখন আল্লাহ্ ছাড়া সবার গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার জন্য তার গোলাম বানাতে চায়। মানুষ আল্লহ্ তাঁআলার গোলাম হয়ে গেলে শয়তানের গোলামী ও নিজের কুপ্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যায়। *(তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ৭ম খন্ড ৯ম প্রকাশ ডিসে-৯৭, ৯৯৫পৃঃ সূরা আরাফ বঙ্গানুঃ হাফেয মুনির উদ্দিন আহমেদ)*

নবীজী (সাঃ) বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানকে বিপথগামী করার জন্য বিভিন্ন পথে আস্তানা গেড়েছে। ইসলামের পথে বসে সে বনী আদমকে বলে, কিহে ! তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে মনস্থ করেছো ? অথচ তোমার বাপ-দাদার ধর্ম তা ছিল না কিন্তু মানুষ ইবলীসের অবাধ্যতা করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর সে হিযরতের পথে বলে বসে, কিহে ! তুমি হিযরতের ইচ্ছা করেছো ? আপন মাতৃভূমি আপন পরিবেশ ছেড়ে যাচ্ছো ? কিন্তু সে তার অবাধ্যতা করে হিযরত করেছে। অতঃপর সে তার জিহাদের পথে বসে বলে,

www.pathagar.com

কিহে ! জিহাদের ইচ্ছা করেছো ? অথচ এতে তোমার জান-মাল সম্পদ ধ্বংস হবে, তুমি নিজে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসবে, তোমার ত্যাজ্য সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। এরপরেও আদম সন্তান ইবলীসের বিরোধীতা করে জিহাদ করেছো। (নবীজী বলেন) এসবকিছুর পর সে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তখন তাকে জান্নাত দান করা আল্লহ্ তাঁআলার উপর কর্তব্য হয়ে যায়। *(মুকাশাফাতুল কুলুব ২:২৪১ ৩য় প্রকাশ মার্চ-৯৫ বঙ্গাঃ মুহ্ফী মুহাম্মাদ ওবাইদুল্লাহ্/তাফ্সীর ইবনে কাছীর ইফাবা মার্চ-৯৯, ৪র্থ খন্ড ১৭৫পৃঃ সূরা আরাফ ১৬নং আয়াতের তাফ্সীর)*

সরল সঠিক রাস্তার দু'পার্শ্বে দু'টি দেওয়াল যার বহু দরজায় পর্দা ঝুলানো

📖 হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, আল্লহ্ তাঁআলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি সরল সঠিক রাস্তা, উহার দু'পাশে দু'টি দেওয়াল যাতে বহু খোলা দরজা রয়েছে এবং সে সকল দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আর রাস্তায় মাথায় একজন আহ্বায়ক যে (লোকদিগকে) আহ্বান করছে আসো, এই রাস্তায় সোজা চলে যাও। বাঁকা টেরা চলিও না। আর এর একটু আগে আর একজন আহ্বায়ক লোকদিগকে ডাকছিল। যখনই কোনো বান্দা সে সকল দরজার কোনো একটি দরজা খুলতে চাহে তখনই সে তাকে বলে, সর্বনাশ ! উহা খুলো না; খুললেই উহাতে তুমি ঢুকে পড়বে। (এবং ঢুকলেই পথভ্রষ্ট হবে।)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন যে, সে সঠিক সরল রাস্তা হচ্ছে ইসলাম; আর খোলা দরজাসমূহ হচ্ছে আল্লহ্ তাঁআলা কর্তৃক হারাম করা বিষয়সমূহ এবং ঝুলানো পর্দাসমূহ হচ্ছে আল্লহ্ তাঁআলার নির্ধারিত সীমাসমূহ। রাস্তার মাথার আহ্বায়ক হচ্ছে কুরআন। আর তার সম্মুখের আহ্বায়ক হচ্ছে এক উপদেষ্টা (লম্বায়ে মালাক বা ফিরিশ্তার ছোঁয়াচ) যা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে আল্লহ্ তাঁআলার পক্ষ থেকে বিদ্যমান। (সে তাকে কুরআনের নছীহত শোনার জন্য উপদেশ দেয়।) *(মিশকাত ১:৩০ নূর মুঃ ১:১৯২:১৮২/রজীন)*

দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে ইবলীসের ধোকা ঃ

ইমাম রাযী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মানুষের অন্তরে শয়তান এই ধারণার সৃষ্টি করে যে, তোমার বয়স অনেক আছে, তুমি দুনিয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে লও। এখানকার আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকো, আখিরাত অনেক দেরী কিন্তু মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায় মৃত্যুর মাধ্যমে। আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী যিন্দেগীর কোনো প্রস্তুতি ব্যতীতই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিতে হয়। এভাবে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহান বরবাদ হয়। *(তাফ্সীরে নূরুল কুরআন ৫:২২৭ সূরা নিসা ১২১নং আয়াতের তাফ্সীর প্রকাশকাল মে-৮৯ আল-বালাগা পাবলিকেন্স/তাফ্সীরে মাযহারী ৩:২৭৯-২৮০/তাফ্সীরে কবীর ১১:৫০ দারুল কুতুবুল এলমীয় কর্তৃক প্রকাশিত)*

জিহাদে শয়তানের ধোকা ঃ আল্লহ্ তাঁআলা মানুষরূপী শত্রুকে প্রথমে সচ্চরিত্র, উদার ব্যবহার, প্রতিশোধ বর্জন ও সবরের মাধ্যমে বশ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

যদি সে এতে বিরত না হয় তবে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইবলীস শত্রুর মুকাবিলায় শুধুমাত্র আল্লহ্ তাঁআলার আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে শিক্ষা দেন। *(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৮ঃ৯০৫)*

লেখকের আরোয ঃ আল্লহ্ তাঁআলা মানুষের অন্তরে শয়তান প্রবেশের গোপন পথসমূহ জানেন। শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য তাঁরই নিকট অবনত মস্তকে শক্তি ও যোগ্যতা কামনা করা। আল্লহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলার রহমত ছাড়া কোনো বুজুর্গ-ই শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা থেকে বাঁচতে পারে না, চাই সে যতো বড়ই আল্লাহ্ ওয়ালা অথবা আলিম হোক না কেন ? সাধারণত ইবলীস শয়তান মানুষের যেসব দিক ও স্থান থেকে মানুষের মধ্যে যৌন-অনুভূতি সৃষ্টি হয়, সেসব দিক থেকে এসে ধোকা দেয়।

মানুষ যতো শক্তভাবে আল্লহ্ তাঁআলার রুজু ধারণ করবে শয়তান ততই তার কাছে দুর্বল হবে। মানুষ আল্লহ্ তাঁআলার মহাব্বতের উপর মাকলুকের মহাব্বত যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাধান্য না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান ও নফস্ ক্ষান্ত হয় না। শয়তান ও নফ্স মানুষকে সর্বদা মানুষের কাল্পনিক ধারণা, প্রচলিত মতবাদ ও নাযায়িয বিষয়গুলিকে ওহীর উপর প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন রঙ্গে আকর্ষণীয়ভাবে হাজির করে গোমরাহ্ করার চেষ্টা করে। আল্লহ্ তাঁআলার অপছন্দনীয় কাজকে মানুষের সামনে এমন সুন্দরভাবে পেশ করে, যাতে তার কাছে পুরা ব্যাপারটা উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। ইবলীস সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হয় হক্ব থাকবে না হয় বাতিল দুনিয়াতে সয়লাব হয়ে যাবে। এজন্য শয়তান আল্লহ্ তাঁআলার নিকট মর্যাদাপূর্ণ কাজকে মন্দভাবে পেশ করে। সুন্নাতকে আমলের মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করতে চায় না। তাওহীদের মতো বিষয়কে তুচ্ছরূপে পেশ করে বুঝায় যে, তাওহীদের স্বীকারোক্তি দাসত্বের স্তরে উপনীত করবে এবং দারিদ্রতা ও লাঞ্ছনার যাতাকলে নিষ্পেষিত হতে হবে। যাকাত-সদ্কার দ্বারা অচিরেই নিঃস্ব হয়ে ফকির-মিসকিনের মতো অন্যের দারস্থ হয়ে অন্যের করুণার পাত্র হবার ভয় দেখায়। শয়তানের চক্রান্ত থেকে সচেতন ও জ্ঞানী লোকেরাই দূরে থাকতে পারে, কারণ মানুষের সমস্ত কাজ তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তা প্রকাশ পায়।

www.pathagar.com

১১তম অধ্যায়

নবীজীর কতিপয় বরকতময় সুন্নাত ও বিজ্ঞান

ভূমিষ্ঠ শিশুর কানে আযান দেয়া ঃ

📖 মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (রহঃ) ----- আবূ রাফি (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রাযিঃ) যখন হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ)কে প্রসব করলেন, তখন হাসান (রাযিঃ) এর কানে সালাতের আযানের মতো আযান দিতে আমি রাসূল (সাঃ)কে দেখেছি। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ১৩৮পৃঃ ১৫২০নং হাদীস)*

ভূমিষ্ঠ শিশুর কানে আযান দেয়ার হিকমত ঃ সর্বপ্রথম ভূমিষ্ঠ শিশুর কানের মধ্যে যে আওয়াজ পৌঁছে, তা মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়ে যায়। এজন্যই তাওহীদ ও রিসালতের বাণী যাতে মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়ে যায় এজন্যই আযান দেয়া হয়। তাছাড়া তাকে স্মরণ করে দেয়া হয় আযান হয়ে গেছে, শুধু ইকামত বাকী আছে। আর আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়টুকুই হচ্ছে তার হায়াত, যা কত সংক্ষিপ্ত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আকীকা ঃ

📖 হাসান ইবনে আলী (রহঃ) ----- সালমান ইবনে আমির যাব্‌বী (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, প্রতি শিশুর সঙ্গেই রয়েছে আকীকার বিধান। সুতরাং তার পক্ষ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত করো (যবেহ্ করো) এবং তার উপর থেকে ময়লা (জন্মগ্রহণকালীন সময়ের চুল ইত্যাদি) বিদূরিত করো। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ১৩৯পৃঃ ১৫২১নং হাদীস)*

📖 সালমান ইবনে উমার (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, ছেলে ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে আকীকা করার কর্তব্যও এসে পড়ে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে জানোয়ার যবেহ্ করবে এবং তার মাথা কামাবে, তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে। *(বুখারী আঃ হক ৬ঃ২৮৭ঃ২১৩০)*

📖 আলী ইবনে হুজর (রহঃ) ----- সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আকীকার সাথে শিশুর বন্দক। তার পক্ষ থেকে ৭ম দিনে পশু যবেহ্ হবে, তার নাম রাখা হবে, তার মাথা মুন্ডন করা হবে। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ১৪২পৃঃ ১৫২৮নং হাদীস কুরবানী অধ্যায়)*

বিঃ দ্রঃ তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৯ সাংকেতিক অর্থ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত তিরমিযী প্রকাশকাল-১৯৯৯।

বুখারী আঃ হক সাংকেতিক অর্থ ঃ আজিজুল হক কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত বুখারী।

www.pathagar.com

খাতনা ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি ফেৎরতরূপে পাঁচটি কাজকে উল্লেখ করেছেন। (১) খাতনা বা মুসলমানী করা। (২) নাভির নীচে ক্ষুর ব্যবহার করা। (৩) মোচ কাটা। (৪) নখ কাটা। (৫) বগলের লোম উপরিয়ে ফেলা। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৫৫পৃঃ ২২৬৩নং হাদীস)*

📖 হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুযূর (সাঃ) নিজে হাসান, হুসাইন ও মুহসিনের নাম রেখেছেন, তাদের আকীকা করেছেন, তাদের মাথা মুন্ডিয়েছেন, তাদের সদ্‌কা দিয়েছেন এবং তাদের খাতনা করিয়েছেন। *(তিবরানী)*

খাতনার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ খাতনা করলে হৃদযন্ত্রের রোগ হয় না। পক্ষান্তরে খাতনা না করলে বাড়তি চামড়া লিঙ্গের আগার নরম অংশের সাথে সংযুক্ত থাকে যা প্রসাবে বাধার সৃষ্টি করে প্রসাবের জীবাণু লেগে লিঙ্গে ব্যথা, জ্বালাপোড়া, ক্ষতরোগ ও ক্ষেত্রবিশেষে যৌনশক্তি হ্রাসের কারণ হয়। এছাড়াও মূত্রথলিতে পাথর হওয়ার সম্ভবনা থাকে। খাতনা পুরুষাঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহজসাধ্য করে। মুসলমান ও ইয়াহুদী ধর্মে খাতনার বিধান আছে। খৃস্টান ধর্মে যদিও খাতনার বিধান নেই, তবুই বর্তমানে আমেরিকান খৃস্টানগণ খাতনা না করার ভয়াবহতা ও খাতনার সুফলতা দেখে খৃস্টান হওয়া সত্ত্বেও তারা খাতনা করতে শুরু করছে। সুবহানাল্লহ্ ! আল্লহ্ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলামের শাশ্বত বিধান অমুসলমানরাও পালন করতে শুরু করছে। ইসলাম শুধু কতিপয় আকীদা বিশ্বাসের নাম নয়। আল্লহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)কে এমন সব দুনিয়াবী ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছিলেন যা দুনিয়ার সবচে' বড় বড় পন্ডিত ব্যক্তিগণ অর্জন করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নাতের উপকারিতা আজ দিবালোকের মতো সত্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন ! মানব জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও তিনি ছিলেন খুবই সজাগ। তিনি যদি এসব দিক-নির্দেশনা না দিতেন, তবে মানবজাতি এসব কোথায় পেত ?

✍ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে কুরআন-হাদীসের অন্তর্নিহিত বিস্ময়কর দিকগুলো ততই ফুটে উঠেছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে এর মর্ম উপলব্ধি হয়ে উঠেছে সহজ থেকে সহজতর। বসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, উদ্ভিত বিজ্ঞান, সামদ্রিক বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার তথ্যাবলী কোনো না কোনো ভাবে স্থান পেয়েছে পবিত্র কুরআন-হাদীসের মধ্যে। আল্লহ্ রব্বুল ইয্‌যত আমাদের সবাইকে বাকি যিন্দেগী নবীজী (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ-অনুকরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা (লাভ) হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ছবি প্রস্তুত নিষেধাত্মক হাদীসঃ

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (জীবের) ছবি বানাবে তাকে আল্লহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন প্রাণ সঞ্চার করতে না পারা পর্যন্ত আযাব দিবেন। বস্তুতঃ এতে কখনও প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। কেউ যদি এমন কোনো সম্প্রদায়ের কথা শুনতে কান পাতে যারা তার থেকে দূরে সরে

www.pathagar.com

যায়, তবে কিয়ামতের দিন তার গলায় (গলিত) শীশা ঢেলে দেয়া হবে। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ২৭৯ঃ১৭৫৭/মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০১, ২ঃ২৮৩ঃ২১৫৯ আয়িশা রাযিঃ এর রেওয়ায়েতে)*

📖 ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ও উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সায়ীদ (রহঃ) ----- আলী (রাযিঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ঘরে ছবি, কুকুর বা জুনুব ব্যক্তি থাকে সে ঘরে ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করে না। *(নাসাঈ ইফাবা ডিসে-২০০১, ১ঃ১৬৩ঃ২৬২)*

ছবি থেকে মূর্তি পূজার সূচনা ঃ জীবের ছবি রাখা মূর্তিপূজার দ্বার উন্মুক্ত করে। ইমাম বগভী (রহঃ) বর্ণিত আছে, হযরত আদম ও হযরত নূহ (আঃ) এর আমলের মাঝামাঝি পাঁচজন দ্বীনদার-পরহিজগার ব্যক্তি যাদের বহু অনুসারী ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ভক্তরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লহ্ তাঁআলার হুকুম আহকামের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করে বললো যে, যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা করো যদি তাঁদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতালাভ করবে। তারা শয়তানের ধোকা বুঝতে না পেরে মহা-পুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করে স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায় একে একে তাদের সমস্ত সম্প্রদায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলে শয়তান এসে তাদেরকে বললো, তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল এবং তারা এই মূর্তিরই পূজা করত। এভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হয়। *(তাফহীমুল কুরআন ৮ঃ৫৭৯-৫৮১ ২৯ পারা সূরা ২৭-২৮)* জীবের ছবি মূর্তিপূজার দ্বার উন্মুক্ত করে। এজন্যই আল্লহ্ তাঁআলা জীবের ছবি অংকন করতেও নিষেধ করেছেন।

✍ হাদীস মুখস্ত করার দ্বারা অর্থাৎ আহকাম জানার দ্বারা তার হাকীকত তার স্থানে পৌঁছে না, যিন্দেগীতে এসে যায় না। ঈমানী মেহনত করতে করতে সর্বশেষে হাকীকত হাসিল হয়। ফসল লাগালেই চাষীর আশা পূরণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না ফসল ঘরে তোলা হয়। আমরা এখনও সেকেল বা সুরাতের মধ্যেই রয়ে গেছি। ভুড়ি ভুড়ি হাদীস জানা আসল উদ্দেশ্য নয়, ঈমানী মেহনতের দ্বারা হাদীসের নূর হাসিল করাই আসল উদ্দেশ্য।

সন্দেহ পরিহার করা ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকো কারণ সন্দেহ (অবাস্তব হলো তা) মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত। লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াইও

বিঃ দ্রঃ ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০১, ২ঃ২৮৩ঃ২১৫১ সাংকেতিক অর্থ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত ইবনে মাজাহ্ প্রকাশকাল জানুয়ারী-২০০১, ২য় খন্ড ২৮৩পৃঃ ২১৫১নং হাদীস

www.pathagar.com

না এবং লোকদের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করে বেড়াইও না। কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। পরস্পর বিচ্ছেদভাব প্রদর্শন করিও না। তোমরা সকলে ভাইভাই, এক আল্লহ্ তাঁআলার বান্দারূপ ধারণ করো। *(বুখারী আঃ হক ৬ঃ৩৮৪ঃ২৩২৯)*

দুশ্চিন্তা না করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পাকস্থলীর যাবতীয় কার্যাবলী স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে মস্তিষ্কের পাঠানো সংকেত মোতাবেক পরিচালিত হয়। মস্তিষ্ক থেকে যতক্ষণ সংকেত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকস্থলী কোনো কাজ করবে না এবং খাবারও হযম হবে না। মানুষ যখন দুশ্চিন্তা করে তখন তার মস্তিষ্কের চাপ বেড়ে যায় ফলে খাবার হযমের জন্য পাকস্থলীতে যে সংকেত পাঠায় তা আর সঠিকভাবে যেতে পারে না। যদ্দরুন হযম শক্তিতে দারুনভাবে বাধার সৃষ্টি হয় এবং ক্ষুধা লাগে না। ইউরোপীয় এক্সরে বিশেষজ্ঞ ডাঃ কিনান পাকস্থলী, যকৃত, নাড়ীভুড়ি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশ করেন যে, রোগ-শোক ও দুঃখের সময় পাকস্থলী ও অবশিষ্ট যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর চাপ পড়ে, যার ফলে মানুষ অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং বাস্তব ও স্বাস্থ্যসম্মত একটি পাকস্থলী ক্লান্তির সময় খাদ্রগ্রহণ করলে জীবন নাশক বিষের ক্রিয়া করবে। *(ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যকথা ৭৮-৮০পৃঃ)*

সন্দেহ পোষনে নিষেধাজ্ঞা জারীর সুফল ঃ সন্দেহ মানুষকে মিথ্যার দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যায়, যা দ্বারা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। দ্বীনদার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতিও যদি মানুষের সন্দেহ ঢুকে যায়, তবে তাঁর প্রতি পূর্বের শ্রদ্ধাবোধ বিরাজ করে না। ফলে দ্বীনদার ব্যক্তির সহিত তার কথাবার্তা আলাপ ব্যবহারের মধ্যে অশালীনতা বিরাজ করে এবং যা উভয় ব্যক্তির আমল-আখলাকের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

✍ মানুষের শরীরের মধ্যে রূহানী ও নফ্সানী উভয় শক্তিই বিদ্যমান। রূহানীশক্তি (ঈমানী নূর) নেক আমলে উদ্বুদ্ধ করে পক্ষান্তরে নফ্সানীশক্তি নেক আমলে প্রতিবন্ধকতা (বাধা) সৃষ্টি করে এবং বদামলে উৎসাহিত করে। ঈমানী (দ্বীনের দাওয়াতের) মেহনতের কুরবানী অনুপাতে নফ্সানীশক্তি রূহানী শক্তির অনুগত হয়। জমি আবাদী রাখার জন্য মেহনত করতে হয় কিন্তু জমি অনাবাদী রাখার জন্য কোনো মেহনতের প্রয়োজন পড়ে না। জমি আবাদীর মেহনত ছেড়ে দিলেই জমি অনাবাদী হয়ে যায়। তেমনিভাবে ঈমানী মেহনত ছেড়ে দিলেই নফ্সানীশক্তি প্রবল হয়ে রূহানী শক্তিকে অনুগত ফেলে। ফলে নেক আমল কষ্টের মনে হয়, বদামল আছান মনে হয়। এজন্য সর্বাবস্থায় ঈমানী মেহনতের দাওয়াত দেয়া দরকার।

কৃত্তিম চুল ব্যবহার না করা ঃ

📖 আসমা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, এক মহিলা নবীজী (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার মেয়ের মাথায় একপ্রকার ঘা হয়েছে যাতে তার মাথার চুল ঝরে পড়েছে। মেয়েটি আমার বিবাহিতা; তার মাথায় অন্যের চুল মিশিয়ে দিতে পারি কি ? নবীজী (সাঃ) বললেন, একজনের মাথার চুল অপরজনের মাথায় মিশাবার কাজ যে করে এবং যার মাথায় মিশানো হয়, উভয়ের প্রতি আল্লহ্ তাঁআলার লানত ও অভিশাপ। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৬০পৃঃ ২২৭৩নং হাদীস/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০৯, ২ঃ২৯২ঃ৯৯৮৮)*

www.pathagar.com

কৃতিম চুল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার কারণ ঃ কৃতিম চুলের দ্বারা রূপ-সজ্জায় মত্ত নারীগণ সাধারণত উহা প্রদর্শণীর প্রবণতায় লিপ্ত থাকে, যা বেপর্দা ও বেহায়াপনার ১ম পদক্ষেপ। এ পথেই সমাজের জঘন্যতম ব্যভিচার ছড়িয়ে সমাজের নৈতিক-পতন ঘটে। এজন্যই নবীজী কৃতিম চুল ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

✍ অন্ধকারে মানুষ না জেনে না বুঝে যে কোনো জায়গায় তার হাজত (ইস্তিঞ্জা) পূরণ করতে বসে কিন্তু সূর্যের আলো যদি অন্ধকার দূর করে দেয় তবে আলোকিত স্থানে কেহ তার হাজত পূরণ করতে সম্মত হয় না। তেমনিভাবে আসমানী ইলমের নূর অর্থাৎ হেদায়েতের আলো যখন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তখন সে আর নাফারমানীর কাজ করতে সম্মত হয়না।

রাসূল (সাঃ) এর দেহাবয়ব ঃ

ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার মামা হিন্দ ইবনে আবূ হালা (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দেহাবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি প্রায়ই রাসূল (সাঃ) এর দেহাবয়ব বর্ণনা করতেন এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন। আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, তিনি আমার নিকট এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন এবং আমি তা স্মৃতিপটে অংকিত করে রাখি। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ব্যক্তিগতভাবে মহৎ ছিলেন এবং মানুষের দৃষ্টিতেও বিশেষ মর্যাদাবান বিবেচিত হতেন। তাঁর মুখমন্ডল পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় জ্বলজ্বল করে চমকাতো। তিনি মধ্যমাকৃতির লোকের চে' কিছুটা দীর্ঘাকায় এবং দীর্ঘাকায় লোকের চে' কিছুটা খর্বাকায় ছিলেন। তাঁর মাথা মানানসই বড় ও চুল ঈষৎ কিঞ্চিত ছিল। স্বাভাবিকভাবে চুলে সিঁথি প্রকাশ পেলে তিনি তা রাখতেন, অন্যথায় রাখতেন না।[১] চুল বড় হয়ে গেলে তা কানের লতি পর্যন্ত ঝুলে যেত। দেহের রং অতিশয় সুন্দর, প্রশস্ত কপাল ও ভ্রূযুগল কিঞ্চিত বক্র ও ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। ভ্রূ-যুগল সম্মিলিত ছিল না, পৃথক পৃথক ছিল। ভ্রূ-যুগলের মাঝখানে একটি রগ ছিল, যা রাগের সময় স্ফীত হতো।[২] তাঁর নাক তীক্ষ্ণ ও উন্নত ছিল এবং তাতে নূর চমকাতো। হঠাৎ দেখলে তাঁকে বড় নাকবিশিষ্ট মনে হতো।[৩] ভালরূপে তাকালে অবশ্য বুঝা যেত যে, তা মানানসই। তাঁর দাড়ি ছিল ঘন ও ভরপুর, গাল দু'টি স্বল্প মাংসল ও মসৃণ, মুখ বিবর পরিমিত প্রশস্ত। দন্তরাজি চিকন ও উজ্জ্বল, সামনের দাঁত দু'টির মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক ছিল। তাঁর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটি রেখা ছিল। ঘাড় ও কণ্ঠদেশ কিছুটা লম্বা ঝকঝকে রৌপ্য চিত্রের ন্যায় সুন্দর সুঠাম ছিল। তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের। তাঁর দেহ ছিল মাংসল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত। পেট ও বক্ষদেশ ছিল সমতল কিন্তু প্রশস্ত; দুই বাহুর মাঝখানে দূরত্ব ছিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিগুলো স্থূল ও দৃঢ়। অনাবৃত হলে তাঁর দেহ উজ্জ্বল ও চমৎকার দেখা যেত।[৪] বুক থেকে নাভি পর্যন্ত একটি লোমের সারি রেখার ন্যায় লম্বমান ছিল। এছাড়া বুকের দু'পাশ ও পেট লোমশূন্য ছিল। তবে উভয় বাহু, কাঁধ ও বুকের উপরিভাগে লোম ছিল। কনুই থেকে হাতের নিম্নভাগ পর্যন্ত মানানসই দীর্ঘ, হাত দু'টি প্রশস্ত[৫] হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ছিল মাংসল। হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ ছিল পরিমিত দীর্ঘ। পায়ের তালু কিঞ্চিত গভীর ও পায়ের পাতাদ্বয় ছিল মসৃণ। ফলে তাতে পানি জমতো না বরং গড়িয়ে পড়ে যেত।[৬] তিনি

www.pathagar.com

পথ চলতে সজোরে পা তুলে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাঁটতেন, মাটিতে পা ফেলতেন মৃদুভাবে, হাঁটতেন পাতলা পদক্ষেপে দ্রুত গতিতে।[৭] হাঁটার সময় মনে হতো যেন তিনি কোনো উচ্চস্থান থেকে অবতরণ করছেন। কারো প্রতি তাকালে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে তাকাতেন। প্রায়ই নতদৃষ্টি থাকতেন। আসমানের চাইতে যমীনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ থাকতো।[৮] স্বভাবতঃ তিনি কারো প্রতি পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাতেন না।[৯] পথ চলার সময় সঙ্গীদের আগে দিতেন (এবং নিজে পেছনে থাকতেন)[১০] কারো সাথে সাক্ষাত হলে তিনিই আগে সালাম দিতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মাওঃ মুহাম্মাদ মুসা ৯ম সংস্করণ মার্চ-২০০০, ২৮-৩০ঃ৮)*

ব্যাখ্যা ঃ অপর হাদীসে আছে, তিনি চুলে সিঁথি কাটতেন। এটা তাঁর পূর্ববর্তী কালের আমল যা গ্রহণযোগ্য নয়। ২) এখানে রাগ বলতে অসন্তুষ্টির সময় রগ ফুলে যেত। ৩) নূর বিচ্ছুরিত হওয়ার দরুন তাঁর নাক উঁচু মনে হতো কিন্তু মূলত তা উঁচু ছিল না। সূক্ষ্মভাবে দেখলে বুঝা যেত যে, তা ছিল নূর চমকানোর উচ্চতা। ৪) তিনি দেহ থেকে পোশাক খুলে ফেললে তা আলোকমন্ডিত দেখা যেত। ৫) তাঁর হস্তদ্বয় যেমন প্রশস্ত ছিল, তেমনি দানশীলতায়ও তা ছিল প্রশস্ত। ৬) পা মাংসল ও মসৃণ হওয়ার কারণে তা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে যেত। ৮) যখন তিনি নীরবে বসে থাকতেন তখন মাটির দিকে দৃষ্টি নতো রাখতেন। ১০) তিনি সাহাবায়ে-কিরামকে তাঁর আগে আগে চলার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন আমার পিছে পিছে ফিরিশ্‌তগণকে আসতে দাও।

রাসূল (সাঃ) সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন ঃ

📖 হুমায়দ ইবনে মাসআদা (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল মধ্যম আকৃতির, বেশি দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন না আবার খর্বও ছিলেন না, সুষমদেহ ও রক্তিমাভ শ্বেতবর্ণের অধিকারী। তাঁর চুল খুব কোঁকড়ানও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। তিনি যখন হাঁটতেন তখন সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ২৮১ঃ১৭৬০)*

📖 ওয়াহাব ইবনে বাকীয়্যা (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন চলতেন, তখন তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন। *(আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯৯, ৫ঃ৪৯৫ঃ৪৭৮৭)*

📖 হুযূর (সাঃ) সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাঁটতেন, মাটিতে পা ফেলতেন মৃদুভাবে, হাঁটতেন মৃদু পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ২৮-৩০ঃ৮ সংক্ষিপ্ত)*

পায়ের পাঞ্জার উপর চাপ দিয়ে হাঁটার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ পাকিস্তানের ডাক্তার কলিম খান বলেন, পায়ের পাঞ্জার উপর চাপ দিয়ে হাঁটার অনুশীলন করলে দীর্ঘ সফরেও ক্লান্তি আসে না, পায়ের গোড়ায় রোগ হয় না ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

সকালে খালি পায়ে পায়চারী করা ঃ

📖 আলী ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) ----- বাশীর ইবনে খাসাসিয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে পায়চারী করছিলাম। তিনি বললেন, হে ইবনে খাসাসিয়া। তুমি আল্লাহ্‌র কাছে এর চাইতে বড় নিয়ামত আর কি প্রত্যাশা কর

www.pathagar.com

যে, তুমি তাঁর রাসূলের সঙ্গে সকালে পায়চারী করছ ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি আল্লাহ্র কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করি না; কেননা, আল্লাহ্ আমাকে সব ধরনের কল্যাণ দান করেছেন। এরপর তিনি মুসলমানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এসব লোক বিপুল কল্যাণ লাভ করেছে। এরপর তিনি মুশরিকদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এসব লোক-তো আগে প্রভূত কল্যাণলাভ করেছে। রাবী বলেন, এ সময় তিনি জনৈক ব্যক্তিকে জুতা পরে কবরস্থানে চলতে দেখে বলেন, হে জুতা পরিধানকারী, তুমি তোমার জুতা খেলে ফেল।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (রহঃ) আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উসমান (রহঃ) বললেন, হাদীসখানা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এবং এর রাবী একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০১, ২য় খণ্ড ৫০পৃঃ ১৫৬৮নং হাদীস)*

📖 হযরত ফুযালা ইবনে ওবায়েদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে বেশী আরামপ্রিয় হতে নিষেধ করতেন এবং মাঝে মাঝে পায়েও হাঁটার আদেশ করতেন। *(আবু দাউদ)*

📖 হযরত ইবনে আবী হদরদ (রাযিঃ) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, অস্বচ্ছল জীবন যাপন করো, মোটা অন্ন খাও, মোটা বস্ত্র পরিধান করো এবং খালি পায়ে হাঁট। *(জমউল ফাওয়ায়েদ/তিবরানী)*

📖 হাসান ইবনে আলী (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে বুরায়দা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) এর একজন সাহাবী ফুযালা ইবনে উবায়দ (রাযিঃ) এর নিকট যান। আর এ সময় তিনি মিশরে ছিলেন। তিনি তার কাছে গিয়ে বলেন, আমি আপনার কাছে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে আসিনি, বরং আমি এবং আপনি একদিন রাসূল (সাঃ) থেকে যে হাদীস শুনেছিলাম, আমি মনে করি আপনি তা আমার চাইতে অধিক স্মরণে রেখেছেন। তিনি বলেন, সেটি কোন্ হাদীস ? তিনি বললেন, অমুক অমুক হাদীস।

এরপর ঐ সাহাবী ফুজালা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করেন, আপনি-তো এখানকার শাসনকর্তা, অথচ আমি আপনাকে আলূথালু বেশে দেখছি কেন ? তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) অধিক আরাম-আয়েশ করতে নিষেধ করেছেন। এরপর ঐ সাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করেন, আপনার পায়ে জুতা দেখছিনা কেন ? তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) আমাদেরকে মাঝে মাঝে খালি পায়ে থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন। *(আবু দাউদ জুন-৯৯, ৫ম খণ্ড ১৫৬-১৫৭পৃঃ ৪১৯৩নং হাদীস)*

📖 নবীজী (সাঃ) কখনও খালি পায়ে আর কখনও জুতা পায়ে চলতেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা ১ম প্রকাশ মার্চ-৮৮, ১ম খণ্ড ৯১০পৃঃ)*

📖 হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (সাঃ) খালি পায়ে ও জুতা পায়ে পথ চলতেন, দাঁড়িয়ে ও বসে উভয় অবস্থায় পান করতেন, (নামায) শেষে ডান বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং সফরে কখনও রোযা রাখতেন এবং কখনও আবার রাখতেন না। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা অক্টো-৯৪, ২০৫:৩৮২)*

www.pathagar.com

📖 নবীজী (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কিরাম যখন উচ্চভূমিতে আরোহন করতেন, তখন তাক্‌বীর বলতেন এবং যখন নিম্নভূমিতে অবতরণ করতেন, তখন তাসবীহ্ পাঠ করতেন। *(যাদুল মাআদ)*

সকালে মাঝে মাঝে খালি পায়ে পায়চারী করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ শক্তিশালী বলরেখা সেলফ (SELF = Straight Electro magnetic lines of Force) ভুপৃষ্ঠ হতে লম্বভাবে বায়ুমন্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়ে চামড়া, মাংস ভেদ করে মস্তিষ্কে পৌছে যায়। এই সেলফ দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের একাংশে বেশি শক্তিশালী ও কার্যকরী থাকে এজন্য যাদের মাথা গরম ডাক্তারগণ তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় খালি পায়ে মাটিতে পায়চারী করার পরামর্শ দেন কারণ সকাল-সন্ধ্যায় সেলফ বেশি শক্তিশালী থাকে সেজন্য খালি পায়ে মাটিতে হাঁটাচলা করার মাধ্যমে মাথার ইলেকট্রন অনেক কমে যায়। মস্তিষ্কের প্রয়োজনাতিরিক্ত ইলেকট্রন মুক্ত না করলে গ্যাসষ্টিক, আলসার, উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, শরীর দাহ, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে। *(সূত্র ঃ নামায ও বিজ্ঞান)*

মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটলে মাটির এন্টিসেপ্টিক (Anti Septic) পদার্থ জুতা বা অন্য কোনো কারণে পায়ে গেলে থাকা জীবাণু ধ্বংস করে দেয়, শরীরে উৎপন্ন স্থিরবিদ্যুৎ ও তাপ মাটি শোষণ করে নেয়। এজন্যই স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞগণ ভোরে ঘাসের উপর অথবা মাটির উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটার পরামর্শ দেন যা রাসূল (সাঃ) চৌদ্দশ' বছর পূর্বে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ আল্লহ্ তাঁআলার দিকে না ঝুকে চিকিৎসার দিকে বেশি ঝুকে যাচ্ছে, অথচ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান চৌদ্দশ' বছর পূর্বের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথারই নকল করছে।

বৃক্ষ রোপন করা ঃ

📖 ইবনে নুমায়র (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন ঃ যে কোনো মুসলমান ফলবান গাছ লাগাবে তা থেকে যাকিছু খাওয়া হয় তা তার জন্য দানস্বরূপ। যাকিছু চুরি হয় তাও তার জন্য দানস্বরূপ।। বন্যজন্তু যা খায় তাও তার জন্য দানস্বরূপ। পাখী যা খায় তাও তার জন্য দানস্বরূপ। আর কেউ কিছু নিয়ে গেলে তাও তার জন্য দানস্বরূপ। *(মুসলিম বঙ্গঃ ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৫ম খন্ড ৩৮০পৃঃ ৩৮২৪নং হাদীস)*

নবীজীর কথোপকথন ধরণ ঃ

📖 আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) তোমাদের ন্যায় অবিরাম ও দ্রুত কথা বলতেন না, বরং ধীরস্থিরভাবে স্পষ্ট করে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতেন। ফলে তাঁর নিকট উপস্থিত ব্যক্তি যথাযথভাবে তা মুখস্থ করতে পারতো। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ১৪৮ঃ২২৩)*

📖 উম্মু সালামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথক করে উচ্চারণ করে ক্বিরআত পড়তেন। তিনি বলতেন, (পড়তেন) 'আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' তারপর থেমে যেতেন এরপর বলতেন, 'আর রহমানির রহীম'

www.pathagar.com

তারপর থেমে যেতেন; এরপর পড়তেন, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন।' *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ২০৯:৩১৬/আবু দাউদ/নাসায়ী)*

📖 হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবূ হালা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার নিকট নবীজী (সাঃ) এর কথোপকথনের ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি প্রায়ই রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) সর্বদা (উম্মতের) চিন্তায় ও (আল্লহ্ তাঁআলার) ধ্যানে নিমজ্জিত থাকতেন। তাঁকে শান্ত দেখা যেত না। দীর্ঘ নীরবতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি কথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণমুখে কথা বলতেন এবং সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যে কথা বলতেন। তাঁর কথার শব্দ একটি অপরটির থেকে পৃথক ও সুস্পষ্ট হতো এবং তাঁর কথা প্রয়োজনের অতিরিক্তও হতো না অথবা কমও হতো না। তিনি যুলুমকারীও ছিলেন না এবং হেয় প্রতিপন্নকারীও ছিলেন না। তিনি নিয়ামতের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন এবং কখনও কারো নিন্দা করতেন না। খাদ্য-দ্রব্যের বেলায়ও তিনি কোনরূপ নিন্দাবাদ করতেন না আবার অযাচিত প্রশংসাও করতেন না। পার্থিব বা সাংসারিক কোনো বস্তুর দরুন তিনি কখনও রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু সত্য-ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘিত হলে তাঁর রাগ কিছুতেই থামতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রতিকার করা হতো। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনও রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধও নিতেন না। তিনি কারো প্রতি ইশারা করলে পূর্ণহাতে ইশারা করতেন। কোনো বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করলে তিনি হাত উল্টে (উপুড় করে) দিতেন। যখন কথা বলতেন, কখনওবা হাত নাড়াতেন, কখনওবা ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেটে চাপ দিতেন। তিনি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং তার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাতেন। তিনি যখন আনন্দিত হতেন (লজ্জাবশত) চোখ প্রায় বন্ধ করে ফেলতেন। তিনি বেশিরভাগ মুচকি হাসি দিতেন, তখন তাঁর দাঁতগুলো শিলাবৃষ্টির ন্যায় চকচক্ করত। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ১৪৯-১৫০:৩২৫)*

দুই ব্যক্তি যেন তাদের ৩য় সাথীকে ছেড়ে কোনরূপ কানাঘুষা না করে

📖 মুসাদ্দাদ (রহঃ) ----- আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন। দুই ব্যক্তি যেন তাদের ৩য় সাথীকে ছেড়ে কোনরূপ কানাঘুষা না করে, কেননা এতে তার মনে কষ্ট হতে পারে। *(আবু দাউদ ইফাবা ৫ম খন্ড ৪৯০পৃঃ ৪৭৭৫নং হাদীস)*

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) এর সাথে বাজারের মধ্যে খালিদ ইবনে উকবা (রাযিঃ) এর ঘরের কাছে ছিলাম। একব্যক্তি এসে তাঁর সাথে গোপনে কিছু কথা বলতে চাইল। সেখানে তাঁর সাথে আমি এবং একব্যক্তি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) অপর এক ব্যক্তিকে ডাকলেন। এখন আমাদের সংখ্যা হলো চার। ইবনে উমার (রাযিঃ) আমাকে এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে বললেন, তোমরা দু'জনে একটু সরে যাও। কেননা আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, দুই ব্যক্তি একজনকে একাকী রেখে যেন কানে কানে কথা না বলে। *(মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ রহঃ ইফাবা আগষ্ট-৮৮, ৬২৪পৃঃ ৯৬৫নং হাদীস)*

www.pathagar.com

মিথ্যা কথার দুর্গন্ধ ঃ

📖 ইয়াহইয়া ইবনে মূসা (রহঃ) ----- ইবনে উমার রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, কোনো বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন তার এই কর্মের দুর্গন্ধের কারণে (সঙ্গী রহমতের) ফিরিশ্‌তা তার থেকে দূরে সরে যায়। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৩৯৪-৩৯৫:৯৯৭৮)*

মিথ্যা বলার অনুমতি ঃ 📖 হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) ----- হিজরতকারীণীদের মধ্যে নবীজী (সাঃ) এর প্রথম বায়আত গ্রহণকারিণীদের অন্যতমা। উম্মু কুলসূম বিনতে উকবা ইবনে মুঈত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, সেব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে আপোষ মীমাংসা করে দেয়। সে কল্যাণের জন্যই বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোগলখুরী করে। ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো বিষয়ে রাসূল (সাঃ) মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমি শুনিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে, লোকদের মাঝে আপোষ মীমাংসার জন্য, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কথার ও স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কথা প্রসঙ্গে। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯৪, ৮:৯২৯:৬৩৯৫)*

সত্যবাদীতা ঃ

📖 আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা ও হান্নাদ ইবনে সাররী (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সত্যবাদীতা তো নেকী। আর নেকী জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। কোনো বান্দা সত্যের সঙ্কল্প করলে অবশেষে সত্যবাদী হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মিথ্যা-তো পাপ এবং পাপ জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। আর কোনো বান্দা মিথ্যা সঙ্কল্প করলে অবশেষে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে তার বর্ণিত হাদীস বলেছেন। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯৪, ৮:৯৩০:৬৪০০)*

📖 যুহায়ব ইবনে হারব, উসমান ইবনে আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সত্যবাদীতা নেকীর দিকে পথ প্রদর্শন করে আর নেকী জান্নাতের পথের নির্দেশ দেয়। কোনো মানুষ সত্যকথা রপ্ত করতে থাকলে অবশেষে আল্লহ্ তাঁআলার কাছে সত্যবাদী হিসাবে (তার নাম) লিপিবদ্ধ হয়। আর মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে পথ দেখায়।

📖 **সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।** *(আল হাদীস)*

সত্য কথা বলা সকলের কাছে তিক্ত হলেও তা সত্যবাদীর মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি করে। মিথ্যা মানুষের অন্তরে বারংবার দংশন করতে থাকে। সত্য গোপন করলে বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়।

সত্যবাদীতা চালিত করে পূণ্য কাজের দিকে এবং পূণ্যের মাঝেই বিহিশ্‌ত রচিত হয়। আর মানুষ সত্য বলতে বলতে হয় পরম সত্যবাদী। মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে খোদার কাছে লিখিত হয় চরম মিথ্যাবাদীরূপে। সত্যবাদী ছাড়া সৎকাজ হয় না। সৎকাজ না করলে সমাজ উপকৃত হয় না। আর সমাজ উপকৃত না হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি,

www.pathagar.com

অরাজকতা, ব্যভিচারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ সাঃ ১ম খণ্ড ১ম সাহিত্য মেলার সংস্করণ সেপ্টে-৯৪, ৭১পৃঃ)*

নবীজীর আয়না দর্শন ঃ

📖 হযরত ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী ইহরাম অবস্থায় আয়নায় (চেহারা মোবারক) দর্শন করতেন। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা অক্টো-৯৪, ২৪৯ঃ৫৯২)*

নবীজীর ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, তরবারী, বর্ম ও উটনীর নাম ঃ

📖 হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) এর ঘোড়ার নাম ছিল মুরতাজিয, খচ্চরের নাম ছিল দুলদুল, গাধার নাম ছিল আফীর, তরবারীর নাম ছিল যুল-ফিকার, বর্মের নাম ছিল যাতুল ফুযূল, উটনীর নাম ছিল আল-কাস্ওয়া। *(আখলাকুন নবী সাঃ ইফাবা অক্টো-৯৪, ২১০ঃ৪০২)*

নবীজীর রসিকতা ঃ

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কাছে আরোহণযোগ্য একটি বাহন চাইলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমাকে আমি একটি উটনীর বাচ্চার উপর আরোহণ করাবো। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ! উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব ? তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, উটনী ছাড়া অন্যকিছু কি উটের জন্ম দেয় ? *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৪০৩ঃ১৯৯৭)*

📖 হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বৃদ্ধানারী নবীজীর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আল্লহ্ তাআলার নিকট দুআ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তিনি বলেন, হে অমুকের মা ! জান্নাতে কোনো বৃদ্ধানারী প্রবেশ করবে না। রাবী বলেন, এতে বৃদ্ধা মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছিল। তখন রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, সে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি তাদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। তাদেরকে কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ১৬১ঃ২৪০)*

📖 আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যাহির নামের এক বেদুঈন নবীজীর জন্য বিভিন্ন দ্রবাদির উপঢৌকন নিয়ে আসতো। আবার যখন সে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিত তখন নবীজী (সাঃ)-ও বিভিন্ন (শহুরে) জিনিস তাকে উপহার দিতেন। নবীজী বলতেন, যাহির আমাদের পল্লী এবং আমরা তার শহর। রাসূল (সাঃ) তাকে খুব স্নেহ করতেন। তার দৈহিক গঠন ছিল কুৎসিৎ। একদিন সে (বাজারে) তার পণ্য বিক্রয় করছিল, তখন নবীজী তার পেছনের দিক থেকে এসে তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন যে, সে তাঁকে দেখতে পায়নি। সে বললো, কে ! আমাকে ছেড়ে দিন। সে চোখ ফিরিয়ে নবীজী (সাঃ)কে দেখে চিনে ফেলে এবং তার পিঠ নবীজীর বুকের সাথে ঘষতে থাকে। নবীজী বললেন, কে এই গোলামকে ক্রয় করবে ? তখন সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আল্লাহর শপথ ! তা আমাকে বিক্রয় করে অতি অল্প মূল্যই পাবেন। রাসূল (সাঃ)

www.pathagar.com

বললেন, কিন্তু আল্লহ্ তাঁআলার নিকট-তো তুমি অল্প মূল্যবান নও। তুমি আল্লহ্ তাঁআলার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ৯৬০-৯৬৯ঃ২৩৯)*

📖 হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) (কৌতুক করে) হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ) এর সামনে মুখ থেকে জিহ্বা বের করে দেখাচ্ছেন। তখন সে বাচ্চা (হাসান ইবনে আলী রাযিঃ) নবীজীর জিহ্বার লাল রং দেখে (খেজুর কিংবা আহারের কোনো জিনিস মনে করে) তা ধরার জন্য হাত ঝাপটাতে থাকতেন। *(আখ্লাকুন নবী সাঃ ইফাবা অক্টো-৯৪,৯৩০ঃ৯৭৮)*

📖 ইকরামা (রহঃ) বর্ণনা করেন আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে দেখেছি, তিনি লুঙ্গির সম্মুখ ও প্রান্তভাগ পায়ের উপর ঝুলিয়ে পড়তেন এবং পেছনের অংশ উঁচু রাখতেন। আমি তাঁকে বললাম, এটা লুঙ্গি পরিধানের কোন নিয়ম ? তিনি বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে এভাবে লঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি। *(আখ্লাকুন নবী সাঃ ইফাবা অক্টো-৯৪, ৯৬৯ঃ২৬৫)* **ব্যাখ্যা ঃ** নবীজী (সাঃ) শেষ বয়সে কিছুটা মোটাসোটা হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে যেভাবে লুঙ্গি পড়তে দেখেছেন তিনি তা অনুসরণের জন্য সেভাবেই পরতে শুরু করেছিলেন। যে যাকে ভালবাসে তার প্রতিটি ভঙ্গিকে আত্মস্থ করে নেয়। সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে এ আগ্রহ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

যুদ্ধের সংকেত কোড-ওয়ার্ড ঃ

📖 ইয়াস ইবনে সালমা ইবনে আকওয়া (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা সালাম ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) আমাকে বলেন যে, যুদ্ধের সময় নবীজী (সাঃ) এর পরিচিতি জ্ঞাপক সাংকেতিক শব্দ ছিল আমিত আমিত । ব্যাখ্যা ঃ যুদ্ধের সময় সৈনিকরা কথাবার্তার জন্য কোড-ওয়ার্ড ও বিশেষ বাক্য ব্যবহার করে যার সাহায্যে নিজেদের কথাবার্তা শত্রুরা বুঝতে না পারে। নবীজী (সাঃ) ও অনুরূপ বাক্য ঠিক করে নিয়েছিলেন যেগুলি যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হতো। আমিত শব্দটির সাংকেতিক অর্থ হচ্ছে, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং ভীরুতা ও দুর্বলতা প্রদর্শন করো না । *(আখ্লাকুন নবী সাঃ ইফাবা অক্টো-৯৪, ২২৫ঃ৪৫৫)*

📖 সাঈদ ইবনে মানসূর ----- জাবির (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যুদ্ধ একটি ধোকা বা কৌশল মাত্র। *(আবু দাউদ ইফাবা সেপ্টে-৯২ ৩ঃ৪৮৫ঃ২৬২৮)*

📖 মুহাম্মাদ ইবনে উবায়েদ ----- কাব ইবনে মালিক (রাযিঃ) হতে তার পুত্র আব্দুর রাহমান বর্ণনা করেন, নবীজী (সাঃ) কোনো যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তা অপরের নিকট গোপন রাখতেন আর বলতেন, যুদ্ধ একটি কৌশলমাত্র। *(আবু দাউদ ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৩ঃ৪৮৫ঃ২৬২৯/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০৯, ২ঃ৫৬৯ঃ২৮৩৩)*

📖 আল হাসান ইবনে আলী ----- সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযিঃ) বলেছেন, রাসূল (সাঃ) আমাদের উপর আবূ বকর (রাযিঃ)কে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে একযুদ্ধে পাঠালেন। আমরা (ফুযারা গোত্রের) কিছু মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। রাতের বেলা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদেরকে হত্যা করেছিলাম। সে রাতে আমাদের আক্রমণের সংকেত ছিল আমিত, আমিত। সালমা ইবনুল আকওয়া (রাযিঃ) বলেছেন,

www.pathagar.com

আমি নিজে হাতে সেরাতে সাতজন প্রসিদ্ধ মুশরিক নেতাকে হত্যা করেছিলাম। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ সেপ্টে-৯২, ৩য় খন্ড ৪৮৬পৃঃ ২৬৩০নং হাদীস)*

গুপ্তচর প্রেরণ ঃ 🕮 হারুন ইবনে আব্দুল্লাহ্ ----- আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁর সাহাবী বুসীসা (রাযিঃ)কে গুপ্তচর হিসাবে আবূ সুফিয়ান এর (সিরিয়া হতে আগমনকারী) কাফেলার অবস্থা ও গতিবিধি অবলোকন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ সেপ্টে-৯২, ৩য় খন্ড ৪৭৬পৃঃ ২৬৯০নং হাদীস)*

নবীজীর দর্শনলাভ সত্ত্বেও কিয়াম না করা ঃ

🕮 আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাহাবীদের নিকট রাসূল (সাঃ) এর চে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না। তা সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ)কে দেখে তারা কখনো দাঁড়াতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন তিনি এটা পছন্দ করেন না। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ৯ম সংস্করণ মার্চ-২০০০, ২২৯পৃঃ ৩৩৫নং হাদীস/তিরমিযী)*

🕮 আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- আবূ উমামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল (সাঃ) লাঠিভর দিয়ে আমাদের সামনে আসেন। তখন আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়ালে তিনি বলেন, **তোমরা আজমীদের অর্থাৎ অনারবদের মতো একে অন্যের সম্মানে দাঁড়াবে না।** *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৬৪৮পৃঃ ৫৯৪০নং হাদীস)*

🕮 মূসা ইবনে ইসমাঈল (রহঃ) ----- আবূ মিজলায (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা মুআবিয়া (রাযিঃ) ইবনে যুবায়র ইবনে আমির (রাযিঃ) এর কাছে যান। তখন ইবনে আমির (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং ইমাম ইবনে যুবায়র (রাযিঃ) বসে থাকেন। তখন মুআবিয়া (রাযিঃ) ইবনে আমির (রাযিঃ)কে বলেন, তুমি বসো। কেননা আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, **যে ব্যক্তি এ পছন্দ করে যে, লোকেরা তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।** *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৬৪৭পৃঃ ৫৯৩৯নং হাদীস)*

নবীজীর পারিবারিক যিন্দেগী ঃ

🕮 আমরা (মহিলা তাবিঈ) বিনতে আব্দুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়িশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূল (সাঃ) তাঁর ঘরে অবস্থানকালে কি কাজ করতেন ? তিনি বলেন, তিনি (সাধারণ) মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের কাপড় থেকে উকুন পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ নিজেই করতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গঃ ২৩০-২৩১পৃঃ ৩৪৩নং হাদীস)* **ব্যাখ্যা ঃ** রাসূল দাম্ভিক অহংকারীর মতো খাদেমের মুখাপেক্ষী হয়ে অকর্মা বসে থাকতেন না।

www.pathagar.com

📖 হাসান ইবনে আলী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রাযিঃ)কে রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীগণের সাথে তাঁর আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ছিলেন, সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র স্বভাবের। তাঁর ব্যবহার ছিল কোমল। তিনি কটুভাষী ও পাষাণ হৃদয় ছিলেন না, ঝগড়াটেও ছিলেন না। তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত কথার প্রতি কর্ণপাত করতেন না। কারো কোনো আবেদন অনাকাঙ্ক্ষিত হলে তাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করতেন না, আবার প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনি অবশ্য তিনটি জিনিস থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন ঃ ঝগড়া, অহংকার ও নিরর্থক কথাবার্তা থেকে। তিনি মানুষকেও তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন ঃ কারো দুর্নাম করতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং কারো দোষ অনুসন্ধান করতেন না। তিনি এরূপ কথাই বলতেন, যা থেকে সাওয়াবের আশা আছে। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন উপস্থিত লোকজন এমনভাবে নীরব থাকতেন, যেন তাদের মাথায় পাখী বসে আসে।[১] তিনি কথা বন্ধ করার পর তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তারা কোনো বিষয় নিয়ে বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হতেন না। তাঁর সাথে কেউ কথা বলতে থাকলে তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যরা নীরব থাকতেন। তাদের প্রত্যেকের কথা তাঁর নিকট তাদের ১ম ব্যক্তির (কথার) ন্যায় ছিল। কোনো কথায় সকলে হাসলে তিনিও হাসতেন এবং কোনো বিষয়ে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। আগন্তুকের কর্কশ কথাবার্তায় বা অসঙ্গত প্রশ্নে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। এমনকি তাঁর সাহাবীগণও আগন্তুককে (তাঁর দরবারে) নিয়ে আসতেন এবং তার দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন। তিনি বলতেন, কেউ কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য এলে তোমরা তার সাহায্য করবে। তিনি চাটুকারিতার প্রশ্রয় দিতেন না, অবশ্য উপকারের কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসায় তিনি নীরব থাকতেন। তিনি কারো কথায় বাধা দিতেন না যাবৎ না সে সীমা লঙ্ঘন করত। এরূপ অবস্থায় তিনি মুখে বাধা দিতেন অথবা উঠে যেতেন। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ২৩৭-৩২৮পৃঃ ৩৫৯নং হাদীস)*

ব্যাখ্যা ঃ ১) সাহাবায়ে-কিরাম মহানবী (সাঃ) এর কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন ও হৃদয়ঙ্গম করতেন। তাঁর বক্তৃতাদানের সময় পিনপতন নীরবতা বিরাজ করত।

📖 রাসূল (সাঃ) নিজ হাতে জুতা সেরেছেন, কাপড় সেলাই করেছেন ও ডোল তৈরী করেছেন। নিজ হাতে ছাগল দুইয়েছেন ও কাপড় তালি দিয়েছেন। মাস্‌জিদ গড়ার সময় তিনি ইট তুলেছেন। তিনি মাথা ও পায়ে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। তিনি ঘাড়ে ও তাঁর পেছনভাগে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। তিনি চিকিৎসা করিয়েছেন, দাগ দিয়েছেন বটে কিন্তু দাগ নেননি। ফুঁ দিয়েছেন বটে নেননি। রুগীদের দুঃখ-দায়ক কথা শুনাতে নিষেধ করেছেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ মার্চ-৮৮, ১ম খন্ড ১০৬পৃঃ)*

রাসূল (সাঃ) সকলের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে থাকা অপছন্দ করতেন এবং আল্লাহ্ তাআলাও এটা পছন্দ করেন না

📖 একবার এক সফরে কয়েকজন সাহাবী একটি ছাগল যবেহ্ করার আয়োজন করে তাঁরা সমস্ত কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। কেউ যবেহ্ করার, কেউ চামড়া

www.pathagar.com

ছড়ানোর এবং কেউ রান্না করার দায়িত্ব নিলেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, রান্না করার জন্য লাকড়ি সংগ্রহ করা আমার কাজ। সাহাবায়ে-কিরাম আরোয করলেন, হুযূর এ কাজ আমরাই করে নিব। রাসূল (সাঃ) বললেন, এটা তো আমি বুঝি যে, তোমরা সানন্দে এ কাজ করে নিবে। কিন্তু আমি সকলের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে থাকা পছন্দ করি না এবং আল্লহ্ তাঁআলাও এটা পছন্দ করেন না। *(খাসায়েলে নববী/ওসূওয়ায়ে রাসূলে আকরাম ডাঃ আব্দুল হাই বঙ্গাঃ মহিউদ্দিন খান ২য় সংস্করণ জানু-৮৮)*

মুচকি হাসি ঃ

📖 উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত একব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর নিকট এসে তাঁকে কিছু দান করার জন্য প্রার্থনা করে। নবীজী বলেন, আমার নিকট-তো কিছু নেই ! তবে আমার নামে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে নাও। আমার নিকট কিছু (মাল) এলে আমি তার দাম পরিশোধ করব। উমার (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার কাছে যা ছিল তাতো দান করেছেন। আপনার সাধ্যাতীত বিষয়ে-তো আল্লহ্ তাঁআলা আপনাকে দায়বদ্ধ করেননি। উমার (রাযিঃ) এর কথা নবীজীর মনোপূত হলো না। তখন আনছারদের একব্যক্তি বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি ইচ্ছামত খরচ করতে থাকুন। আরশের মালিকের ভান্ডার অপ্রতুল হওয়ার আশঙ্কা করবেন না।' তখন রাসূল (সাঃ) মুচকি হাসেন এবং আনছারীর কথায় তাঁর চেহারায় আনন্দের ছাপ ফুটে উঠে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি। *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা ২৪০ঃ৩৫৫)*

মুচকি হাসির বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ গালি থেকে নির্গত নেগেটিভরশ্মি মানুষের অন্তরে আগুন ধরিয়ে দেয়, পক্ষান্তরে মুচকি হাসির পজেটিভরশ্মি মানুষের অন্তরে শীতলতা বয়ে আনে।

মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হস্ত ও জিহ্বা হতে মুসলমান নিরাপদে থাকে ঃ

📖 হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইরশাদ নকল করেন, মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হস্ত ও জিহ্বা হতে মুসলমান নিরাপদে থাকে। আর মুহাজির হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লহ্ তাঁআলার নিষিদ্ধ বস্তু হতে হিযরত করে। *(বুখারী আঃ হক ১ঃ৬ঃ১৫)*

নজীজীর মোসাফা ঃ

📖 সুওয়ায়দ ইবনে নাসর (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সঃ) এর সঙ্গে যখন কারো সাক্ষাত হতো এবং সে তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করত তখন ঐ ব্যক্তি নিজে হাত টেনে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত ঐ ব্যক্তি থেকে টেনে নিতেন না। ঐ ব্যক্তি নিজের চেহারা ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তাঁর চেহারা ঐ ব্যক্তি থেকে ফিরাতেন না। তিনি তাঁর সামনে বসা লোকদের দিকে কখনও পা বাড়িয়ে বসতেন না। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৭০৫ঃ২৪৯২)*

📖 হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সামনে এ প্রশ্ন রাখতে শুনলাম ঃ কেউ তার ভ্রাতা অথবা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করলে সে কি

www.pathagar.com

তার সামনে নুয়ে পড়বে ? তিনি বললেন, না। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, সে কি তার সঙ্গে আলিঙ্গন করবে ও চুম্বন করবে ? উত্তর হলো না। আবার প্রশ্ন করা হলো, সে কি তার হাত নিজের হাতে নিয়ে করমর্দন করবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। *(তিরমিযী)*

📖 হযরত আনাস (রাযিঃ) একবার অতিশয় আনন্দ ও উৎফুল্লতা সহকারে বর্ণনা করলেন ঃ আমি আমার এই হস্ত দ্বারা রাসূল (সাঃ) এর সাথে মোসাফা করেছি। আমি তার হস্তদ্বয় অপেক্ষা অধিক নরম ও কোমল কোনো রেশম দেখিনি। হযরত আনাস (রাযিঃ) এর জনৈক শিষ্য তেমনি সাগ্রহে আরোয করলেন, যে হস্ত রাসূলে করীম (সাঃ) এর সাথে মোসাফা করেছে আমি সেই হস্তের সাথে মোসাফা করতে চাই। *(খাসায়েলে নববী)*

মোছাফার ফযীলাত ঃ 📖 আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- বারা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যখন দুইজন মুসলমান মিলিত হওয়ার পর মোছাফা করে তখন তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। *(আবূ দাউদ ইফাবা জুন-৯৯, ৫ম খণ্ড ৬৪০পৃঃ ৫৯২২নং হাদীস)* ব্যাখ্যা ঃ আলেমগণের মতে উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা ছগীরা গুণাহ্ বুঝানো হয়েছে।

মুআনাকা করা ঃ

📖 মূসা ইবনে ইসমাঈল (রহঃ) ----- আইয়ুব ইবনে বাশীর ইবনে কাআব (রহঃ) আনযা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ যার (রাযিঃ) যখন শাম দেশ পরিত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁকে বলেন ঃ আমি আপনার কাছে রাসূলের একটা হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আবূ যার (রাযিঃ) বলেন, আমি অবশ্যই তোমাকে তা অবগত করব কিন্তু যদি তা কোনো গোপন ব্যাপার না হয়। তখন আমি বলি ঃ এ কোনো গোপন বিষয় না। আচ্ছা যখন আপনারা রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে দেখা করতেন, তখন কি তিনি আপনাদের সঙ্গে মুছাফা করতেন। আবূ যার (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি যখনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছি তখনই তিনি আমার সঙ্গে মুছাফা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান কিন্তু সে সময় আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমি ঘরে ফিরে জানতে পারি যে, নবীজী (সাঃ) আমাকে ডেকেছেন। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হই তখন তিনি উঁচু আসনে সমীসীন ছিলেন। এ সময় তিনি আমাকে তাঁর বুকের সাথে মিশান অর্থাৎ মুআনাকা করেন। যা খুবই উত্তম ছিল, উত্তম ছিল। *(আবূ দাউদ বঙ্গাঃ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৯, ৫ম খণ্ড ৬৪৯পৃঃ ৫৯২৪নং হাদীস)*

গালিগালাজ না করা ঃ

📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুব, কুতায়বা ইবনে সাঈদ ও ইবনে হুজর (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, দু'ব্যক্তি গালিগালাজে লিপ্ত হয় তখন তাদের উভয়ের গুনাহ্ তার উপর বর্তাবে যে প্রথমে শুরু করেছে। যতক্ষণ না মাযলুম সীমালঙ্ঘন করে। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯৪, ৮ম খণ্ড ৯৯৫পৃঃ ৬৩৫৫নং হাদীস)*

www.pathagar.com

যিকির আজিফার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ জনৈক নাস্তিক এক বুজুর্গকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনার অজিফা ও আয়াত কি আছর করে ? ইহা তো শুধু শব্দমাত্র। তখন বুজুর্গ রাগান্বিত হয়ে তাকে গালি দিল। সেও রাগত স্বরে বললো, আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম, আর প্রতিউত্তরে আপনি আমাকে গালি দিলেন। তখন বুজুর্গ বললেন, গালি-তো শব্দমাত্র। একথা শোনামাত্র তার (নাস্তিকের) গায়ে আগুন জ্বলে গেল। বুজুর্গ বললেন, অজিফার আছর তদ্রূপ। ডাঃ লিউল পাউল বলেন, কুরআন কেবলমাত্র শব্দের সমষ্টি নয় বরং উহা একটি বিশেষ শক্তির উৎস। এশক্তি শুধুমাত্র পাঠকের নিকট সঞ্চারিত হয় না বরং উহার নিকট উপবিষ্টদেরকেও বেষ্টন করে নেয়। *(সুন্নতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খন্ড ২৯৯ পৃঃ বঙ্গঃ মুঃ হাবীবুর রহমান)*

✍ আল্লহ্ তা'আলা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতের মধ্যকার নূর বা জ্যোতিকে পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। ঈমানের পিছে মেহনতের দ্বারা দ্বীনের হাক্বীকত অর্থাৎ ঈমানের নূর জাহির হয় (অর্থাৎ প্রকাশ পায়)। ঈমানের পিছে মেহনত করে আপাদমস্তকের মধ্যে সুন্নাতকে ফিট না করলে ইসলামের নূর জাহির হয় না এবং খোদায় পাকের মদদ আসে না।

দাওয়াতের কাজের বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ আল্লহ্ তা'আলার দ্বীনের প্রচার করা এবং দাওয়াত দেয়া শরীর ও সুস্থতার দিক দিয়ে কোনো শক্তিশালী পরামর্শ ও ঔষধ থেকে কম না। কেননা শব্দের শক্তি শরীরে স্থানান্তরিত হয়। আর শব্দ যতবেশি বলবে শরীরের শক্তি ততবেশি বৃদ্ধি পাবে। *(ওহ জিন কা জারিয়ায়ে হিদায়াত কুরআন হয়া)*

ইসলাম এমন ধর্ম নয় যে, আযান দিলে নামায আদায়ের হুকুম আসে, আর নামায আদায় করে নিলেই নামাযের হুকুম পুরা হয়ে যায়। হজ্জের সামর্থবান হলেই হজ্জের হুকুম আসে আর হজ্জ আদায় করে নিলেই হজ্জের দায়িত্ব পুরা হয়ে যায়। মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) তাফ্সীরে মাআরিফুল কুরআনে লিখেছেন,

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هما المفدحون.

অর্থ ঃ ওয়াজিব কাজের বেলায় সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব কাজের ক্ষেত্রে তা মুস্তাহাব। উদাহরণস্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয সুতরাং বেনামাযীকে নামাযের আদেশ করা প্রত্যেকের উপর ফরয। নফল নামায মুস্তাহাব সেজন্য নফল নামাযের উপদেশ দেয়াও মুস্তাহাব। *(তাফ্সীরে মাআরিফুল কুরআন ২য় খন্ড ৯২০পৃঃ ৫ম সংস্করণ জুন-৯৩, সূরা ওয়াল আছর নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*

✍ রাসূল (সাঃ) দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা ইসলামের বাগানকে (শোভা) এমনভাবে ফুলে-ফলে আবাদ করেছিলেন যে, বাগানটি হয়ে উঠেছিল ফুলে-ফলে সুশোভিত। দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে ইসলামের বাগানের পরিচর্যা এরূপ করেছিলেন যে উক্ত বাগান থেকে সাহাবায়ে-কিরাম নিজেরাও উপকৃত হতেন এবং বিধর্মীগণও উপকৃত হতেন।

www.pathagar.com

বিধর্মীগণ যে ইসলামের বাগানের মধ্যে প্রবেশ করত, সে ইসলামের বাগানের ফুল-ফলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বাগান থেকে আর বের হতেন না। ইসলামের বাগানের উত্তরসূরী তাবেঈনগণও দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা ইসলামের বাগানের পরিচর্যা অব্যাহত রাখে, ফলে তাঁরা নিজেরা এবং অন্যান্যরাও এই বাগান থেকে উপকৃত হতে থাকে। অতঃপর তাবে-তাবেঈনগণ ইসলামের বাগানের উত্তরসূরী হবার পর বাগানের পরিচর্যা করে বাগানকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে তুলে। তাবে-তাবেঈনদের পরবর্তী বংশধরগণ ইসলামের বাগানের উত্তরসূরী হবার পর বাগানের পরিচর্যা ছেড়ে দেয়। ফলে উক্ত বাগান দিনের পর দিন অনাবাদী থাকার কারণে ধীরে ধীরে আগাছা, ঝোপ-ঝাড় ও বন-জঙ্গলে পরিণত হয়ে সাপ-বিচ্ছু, শিয়াল, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী এ জঙ্গলে বসবাস করতে আরম্ভ করে। বাগানের পরিচর্যা ছেড়ে দেয়ার কারণে এই বাগানের ওয়ারিশ ও অন্যান্য মানুষদেরকে উপকার পৌছানোর পরিবর্তে অপকার পৌছাতে আরম্ভ করে। আবার যখন মুসলমানেরা দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা ইসলামের বাগানকে পরিচর্যা করতে আরম্ভ করবে তখন ইসলামের বাগান সবাইকে উপকার পৌছাতে আরম্ভ করবে।।

✍ একাকী নামায আদায় করে নিলেই নামাযের হুকুম পুরা হয়ে যায় না, নিজে রোযা রাখলেই রোযার হুকুম পুরা হয়ে যায় না। তেমনিভাবে ব্যক্তিগত আমল হজ্জ, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত নিজে নিজে করে নিলেই হুকুম পুরা হয়ে যায় না; হুকুম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যতোসময় পর্যন্ত নিজে যে ব্যক্তিগত আমল করব, উক্ত আমলের দাওয়াত অপরকে না দিলে আমল পূর্ণাঙ্গ হয় না।

✍ কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ব্যক্তিগত আমল যা মুসলমানদের পোশাক বা ছিফাত; আর দাওয়াতের কাজ হচ্ছে তাদের ডিউটি বা মাকছাদ। ট্রাফিক যদি ড্রেস পরেই বসে থাকে ডিউটি না করে তবে মুহূর্তের মধ্যে শত শত গাড়ী রাস্তায় আটকা পড়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে; তেমনিভাবে উম্মতে মুহাম্মাদী দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিলে প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার ফরয, সুন্নাত, মুস্তাহাব দুনিয়া থেকে মিটে যেয়ে দুনিয়াতে হাজার হাজার বিদ্আত সৃষ্টি হবে। হুযূর আকরাম (সাঃ) এর উম্মত যদি দাওয়াতের মেহনত না করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আমল নিয়ে পড়ে থাকে, তবে হয়তো সে খতমে নবুয়ত বুঝেনি, না হয় সে পরবর্তী নবীর অপেক্ষায় আছে। এজন্য তাকে দুনিয়াতেই আল্লহ্ তা'আলার আযাব ভোগ করতে হবে। আল্লহ্ তা'আলা আমাদেরকে খতমে নবুয়ত বুঝে দাওয়াতের মেহনত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

✍ আজ মুসলমানের মধ্যে ইবাদতের মেজাজ আছে কিন্তু দাওয়াতের মেজাজ নেই। যে ব্যক্তি দশ বছর ধরে প্রথম 'তকবীরউলা'র সহিত নামায পড়ছে তার 'তকবীরউলা' একদিন ফউত হয়ে গেলে অন্তরের মধ্যে দুঃখ আসে, চোখে মুখে প্রেশানীর ছাপ ফুটে উঠে কিন্তু তার বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা, মহল্লার লোকেরা, গ্রামের লোকেরা যে নামায পড়ছে না এ ব্যাপারে তার অন্তরে কোনো দুঃখ আসে না, চোখে-মুখে প্রেশানীর ছাপ ফুটে উঠে না। এটাতো কোনো ঈমানদারের লক্ষণ নয়। রাসূল (সাঃ) উম্মতে মুহাম্মাদীকে দ্বীনের দায়ী বানিয়ে রেখে গেছেন।

www.pathagar.com

✍ আমরা যদি নিজেদের ব্যক্তিগত আমল নিয়ে পড়ে থাকি দাওয়াতের মেহনত না করি তবে নামাযী ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর মাস্‌জিদগুলো এক সময় তালাবন্ধ হয়ে যাবে, উই পোকা মাস্‌জিদগুলোর দরজা-জানালা খেয়ে ফেলবে। বিধর্মীরা মাস্‌জিদগুলো ভেঙ্গে তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ে রূপান্তরিত করবে যেমন ভারতের বাবরী মাস্‌জিদকে ভাঙ্গা হয়েছে। মুসলমানদের লেবাছ-পোশাক ও আমল-আখ্‌লাক বিধর্মীদের অনুরূপ হয়ে যাবে। একসময় বিশ্বের মানচিত্রে মুসলিম দেশ হিসাবে থাকবে কিন্তু মুসলিম সরকারই দাড়ি, টুপি, জুব্বা, বোরখা পরিধানের উপর ট্যাক্স বসাবে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে যেমনটি সোভিয়েত ইউনিয়নে করা হয়েছে।

✍ লাইট বা বাতি সবার উপরে রাখা হয় কারণ লাইট সবাইকে আলো দিবে কিন্তু লাইট যদি আলো না দেয় তবে লাইটের অবস্থান হয় মেকারের কাছে অথবা ডাস্টবিনে। ফ্যান যতো সময় ঘুরে ততো সময় ফ্যানের অবস্থান হবে মাথার উপরে কিন্তু ফ্যান যদি ঘুরা বন্ধ করে দেয় তবে ফ্যানের অবস্থান হবে মেকারের কাছে অথবা ডাস্টবিনে। তেমনিভাবে উম্মতে মুহাম্মাদী যতো সময় দাওয়াতের কাজ করবে ততো সময় এদের অবস্থান হবে অন্যান্য সমস্ত জাতির উপরে নতুবা ডাস্টবিনে।

✍ মানুষ গাভী ক্রয় করে দুধ পাবার জন্য। গাভী যদি দুধ না দেয় তবে গাভী দিয়ে লাঙ্গল টানা হয় অথবা কসায়ের হাতে তুলে দেয়া হয়; তেমনিভাবে উম্মতে মুহাম্মাদী দাওয়াতের কাজ না করার কারণে তাদের কাঁধে লাঙ্গল তুলে দেয়া হয়েছে আবার কখনওবা ইয়াহুদী-নাছারা নাম্নী কসায়ের হাতে তুলে দেয়া হয় যেমন ফিলিস্তিনবাসীদের কসাই ইসরাইল, জম্মু-কাশ্মীরবাসীর কসাই ভারত, আফগানস্থানের তালেবানদের কসাই আমেরিকা।

✍ মানুষ ইলেকশনের মাধ্যমে চেয়ারম্যান, মেম্বার, এমপি,প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি তার উপরকার দায়িত্ব পালন না করে, তবে কি সে সবার কাছে আর সম্মানিত থাকবে ? আল্লহ্ তা'আলা আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ট উম্মত হিসাবে আখ্যায়িত করার পর আমরা যদি আমাদের উপরকার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করি তবে কি আর সর্বশ্রেষ্ট উম্মত থাকবে ! দায়িত্ব হচ্ছে ঃ নিজে নেক আমল করবে এবং অপরকেও নেক আমলের দিকে ডাকবে।

✍ দ্বীনদার ব্যক্তিগণ ইসলাম সম্বন্ধে যেভাবে ধারণা করেন তার মেছাল হিসাবে অন্ধের হাতি দেখার কাহিনী দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করছি, একদল অন্ধ একটি হাতির চারপাশে জড়ো হয়ে তাদের মধ্যে যার হাত হাতির লেজে পড়েছে, তারা বলেছে হাতি হচ্ছে রশির মতো। যাদের হাত হাঁটুতে পড়েছে তাদের মতে হাতি হচ্ছে গাছের কান্ডের মতো। যাদের হাত দাঁতে পড়েছে তারা বলছে, হাতি হচ্ছে বর্শার মতো। শুঁড়ে যাদের হাত পড়েছে, তাদের অভিমত হলো, হাতি হলো কম্পমান সুন্দর স্তম্ভের মতো। আজ ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনেকটা অন্ধের হাতি দেখার মতো। ইমাম সাহেব ইমামতী করাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করছে। কেউবা কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত; পাঁচো রোকন আদায় করাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করছে। কেউবা মাদ্রাসায় দরস দেয়াকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করছে, কেউবা নিজ নিজ ব্যক্তিগত আমল নামায, রোযা ও যিকির আদায় করে নেয়াকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করছে, কেউবা ইসলামী হুকুমত কায়েম

www.pathagar.com

করাকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করছে, কেউবা ইসলামী লেবাছ পরাকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করছে; অথচ এগুলির কোনটাই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নয়। এগুলির প্রতেকটি ইসলামের এক একটি শাখা। সমস্ত শাখাগুলি যখন একত্রিত হবে তখন হবে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম।

✍ লম্বা পোশাক পরিধান করা, দাড়ি রাখা, টুপি পরা, পাগড়ী পরা ইত্যাদিকে আমরা জাহেরী (প্রকাশ্য) সুন্নাত মনে করি। নামায আদায় করা, হজ্জ্ব করা, রোযা রাখা, যাকাত দেয়াকে ইবাদত মনে করি কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর দিলের মধ্যে উম্মতের যে ফিকির ছিল যে ব্যথা ছিল, কিভাবে আমার প্রত্যেকটা উম্মত জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে চলে যায় ? সেটা কি বাতেনী (আভ্যন্তরীণ) সুন্নাত নয় ? রাসূল (সাঃ) সর্বদা দাওয়াতের মেহনত করতেন সেটা কি ইবাদত নয় ? আল্লহ্ জাল্লা শানুহুর আমাদেরকে জাহেরী সুন্নাতের আমলের সঙ্গে সঙ্গেই বাতেনী সুন্নাতের উপরও আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

✍ মুসলমান যখন সুন্নাত দ্বারা আপাদমস্তক নামের বৃক্ষটি ফুলেফলে সুশোভিত করবে ও দ্বীনের দায়ী (দাওয়াত দেনেওয়ালা) বনবে, তখন আমাদের আর পত্র-পত্রিকার পাতায় আউলিয়াকুল শিরোমনি উপাধি দিয়ে পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না, তখন যে দিকে দ্বীনের দায়ী পথ চলবে সবাই জানতে পারবে, বুঝতে পারবে যে আল্লাহ্র ওলী পথ অতিক্রম করতেছেন।

✍ মানুষের শরীরের মধ্যে রূহানী ও নফ্সানী উভয় শক্তিই বিদ্যমান। রূহানীশক্তি (ঈমানী নূর বা ঈমানী ঝলক) নেক আমলে উদ্বুদ্ধ করে পক্ষান্তরে নফ্সানীশক্তি নেক আমলে প্রতিবন্ধকতা (বাধা) সৃষ্টি করে এবং বদামলে উৎসাহিত করে। ঈমানী (দ্বীনের দাওয়াতের) মেহনতের কুরবানী অনুপাতে নফ্সানীশক্তি রূহানী শক্তির অনুগত হয়। জমি আবাদী রাখার জন্য মেহনত করতে হয় কিন্তু জমি অনাবাদী রাখার জন্য কোনো মেহনতের প্রয়োজন পড়ে না। জমি আবাদীর মেহনত ছেড়ে দিলেই জমি অনাবাদী হয়ে যায়। তেমনিভাবে ঈমানী মেহনত ছেড়ে দিলেই নফ্সানীশক্তি প্রবল হয়ে রূহানী শক্তিকে অনুগত ফেলে। ফলে নেক আমল কষ্টের মনে হয়, বদামল আছান মনে হয়। এজন্য সর্বাবস্থায় ঈমানী মেহনতের দাওয়াত দেয়া দরকার।

✍ আল্লহ্ তাঁআলা ইউসুফ (আঃ)কে নবুওয়াতের মুকুট পরিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তবুও তাঁকে দশজন খুনী সৎভাই এর হাতে তুলে দিলেন। তারা তাকে জঙ্গলে নিয়ে কাপড় খুলে কূপে নিক্ষেপ করল। আল্লহ্ তাঁআলা এসব ঘটনা এজন্য ঘটিয়েছেন যে মিশরে তার দ্বারা দাওয়াতের কাম (কাজ) নিবেন। ইউসুফ (আঃ) এর সৎ ভায়েরা পিতার কাছে মহাব্বত পাবার জন্য ইউসুফকে কূপে ফেলে দিল কিন্তু তারা পিতার মহাব্বত থেকে আরো দূরে সরে গেল। দশভাই ইউসুফকে কূপে ফেলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরল আর ইউসুফ (আঃ) কাফেলার বালতিতে হাসতে হাসতে উঠে আসলেন। আল্লহ্ তাঁআলা বাতিলপন্থীদের কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীতে ফিরাবেন।

সফর আযাবের একটি অংশ ঃ

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, সফর আযাবের অংশ বিশেষ। তা তোমাদের প্রত্যেককে যথাসময়ে পানাহার

www.pathagar.com

ও নিদ্রাকে বাধা সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে জলদি বাড়ীতে চলে আসে। *(বুখারী ইফাবা এপ্রিল-৯১, ৩:২৫৫:১৬৮১)*

নবীর যমানায় কেহ এক দশমাংশ ছেড়ে দিলে ধ্বংস হবে এমন যমানা আসবে যখন এক দশমাংশে নাযাত

📖 ইব্রাহীম ইবনে ইয়াকূব জুযাজানী (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা এমন এক যুগে আছো যে, তোমাদের কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ ছেড়ে দেয় তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন এক যুগ আসছে যে, কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ আমল করে তবুও সে নাযাত পেয়ে যাবে। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৫৭৭:২২৭০)*

✍ কুরবানীর সহিত হুযূর (সাঃ) এর সুন্নাতী যিন্দেগীর উপর খাড়া হলে আল্লহ্ তাঁআলা তাঁর কুদরতকে জাহির করেন; মদদ আর নুসরাত করেন। এটা শুধু নবীদের বেলায়ই নয়। যে ব্যক্তি কুরবানীর উপর খাড়া হবে তার নিকট আল্লহ্ তাঁআলার কুদরতকে জাহির করেন। আল্লহ্ তাঁআলা মদদ আর নুসরাতের সম্পর্ক সুন্নাত তরিকায় কুরবানীর সঙ্গে রেখেছেন।

লোভ ঃ

📖 হারমালা ইবনে ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন, যদি আদম সন্তানের স্বর্ণের একটি ময়দান থাকে, তবুও সে অনুরূপ আরেকটি প্রান্তর কামনা করবে। মাটি ব্যতীত কিছুই মানুষের মুখ পূর্ণ করতে পারবে না। যে তওবা করে আল্লহ্ তাঁআলা তার তওবা কবূল করেন। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯১, ৩:৪৫৩:২২৮৪/তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৬১৬:২৩৪০)*

📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া, সাঈদ ইবনে মানসূর ও কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং তার দু'টি জিনিস যুবক হয়। (১) প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা। (২) দীর্ঘায়ু কামনা। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯১, ৩:৪৫২:২২৭৯)*

📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে মূসা (রহঃ) ----- আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চাও তবে তোমার জন্য দুনিয়ার মধ্যে একজন মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ যেন যথেষ্ট হয়। আর তুমি ধনীদের সঙ্গে উঠাবসা করা থেকে বেঁচে থাকবে। কাপড়ে যতক্ষণ তালি না লাগাও ততক্ষণ তা পুরানো হয়েছে বলে ছেড়ে দিবে না। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:২৯২:১৭৮৭)*

📖 শায়বান ইবনে ফাররূখ (রহঃ) ----- আব্দুর রাহমান ইবনে সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুর রাহমান ! তুমি শাসন ক্ষমতা চাইবে না। কেননা, যদি তুমি তোমার চাওয়ার মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হও, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত হবে। আর যদি তুমি চাওয়া ব্যতীত তা প্রাপ্ত হও, তবে এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে তুমি (আল্লহ্ তাঁআলার তরফ থেকে) সাহায্য পাবে। *(মুসলিম ইফাবা ডিসে-৯৪, ৬:৩৯১:৪৫৬৩)*

লোভের কুফল ঃ লোভে পড়ে মানুষ তার মানবতাবোধকে হারিয়ে ফেলে, ফলে দয়া-মায়া, আপন-পর বিবেচনাশক্তি তার থাকে না। ফলে সে অত্যাচারী হয়ে সমাজে এক অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

✍ ব্যবসায়ী ব্যবসার মধ্যে এস্তেকামাত হাসিল করে ব্যবসা করে যদিও ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়। সে একীন এবার ক্ষতি হয়েছে আগামীবার ডবল লাভ হবে। তেমনিভাবে আহকাম পুরা করনেওয়ালাদেরকেও সুন্নাতী যিন্দেগীর উপর এস্তেকামাত থাকতে হবে যদিও সুন্নাত এখতিয়ারের কারণে দুনিয়াবী কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়; তবেই সুন্নাতীর নূর উপলব্ধি করা যাবে।

অল্পে তুষ্টি ঃ

📖 যুহায়র ইবনে হারব ও ইবনে নুমায়র (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, অধিক সম্পদে অভাবমুক্তি নেই। অন্তরের অভাবমুক্তিই প্রকৃত ধন-সম্পদ। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯১, ৩:৪৫৬:২২৮৭)*

📖 আহমাদ ইবনে বুদায়ল ইবনে কুরাইশ ইয়ামী কূফী (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, বেশী মাল থাকার নাম ধনী নয়। বরং মনের দিক থেকে ধনী হওয়ার নামই হলো আসলে ধনী হওয়া। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৬৩৩:২৩৭৬)*

📖 আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক প্রদান করা হলো এবং তাকে আল্লহ্ তাঁআলা যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকলো, সেই সফলকাম হলো। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯১, ৩:৪৬০-৪৬১:২২৯৩)*

📖 মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- ইবনে উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) আমার শরীর ধরে বললেন, দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথ অতিক্রমকারী। নিজেকে তুমি কবরবাসীদের মাঝে বলে গণ্য করবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ইবনে উমার (রাযিঃ) আমাকে আরো বললেন, সকাল হলে বিকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করবে না। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বেই তোমার জীবনের সুযোগ গ্রহণ করো। কারণ হে আব্দুল্লাহ্, তুমি জানো না আগামীকাল কি অভিধায় তুমি অবহিত হবে ? *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৬১৪-৬১৫:২৩৩৬)*

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, বৃদ্ধের মন দু'টো বিষয়ের ভালবাসায় যুবক। দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের আধিক্য। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৬১৭:২৩৪১)*

📖 মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- মুতাররিফ তার পিতা আব্দুল্লাহ (রহঃ) সূত্রে নবীজী (সাঃ) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সম্পদের আধিক্য-মোহ তোমাদের গাফলতাচ্ছন্ন করে রেখেছে। আদম সন্তান বলে আমার মাল আমার মাল, অথচ তুমি যা সাদ্কা করে আল্লাহ্র কাছে জমা করে রাখলে বা খেয়ে শেষ করে দিলে বা

www.pathagar.com

পরিধান করে পুরান করে দিলে, তাছাড়া তোমার মাল বলতে কিছুই আছে কি ? *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৬৯৮:২৩৪৫)*

📖 হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনছারী মহিলা আমার কাছে এসে রাসূল (সাঃ) এর ছেঁড়া-ফাটা কাপড়ে জড়ানো বিছানা দেখতে পেল। সে ফিরে গেল এবং পশমের তৈরী একটি তোষক পাঠিয়ে দিল। রাসূল (সাঃ) গৃহে প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ? আমি বললাম, অমুক আনছারী মহিলা এসেছিল। সে আপনার বিছানা দেখে এই বিছানা পাঠিয়ে দিয়েছে। নবীজী (সাঃ) বললেন, এটা ফেরত পাঠিয়ে দাও। আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি তা ফেরত পাঠালাম না এবং তা আমার ঘরে রেখে দেয়া ভালো মনে করলাম। এমন কি তিনি আমাকে তিনবার বললেন, আয়িশা তুমি এটা ফেরত পাঠিয়ে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমি চাইলে আল্লহ্ তাঁআলা আমার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড় তৈরী করে দেবেন যা আমার সাথে সাথে চলবে। আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, এরপর আমি তা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। *(আখ্লাকুন নবী সাঃ ইফাবা অক্টো-৯৪, ২২৭-২২৮:৪৬৪)*

✍ মাছি বলে যে আমাকে গুড় পর্যন্ত পৌঁছে দেবে তাকে আমি এক টাকা দেবো। মাছি যখন গুড়ের মধ্যে বসে ডুবে যেতে থাকে অর্থাৎ নিজের ধ্বংস লক্ষ্য করতে থাকে তখন সে বলে, যে আমাকে গুড় থেকে বের করে দেবে তাকে আমি দুই টাকা দেবো। তেমনিভাবে মুসলমান আজ আল্লহ্ তাঁআলার হুকুম আর রাসূল (সাঃ) এর তরিকাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার মাল-আসবাবের আধিক্যের মধ্যে শান্তি খুঁজতেছে কিন্তু মাল-আসবাবের আধিক্য যখন অশান্তির কারণ হয় তখন সে সম্পত্তি থেকে মুক্তি পেতে চায় যা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

✍ দুনিয়াদারগণ দাওয়াত দেয়, মেহনত করে মাল কামাও, মাল থেকে ছামানা বানাও, ছামানা থেকে খায়েশাত পুরা করো। দুনিয়ার যিন্দেগীতে সকলের খায়েশ হচ্ছে, তার মৃত্যু না আসুক, তার চুল না পাকুক, বার্ধক্য না আসুক, যৌবন না হারাক। দুনিয়ার যিন্দেগীতে এসব খায়েশাতের কোনোটিই পুরা হবে না। আল্লহ্ তাঁআলা সবগুলিই পুরা করবেন আখিরাতে। সমস্ত নবীরা এসে দাওয়াত দিছে, মেহনত করে ঈমান বানাও, ঈমান থেকে আমল বানাও, আমল দ্বারা দুআ বানাও। দুআ দ্বারা জরুরত পুরা করো। মুসলমান যখন দুআ দ্বারা জরুরত পুরা করে তখন আল্লহ্ তাঁআলা তার মধ্যে যে নূর পয়দা করে দেন যদ্বারা সে খোদায় পাকের নাফারমানীর দুনিয়াবী ও আখিরাতের ক্ষতি উপলব্ধি করতে পারে।

হাসিখুশি থাকা ঃ

📖 আব্দুল জাব্বার ইবনে আলা আত্তার ও সাঈদ ইবনে আব্দুর রাহমান (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে না, পরস্পর ত্যাগ করবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না। পরস্পর হিংসা রাখবে না বরং আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই-ভাই হিসাবে থাকবে। কোনো মুসলিমের জন্য হালাল নয় তার অপর মুসলমান ভাইকে তিন দিনেরও বেশি পরিত্যাগ করে থাকা। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৩৭৭:১৯৪১)*

www.pathagar.com

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি নেক কাজই সাদ্‌কা। তোমার কোনো (দ্বীনী) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে মিলিত হওয়া এবং তোমার বালতি থেকে ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়া নেককাজের অন্তর্ভূক্ত। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৩৯৩-৩৯৪:১৯৭৬)*

📖 হান্নাদ (রহঃ) ----- আবূ দারদা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, (নফল) সিয়াম, সালাত ও সাদ্‌কা অপেক্ষাও উত্তম আমলের কথা তোমাদের বলব কি ? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করা হলো দ্বীন বিনষ্টকর বিষয়। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৭১৪:২৫১১)*

অহঙ্কার না করা ঃ

📖 আবূ হিশাম রিফাঈ (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ (ইবনে মাসউদ) রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কার থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যার অন্তরে সামান্য দানা পরিমাণ ঈমান থাকে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে না। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৪০৬:২০০৪)*

ক্রোধ দমন করা ঃ

📖 রাসূল (সাঃ) বলেছেন, উত্তেজনার আগুন উযূর পানি দিয়ে ঠান্ডা করো। যদি দাঁড়িয়ে থাকো, বসে যাও। যদি বসা থাকো, শুয়ে পড়ো এবং আউযু পড়ো। কারণ আদম সন্তানের ভিতর স্নায়ুবিক ও জৈবিক দু' ধরনের উত্তেজনা বিরাজ করে। তাই রাসূল (সাঃ) উযূ করা, নামায ও আউযূ পড়ার সাহায্যে তা দূর করার নির্দেশ দিয়েছেন। *(যাদুল মাআদ ইফাবা জুন-৯০, ২:৬৬)*

📖 ক্রোধ প্রকাশ করা শয়তানের কাজ এবং শয়তান অগ্নি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। আগুনকে পানি দ্বারা নিভানো যায়। অতএব তোমাদের মধ্যে কেহ রাগান্বিত হলে সে যেন উযূ করে। *(আবূ দাউদ)*

📖 আবূ কুরায়ব (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একব্যক্তি নবীজী (সাঃ) এর নিকট এসে বললো, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, আমার জন্য তা যেন বেশি না হয়ে যায়; আমি তা আত্মস্থ করতে পারি। তিনি বললেন, রাগ করবে না। লোকটি তার প্রশ্নের কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। প্রতিবারই নবীজী (সাঃ) বললেন, রাগ করবে না। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৪৯৬:২০২৬)*

ক্রোধ দমনের ফাযীলাত ঃ 📖 আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ দূরী প্রমুখ (রহঃ) ---- সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস জুহানী তার পিতা (মুআয ইবনে আনাস রাযিঃ) জুহানী (রাযিঃ) সূত্রে নবীজী থেকে নকল করেন, প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে সংবরণ করবে আল্লহ্ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন সকল মানুষের সম্মুখে ডাকবেন এবং বললেন, যে কোনো হুরকে সে চায় তাকে গ্রহণের এখতিয়ার

www.pathagar.com

দিবেন। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:৪৯৬:২০২৭/আবু দাউদ জুন-৯৯, ৫:৪৬৬:৪৭০২ রাবী ইবনে সারহ)*

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, মল্লযুদ্ধে বিজয়ী প্রকৃত বীরপুরুষ নহে, প্রকৃত বীরপুরুষ ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়। *(বুখারী আঃ হক ৬:৩৮৯:২৩৩৪/আবু দাউদ ইফাবা জুন-৯৯, ৫:৪৬৭:৪৭০৪ আব্দুল্লাহ্ রাযিঃ এর রেওয়ায়েতে)*

📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া ও আবদুল আলা ইবনে হাম্মাদ (রহঃ) ----- আবূ হুরায়বা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয় যে কুস্তিতে বিজয়ী হয় বরং প্রকৃত বীর সেই যে ক্রোধের সময় নিজকে বশে রাখতে পারে। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯৪, ৮:১৩২:৬৪০৫)*

📖 সমস্ত পাপের মূল হলো স্নায়ুবিক ও জৈবিক উত্তেজনা। স্নায়ুবিক উত্তেজনার পরিণতি হলো নরহত্যা এবং জৈবিক উত্তেজনার পরিণতি হলো ব্যাভিচার। *(যাদুল মাআদ ইফাবা জুন-৯০, ২:৬৭)*

ক্রোধের সময় উযূ করার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ মানুষের অনুভূতিশক্তি চামড়া বা ত্বকের মধ্যে বিদ্যমান যে কারণে মানুষ চামড়ার মাধ্যমেই ঠান্ডা, গরম, স্পর্শ, আঘাত, ব্যথা ইত্যাদি সবকিছুই অনুভব করে। কারণ ত্বকে অসংখ্য অনুভূতি সংগ্রাহক কোষ থকে যেগুলি অনুভূতি সংগ্রহ করে স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়। সমস্ত শরীরে এই অনুভূতি সংগ্রাহক কোষ ছড়িয়ে থাকে। অন্যান্য স্থানের তুলনায় হাত, পা ও মুখমন্ডলের বালবার করপাছেল (Balbar corpuscle) নামক কোষ বেশি থাকে। এ কোষগুলি ঠান্ডা অনুভূতি সংগ্রহ করে স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকেলে (Ventricle) পাঠায়। ভেন্ট্রিকেল মস্তিষ্কের উত্তাপ হ্রাস করে; যে কারণে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঠান্ডা বেশি অনুভূত হয়। তাই হাত, পা ও মুখমন্ডল ধৌত করলে মস্তিষ্কের উত্তাপ ও জমাকৃত ইলেকট্রন দূর হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে শরীর, মন-মেজাজ সুস্থ ও ঠান্ডা হয়। নতুবা মাথার অতিরিক্ত ইলেকট্রন থাকার কারণে মাথা গরম হয়, মেজাজ কড়া ও খিটখিটে হয়ে যায় এবং ঘুম কম হয় এমনকি অনেক সময় ঘুম আসেও না। *(সংকলন ঃ নামায ও বিজ্ঞান সারমর্ম)* এজন্যই নামাযী ব্যক্তির মস্তিষ্ক ঠান্ডা থাকার কারণে কথাবার্তা, চাল-চলন, আচরণ ভাল হয় কারো সঙ্গে রুক্ষভাবে কথা বলে না।

বায়ুমন্ডলের ভাসমান মৌলিক পদার্থ দ্বারা সৌরশক্তি শোষণ করার ফলে বা সৌরশক্তির সহিত ধাক্কা লাগার ফলে যেমন মুক্ত ইলেকট্রন উৎপন্ন হয় তেমনিভাবে হৃৎপিন্ডের মধ্যে রক্ত প্রবেশ করার সময় উহার বিভিন্ন কোটারিতে অবস্থিত সাইনো এট্রিয়াল নোড (S.A Node) এন্ট্রিও ভেন্টিকোলার নোড (A.V Node) এবং এন্ট্রিও ভেন্টিকোলার বান্ডল (A.V Bundle) এর সহিত সামান্য ধাক্কা লাগার ফলে মুক্ত ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়। এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো হৃৎপিন্ডকে সংকোচন ও প্রসারণ করার পর হৃৎপিন্ডের ভেগাসনার্ভ ও কার্ডিয়াক প্লেগসাচ বেয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে বহুবিধ রোগব্যাধি সৃষ্টি করে।

এই ইলেকট্রনের উত্তাপ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের ভেন্ট্রিকেল (Ventricle) নামক জলীয় পদার্থ মস্তিষ্ককে ঠান্ডা রাখে। যেমন কম্পিউটার চালানোর সময় কম্পিউটারের

www.pathagar.com

প্রসেসর ও পাওয়ার সাপ্লায়ের উত্তাপ দূর করে ঠান্ডা রাখার জন্য কুলিন ফ্যান ব্যবহার করা হয় এবং কম্পিউটার কার্যকর রাখতে কম্পিউটারকে সর্বদা এ,সি (Air condition) কক্ষে রাখা হয় যাতে উত্তাপ দূর হয়ে ঠান্ডা থাকে। যদি এভাবে ঠান্ডা করা না হয় তবে অতিরিক্ত উত্তাপ জমে প্রসেসর পুড়ে যাবে। তদ্রূপ ভেন্ট্রিকেলও মস্তিষ্কের নার্ভ কোষগুলোকে ঠান্ডা রাখে। এ ভেন্ট্রিকেলগুলো যদি উত্তাপ্ত থাকে তবে তার কারণে মস্তিষ্কের নার্ভ কোষগুলো উত্তাপ্ত হতে থাকে। আর এভাবে মস্তিষ্কের নার্ভ কোষগুলো উত্তাপ্ত হতে থাকলে অন্যান্য নার্ভ কোষের কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র হাইপোথামালাস (Hypothalamus) নামক নার্ভ কোষ উত্তাপ্ত হবার কারণে মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়বে, প্রসাব ও রক্তচাপে বাধার সৃষ্টি হবে, মহিলাদের মাসিক রক্তস্রাব ঠিকমত হবে না, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যহত হবে, ক্ষুধামন্দা দেখা দিবে, ঘুম ঠিকমত হবে না এ ধরনের বহুবিদ সমস্যা দেখা দিবে। আর এসব রোগ থেকে হেফাযত থাকার সর্বত্তম পথ হচ্ছে উযূ।

✍ আজ আমরা লেখাপড়া, চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেত-খামার, মাসজিদ-মাদ্রাসা তৈরী করা, ইল্‌ম হাসিল করা সবকিছুকেই মেহনত হিসাবে নেই। ঈমানী মেহনতের শব্দ-ও অহরহ উচ্চারণ করছি কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করছে না। সুন্নাতী যিন্দেগী হাসিলের বুলি আওড়ানো হচ্ছে কিন্তু দেমাগে প্রবেশ করছে না। একটি ছোট্ট বাচ্চা এমনকি একজন পাগলও বুঝে যে, এসব কিছুকে বোল হিসাবে নিলে এসবের হাকীকৃত আসবে না। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে সুন্নাতের ব্যাপারে আমাদের মেহনত বুঝে আসে না। রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত বোল হিসাবে নিলে কখনও আপাদমস্তকের মধ্যে আসবে না, যতো সময় না আমরা মেহনত হিসাবে না নিব ?

ক্রোধাবস্থায় বিচারের রায় প্রদান না করা ঃ

📖 সাহাবী আবূ বকরাহ (রাযিঃ) এর পুত্র সিজিস্তানের কাজী তথা বিচারক ছিলেন। তিনি তাঁকে লিখে পাঠালেন, ক্রোধাবস্থায় কখনও বাদী-বিবাদীর মধ্যে রায় দিও না। আমি নবীজী (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, لَايَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

বিচারকের জন্য ক্রোধাবস্থায় বাদী-বিবাদীর মধ্যে রায় প্রদান করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। *(বুখারী আঃ হক ৭ঃ২৪৫ঃ২৬৫৭/মুসলিম ইফাবা ডিসে-৯৪, ৬ঃ৯৬৪ঃ৪৩৪৯/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০৯, ২ঃ৩৪২ঃ২৩৯৬)*

ক্রোধের বৈজ্ঞানিক কুফল ঃ আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, ধুমপান ও উচ্চ-রক্তচাপ মানুষের শরীরে যে পরিমাণ ক্ষতি করে, ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভও তদ্রূপ ক্ষতি করে। ক্রোধ হরমনের ভারসাম্যতা নষ্ট করে ফেলে যার প্রভাব মানব শরীরে পড়ে। ক্রোধ বিবাদের সৃষ্টি করে, ইহা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়। ক্রোধের কারণে শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি হয় যা উত্তাপশক্তি (Heat produces energy) সৃষ্টি করে। যখন কোনো যন্ত্রের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত শক্তি সৃষ্টি হয়, তখন উহা পূর্বের তুলনায় দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই যন্ত্রটি বিকল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে জীবদেহের অভ্যন্তরে যখন ক্রোধের সৃষ্টি হয়, তা কার্যে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায়

www.pathagar.com

আসে না। এজন্যই ক্রোধের সময় মানুষ ও জীবজন্তু লাফালাফি ও ছুটাছুটি করতে থাকে। চোখ ও মুখ দিয়ে ক্রোধের আগুন ঝরতে থাকে। মুখের চেহারা স্বাভাবিক থাকে না, বিকৃত হয়ে যায়। হাত পা স্ফীত হয়ে যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, বসে থাকা বা শুয়ে থাকা অবস্থায় ক্রোধের ফলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় দাঁড়ানো, বা চলন্ত অবস্থায় তার চে' বেশি হয় কারণ এ অবস্থায় রক্ত-সঞ্চালনপ্রক্রিয়া বেশি থাকে। এজন্যই স্বাস্থ্য ও মনোবিজ্ঞানীগণ ক্রোধ অবস্থায় বসতে ও স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। মানুষের প্রতিটি অঙ্গই ক্রিয়াশীল। ক্রোধের মুহূর্তে তাদের ক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পায় সেজন্যই দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, শারীরিক শক্তি ক্রোধের বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত হয়। এই ক্রিয়াশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধিকে বিকেন্দ্রীভূত করা গেলে এদের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। *(বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ সাঃ ১ম খন্ড ৩৩-৩৪পৃঃ সাহিত্য মেলা সংস্করণ সেপ্টে-৯৪)*

রাস্তা প্রতিষ্ঠায় মতবিরোধের ক্ষেত্রে নূন্যতম প্রস্ত সাতহাত ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেছেন, (কোনো পথের সংস্করণ বা আবিষ্কারে বা নতুন বস্তি আবাদকালে পথ প্রতিষ্ঠায় ঐ পথের পার্শ্বস্থিত লোকদের বিরোধ মিমাংসায় স্মরণ রাখবে) নবীজী মতবিরোধের ক্ষেত্রে পথের পরিমাণ (নুন্যতম প্রস্তে) সাতহাত ধার্য করেছেন। *(বুখারী আঃ হক ২:৩৯৮:৯৯৯৫ /তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪:২০:৯৩৫৯/মুসলিম ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৫:৪৫৯:৩৯৯৪/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০৯, ২:৩৫৯:২৩৩৯)*

রাসূলের কাছে কোনো ব্যক্তি প্রয়োজন নিয়ে এলে তিনি তার সঙ্গীদের বলতেন, তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো তাহলে সাওয়াব পাবে

📖 আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর কাছে কোনো ব্যক্তি প্রয়োজন নিয়ে এলে তিনি তার সঙ্গীদের বলতেন, তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো তাহলে সাওয়াব পাবে। আর আল্লহ্ তা'আলা তাঁর নবীর মুখে এমন সমাধান দেন যা তিনি পছন্দ করেন। *(মুসলিম ইফাবা জুন-৯৪, ৮:৯৪৬:৬৪৫২)*

গানবাদ্য শুনে উমার (রাযিঃ) কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেন ঃ

📖 আহমদ ইবনে উবায়দুল্লাহ্ ----- নাফি (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবনে উমার (রাযিঃ) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে তাঁর কানে হাত ঢুকিয়ে দেন। তিনি সেখান থেকে দুরে গিয়ে আমাকে বলেন, হে নাফি ! তুমি কি এখনও শব্দ শুনতে পাচ্ছো ! আমি বলি, না। তখন তিনি তাঁর কান থেকে আঙ্গুল বের করে বলেন, একদিন আমি রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি এরূপ শব্দ শুনে এরূপ করেন। *(আবু দাউদ ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৫ম খন্ড ৫১৮পৃঃ ৪৮৪৪নং হাদীস)*

www.pathagar.com

বাদ্যযন্ত্র না বাজানো ও দাবা না খেলা ঃ

📖 হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদ্যপান করতে ও জুয়া খেলতে নিষেধ করেছেন। তিনি দাবা, ডংকা এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী বস্তু হারাম। *(আবু দাউদ/মিশ্‌কাত)*

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা (রহঃ) ----- আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যে ব্যক্তি শতরঞ্চ বা দাবা খেলে, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফার মানী করে। *(আবু দাউদ ইফাবা বঙ্গঃ জুন-৯৯, ৫ম খন্ড ৫২২পৃঃ ৪৮৫৪নং হাদীস)*

রাসূল (সাঃ)কে গানবাদ্য মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে ঃ

📖 হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লহ্ তাঁআলা আমাকে বিশ্বজগতের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে গান-বাজনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। *(তিরমিযী/মসনদে আহমদ)*

গান-বাজনার ব্রত গ্রহণ করার শাস্তি ঃ

📖 রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কতক লোক শরাবের নাম পরিবর্তন করে পান করবে। তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকাদের দ্বারা গান বাজানো হবে। আল্লহ্ তাঁআলা তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন এবং বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করবেন। *(ইবনে মাজাহ্)*

📖 নবী করীম (সাঃ) বলেন, এ উম্মতের একটি জাতি শেষ পর্যন্ত বানর ও শুকর হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কিরাম আরোজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্, তারা কি কালিমার বিশ্বাসী হবে না ? তিনি বললেন, কেন হবে না ? তারা রোযা, নামায, হজ্জ ইত্যাদি সবই করবে। প্রশ্ন করা হলো, তাহলে এ শাস্তির কারণ কি ? উত্তর হলো, তারা গান-বাজনার ব্রত গ্রহণ করবে। *(মসনদে ইবনে আবিদ্দুনিয়া)*

মৃত্যুর আলোচনা ঃ 📖 মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা বেশি স্বাদ হরণকারী মৃত্যুর আলোচনা করবে। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৬০৯ঃ২৩৯০)*

জাহান্নামের সর্বাধিক লঘুশাস্তিভোগীকে আল্লহ্ তাঁআলা প্রশ্ন করবেন, পৃথিবী ও পৃথিবীর মাঝে যাকিছু আছে যদি সবকিছু তোমার হয়ে যায়, তবে কি তুমি এসবকিছু মুক্তিপণস্বরূপ দান করে নিজেকে আযাব থেকে রক্ষা করবে ?

📖 উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুআয আনছারী (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত নবীজী (সাঃ) বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে যার শাস্তি সর্বাধিক লঘু হবে আল্লহ্ তাঁআলা তাকে বলবেন, পৃথিবী ও পৃথিবীর মাঝে যাকিছু আছে যদি সবকিছু তোমার হয়ে যায়, তবে কি তুমি এসবকিছু মুক্তিপণস্বরূপ দান করে নিজেকে আযাব থেকে রক্ষা করবে ? সে বলবে হ্যাঁ, অবশ্যই। যখন তিনি বলবেন, তুমি আদমের পৃষ্ঠে থাকাবস্থায় আমি তোমার

www.pathagar.com

নিকট এর থেকেও সহজ জিনিস কামনা করেছিলাম। তা হলো, তুমি শিরক করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, তাহলে আমি তোমাকে জাহান্নামে দাখিল করব না। কিন্তু তুমি তা না মেনে শিরকে লিপ্ত হয়েছো। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-১৯৯৪, ৮ম খন্ড*

📖 হাদ্দাদ ইবনে খালিদ (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বদর যুদ্ধে নিহত লোকদেরকে তিনদিন পর্যন্ত এভাবেই রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের নিকট এসে তাদের লাশের সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, হে হিশামের পুত্র আবূ জাহাল, হে উমাইয়্যা ইবনে খলফ, হে উতবা ইবনে রাবীআ, হে শায়বা ইবনে রাবীআ ! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করেছেন, তোমরা কি তা সঠিক পাওনি ? আমার প্রতিপালক আমার সাথে যা ওয়াদা করেছেন আমি তা সঠিক পেয়েছি। নবীর এ কথা উমার (রাযিঃ) শুনে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! তারা-তো মৃত ! কিভাবে তারা শুনবে এবং কিভাবে তারা উত্তর দিবে ? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে যা বলেছি একথা তাদের থেকে অধিক শুনছো না। তবে তারা জবাব দিতে সক্ষম নয়। অতঃপর তিনি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদেরকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হলো। *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-১৯৯৪, ৮ম খন্ড ৩৮৮পৃঃ ৬৯৫৯নং হাদীস)*

✍ ধান লাগানোর মৌসুমে ১০ কেজি ধান গোলার মধ্যে রেখে দিলে ধান কাটার মৌসুমে একবিঘা জমি থেকে ৫০-৬০ মন ধান পাওয়া যাবে না। জমি চাষ করে যখন জমিতে ১০ কেজি ধান লাগানো হবে এবং নিয়মিত ধানের পরিচর্যা করা হবে তখন ধান কাটার মৌসুমে ঐ ১০ কেজি ধান থেকে ৫০-৬০ মন ধান পাওয়া যাবে। তেমনিভাবে ঈমানী মেহনতের দ্বারা যখন রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতী যিন্দেগী হাসিল করব তখন সুন্নাতের নূর জাহির হবে।

✍ সমস্ত জিনিস আল্লহ্ তা'আলার হুকুমে বাস্তাবে প্রকাশ পায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা দেখা যায় আসল নয় বরং আল্লহ্ তা'আলার হুকুম-ই আসল যা দেখা যায় না। সমস্ত নবীরা এসে চোখের দেখার বিপরীত অর্থাৎ জাহেরী আসবাবের খেলাফের উপর একীন জমিয়ে চাওয়া পাওয়া শিখিয়েছেন। সাহাবায়ে-কিরাম বাহ্যিক অবস্থার মোকাবেলা করে যখন দুআ করেছেন তখন আল্লহ্ তাআলা আসবাবের খেলাফ অর্থাৎ অবস্থার উল্টা সাহায্য করে মদদ দেখিয়ে দিছেন।

কিয়ামতের আলামত ঃ

📖 ইসমাঈল ইবন মূসা ফাযারী ইবনে বিনত সুদ্দী কূফী (রহঃ) ----- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, মানুষের এক এক যামানা আসবে **যে যামানায় দ্বীনের উপর সুদৃঢ় ব্যক্তির অবস্থা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্ঠিতে ধারণকৃত ব্যক্তির ন্যায়।** *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৫৭৩পৃঃ ২২৬৩নং হাদীস)*

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) এর দাফন কার্য শেষ করে ধুলাবালি ঝাড়তেই সাহাবাদের অন্তরে পরিবর্তন এসে গেল

📖 আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) হিজরত করে যেদিন মদীনায় প্রবেশ করেন সেদিন তথাকার সবকিছু জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। অতঃপর যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন সেদিন আবার তথাকার সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা তাঁর দাফনকার্য শেষ করে হাত থেকে ধুলাবালি না ঝাড়তেই আমাদের অন্তরে পরিবর্তন এসে গেল। (ঈমানের জোর কমে গেল) *(শামায়েলে তিরমিযী মুঃ মুসা বঙ্গাঃ ২৬৪পৃঃ ৩৯২নং হাদীস/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-২০০৯, ২ঃ৭৫ঃ১৬৩১ /তিরমিযী /দারেমী)*

নারীর নেতৃত্ব নিষিদ্ধ ঃ

📖 আহমাদ ইবনে সাঈদ আশকার (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যখন তোমাদের সর্বোত্তম লোকেরা হবে তোমাদের আমীর, ধনীরা হবে দানশীল, তোমাদের বিষয়াদি হবে পরামর্শভিত্তিক তখন যমীনের ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য উত্তম হবে তার ভূতল থেকে। আর যখন মন্দ লোকেরা হবে তোমাদের আমীর, ধনীরা হবে কৃপণ আর বিষয়াদি হবে মেয়েদের হাতে ন্যস্ত, তখন যমীনের উদর হবে তোমাদের জন্য এর উপরিভাগ থেকে উত্তম। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯২, ৪র্থ খন্ড ৫৭৬পৃঃ ২২৬৯নং হাদীস)*

হাঁচি ঃ

📖 আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, আল্লহ্ তা'আলা (বান্দাদের পক্ষে) হাঁচি দেয়াকে পছন্দ করেন এবং হাই দেয়াকে নাপছন্দ করেন। হাঁচিদাতা আল-হামদু লিল্লাহ্ বললে যে কোনো মুসলমান তা শুনলে তার কর্তব্য হবে সেই হাঁচিদাতাকে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলে দুআ করা। পক্ষান্তরে হাই দিতে দেখলে শয়তান সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং হাই আসতে চাইলে যথাসাধ্য উহার প্রতিরোধ করবে। হাই আসার সঙ্গে মুখ বড়রূপে খুলে হা..... করে আওয়াজ করলে তাতে শয়তান (আদম সন্তানের প্রতি বিদ্রূপ করে) হেসে থাকে। *(বুখারী আঃ হক বঙ্গাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ৪০১পৃঃ ২৩৬৪নং হাদীস)*

হাই প্রতিরোধের চেষ্টা করা ঃ 📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব, কুতায়বা ইবনে সাঈদ ও আলী ইবনে হুজর (রহঃ) ----- আবূ হুরায়বা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেন, "হাইতোলা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। তোমাদের কেউ যদি হাইতোলে তবে যথাসম্ভব সে যেন উহাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।" *(মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ৮র্থ খন্ড ৫০২পৃঃ ৭২২০নং হাদীস)*

📖 কুতাইবা ইবনে সাইদ (রহঃ) ----- আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেন, যদি তোমাদের কেউ হাইতোলে তবে সে যেন তার মুখের উপর হাত রেখে উহাকে প্রতিহত করে। কেননা এ সময় শয়তান মুখ দিয়ে প্রবেশ করে। *(মুসলিম ইফাবা-বঙ্গাঃ জুন-৯৪, ৮ম খন্ড ৫০৩পৃঃ ৭২২২নং হাদীস)*

হাঁচির সুফল ঃ 📖 হাঁচিদাতা তার মগজের খারাপ পদার্থগুলো বের করতে পেরে কল্যাণপ্রাপ্ত ও সুস্থ হলো। যদি সেগুলো সেখানে থাকত, তাহলে সে ভীষণ অসুস্থ হতো। সুতরাং আল্লহ তা'আলার এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিধান রাখা হলো। শুধু তাই

www.pathagar.com

নয়, মাঝে মাঝে ভূ-কম্পন এসে পৃথিবীর ভিতরকার দূষিত পদার্থগুলো বের করে দিয়ে সেটাকে সুস্থ করে যায়, হাঁচিও তেমনি গোটাদেহে ভূ-কম্পনের মতো এনে সারাদেহ ঝাঁকিয়ে সব জড়তা দূর করে সুস্থ করে দেয়। *(যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯০, ২য় খন্ড ৫২পৃঃ)*

হাঁচি মানুষের মস্তিষ্ক পরিষ্কার ও পাতলা করে শরীরের মধ্যে স্ফূর্তি আনায়ন করে। ইহা মানুষের জন্য মঙ্গলজনক বিধায় আল্লহ্ তাআলা উহা পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে হাই ও জড়তা ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, অলসতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এজন্যই আল্লহ্ তাআলা হাই ও জড়তা নাপছন্দ করেন, আর শয়তান উহাতে সন্তুষ্ট হয়।

সুদ সম্পর্কে কুরআনের বাণী ও হাদীস ঃ

يايهاالذين امنوالاتا كلوا الربوا اضعافا مضعفة- واتقواالله لعلكم تفلحون.

অর্থ ঃ "হে মুমিনগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ্কে ভয় করো, যাতে তোমরা নাযাত পাও।" *(৩য় সূরা আল-ইমরান ১৩০নং আয়াত)*

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) সুদখোর, সুদদাতা এই দুই সাক্ষী (এতদ্বিষয়ে) লেখককে লানত করেছেন। *(তিরমিযী ইফাবা বঙ্গাঃ জুন-৯৫, ৩য় খন্ড ৪৯৪পৃঃ ১০২৯নং হাদীস/ইবনে মাজাহ ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-২০০১, ২ঃ৩২৪ঃ২২৭৭ রাবী মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহঃ)*

📖 আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (রহঃ) ----- আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি এমন এক ক্বওমের পাশ দিয়ে গমন করি, যাদের পেট ছিল ঘরের মতো, যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, জীব্রাঈল, এরা কারা ? তিনি বলেন, এরা সূদখোর। *(ইবনে মাজাহ ইফাবা বঙ্গাঃ জানু-২০০১, ২য় খন্ড ৩২৩পৃঃ ২২৭৩নং হাদীস)*

সুদ হারাম হওয়ার সুফল ঃ সুদদাতা যাতে ঋণের দায়ে বিষয়-সম্পত্তি সর্বস্ব না খোয়ায় এজন্যই সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুদের কারণে সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ, অরাজকতা সৃষ্টি হয়। সুদখোরদের অর্থ মিল, কল-কারখানায় ব্যবহৃত হলে বহু লোকের বেকার সমস্যার সমাধান হতো এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেত।

শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন সাদ্কা রয়েছে ঃ

📖 ইসহাক ইবনে নাস্র (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) নবীজী (সাঃ) থেকে নকল করেন, শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন সাদ্কা রয়েছে। কোনো লোককে তার সাওয়ারীর উপর উঠার ব্যাপারে সাহায্য করা অথবা উহার উপর তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেয়া সাদ্কা। উত্তম কথা বলা, সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের পদক্ষেপ সাদ্কা এবং (পথিককে) রাস্তা বাতলিয়ে দেয়া সাদ্কা। *(বুখারী ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৯২, ৫ম খন্ড ১৫৭পৃঃ ২৬৮৪নং হাদীস)*

www.pathagar.com

নাক ও কানের পশম ঃ

📖 হুযূর (সাঃ) বলেন, নাক ও কানের পশম কুষ্ঠব্যাধি প্রতিরোধ করে। নবীজী আরো বলেন, নাক ও কানের পশম উঠিয়ে ফেলবে না, কেননা এতে নাকের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তবে বেশী বড় হলে ছেটে ফেলবে। *(নুজহাতুল মাজালিস ২য় খন্ড)*

📖 নাকের মধ্যের পশম না উপড়িয়ে কাঁচির দ্বারা কাটা উত্তম। *(ফাতাওয়ায়ে শামী ৬৪০৭)*

নাকের পশম না কাটার বৈজ্ঞানিক সুফল ঃ নাকের পশম বা লোমকুপগুলো জালের মতো ছাকুনী তৈরী করে রাখে যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সময় বাতাসে ভাসমান অসংখ্য দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ধুলাবালি, পরাগরেণু, ও বায়ুবাহিত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া রোগজীবাণু উক্ত ছাকুনীতে আটকা পড়ার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ফিল্টারিং বা পরিশোধন হয়ে বিশুদ্ধ বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। অতঃপর অনুবীক্ষণ ক্ষুদ্র মার্জনীর অভ্যন্তরে অদৃশ্য পশম বাতাসে মিশ্রিত রোগ-জীবাণু পরিশোধন ও ধ্বংস করে দেয়। এজন্যই রাসূল (সাঃ) নাক-কানের পশম উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেন। বড় হলে কেচি দিয়ে কেটে ফেলতে বলেছেন। এছাড়াও নাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি রয়েছে যারা মিউকাস নামের আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করে। নাকের ভিতর এ লোমের জাল বা ছাঁকুনী এবং ঐ আঠালো মিউকাস মিলে এক দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করে যার ফলে কোনো রোগজীবাণু আর ভেদ করে ভিতরে যেতে পারে না। বরং তা নাকে প্রবেশ করার সাথে সাথে সাথে ঐ আঠালো জালের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এসব ধুলাবালি, রোগ-জীবাণু বা পরাগরেণুর আক্রমণ থেকে বাচার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। পরাগরেণুর সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে মিউকাস এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ উৎপাদন করে যা নাকে সুড়সুড়ি দেয়। ফলে মানুষের হাঁচি আসে।

হাঁচির সুফল ঃ নাকের পশম বা লোমকুপগুলো জালের মতো ছাকুনী তৈরী করে রাখে যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সময় বাতাসে ভাসমান অসংখ্য দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ধুলাবালি, পরাগরেণু, ও বায়ুবাহিত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া রোগজীবাণু উক্ত ছাকুনীতে আটকা পড়ার মাধ্যমে ফিল্টারিং হয়। এজন্যই রাসূল (সাঃ) নাক-কানের পশম উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেন। বড় হলে কেচি দিয়ে কেটে ফেলতে বলেছেন। এছাড়াও নাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি রয়েছে যারা মিউকাস নামের আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করে। নাকের ভিতর এ লোমের জাল বা ছাঁকুনী এবং ঐ আঠালো মিউকাস মিলে এক দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করে যার ফলে কোনো রোগজীবাণু আর ভেদ করে ভিতরে যেতে পারে না। বরং তা নাকে প্রবেশ করার সাথে সাথে সাথে ঐ আঠালো জালের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এসব ধুলাবালি, রোগ-জীবাণু বা পরাগরেণুর আক্রমণ থেকে বাচার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। পরাগরেণুর সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে মিউকাস এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ উৎপাদন করে যা নাকে সুড়সুড়ি দেয়। ফলে মানুষের হাঁচি আসে। হাঁচির ফলে পরাগরেণু নাক থেকে ছিটকে বেড়িয়ে আসে। অর্থাৎ হাঁসি দেয়ার ফলে মানুষের শরীর থেকে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস তথা সব পরাগরেণু বের হয়ে শরীর দুষণমুক্ত হয়। এজন্যই আল্লহ্ তা'আলা হাঁচি দেয়াকে পছন্দ করে। *(সূত্র ঃ বিজ্ঞান ও নামায)*

www.pathagar.com

যমযম কূপ সম্পর্কিত হাদীস ঃ

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে নুমায়র (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সাঃ) যমযম কূপ থেকে ডোল দিয়ে পানি তুলে দাঁড়িয়ে পান করেছেন। *(মুসলিম ইফাবা ডিসে-৯৩, ৭ঃ৪৮ঃ৫৯০৯)*

জুরহাম নামক একটি গোত্র পরাজিত হয়ে মক্কা ত্যাগ করে যাওয়ার সময় ময়লা-আবর্জনা ফেলে পবিত্র যমযম কূপটি ভরাট করে দেয়। ফলে কূপটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর দাদা যমযম কূপ সংস্কার ও পুনঃখনন করেন। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতা আব্দুল মুত্তালিব ঘটনাটি সম্পর্কে আমাকে বলেন যে, একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন আমাকে বলছে, 'তাইয়্যিবা' খনন করো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাইয়্যিবা' কি ? লোকটি উত্তর না দিয়ে চলে গেল। ২য় রাত্রে আবার স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন আমাকে বলছে 'বরাহ' খনন করো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বরাহ' কি ? লোকটি এবারও কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল। ৩য় রাত্রে স্বপ্নে লোকটি আমাকে বললো, 'মাদনুনাহ' খনন করো। আমি তাকে 'মাদনুনাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি ? এবারও সে কোন জওয়াব না দিয়ে চলে গেলেন। ৪র্থ রাত্রে সে আমাকে বললো, যমযম খনন করো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যমযম কি ? সে উত্তরে বললো, যমযম হচ্ছে একটি কূপ যার পানি কখনও শেষ হবে না। যা অনন্তকাল হাজীদের তৃষ্ণা মিটাবে। এ কূপটি 'কারইয়াতুন' নামক স্থানে ময়লা আবর্জনার কারণে বন্ধ হয়ে আছে। কূপটির স্থানে সাদা পাখবিশিষ্ট একটি কাক মাটি খুঁড়তেছে। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, এরপর (লোকটি) স্পষ্টভাবে যমযম কূপের অবস্থান বর্ণনা করেন। স্বপ্নভঙ্গের পর আমি আমার পুত্র হারিসকে কোদাল নিয়ে কারইয়াতুন নমলের দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সত্যিই একটি কাক মাটি খুঁড়তেছে। এ আলামত দেখে আমি যমযম কূপ খনন করলাম। *(বিদায়া ২য় খন্ড ২৪৫পৃঃ)*

যমযম কূপের পানির উপকারীতা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যমযমের পানিই হলো সর্বোত্তম। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, যমযমের পানি বরকতপূর্ণ সর্বোত্তম যা দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হয় ও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা যায়। হজ্জ মৌসুমে হাজী সাহেবানরা দৈনিক গড়ে ২০ লক্ষ লিটার ঠান্ডা পানি পান করেন। এতো পানি উত্তোলনের পরও যমযমের পানির কখনও শুকিয়ে যায়নি। ১৯৭১ সালে একজন মিশরীয় চিকিৎসক একটি ইউরোপীয় পত্রিকায় মন্তব্য করেন, যমযমের পানি পানীয় পানের উপযুক্ত নয়। কারণ খানায় কাবা উপত্যাকাভূমির নিম্ন এবং মক্কার মধ্যখানে অবস্থিত হওয়ার ফলে শহরের ময়লা পানি চুষে যমযম কূপে গিয়ে জমা হয়। তৎকালীন সৌদি বাদশাহ্ ফয়সাল এ ধরনের মন্তব্য মনক্ষুন্ন ও রাগান্বিত হয়ে কৃষি ও পানি-সম্পদ মন্ত্রণালয়কে যমযমের পানির উপাদান পরীক্ষা করার নির্দেশ দেন ও ইউরোপীয় উচ্চমানের ল্যাবটরীগুলোতে পানির উপাদান পরীক্ষার নির্দেশ দেন। উভয় দেশের

www.pathagar.com

ল্যাবটরীর রিপোর্টে আসলো, যমযমের পানির মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সল্টের পরিমাণ মক্কার অন্যান্য কূপের পানি হতে অপেক্ষাকৃত বেশী। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সল্টের আধিক্যের কারণে যমযমের পানি হাজ্জীদের ক্লান্তি দূর করে। এছাড়াও এ পানিতে রয়েছে অধিকতর ফ্লোরাইড যা পানিকে অধিকতর জার্ম সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ প্রতিহত করে, যে কারণে যমযমের পানি বহুদিন পর্যন্ত রেখে দিলেও শেওলা, পোকা বা কোনো জলজ জীবাণু জন্ম নেয় না। পানির স্বাদও অপরিবর্তিত থাকে। এই পানিতে খাদ্য, চিকিৎসা ও পানীয় তিনটি উপাদান নিহিত রয়েছে। *(করাচী থেকে প্রকাশিত দৈনিক জন/ দৈনিক সংগ্রাম ১৫-১২-৮৯)*

✍ কুরআন-হাদীস বিরোধী বিজ্ঞানের বক্তব্য কখনও সর্বশেষ সত্য হতে পারে না। বিজ্ঞান নিত্য নতুন আবিষ্কার করেই যাবে। আজকের দিনে যা সর্বাধুনিক আবিষ্কার দু'দিন পর সেটিই হয়ে যাবে বাসী ও বর্জনীয়। ডারউইনের বির্বতনবাদ একদিন গোটা বিশ্বকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, সকলেই ধর্মের বাণী ভুলে গিয়ে ডারউইনের কথাকে চরম সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিল কিন্তু আজ সে বিবর্তনবাদ নিছক থিউরী বলেই প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণসিদ্ধ বিজ্ঞানের সম্মুখে সে মতবাদ ধুলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক আবিষ্কার ইসলামের বাণীকে চরম সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

রাসূলের হাতের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিজা ঃ

📖 যুহায়র বিন হারব ও আবদ ইবনে হুমায়দ (রহঃ) ----- আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসী লোকেরা নবীজীর নিকট তাদের একটি নিদর্শন দেখানোর জন্য দাবী করল। তিনি তাদের দু'বার চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হবার নিদর্শন দেখালেন। *(মুসলিম ইফাবা ৮ম খন্ড ৩৩০পৃঃ ৬৮১৮নং হাদীস)*

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ঃ চন্দ্র রাসূলের হাতের ইশারায় দ্বিখন্ডিত হয় আবার তা পরক্ষণেই জোড়া লেগে যায়। এ বিষয়টি প্রমাণ হলো ১৯৬৯ সালে মার্কিন নভোচারীগণ চাঁদে গেলে। সেখানে গিয়ে চাঁদের ফাটল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা অবগত হলেন যে, ঐ ফাটলের বয়স মুহাম্মদ (সাঃ) এর মুজিজা প্রদর্শনের সময়ের সাথে মিলে যায়। এ ঘটনাটি প্রথম নভোচারী নীল আর্মস্ট্রাং এবং জেমস আর উইন হৃদয়ে দারুনভাবে নাড়া দেয় এবং তারা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

নসব-নামা শিক্ষা করা ঃ

📖 আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা তোমাদের নসব-নামা শিক্ষা করবে যাতে তোমরা তোমাদের আত্মীয়দের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারো। কেননা রেহেম সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা দ্বারা স্বজনদের পরস্পরে প্রেম-প্রীতির সৃষ্টি হয়, সম্পদে প্রাচূর্য আসে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৩৯৭ঃ১৯৮৫)*

www.pathagar.com

গণকের নিকট যেয়ে তাকে কোনো বিয়সে জিজ্ঞাসা করলে চল্লিশ রাত তার কোনো সালাত কবূল হয় না

মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না আনাযী (রহঃ) ..... নবীজী (সাঃ)-এর কতিপয় সহধর্মিনী সূত্রে নবীজী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আর্‌রফ (হারানো জিনিসের সংবাদাদাত) গণকেন নিকট গেল এবং তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ রাত তার কোনো সালাত কবূল হয় না। (মুসলিম ইফাবা বঙ্গাঃ ডিসে-৯৩, ৭ম খন্ড ২৪৩ পৃঃ ৫৬২৭ নং হাদীস)

এক ব্যক্তির কিছু টাকা হারিয়ে যাওয়ার কারণে সে ব্যক্তি উক্ত টাকা খোঁজ করতে আরম্ভ করল। সে চিন্তা করল, যেহেতু যেখানে টাকা হারিয়েছে সেখানে অন্ধকার তাই পাওয়ায যাবে না, তাই যেখানে আলো আছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করি। সেব্যক্তি আলোর নীচে প্রেশান হয়ে টাকা খোঁজ করতেছে। পথিকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, আমার কিছু টাকা হারিয়ে গেছে তাই এখানে খোঁজ করতেছি। পথিকেরাও তার সঙ্গে টাকা খোঁজ করতে আরম্ভ করেও টাকার কোনো সন্ধান পেল না। এক পথিক জিজ্ঞাসা করল, ভাই তুমি কোথায় টাকা হারিয়েছো? লোকটি বললো, অমুক জায়গায়। তখন পথিক বললো, তবে তুমি কেন এখানে টাকা খোঁজ করলে কি পাওয়া যাবে? তখন লোকটি বললো, যেহেতু যেখানে আমি টাকা হারিয়েছি সেখানে অন্ধকার থাকার কারণে এখানে আলো আছে বিধায় আমি আলোর নীচে সন্ধান করতেছি? আল্লাহ তায়ালা মানুষের কামিয়াবী আর সফলতা লাভের জন্য এবং জিল্লতী আর প্রেশানী থেকে বাঁচার জন্য দ্বীন দিছে, আর আমরা মুসলমানেরা যদি টেকনোলজি বা প্রযুক্তিতে উন্নত বিধর্মীদের অনুকরণ-অনূসরণের মধ্যে কামিয়াবী আর সফলতা দেখি তবে সেটা হবে বাতির নীচে টাকা খোঁজার মেছালস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূল (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ এত্তেবার মধ্যে কামিয়াবী-সফলতা খোঁজার তৌফিক দান করুন, আমীন।

✍ আজ বিধর্মী ইঁদুরেরা বিশ্বের মুসলমান সিংহের কারো কান ধরে টানছে, কারো হাত ধরে টানছে, কারো গলায় রশি দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সকলের মনে প্রশ্ন জাগে ইঁদুর কিভাবে সিংহের কান ধরে টানে, নাক ধরে টানে, গলায় রশি ধরে টানে? আজ দুনিয়াতে মুসলিম সিংহের সেকেল (সূরাত বা ছবি) আছে। কিন্তু হাকীকত বা রূহ নাই যে কারণে ইঁদুরকে প্রতিহত করতে পারছে না।

www.pathagar.com

১২তম অধ্যায়

বিবাহ্ শাদী ও আধুনিক বিজ্ঞান

দাম্পত্য জীবনের সুফল ঃ দাম্পত্য জীবন প্রেশানী ও দুশ্চিন্তার প্রতিরোধক। ইহা মানুষকে সংসারের দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে; ফলে বিবাহিতগণ মদ্যপান, কুঅভ্যাস ও নানাবিধ খারাপ কাজ থেকে হিফাযত থাকে। এক জরিপে দেখা গেছে, বৈধ পন্থায় স্বামী-স্ত্রীর মিলনে মস্তিষ্কের চাপ কমে যায়। রোগ-প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অবৈধ পন্থায় মিলনকালে মস্তিষ্কে পাপানুবোধ জাগ্রত থাকায় অন্তর তাকে সর্বদা দংশন করতে থাকে; ফলে স্বস্তির সাথে মিলনকার্য না হওয়ার কারণে পরিপূর্ণ ফায়দা হালিস না।

ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর (Ideemium) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ও গোত্রসমূহের লোকদের জীবনী অধ্যয়ন করে মতামত দিয়েছেন, (১) যে সকল গোত্রে বিবাহের পূর্বে যৌন চাহিদা মিটানোর অবাধ স্বাধীনতা ছিল, তারা সভ্যতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। (২) যে সকল গোত্র বিবাহের পূর্বে যৌন চাহিদা মিটানোর মোটামুটি আইনানুগ ব্যবস্থা ছিল, তারা সভ্যতার মধ্যস্তরে ছিল। (৩) যে সকল গোত্র বা জাতি বিবাহের পূর্বে যৌন চাহিদা মিটানো অবৈধও অপরাধ মনে করত তারাই সভ্যতার সর্বোচ্চ শিকরে আরোহণ করেছে।

রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ড সর্বাচেভ লিখেন, পশ্চিমা সমাজে নারীকে ঘর থেকে বের করা হয়েছে। তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়ার ফলে আমাদের অর্থনীতি অবশ্য কিছুটা চাঙ্গা হয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ পুরুষের পাশাপাশি নারীও কাজ করছে। কিন্তু নারী স্বাধীনতার ফলে আমাদের ফ্যামিলি সিষ্টেম ধ্বংস হওয়ার ক্ষতি অনেক বেশী। তাই আমি আমার রাষ্ট্রে পেরেস্তাইকা নামে একটি আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছি যার মূল উদ্দেশ্য, যে নারী ঘর থেকে হয়েছে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনা। (সুন্নাতে রাসূল সাঃ ও আধুনিক বিজ্ঞান মুঃ হাবীবুর রহমান বঙ্গাঃ ৩য় খন্ড ৪৬-৫৭ পৃঃ)

পশুপাখীর যৌন চাহিদা কেবলমাত্র বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ মুহূর্তে ও মৌসুমে জাগে। বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীটি বিশেষ মুহূর্ত বা মৌসুম ছাড়া পুরুষ জাতীয় প্রাণীগ্রহণ করে না। পুরুষ জাতীয় প্রাণীটি স্ত্রীজাতীয় প্রাণীটির উপর তখনই চড়াও হয় ও মিলিত হতে চায় যখন স্ত্রী জাতীয় প্রাণীটি প্রাকৃতিকভাবেই প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন এবং তার বিবেককে একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তারপর মানুষ যখনই এ বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যায় তখন তার বুদ্ধি বিবেকের চাপের মুখে দুর্বল হয়ে পড়ে তার সত্ত্বায় লুকায়িত প্রবৃত্তিকে দমন করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই বলগাহীন ইচ্ছাকে আকীদা-বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে যখন পশুপ্রবৃত্তি, দানবসুলব লোভ-লালসার নীচ্ গহ্বর থেকে উঠিয়ে আনে তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার মর্যাদা বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

যৌন উম্মাদনা ও উত্তেজনা অন্তরের শান্তিকে কেড়ে নিয়ে স্নায়ুকে উদ্বিগ্ন করে, পরিবারকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে, আবরু-ইয্যত ও সতীত্ব বিপন্ন করে মানুষকে পশুতে পরিণত করে।

স্ত্রীসহবাসের পূর্বের দুআ ঃ

📖 ইবনে আবূ উমার (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় তখন বলবে,

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا.

আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ্ আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখো এবং আমাদের যা দান করবে তা থেকেও শয়তানকে বিদূরিত করে দাও। (এ মিলনে) যদি আল্লহ্ তাআলা কোনো সন্তানের ফায়সালা করেন, তবে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৫, ৩:৩৭৪:১০৯২/বুখারী আঃ হক ১:১৮৩-১৮৪:১১২)*

বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া ঃ

📖 আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা (রহঃ) ----- মুহাম্মদ ইবনে সালমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিলাম। একদিন লোকদের চোখে ফাঁকি দিয়ে আমি তাকে তার বাগানের মধ্যে দেখে ফেললাম।। তখন তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহাবী হয়ে তুমি এরূপ করছ ? তিনি বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, যখন আল্লহ্ তাআলা কারো অন্তরে কোনো মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা সৃষ্টি করে দেন, তখন তাকে দেখে নেয়াতে কোনো দোষ নেই। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জুন-২০০১, ১:৯৬৯:১৮৬৪)*

দ্বীনদার মহিলা বিয়ে করা ঃ

📖 ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাকীম (রহঃ) ----- আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, চারটি গুণের বিবেচনায় মহিলাদের বিয়ে করা হয়ে থাকে। তার সম্পদ, তার বংশ, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। তুমি দ্বীনদার মহিলা গ্রহণ করে সফলকাম হও। তোমার দু' হাত ধুলায় ধুসরিত হোক। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জুন-২০০১, ২:১৬৭:১৮৫৮)*

📖 মুসাদ্দাদ ----- জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশে পয়গাম পাঠাবে, তখন যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সে যেন তার বংশ, মাল ও সৌন্দর্য ইত্যাদি দর্শন করে যা তাকে বিবাহে উৎসাহ দেয়। রাবী বলেন, অতঃপর আমি জনৈকা কুমারীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেই এবং আমি গোপানে তাকে দর্শন করি, এমনকি তার চেহারাও দেখি, যা আমাকে তার সাথে বিবাহে প্রলুব্ধ করে। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করি। *(আবূ দাউদ ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৩:১৮৮:২০৭৮)*

📖 আবূ কুরায়ব (রহঃ) ----- আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) এর বাণী নকল করেন, তোমরা শুধু সৌন্দর্য বিবেচনা করবে না। কেননা, এমন হতে পারে যে, এই সৌন্দর্যই তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর শুধু সম্পদের বিবেচনায় তাদের বিয়ে

www.pathagar.com

করবে না। কেননা, হতে পারে যে, এ সম্পদ তাদেরকে খারাপ কাজে লিপ্ত করে। তাই, দ্বীনদারীর বিবেচনায় তোমরা তাদের বিয়ে করবে। নাক বা কানকাটা কালো দাসীও যদি দ্বীনদার হয়, তবে সেও উত্তম। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০৯, ২:১৬৭:১৮৫৯)*

📖 হিশাম ইবনে আম্মার (রহঃ) ----- আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনু সাকান (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, তোমরা গোপনভাবে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। সে সত্তার কসক, যার হাতে আমার প্রাণ ! দুগ্ধপান অবস্থায় সহবাসে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, সে সন্তান অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে যায়। *(ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০৯, ২:২২১:২০১২)*

বিবাহের উদ্দেশ্যে বেগানা নারীর প্রতি উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও তাকানো জায়িয। *(মালাবুদ্দা মিনহ -কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী বঙ্গাঃ মাওঃ হাফিজুর রহমান যশোরী ১৪৭পৃঃ)*

স্ত্রী-সহবাস পর্বের গোপনীয়তা ফাঁস না করাঃ

📖 মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ----- আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, সর্বাপেক্ষা বড় আমানত খিয়ানতকারী যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। এরপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়। *(মুসলিম ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৫:১৪৮:৩৪০৮)*

📖 ------ রাসূল (সাঃ) লোকদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যখন সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে। যখন সে দরজা বন্ধ করে এবং নিজের উপর একটা পর্দা টানে এবং আল্লহ্ তাআলার নির্দেশ মতো (স্ত্রীর সাথে মিলন পর্বে যা করে) তা গোপন করে ? সাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এরপর এই লোকটি (স্ত্রীর সাথে মিলন শেষে) উঠে গিয়ে (অন্যের নিকট) বলে আমি এটা করেছি; আমি এরূপ করেছি। রাবী বলেন, এতদশ্রবণে সকলে নিশ্চুপ হয়ে যায়। রাবী বলেন, এরপর তিনি মহিলাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তার গোপন কথা (স্বামী স্ত্রীর মিলনের) অন্য স্ত্রীলোকদের নিকট বর্ণনা করে ? এতদশ্রবণে তারাও নিশ্চুপ হয়ে যায়। অতঃপর জনৈকা যুবতী রমনী তার পায়ের পাতার উপর ভর করে গর্দান উঁচু করে এজন্য বসে যে, যাতে রাসূল (সাঃ) তাকে দেখতে পায় এবং তার কথা শুনতে পান। এরপর সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! পুরুষেরা এরূপ বলে এবং মহিলারাও। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি অবগত আছো এটা কিসের সদৃশ ? এরপর তিনি নিজে বলেন, এর উদাহরণ ঐ শয়তানের যে একজন স্ত্রী শয়তানের নিকট গমন করে, এরপর সে তার নিকট হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে (অর্থাৎ সহবাস করে) আর লোকেরা স্বচক্ষে তা অবলোকন করে। জেনে রাখো পুরুষের জন্য ঐ আতর ব্যবহার করা উচিত যার সুগন্ধি অধিক কিন্তু রং অপ্রকাশ্য। সাবধান ! মহিলাদের এরূপ আতর ব্যবহার করা উচিত, যার রং প্রকাশ্য কিন্তু সুগন্ধি অপ্রকাশ্য) ইমাম আবূ দাউদ রহঃ বলেন, এর পরবর্তী বর্ণনা আমি মুআম্মাল ও মূসা হতে সংগ্রহ করেছি (মুসাদ্দাদ হতে নয়)। কিন্তু (এই বর্ণনা কোনো পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে একই বিছানায় একত্রে শয়ন না করে এবং কোনো স্ত্রীলোক অপর কোনো স্ত্রীলোকের সাথে। অবশ্য পিতা ও সন্তানের সাথে শয়নে দোষ নেই। আর তারা তৃতীয়তঃ যা বর্ণনা করেন তা আমার স্মরণ নাই। আর রাবী মুসাদ্দাদের বর্ণনায় কি উল্লেখ

www.pathagar.com

আছে কিন্তু আমি তাঁর নিকট হতে তা শুনতে পারিনি। *(আবু দাউদ ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৩য় খন্ড ১২৩৭-১৩৮পৃঃ ২১৭৯নং হাদীস আল-নিকাহ্ অধ্যায়)*

নিশ্চয় মানুষকে মিলিত নুৎফা থেকে সৃষ্টি করেছি। কুরআন বিজ্ঞানের বই নয় কিন্তু আল্লহ্ তাআলা আমাদেরকে বুঝাতে যেয়ে যা বলেছেন তা সবই সত্য। শুক্রকীট বীর্যপাতের পর মুহূর্ত থেকে ক্রমাগত দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে এবং যে পর্যন্ত এই কীট নারীর ডিম্বানুর সঙ্গে মিলিত না হয় অথবা যোনিপথ থেকে ডিম্বানুর অবস্থান পর্যন্ত গমনপথে মৃত্যুবরণ না করে, ততক্ষণ এর কোনো শান্তি নেই। তাই এরা কুরআনের ভাষায় অস্থির। যখন একটি কীট স্ফূটিত ডিম্বে প্রবেশ করে তখন সে শান্ত হয়। প্রত্যেক নারীর ঋতুস্রাবের পর তার জরায়ুর ভিতরের অংশ বিশেষ প্রস্তুতি চালাতে থাকে যেন তাতে পুরুষের শুক্রকীট দ্বারা উর্বরপ্রাপ্ত (Fertilized) ডিম্বাণুকে ভালো করে ধরে রাখতে পারে যেখানে তা বর্ধিত হবে। যদি স্ফূটিত ডিম্বানুকে কোনো শুক্রকীট উর্বর না করে তবে সেই ডিম্বানু নষ্ট হয় এবং জরায়ুর প্রস্তুতি ব্যর্থ হয় এবং সেই ব্যর্থতার রক্তিম অশ্রুই স্রাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যদি কীট বা ডিম্বানুর মিলন হয় তবে স্রাব হয় না। সুতরাং যখন একটি কীট ও ডিম্বের মিলন হলো তখন তা জরায়ুর বিশেষ প্রস্তুত ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। *(কুরআনে বিজ্ঞান ৫৩-৫৪পৃঃ)*

বীর্যপাতের পরই স্বামীর নেমে না যাওয়া বরং স্ত্রীর উপর অপেক্ষা করা, যেন সেও তার খায়েশ পূর্ণমাত্রায় মিটিয়ে নিতে পারে। (مجمع الزوائد)

সহবাস শেষে প্রসাব করে নেয়া জরুরী। (شرعة الاسلام)

স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করা সত্ত্বেও যদি না আসে আর স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করলে সে স্ত্রীর প্রতি ভোর হওয়া পর্যন্ত ফিরিশতার লানত ঃ

📖 আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও যাহায়র ইবনে হারব (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে নকল করেন, স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে এবং সে না আসে আর স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে; সে স্ত্রীর প্রতি ফিরিশ্তাগণ ভোর হওয়া পর্যন্ত লানত করতে থাকে। *(মুসলিম ইফাবা সেপ্টে-৯২, ৫ঃ১৪৭ঃ৩৪০৬)*

দেন মাহর ঃ

📖 কুতায়বা (রহঃ) ----- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) আব্দুর রাহমান বিন আউফ (রাযিঃ) এর গায়ে গলদে চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, খেজুর বিচির পরিমাণ সোনার মাহরের বিনিময়ে আমি এই মহিলাকে বিবাহ করেছি। নবীজী (সাঃ) বললেন, আল্লহ্ তাঁআলা তোমাকে বরকত দান করুন, অলীমা করো একটি বকরী দ্বারা হলেও। আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, খেজুর বিচির সমান সোনার পরিমাণ হলো তিন দিরহাম ও এক দিরহামের এক তৃতীয়াংশ। ইসহাক (রহঃ) বলেন, এর পরিমাণ হলো পাঁচ দিরহাম ও এক দিরহামের এক তৃতীয়াংশ। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৫, ৩ঃ৩৭৫-৩৭৬ঃ১০৯৪/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০৯, ২ঃ১৮৫ঃ১৯০৭)*

www.pathagar.com

📖 আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ----- আবূ সালমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (সাঃ)কে নবীজী (সাঃ) এর স্ত্রীদের মাহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এর পরিমাণ বারো উকিয়া এবং এক নশ। আমি জিজ্ঞাসা করি নশ কি ? তিনি বলেন, এর পরিমাণ হলো অর্ধ উকিয়া। *(আবূ দাউদ ইফাবা প্রকাশকাল সেপ্টে-৯২, ৩য় খন্ড ২০০পৃঃ ২১০৯নং হাদীস/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০১, রাবী মুহাম্মদ ইবনে সাবাহ)*

ব্যাখ্যা ঃ ১ উকিয়া = ৪০ দিরহাম। ১ নশ = ২০ দিরহাম। অতএব ১২ উকিয়া ও ১ নশ = ৪০×১২+২০= ৫০০ দিরহাম।

📖 হাসান ইবনে আলী খাললাল (রহঃ) ----- সাহল ইবনে সাদ সাঈদী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) এর কাছে জনৈকা মহিলা এসে বললো, আমি আপনার জন্য আমাকে হেবা করলাম। মহিলাটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তখন একব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তবে এই মহিলাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূল (সাঃ) বললেন, একে মাহর দেয়ার মতো তোমার কাছে কিছু আছে কি ? লোকটি বললো, এই লুঙ্গি ছাড়া আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূল বললেন, তোমার লুঙ্গিটি যদি একে দিয়ে দাও তবে-তো তোমার (ঘরে) বসে থাকতে হবে। তোমার নিজের কোনো লুঙ্গি থাকবে না। সুতরাং (মাহরের জন্য) অন্যকিছু তালাশ করো। লোকটি বললো, কিছুই-তো পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তালাশ করো। লোহার আংটি হলেও (নিয়ে আসো)। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তালাশ করে কিছুই পেল না। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কিছুঅংশ আছে কি ? লোকটি বললো, হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা। রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার কাছে কুরআনের যা আছে তার কারণে এই মহিলাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম। *(তিরমিযী ইফাবা প্রকাশকাল জুন-৯৫, ৩ঃ৩৯৭ঃ৯১১৪)*

📖 ইবনে আবূ উমার (রহঃ) ----- আবূল আজফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বলেছেন, সাবধান তোমরা উচ্চহারে মহর নির্ধারণ করবে না। কেননা উচ্চহারে মহর নির্ধারণ করা যদি দুনিয়ার কোনো সম্মান বা আল্লাহ্র কাছে কোনরূপ তাকওয়াজনক বিষয় হতো, তবে আল্লাহ্র নবী (সাঃ)-ই তোমাদের চে' বেশি এর উদ্যোগী হতেন। রাসূল (সাঃ) তাঁর কোনো স্ত্রীর বিবাহে বা তাঁর কোনো কন্যার বিবাহ দিতে গিয়ে বার উকিয়া স্বর্ণমুদ্রার অধিক মহর নির্ধারণ করেছেন বলে আমি জানি না। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৫, ৩ঃ৩৯৮-৩৯৯ঃ৯১৯৫/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জানু-২০০১, ২ঃ৯৭৭ঃ৯৮৮৭)*

স্ত্রীলোক সামনে আসে শয়তানবেশে এবং ফিরে যায় শয়তানবেশে

📖 আমর ইবনে আলী (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) এক মহিলাকে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রী যায়নাবের (রাযিঃ) এর নিকট আসলেন। তিনি তখন তার একটি চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং রাসূল (সাঃ) নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন, তারপর বের হয়ে সাহাবীদের নিকট এসে বললেন, স্ত্রীলোক সামনে আসে শয়তানবেশে এবং ফিরে যায় শয়তানবেশে। অতএব তোমাদের কেউ কোনো স্ত্রীলোক দেখতে পেলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে, কারণ তা তার মনের ভিতর

www.pathagar.com

যা রয়েছে তা দূর করে দেয়। *(মুসলিম ইফাবা প্রকাশকাল সেপ্টে-৯২, ৫ম খন্ড ৭৮পৃঃ ৩২৭৩নং হাদীস)*

📖 সালমা ইবনে শাবীব (রহঃ) ----- জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি নবীকে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কাউকে কোনো স্ত্রীলোক মুগ্ধ করে এবং তার মনকে প্রলুব্ধ করে, তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে সঙ্গম করে। এতে তার মনে যা আছে তা দূর করে। *(মুসলিম ইফাবা সেপ্টে-৯২ ৫ঃ৭৯ঃ৩২৭৫ বিবাহ অধ্যায়/ তিরমিযী ইফাবা জুন-৯৫, ৩ঃ৪৪২ঃ১১৫৯ অনুরূপ)*

✍ পুরুষের চোখ হতে জ্যোতি বের হয়ে তা নারীর চোখেতে পড়া মাত্রই তার স্নায়ুমন্ডলীতে এক আঘাত হানে। এ আঘাত মগজে ধাক্কা দেয়া মাত্রই শারীরিক স্নায়ুগুলো উত্তাপ্ত হয়ে ওঠে পুরুষের একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সমস্ত কোষগুলো উন্মুক্ত হয়ে এক মহাশান্তি পাবার আশায় তার দেহরাজ্যে ও মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ আলোড়ন যৌন-প্রদেশসমূহে এক অপূর্ব চেতনা নিয়ে আসে। এরূপ মানব জীবনের প্রাকৃতিক চাহিদা যা নিয়ন্ত্রিত রাখাটা শ্বাস-রুদ্ধকর হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ ক্রিয়াই সাধিত হয় পুরুষের চোখে, মনে ও মগজে। ফলে মানুষের অন্তরচক্ষু শয়নে ও স্বপনে সেই ছবি দেখে হাসে ও কাঁদে। এজন্যই একবার মাত্র দেখা হলেও অন্তরের মধ্যে হাজারবার এ চেহারা ভেসে উঠে। দর্শনের মাধ্যমে যতো শীঘ্র মন তোলপাড় করে উঠে, শরীরে শিহরণ জাগায়, কামভাবে যৌনাঙ্গে নাড়া দিয়ে উঠে, অন্য কোনো অঙ্গের মাধ্যমে তা হয় না। এজন্যই রাসূল (সাঃ) এর হাদীস আছে,

📖 ইসমাঈল ইবনে মূসা আল ফাযারী ----- আবূ বুরায়দা (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (রাযিঃ)কে বলেন, হে আলী ! তোমার ১ম দৃষ্টিপাত (বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়েছে), তোমার ২য় দৃষ্টি (যা ইচ্ছাকৃত) যেন তার অনুসরণ না করে। কেননা প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য জায়িয আর দ্বিতীয়বার (ইচ্ছাকৃতভাবে) দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়। *(আবূ দাউদ ইফাবা প্রকাশকাল সেপ্টে-৯২, ৩ঃ২২২ঃ২১৪৬ বিবাহ অধ্যায়)*

✍ মানুষের সুখ-শান্তির সম্পর্ক আল্লহ্ তাঁআলার সঙ্গে তাআল্লুক অনুপাতে হয়। আল্লহ্ তাঁআলার সঙ্গে তাআল্লুক হয় ঈমান অনুপাতে। আর ঈমানের সম্পর্ক রাসূলের পরিপূর্ণ এত্তেবার সঙ্গে সম্পর্কিত। আল্লহ্ তাঁআলা আমাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর পরিপূর্ণ এত্তেবার মাধ্যমে ঈমানীশক্তি হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)কে প্রশ্ন করা হলো নারীকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি না দেয়ার কারণ বলুন ?

একদা কিছু মহিলা এসে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)কে প্রশ্ন করল, পুরুষকে চার স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়, তখন অন্ততঃ নারীকে একসাথে দু'জন স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না দেয়ার কারণ বলুন ? ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর খেয়ালে সহসা এ প্রশ্নের জবাব এলো না। তিনি গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে স্বীয় কন্যার সাথে বিষয়টি আলোচনা করে তাঁর কন্যাকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে বললেন। তাঁর কন্যা প্রত্যেক প্রশ্নকারী মহিলাকে একপেয়ালা দুধ এনে একটি বড় পাত্রে ঢালতে বললেন। অতঃপর

www.pathagar.com

মিশ্রিত দুধ থেকে যার যার দুধ পৃথক করে ফেলতে বললেন। মহিলারা জবাব দিল, তা কি সম্ভব ? মেয়ে জবাব দিল, তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কোনো মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তা কোন্ স্বামীর সন্তান তা চিনে নেয়ার উপায় কি ? মহিলারা বলে উঠলো, আমরা আমাদের জবাব পেয়েছি। *(তাযকেরাতুল আউলিয়া ১ঃ২১৬-২১৭)*

সমকামীতা ঃ 🕮 মুহাম্মাদ ইবনে আমর সাওওয়াক (রহঃ) ----- ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন লূত সম্প্রদায়ের কর্ম করতে যাকে পাবে তাকে কতল করো এবং যার সাথে ঐ কর্ম করা হয়েছে তাকেও। *(তিরমিযী ইফাবা জুন-৯২, ৪ঃ৯৫ঃ১৪৬২/ইবনে মাজাহ্ ইফাবা জুন-২০০১, ২ঃ৪৫৪ঃ২৫৬১ রাবী মুহাম্মাদ ইবনে সাব্বাহ ও আবু বকর ইবনে খাল্লাদ রহঃ)*

কুরআনে হস্তমৈথুন হারাম হওয়ার ইঙ্গিত ঃ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সূরা মাআরিজ এর মধ্যে বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ-اِلَّاعَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُمَلُوْمِيْنَ-فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ.

অর্থ ঃ "এবং যারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না। অতএব যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমা লংঘনকারী।" *(৭০নং সূরা মাআরিজ ২৯-৩১নং আয়াত)*

অধিকাংশ ফিকাহ্বিদ হস্তমৈথুনকে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভূক্ত করে হারাম করেছেন। ইবনে জুরায়জ বলেন, আমি একদা হযরত আতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মাকরূহ বললেন। তিনি আরো বলেন, আমি শুনেছি, হাশরের ময়দানে কিছুসংখ্যক লোক আসবে যাদের হাত গর্ভবতী হবে। আমার মনে হয় এরাই হস্তমৈথুনকারী। হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রাযিঃ) বলেন, আল্লহ্ তাঁআলা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যারা হস্তমৈথুনে লিপ্ত ছিল। এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ملعون من نكح يـــده সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হাতকে বিবাহ করে। এই হাদীসের সনদ অগ্রাহ্য। *(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৮ঃ৫৭৯-৫৭২ ইফাবা ৪র্থ সংস্করণ জুন-৯৩/ তাফসীরে মাযহারী)*

✍ কেউ যদি রোযাদার অবস্থায় সামান্য একটু পানি পান করে তবে তার যেমন রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, তেমনিভাবে কেউ যদি সব সুন্নাতের উপর আমল করে কিন্তু দু' একটি সুন্নাত ছেড়ে ইয়াহুদী নাছারাদের লেবাছ ধারণ করে তবে ইয়াহুদী নাছারাদের সঙ্গে তার হাশর হবে। কারণ হাদীসে আছে, যার সঙ্গে যার মিল হবে তার সঙ্গে তার হাশর হবে। আল্লহ্ তাঁআলা মুসলমানদেরকে ইয়াহুদী নাছারাদের সঙ্গে হাশর হওয়া থেকে হিফাযত করুন, আমীন।

www.pathagar.com

এক নজরে

নবীজীর ঘোড়া	ঃ মুরতাজিয
নবীজীর খচ্চর	ঃ দুলদুল
নবীজীর গাধা	ঃ আফীর
নবীজীর তরবারী	ঃ যুল-ফিকার
নবীজীর বর্ম	ঃ যাতুল ফুযূল
নবীজীর উটনী	ঃ আল-কাস্ওয়া
নবীজীর পতাকা	ঃ উকাব (বর্গাকৃতি কালো বর্ণের)
নবীজীর বালিশ	ঃ খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার বালিশ
ঘুমানোর প্রস্তুতিকালে	ঃ ফালাক, নাস পাঠ
বদর যুদ্ধ	ঃ ২য় হিজরী মুসলিমবাহিনী ৩১৩ কাফির ১০০০ জন।
অহুদ যুদ্ধ	ঃ ৩য় হিজরী
খন্দক যুদ্ধ	ঃ ৫ম হিজরী ৬২৭ ঈসায়ী
হুনায়নের যুদ্ধ	ঃ ৬৩০ ঈসায়ী
তবুক যুদ্ধ	ঃ ৯ম হিজরী ৬৩১ ঈসায়ী
মক্কা বিজয়	ঃ ৬৩০ ঈসায়ী
আযান, রোযা, যাকাত	ঃ ২য় হিজরী
ছদকায়ে-ফিতর, দু'রাকাআত ঈদের নামায ওয়াজিব	ঃ ২য় হিজরী
পর্দা, হজ্জ্ব	ঃ ৬ষ্ঠ হিজরী
মদ হারাম	ঃ ৭ম হিরজী ৬২৯ ঈসায়ী
প্রিয়খাদ্য	ঃ শাকসব্জি, তরিতরকারী, ছারীদ
নবীজর প্রিয় পোশাক	ঃ সাদা রঙ্গের কামীস
কুরআনের আয়াত	ঃ ৬২৩৬ টি যৌগিক আয়াত, ৬৬৬৬টি সরল আয়াত
শব্দ	ঃ ৮৬,৪৩০টি
অক্ষর	ঃ ৩২,১২,৬৭০টি
কুরআনকে পারায় বিন্যাসকারী	ঃ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
পত্র লিখন	ঃ বিস্মিল্লাহর পরে প্রেরকের নাম অতঃপর প্রাপকের নাম
কেউ সালাম পাঠালে	ঃ প্রেরকের সাথে যার মাধ্যমে প্রেরিত হতো তাকে জওয়াব দিতেন
সখ	ঃ মাঝে মাঝে সাঁতার কাটতেন
চিত্রবিনোদন	ঃ মাঝে মাঝে বাগ-বাগিচায় যেয়ে চিত্তবিনোদন পছন্দ করতেন এবং মাঝে মাঝে এ উদ্দেশ্যে বাগানে যেতেন।
পরিত্যক্ত সম্পত্তি	ঃ কতিপয় অস্ত্র, একটি খচ্চর ও সামান্য জমি; জমিনটুকু সদ্কা করে দেন
টুপি	ঃ রাসূল (সাঃ) সুজনীর মতো সেলাই করা কাপড়ের পুরু টুপিও পরেছেন।
পাগড়ী	ঃ দৈর্ঘ্য সাতহাত; অর্ধহাতের কাছাকাছি ঝুলাতেন। এক হাতের বেশীও প্রমাণিত আছে। পাগড়ীর নীচে টুপি পরা সুন্নাত।
চাদর	ঃ চার হাতে লম্বা আড়াই হাত প্রস্থ।
লুঙ্গি	ঃ সাড়ে চার হাত লম্বা ও দু'হাত প্রশস্ত সাড়ে তিন হাতেরও বর্ণনা আছে।
জুতা	ঃ অর্ধহাত ও দু'আঙ্গুলি লম্বা এবং সাত আঙ্গুল চওড়া।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বুখারী শরীফ মাওঃ আজিজুল হক বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ১০ম সংস্করণ ১৯৮২, ২য় খন্ড ৭ম সংস্করণ-৮৮, ৩য় খন্ড ৫ম সংস্করণ-৮৭, ৪র্থ খন্ড ৫ম সংস্করণ-৮৯, ৬ষ্ঠ খন্ড ৩য় সংস্করণ ১৩৯০বাংলা, ৭ম খন্ড ৩য় সংস্করণ-৮৬; ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বঙ্গাঃ ৩য় খন্ড এপ্রিল-৯১, ৫ম খন্ড জুন-৯১, ৯ম খন্ড মার্চ-৯৪; ২। মুসলিম শরীফ ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ৪র্থ প্রকাশ জুন-৯২, ২য় খন্ড মে-৯১, ৪র্থ খন্ড জুন-৯২, ৫ম খন্ড সেপ্টে-৯২, ৬ষ্ট খন্ড ডিসে-৯৪, ৭ম খন্ড জুন-৯৪; ৮ম খন্ড জুন-৯৪; ৩। আবূ দাউদ ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড জুন-৯০, ২য় খন্ড এপ্রিল-৯২, ৩য় খন্ড সেপ্টে-৯২, ৪র্থ খন্ড , ৫ম খন্ড জুন-৯৯; ৪। তিরমিযী শরীফ ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ২য় সংস্করণ জুন-৯৪, ২য় খন্ড অক্টো-৯৩, ৩য় খন্ড জুন-৯৫, ৪র্থ খন্ড জুন-৯২; ৫। ইবনে মাজাহ্ মুহাম্মদ মূসা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ১ম প্রকাশ অক্টো-২০০০, আধুনিক প্রকাশনী; ইবনে মাজাহ্ ইফাবা বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ডিসে-২০০০; ৬। নাসাঈ শরীফ ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড জানু-২০০১; ৭। তাহাবী শরীফ মাও মুঃ মূসা বঙ্গাঃ জুলাই-২০০১; ৮। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ইফাবা বঙ্গাঃ আগষ্ট-৮৮; ৯। মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রহঃ) ইফাবা বঙ্গাঃ সেপ্টে-৮২; ১০। মিশকাত শরীফ মাওঃ নূর মুহাম্মদ আজমী বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ৪র্থ মুদ্রণ জুলাই-৭৮, ২য় খন্ড ৫ম মুদ্রণ মার্চ-৮৭, ৩য় খন্ড ৩য় মুদ্রণ এপ্রিল-৮৫, ৪র্থ খন্ড ৩য় মুদ্রণ আগষ্ট-৮৬, ৫ম খন্ড ২য় মুদ্রণ জানু-৮৬, ৭ম খন্ড ১ম মুদ্রণ সেপ্টে-৮৭; ১১। শামায়েলে তিরমিযী মুহাম্মদ মূসা বঙ্গাঃ ১ম প্রকাশ মার্চ-২০০০; ১২। যাদুল মাআদ ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড মার্চ-৮৮, ২য় খন্ড জুন-৯০; ১৩। ওস্ওয়ায়ে রাসূলে আকরাম বঙ্গাঃ মহিউদ্দিন খান ২য় সংস্করণ জানু-৮৮; ১৪। আল-হিদায়া ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড জানু-৯৮; ১৫। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইফাবা বঙ্গঃ জুন-২০০০; ১৬। তাফসীর ইবনে কাছীর ডঃ মুজীবর রহমান বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ২য় সংস্করণ মে-৮৬, ২য় খন্ড ১ম প্রকাশ মার্চ-৮৭, ৭ম খন্ড ১ম প্রকাশ ফ্রেব্রু-৮৮, ৮ম খন্ড ১ম প্রকাশ সেপ্টে-৮৮; ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ২য় সংস্করণ-৯২, ২য় খন্ড ২য় সংস্করণ-৯২, ৩য় খন্ড সেপ্টে-৯১; ১৭। তাফসীরে মাযহারী ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড-৯৭, ২য় খন্ড-৯৭; ১৮। তাফসীরে তাবারী শরীফ ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড সেপ্টে-৯৩, ৪র্থ খন্ড মার্চ-৯৩, ৫ম খন্ড মে-৯৪; ১৯। তাফসীরে মারিফুল কুরআন ইফাবা বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ১ম সংস্করণ জুন-৮০, ২য় খন্ড ৫ম সংস্করণ জুন-৯৩, ৫ম খন্ড ৩য় সংস্করণ এপ্রিল-৯০, ৭ম খন্ড ৪র্থ সংস্করণ ডিসে-৮৩, ৮ম খন্ড ৪র্থ সংস্করণ জুন-৯৩; ২০। তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন হাফেয মুনির আহমেদ বঙ্গাঃ ২য় খন্ড ৩য় সংস্করণ জুলাই-২০০০, ৩য় খন্ড ২য় সংস্করণ মে-২০০০, ৫ম খন্ড ১ম প্রকাশ জুলাই-৯৭, ৬ষ্ট খন্ড ১ম প্রকাশ জুলাই-৯৭, ৭ম খন্ড ১ম প্রকাশ ডিসে-৯৭, ৮ম খন্ড ১ম প্রকাশ ডিসে-৯৭, ৯ম খন্ড ১ম প্রকাশ জুলাই-৯৮, ১০ম খন্ড ১ম প্রকাশ জুলাই-৯৮, ১৮তম খন্ড ১ম প্রকাশ নভে-৯৯, ২০তম ১ম প্রকাশ ডিসে-৯৬, ২১তম খন্ড ২য় সংস্করণ ডিসে-৯৯, আমপারা ২য় প্রকাশ ডিসে-৯৮। ২১। মুকাশাফাতুল কুলুব মুফতী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ্ বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ৩য় প্রকাশ মার্চ-৯৫, ২য় খন্ড ৩য় প্রকাশ অক্টো-৯৫; ২২। কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান ইফাবা-৮৭; ২৩। হায়াতুস সাহাবাহ্ হাফেয মাওঃ মুহাম্মাদ যুবায়র বঙ্গাঃ ১ম খন্ড ১ম প্রকাশ ডিসে-৯৯; ২৪। সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান মুঃ হাবীবুর রহমান বঙ্গাঃ ১ম ও ২য় খন্ড প্রকাশকাল-১৪২০হিঃ, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড ফ্রেব্রু-২০০০; ২৫। এহইয়াহ্ উলুমিদ্দীন ফজলুল করিম বঙ্গাঃ ১ম খন্ড; ২৬। ঈমানের প্রেরণা সৃষ্টিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান; ২৭। মায়াল্লাহ ফিসসামায়ে ডক্টর আহমদ বাকী; ২৮। উসূলে ক্রোমোপ্যাথী; ২৯। মাদারিজুন নবুওয়াত ৩০। মামুলাত নববী (সাঃ) ৩১। বিজ্ঞান না কুরআন ৬ষ্ট মুদ্রণ-৮৫ মুঃ নুরল ইসলাম ৩২। বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (সাঃ) ৫ম মুদ্রণ সেপ্টে-৯৪; ৩৩। বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান আখ্তার-উল্-আলম বঙ্গাঃ ৬ষ্ট সংস্করণ ৩য় প্রকাশ নভে-৯৫; ৩৪। যুক্তির আলোকে ইসলামের বিধান হাফেয মাওঃ মুজীবুর রহমান বঙ্গাঃ ১ম মুদ্রণ আগষ্ট-৯৫; ৩৫। আল-এসাবা -হাফেয হাযার রহঃ ৩৬। আদ-দারুল মানসুর; ৩৭। তলোয়ার নয় উদারতায় মাওঃ আব্দুল জলিল মাযাহারী রহঃ ৩৮। উলামায়ে-কিরাম ওআর উনকী যিম্মাদারীয়া; ৩৯। মালাবুদ্দা মিনহু মাওঃ হাফিজুর রহমান যশোরী বঙ্গাঃ ২য় প্রকাশ জানু-৯৮; ৪০। নছরুন্তীব; ৪১। কানযুল উম্মাল ২য় খন্ড; ৪২। নুযহাতুল মাজালেজ ১ম খন্ড ৪৩। কাফয়াতুল আব্বা; ৪৪। কুরআনে বিজ্ঞান ডঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম ৩য় সংস্করণ জুলাই-৮৬; ৪৫। কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান ইফাবা বঙ্গাঃ মুহাম্মদ শফী উল্লাহ নভে-৮৭; ৪৬। আল-কুরআন ও বস্তুবিজ্ঞান ৩য় প্রকাশ-৮৬ মোল্লা শামসুদ্দীন আহমেদ; ৪৭। নামায ও বিজ্ঞান; ৪৮। বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান ৮ম খন্ড ১ম সংস্করণ-৮১ এম আকবর আলী;

www.pathagar.com

সুন্নাত কতটা বিজ্ঞানভিত্তিক ?
সুন্নাতী যিন্দেগী হাসিল কি মেহনতভিত্তিক ?

এই কিতাবটি

১ . যারা সুন্নাতভক্ত কিতাবটি তাদের জন্য।
২ . যারা সুন্নাতকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চান তাদের জন্য।
৩ . যারা সুন্নাতবিরোধী তাদের জন্য।
৪ . যারা সুন্নাতকে মানব রচিত মনে করেন তাদের জন্য।
৫ . যারা সুন্নাতের অনুকরণ অনুসরণের মধ্যে দু'জাহানের কামিয়াবী মনে করেন তাদের জন্য।
৬ . যারা প্রতিটি সুন্নাতের হাওলা খোঁজ করেন তাদের জন্য।

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ফোন ৭১১১৯৯৩

www.pathagar.com